জীবন প্রভাত

4035

রচনাঃ
ম্যাক্সিম গর্কি

530

অনুবাদঃ
ঋষি দাস

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা

4035

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

সকল সত্য খণ্ডিত ও দ্বন্দ্বিত, এ-কথা যে-সকল সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্যশিল্পে প্রচার করেছেন, ম্যাক্সিম গর্কি তাঁদের অন্যতম অগ্রণী। ম্যাক্সিম গর্কি-কে বাঙালী পাঠক বিশেষ ক'রে চেনেন 'মা' উপন্যাসের রচয়িতা ব'লে। 'মা' উপন্যাসের নায়ক ছিল বিপ্লব, এখানে নায়ক হোলো মানুষ। মা উপন্যাসখানি, তার নিজের দিক থেকে, অতুলনীয়। কিন্তু শিল্প ও সত্য-সন্ধানের দিক থেকে গর্কির মহাকাব্যোপন্যাসগুলি যে শ্রেষ্ঠতর, একথা নিঃসন্দেহে নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। 'জীবন-প্রভাত' সেই মহাকাব্যোপন্যাসগুলির প্রথম পর্ব,—সম্পূর্ণ না হ'লেও, নিশ্চয় স্বয়ম্পূর্ণ।

নায়কের জন্মের দিন থেকে প্রথম যৌবনের দিনগুলি পর্যন্ত এতে বর্ণিত হ'য়েছে। নায়ক এখানে 'বাইস্ট্যান্ডার'—নির্লিপ্ত দর্শক মাত্র। কিন্তু কোনো জীবন্ত মানুষ কেবল নির্লিপ্ত দর্শক হ'য়ে থাকতে পারে না, তার পক্ষে সংঘাত, সংগ্রাম অনিবার্য। 'দর্শকমাত্র' নামটি আমার পর্যাপ্ত মনে হোলো না। তাই নামটি পরিবর্তনের স্পর্ধা ক'রেছি। এ-ধরণের স্পর্ধা অনুবাদের ইতিহাসে অবিরল। মামলার ও-দিক-টা আমার দুর্বল নয়।

কিন্তু দৌর্বল্য আছে অন্য দিকে, যার জন্যে দণ্ড আমার অনিবার্য। সেটি অনুবাদকালে স্থানে স্থানে মূল-পুস্তকের বর্জন ও সংক্ষিপ্ত-করণ। অবশ্য বাংলার অনুবাদ-সাহিত্য ক্ষেত্রে এটা নূতন কিছু ব্যাপার নয়, বরং বেশির-ভাগ ক্ষেত্রে এটাই হোলো রীতি। কিন্তু এই ধরণের রীতি আমার পূর্ববর্তী অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে আমি মেনে নিতে পারি নি। এবারে আমাকে নিরুপায় হ'তে হ'য়েছে; শিরোধার্য করেছি প্রাজ্ঞের বচন—'নেই মামার চেয়ে

কানামামা ভালো।' আসল পুস্তকের কাহিনী, চরিত্র ও রস কতোখানি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি, তা সুধীদের দরবারে বিচার্য।

অন্য পর্বগুলিও বাংলা ভাষায় শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা করেছেন শিল্পী-বন্ধু সুমুখ মিত্র। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

মহালয়া, ১৩৫৩ সাল
৫৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা

ঋষি দাস

এক

ইভান্ আকিমোভিচ্ সাম্‌ঘিনের ভালো লাগতো মৌলিকতা, তাই যখন তার স্ত্রী দ্বিতীয় পুত্রের জন্মদান করলো, তখন সাম্‌ঘিন্ আঁতুড় ঘরে সদ্যপ্রসবা পত্নীর শয্যাপার্শ্বে ব'সে তাকে অনুরোধ করতে লাগলো :

'দ্যাখো ভেরা,—খোকার এমন একটা নাম রাখবো, যা সচরাচর কেউ রাখে না। এই সব অগণিত ইভান আর বেসিল, ওসব পচা নাম— কি বলো, এ্যাঁ ?'

সন্তানপ্রসবের কষ্টে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল ভেরা, তাই কোনো জবাব দিল না। ইভান্ আকিমোভিচ্ মুহূর্তের জন্যে গভীর চিন্তায় মগ্ন হোলো, তারপর তার বেঁটে মাংসল আঙুল একটা নেড়ে উদ্বেগের সংগে বলতে লাগলো :

'খ্রীস্তফার ? কাইরিক্ ? ভিউকল্ ? নিকোডিম্ ?......'

প্রত্যেকটা নামই সে একটা ভংগির সংগে বাতিল করে দিলো; এমনি আরো প্রায় পনেরোটা ক্বচিৎ-দৃষ্ট নাম উচ্চারণ ক'রে অকস্মাৎ আত্মতৃপ্তির সংগে ব'লে উঠলো :

'সাম্‌সন্ ! সাম্‌সন্ সাম্‌ঘিন্ !—ঠিক হয়েছে ! নামটা খারাপ না, কি বল ? সাম্‌সন্ হোলো বাইবেলের অন্যতম বীরের নাম।'

'আঃ, বিছানাটা এমন করে দুলিয়ো না বাপু !'

সাম্‌ঘিন্ অপ্রতিভ হ'য়ে স্ত্রীর কাছে মাপ চাইলো, তারপর তার শিথিল ভারী হাত একখানি হাতে নিয়ে করলো চুম্বন। মুহূর্তের জন্যে হাসিমুখে কান পেতে শুনলো,—সোঁ সোঁ শব্দে শীতের ক্রুদ্ধ বাতাস বইছে বাইরে, আর সেই সংগে করুণকণ্ঠে কাঁদছে তাদের নবজাত শিশু।

'হ্যাঁ—সাম্‌সন্ ! দ্যাখো ভেরা, এখন জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বীরের। আচ্ছা, এ নিয়ে আরো একটু আমি ভেবে দেখবো। লিওনিড নামটাও—'

ধাত্রী মারিয়া রোমানোভ্‌না ওদিকে ছেলেটাকে সাফ কচ্ছিল, বিরক্ত হ'য়ে বললো, 'কেন আজেবাজে কথা ব'লে জ্বালাতন কচ্ছ মেয়েটাকে?'

সাম্‌ঘিন্‌ একবার স্ত্রীর রক্তহীন নিষ্প্রভ মুখের দিকে তাকালো, এলো-মেলো সোনালি চুলগুলো দিলো গুছিয়ে, তারপর নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে গেলো।

আঁতুড়ে শুয়ে-শুয়েই সেরে উঠছে ভেরা। ছেলেটা একরত্তি হ'য়েছে; হয়তো সে বেশিদিন বাঁচবে না, তাই ভেরা-র মা শিশুর মন্ত্রস্নানের ব্যবস্থাটা চট্‌পট্‌ সেরে ফেলতে চাইলেন। মন্ত্রস্নান হ'য়ে গেল। সাম্‌ঘিন্‌ অপরাধীর হাসি হেসে বললে, 'ভেরোচ্‌কা! আমি ভেবেচিন্তে শেষে ঠিক করেছি—ওর নাম হবে ক্লিম্‌। ক্লিম্‌! সাধারণ ঘরের নাম। এ নামের জন্যে ও কারো কাছে ঋণী থাকবে না। তোমার কি মত?'

উপস্থিত আত্মীয়স্বজনের সবার মুখে ছায়া পড়লো অসন্তোষের; সাম্‌ঘিন কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো; স্বামীর অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ভেরা স্বামীকে সমর্থন করলে, 'বেশ নামটি।'

ভেরার মুখের কথাই হোলো এ পরিবারের আইন। আর সাম্‌ঘিনের এ ধরণের খামখেয়ালিতে-ও অভ্যস্ত সবাই। অদ্ভুত যতো সব কাজ ক'রে সে প্রায়ই ওদের অবাক ক'রে দেয়। তবে এ সংসারে এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তার খ্যাতি আছে ভাগ্যবান্‌ ব'লে। সে যে-কাজেই হাত দেবে, সে কাজ সফল হওয়া অনিবার্য।

যাই হোক, এই অসাধারণ নামটাই ক্লিম্‌কে তার জীবনের প্রথম দিনগুলি থেকে সুপরিচিত ক'রে তুললো। এই অদ্ভুত নামটির জন্যেই বুঝি বাড়িতেও সবাই তাকে তার দু'বছরের বড়ো দাদা দিমিত্রির চেয়েও আদর করে বেশি। এ-ব্যাপারে সবার নিজস্ব কিছু না কিছু কারণও আছে। ক্লিম্‌ এতোটুকু, তাই মায়ের স্নেহটা হ'য়েছে প্রবল। ছেলের ঘাড়ে কিম্ভূত একটা নাম চড়িয়ে দিয়েছে, তাই অপরাধ বোধ করে বাবা। আর আই-মা, তাঁর ধারণা, ক্লিম নামটা চাষাড়ে; এই নাম দিয়ে ছেলেটার ওপর অবিচার করা হ'য়েছে ভয়ানক। দাদু, তিনি অনাথ আশ্রমের পান্ডা, স্বাস্থ্যচর্চা আর সুনীতির আদর্শের

পাকে বাঁধা তাঁর জীবন, তাই তাঁর কাছে সবল দিমিত্রি নামটার পাশে ক্লিম্‌ নামটা যেন বড়ো দুর্বল। ফলে তাঁরও এই দুর্বল পৌত্রটির জন্যে ভাবনা-চিন্তার আর অন্ত নেই।

ক্লিমের জীবনের প্রথম দিনগুলি কাটলো—যখন মুষ্টিমেয় কয়েকটি নির্ভীক নিঃসহায় মানুষ বছরের পর বছর মরিয়া হ'য়ে সংগ্রাম করছে জাতির স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির জন্যে, যখন দুটি নিষ্ঠুর শক্তির মাঝে নিপীড়িত নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে তারা। এই নিষ্পেষণ যন্ত্রের একদিকে ছিল এক শক্তিশালিনী জার্মাণ রাজকন্যার অশক্ত এক বংশধর, আর অন্যদিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, স্তিমিত নিস্তেজ অগণিত অশিক্ষিত মানুষ। এই মুষ্টিমেয় মানুষগুলি জারের ক্ষমতাকে ঘৃণা করে; তাই তারা সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসলো দেশের 'জনসাধারণকে', যে-জনসাধারণের তখনো সত্যিকারের অস্তিত্ব ছিল না। জনসাধারণকে তারা চাইলো আবার বাঁচিয়ে তুলতে, আবার মুক্তি দিতে। যাতে জনসাধারণকে সহজে ভালোবাসা যায়, তাই তারা জন-সাধারণকে কল্পনা করলো এক অপূর্ব ভাব-সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে। তার মাথায় পরিয়ে দিলো সহিদের মুকুট, তাপসের মহিমা। তাই দেশের এই সেরা মানুষগুলির ওপর যে-কুৎসিত নৈতিক অত্যাচার অহরহ অনুষ্ঠিত হ'লো, তারও ঊর্ধ্বে স্থান পেলো জনসাধারণের দৈহিক আর্তি। সংস্কৃতি-সৃষ্টির স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধা যারা, তাদের নির্যাতনেরও সীমা রইলো না। শত শত তরুণের প্রাপ্য হোলো কারাগার আর নির্বাসন। ফলে বিপুল ক্ষমতা-যন্ত্রের বিরুদ্ধে তরুণের যুদ্ধ হ'য়ে উঠলো আরো তীক্ষ্ণ, আরো তীব্র।

এই সংগ্রামে সাম্‌ঘিন্‌ পরিবারও অন্যান্য সবার সংগে যথেষ্ট অত্যাচার সহ্য করেছে। ইভানের বড়ো ভাই জাকব দু'বছর জেলে কাটাবার পর নির্বাসিত হ'য়েছে সাইবিরিয়ায়। একবার পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে জাকব ধরা পড়ে। তারপর তাকে নির্বাসিত করা হ'য়েছে তুর্কিস্তানে। এই ধড়পাকড় আর কয়েদের হাত থেকে ইভানও নিষ্কৃতি পায় নি। জেল থেকে

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

বেরোবার পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে হয়েছে বিতাড়িত। ভেরার এক তুতো ভাই, মারিয়া রোমানোভ্‌নার স্বামী নির্বাসিত হ'য়ে ছিল ইয়াল্‌তরভ্‌স্কে, সেখানে যাওয়ার পথেই সে গেছে মারা।

'৭৯ সালের বসন্তকালে সলোভিভ্‌কে গুলী করার সাড়া পাওয়া গেল সারা রুশিয়ায়। শাসক সম্প্রদায় এর জবাব দিলো দমন নীতিতে। ফলে কয়েক শ স্ত্রীপুরুষ মরিয়া হয়ে একরকম হাতাহাতিই যুদ্ধ করলো এই স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। প্রায় দু'বছর ধ'রে তারা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো এখান থেকে ওখানে, শিকারীরা যেমন ক'রে তাড়িয়ে নিয়ে চলে বুনো জানোয়ারকে। অবশেষে তাকে তারা হত্যা করলো। কিন্তু এই হত্যার অব্যবহিত পরেই বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাদেরই এক সহকর্মী—যে নিজেই একদিন জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। জারের ট্রেনের পথে পাতা ছিল মাইন; সে এই মাইনের তার কেটে দিল। নিহত জারের পুত্র তৃতীয় আলেকজান্দার তাকে ভূষিত করলো সম্মানিত উপাধিতে; ভুলে গেলো, এই ব্যক্তিই একদিন তার পিতাকে হত্যার চেষ্টা ক'রেছিল।

এমনিভাবে যখন সমস্ত বীরদের হোলো ধ্বংস, তখন—সর্বত্র যেমন হ'য়ে থাকে—তারা সাব্যস্ত হোলো অপরাধী। কারণ, তারা আশা দিয়েছিল, কিন্তু সে আশা রাখতে পারেনি। এই সংগ্রামে যারা যুদ্ধ করেছিল, তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যারা বেঁচে রইলো, তারা যতো না নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো, তাদের চেয়ে ঢের বেশি নিরুৎসাহ হোলো যারা দূরে দাঁড়িয়ে সহানুভূতির সংগে প্রত্যক্ষ করছিল এই বন্ধুর সংগ্রাম। তাদের অনেকে আর কালক্ষেপ না ক'রে এই বীরদের যারা বেঁচে রইলো তাদের বাড়িতে ওঠার পথ পর্যন্ত বন্ধ ক'রে দিলো। কাল যারা ছিল জাতির বরণীয় বীর, আজ তাদের আশ্রয় দিলেও সামাজিক মর্যাদা হানির সম্ভাবনা হোলো!

এরপর যে-দু'একটি মাত্র বাড়িতে সংস্কৃতির আলো সম্পূর্ণ নিভে গেল না, সামুঘিনের বাড়ি তাদের একটি। এ বাড়িতে মাঝে মাঝে এমন সব লোকের আমদানি হয়, যারা হাসিখুসি ভুলে গেছে, যাদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য

গেছে হারিয়ে। তারা ঘরের কোণে যেখানে আব্ছা অন্ধকার জমে উঠেছে, সেখানে নিঃশব্দে চুপি চুপি এসে বসে। বড় একটা কথা হয় না; যদি বা হাসে, তাও মধুর হাসি নয়। তাদের সবার চেহারায় মিল নেই, পোষাকে মিল নেই, কিন্তু তবু তাদের সবার মধ্যে অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য আছে—যেন একই সৈন্যদলের সেনা তারা। তারা যেন কোথাওকার বাসিন্দা নয়, তারা কেবল চলমান্, চলেছে কোথাও; আর সাম্ঘিনের বাড়িটা যেন সেই চলার পথের একটা বিশ্রামখানা। তারা কখনো কখনো এখানে থাকে-ও। আর একটা ব্যাপারেও তাদের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। তারা সবাই মারিয়া রোমানোভ্নার ক্রুদ্ধ মন্তব্যগুলি বিনীতভাবে শোনে; স্পষ্টত, তারা সবাই ওকে ভয়-ও করে। আর ইভান সাম্ঘিন্, সে যেন আবার ভয় করে এই লোকগুলিকে। ক্লিম্ দেখে, তার বাবা এদের সবার সম্মুখে নিজের নরম হাতদুটো কাঁচুমাচু ক'রে কচলায়, কেমন যেন তার পায়ের পেশীগুলো কেঁপে ওঠে দুর্বল আতংকে। এদেরই মধ্যে একজন, কালো গোঁফদাড়ী মুখে, একটু কঞ্জুষ ব'লে মনে হয়, একদিন চটে উঠেছিল ঃ

'ইভান, তোমার বাড়িতে প্রত্যেকটি জিনিষে দেখি নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ। একটা মার্কিণ গল্পে এমনিই পড়েছিলাম। যা তোমার প্রয়োজন, তার দশগুণ জিনিষ তোমার চাই-ই। কাল রাত্তিরে তুমি আমাকে দুটো বালিশ দিয়েছিলে শুতে। আর, আলোও দিয়েছিলে দুটো!'

শহরে সাম্ঘিনের বন্ধুবান্ধবের পরিধি ক্রমেই সংকীর্ণ হ'য়ে এসেছে। তবু প্রতি সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে দু'চারজন লোকের আমদানি এখনো হয়,—যারা অতীতের দিনগুলি আজো ভুলতে পারেনি। বাড়ির এক বগল থেকে প্রতি সন্ধ্যায় উঠোনে এসে দাঁড়ায় মারিয়া রোমানোভ্না; অস্থিসার দীর্ঘ দেহ; চোখে কালো চশমা; মুখে বেদনার ছায়া; ঠোঁট দুটো দেখাই যায় না! মাথার আধপাকা চুলগুলি ঢাকিয়ে কালো রঙের ছোট্ট একটি টুপি; টুপির তলা থেকে উঁকি দেয় তার বড়ো বড়ো কান। বাড়ির তিনতলা থেকে নেমে আসে ওদের বাড়ির ভাড়াটে, ভারাব্কা। ভারাব্কার কাঁধদুটো বেশ চওড়া; মুখের চাপদাড়ী লাল। তাকে দেখলে মনে হয়, সে একদিন ঠেলাগাড়ী

চালাতো, তারপর অকস্মাৎ বড়োলোক ব'নে গেছে এবং এখন বেমানান কিছু পোশাক কিনে গায়ে চড়িয়ে দিয়ে ভোগ করছে প্রচুর অস্বস্তি। ভারী ভারী পা ফেলে চলে, সতর্ক চলাফেরা। চা খাবার জন্যে টেবিলে বসার সময় সে সাবধানতার সংগে নেড়ে দেখে নেয় চেয়ারটা—যথেষ্ট শক্ত তো? তার চারিদিকে সব জিনিষই যেন ভেংগে পড়ে, ক্যাঁচকোচ্ শব্দ করে, কাঁপে। ঘরের আসবাব-পত্র, কাপ-ডিস, সবই যেন ওকে ভয় করে। ও যখন পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, তখন যেন গুণগুণিয়ে ওঠে পিয়ানোটা।

আর আসেন ডক্টর সমভ্। কালো গোঁফদাড়ী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ঘরে ঢোকার আগে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ঘরের সবাইকে খুঁটিয়ে একবার দেখেন; গোঁফের মতো একজোড়া ভুরুর তলা থেকে বেরিয়ে আসে পাথরের মতো দুটো চোখ; প্রশ্ন করেন 'কি হে, সবাই ভাল তো?'

তাঁর ঠিক পেছনেই এসে ঢোকেন তাঁর স্ত্রী; পাৎলাটে চেহারা; প্যাঙাসে মুখ; বড়ো বড়ো চোখ। নীরবে তিনি ভেরাকে চুম্বন করেন, ঘরের সবাইকে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানান—এ'রা যেন মানুষ নয়, গির্জার ঠাকুর। তারপর যথা সম্ভব দূরে গিয়ে মুখে রুমাল দিয়ে চুপচাপ বসেন—যেন দাঁতের ডাক্তারের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। ঘরের যে-কোণটায় অন্ধকার সবচেয়ে বেশী, সেদিকেই তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, এমন একটা ভাব; কে যেন অন্ধকার থেকে যে কোন মুহূর্তে বেরিয়ে এসে তাঁকে ডাকবে, 'এসো!'

ক্লিম্ জানতো কিসের প্রতীক্ষা ক'রে থাকেন এই মহিলা। মৃত্যুর। ক্লিমের উপস্থিতিতে ডক্টর সমভ্ একদিন বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রীর মতো মৃত্যু ভয় আর কারো আছে ব'লে আমার জানা নেই।'

এমনি এক অন্ধকার কোণ থেকে সবার অজ্ঞাতে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে দাঁড়ান আর একটি লোক। মাথায় লাল চুল; স্তেফান্ টমিলিন; ক্লিম্ আর দিমিত্রির মাষ্টার। তারপর ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢোকে একটি বোকাটে মেয়ে, তানিয়া কুলিকোভা; সর্বদা উত্তেজিত ভাব; নাকে বসন্তের দাগ, সকল সময় বই বগলে আছেই; বই-এর আষ্টেপৃষ্ঠে লাল কালিতে কতো কী লেখা। তানিয়া ঘরে ঢুকেই চাপাগলায় বলে, 'আসুন, পড়ে ফেলা যাক'!

ভেরা তাকে কোনোরকমে শান্ত করে, 'আঃ, আগে চা-টা খেয়ে নিই। চাকর-বাকররা যাক। তারপর.........'

বড়োদের টেবিলের পাশেই ওদিকে ছোটদের টেবিল। দিমিত্রি বসে বড়োদের টেবিলের দিকে পেছন ফিরে; কিন্তু ক্লিম্ তার বিপরীত; ও বড়োদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে, মন দিয়ে শোনে বড়োদের কথাবার্তা। অবশেষে ওর বাবা এসে ওকে দেখায়। সবাইকে বলে, 'হ্যাঁ গো, আমাদের কচি চাষা, বলো তো জগতে তোমার সব চেয়ে কি ভালো লাগে?'

জবাব দেয় ক্লিম, 'কোনো সেনাপতিকে গোর দেওয়া।'

'কেন?'

'বাজনা বাজে, তাই।'

'আর তোমার সব চেয়ে খারাপ লাগে কি?'

'মার মাথা ধরা।'

পুত্রের কৃতিত্বে সাম্‌ঘিনের চোখদুটো চক্‌চক্ করতে থাকে, সে গর্বের সঙ্গে উপস্থিত অতিথিদের শুধোয়, 'কেমন?' অতিথিরাও ঈষৎ হাসির সঙ্গে প্রশংসা করেন ক্লিমের। কিন্তু ক্লিমের এসব আর পছন্দ হয় না। এই জবাবগুলো যেন তার কাছে বোকা-বোকা লাগে। দু'বছর ধ'রে এই একই জবাব সে দিয়ে আসছে। আজকাল সে বাবাকে খুশি করার জন্যেই কোনরকমে এই জবাবগুলো আওড়ায়। তবু সে রাগ করে, আঘাত পায়। তার মনে হয়, সে যেন একটা খেলনা—যে খেলনাকে টিপ্‌লেই কিচ্‌মিচ্ শব্দ করে।

ক্লিমের বাবা, মা আর আই-মা অতিথিদের কাছে যে সব গল্প করেন, তা থেকে ক্লিম্ নিজের সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর, প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে ফেলেছে। সে যখন খুব ছোট ছিল, তখনো নাকি ছিল তার সমবয়সীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তার বাবা বলে, 'সাদাসিদে জবড়জং খেলনাই ভালো লাগে ক্লিমের; প্যাঁচালো দামী জিনিষ মোটেই ওর পছন্দ না।' আই-মা-ও বাবার কথায় সায় দেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাদাসিদে জিনিষই ওর পছন্দ।'

তারপর আই-মা সুরু করেন একটা গল্প। তখন ক্লিম্ মোটে পাঁচ

বছরের। বাগানের এককোণে আগাছার আওতায় হঠাৎ সুন্দর একটা ফুল ফুটে ছিল। তাকে নিয়ে ক্লিমের কী সে যত্ন-আত্তি। ওদিকে কতো ফুলই না ফুটেছে! সে-দিকে কিন্তু ওর এতোটুকু লক্ষ্য নেই, তারপর একদিন ক্লিমের শতো আদর যত্ন সত্ত্বেও ফুলটা যখন ঝরে গেল, তখন ক্লিমের কান্নার অবধি রইল না।

আই-মার কথায় কান না দিয়ে তার বাবা বলে, 'ওর দাই-এর নাতীর সঙ্গে খেলতে ও যতো ভালোবাসে, নিজেদের শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ততো না।'

ক্লিমের মনে হয়, আই-মার চেয়ে বাবার গল্পবলার হাত ভালো। মাঝে মাঝে বাবা যেন ছেলের সম্বন্ধে গর্ব করার জন্যে অনেক কথা বানিয়ে বলেন। কিন্তু ক্লিম্ যখন মন দিয়ে তার বাবার কথাগুলি শোনে, তখন সে প্রায়ই অবাক হ'য়ে যায়, সে অনেক কথা একদম ভুলে গেছে, কিন্তু বাবার মনে আছে সব। না, বাবার কথাগুলো বানানো নয়! নইলে মাও কেন বলেন তার মধ্যে এমন জিনিষ আছে যা সচরাচর দেখা যায় না? মা আবার এ সম্বন্ধে একটা কারণও দেখাতে চেষ্টা করেন ঃ

'ও যখন হয়, তখন চারি দিকে সবাই সন্ত্রস্ত! ওই বছরই আগুন লেগে-ছিল এখানে, জাকবকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল, তাছাড়া আরো সব কতো কী! ওকে পেটে ধরতেও যেন আমার কষ্ট হোতো। আর, সময়ের আগেই ও এলো—আমার মনে হয়, তাই ও অমন অদ্ভুত হোয়েছে।'

ক্লিম মন দিয়ে শোনে মার কথা। তার মনে হয়, মা যেন মাপ চাইছেন!

একদিন ক্লিম বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো, 'বাবা, আমি কেন সবার মতো নই, মিটিয়াতো সবার মতো? ও যখন হ'য়েছিল, তখনো তো দেশে কত লোকের ফাঁসী হচ্ছিল?'

বাবা তার জবাবে বিস্তৃত ক'রে কি সব ব্যাখ্যা করেছিলেন। সে সব কথা তার সব মনে নেই। কেবল মনে আছে, বাবা ব'লেছিলেন, হল্‌দে ফুলও আছে, আবার লাল ফুলও আছে। ক্লিম্ হোলো লাল ফুল।

কিন্তু এ-সবের সঙ্গে মতানৈক্য হোলো ক্লিমের দাদু আকিমের। দাদু

তাঁর নাতীর আর জনগণের উভয়ের শত্রু। লম্বা, গোল-কাঁধ, চিমশানো চেহারা—যেন শুক্‌নো গাছ! লম্বা মুখ; দ্বিধা বিভক্ত দাড়ী; চিবুক আর ঠোঁটের ওপরটা চেছে-ছুলে কামানো। দাদু আকিম বিরক্তির সঙ্গে জানান, 'তোমরা সবাই ছেলেটাকে বকিয়ে দিচ্ছ! যতো সব আজে বাজে কথা—সব বানানো।'

সঙ্গে সঙ্গেই তার বাবা আর দাদুর মধ্যে তর্ক সুরু হ'য়ে যায়। কিন্তু বাবাকে তর্কে কেউ হারাতে পারে না। বাবার মুখ দিয়ে যখন শব্দের স্রোত অনর্গল বইতে থাকে, তখন ক্লিমের ভয় করে, এই বুঝি দাদু তাঁর হাতের লাঠিটা দিয়ে মেরে বসলেন। ক্লিম জানে তার দাদু তাকে সব দিক থেকে ছোট ক'রে দিতে চাইছেন অথচ অন্যান্য সব বড়োরা চাইছে তাকে তুলে ধরতে! দাদু-বুড়ো বলেন, আসলে ক্লিম্‌টা রোগা পট্‌কা ছেলে। ওর মধ্যে অপূর্ব অদ্ভুত কিছু নেই। ও-সাদাসিদে খেলনা নিয়ে খেলে, তার কারণ অন্যান্য ছেলেরা যাদের গায়ে শক্তি আছে, তারা সৌখিন খেলনা-গুলো ছিনিয়ে নেয়। ওর বন্ধু হোলো দাই-এর নাতী ইভান ড্রনভ্; কারণ, ভারাব্‌কার ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি বোকা।'

দাদুর কথাগুলো ক্লিমকে আঘাত দেয়। সে দাদুকে বিষের চোখে দেখে, ভয়ও করে। বাবাকে করে বিশ্বাস। বাবার কথাগুলি বেশ লাগে; 'যা দামী, তা সবই তো বানানো!' ক্লিম ভাবে, তার খেলনা, লজেন্স, ছবির বই, ছড়া—সবই তো লোকে বানায়। কিছু না কিছু বানানো দরকার। নইলে বড়োরা পাত্তা দেবেনা। তোমার অস্তিত্বই থাক্‌বে না; তুমি যেন ক্লিম্ নও—কেবল দিমিত্রি।

ক্লিমের ঠিক মনে পড়ে না, কবে তার সম্বন্ধে লোকে বানিয়ে বলে জেনে সে-ও বানাতে সুরু করেছিল। তবে যতো বার তার বানানো চিন্তা আর কল্পনাগুলো সফল হয়েছিল, সে তার বেশ মনে আছে। বানিয়ে বলা সোজা নয়। তাই এ-বাড়িতে কেবল বুড়ো দাদু ছাড়া আর সবাই তাকে তার দাদা দিমিত্রির চেয়ে বেশি ভালোবাসে। একবার নৌকো চড়ার জন্যে

ওরা চলেছিল সবাই। ডক্টর সমভ্ আসছিল মার সংগে। ওরা দু'ভাই ছুটে চলেছিল আগে আগে। ডক্টর তার মাকে বলছে, 'দেখো ভেরা, ওরা দুজনে যাচ্ছে। তবু ওরা দু'জন নয়,—দশজন। কারণ, ওদের একজন হোলো শূন্য, আর একজন হোলো এক।' মুহূর্তেই ক্লিম বুঝে নিলো এই শূন্যটি হোলো তার বর্তুল-প্রমাণ বোকাটে ভাই দিমিত্রি। সেদিন সে তার ভাইকে ডাকতে লাগলো 'হল্‌দে শূন্য' ব'লে—যদিও দিমিত্রির রঙ ছিল গোলাপী, চোখদুটো নীল।

ক্লিম লক্ষ্য করলে, বড়োরা তার কাছে এমন কিছু আশা করে, যা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেলে না। তাই সে যতক্ষণ সম্ভব বড়োদের পাশে ব'সে থাকে আর ডুবে থাকে তাদের শব্দের স্রোতে। মনোযোগের সাথে শোনে তাদের অবিশ্রান্ত তর্ক-বিতর্ক। মাঝে মাঝে যে দু' একটা কথা তার বেশ লাগে, সেগুলো সে রাখে সংগ্রহ ক'রে। পরে জিগ্যেস করে বাবাকে, এগুলোর অর্থ কি। ইভান্ সাম্‌ঘিন সানন্দে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে বলবে ছেলেকে 'মানববিদ্বেষ', 'চরমপন্থী', 'নিরীশ্বরবাদী' প্রভৃতির অর্থ কি। তারপর সে ছেলেকে আদর ক'রে প্রশংসা জানাবে, 'তুমি খুব বুদ্ধিমান। এমনিভাবে জানতে চাইবে—উপকার হবে।'

বাবাকে ভালো লাগে, কিন্তু ভারি মজার লাগে ভারাব্‌কাকে। বাবা যা বলেন, সব বোঝা যায় না। বাবা অনেক কথা বলেন, আর এমন অনর্গল বলেন, যেন কথাগুলো পরস্পরের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে যায়। ভারাব্‌কা বলে কম কথা। কিন্তু বলে যেন বড়ো বড়ো অক্ষরে, যেমনটি সাইনবোর্ডে লেখা থাকে। ভারাব্‌কার লাল মুখে সবুজে ছোট্ট দুটো চোখ খুশিতে চক্‌চক্ করে। তার লালচে দাড়ীটা দেখতে কতকটা খে'কশেয়ালের লেজের মতো। সে যে সবচেয়ে চালাক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারো সংগে ভারাব্‌কার মতের মিল নেই। সে সবাইকে উপদেশ দেয়—এমন কি বুড়ো দাদুকেও।

বুড়ো কথাটায় জোর দেয়ার মতলবে লাঠি ঠুকে বলেন, 'এই রাশিয়ার একমাত্র পথ।'

ভারাব্‌কা একরকম চীৎকার ক'রেই প্রতিবাদ করে, 'আমরা ইওরোপ, কি ইওরোপ না?'

ভারাব্‌কা চিরকালই বলে, চাষাদের পিঠে ভর ক'রে বেশি দূর এগোনো সম্ভব নয়। যদি এই বোঝার গাড়ীকে কেউ টানতে পারে—তবে সে শিক্ষিত সম্প্রদায়। ক্লিম্‌ জানে, শিক্ষিত সম্প্রদায় হোলো তার বাবা, তার দাদু, তার মা, তাদের সব পরিচিত বন্ধুবান্ধব, আর, অবশ্যি, ভারাব্‌কা নিজেও। কিন্তু অদ্ভুত, ডক্টর সমভ্‌ ভারাব্‌কার সঙ্গে একমত নয়। ডক্টরের কালো চোখ দুটো ঠিক্‌রে বাইরে আসে : 'ছাই পাঁশ, এর অর্থ কি?'

মারিয়া রোমানোভ্‌না সোজা হ'য়ে ওঠে সৈনিকের মতো, কঠিন কণ্ঠে বলে, 'তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ভারাব্‌কা!'

ভারাব্‌কা তার শক্ত চেয়ারে ব'সে হো হো ক'রে হাসে। চেয়ারটা শব্দ করে। ক্লিমের মা ভারাব্‌কার সঙ্গে এক মত হয়, সে বলে, 'টিমোফাই ভাসিলিভিচের কথাই ঠিক। লোকে যা ভাবে, জীবন তার চেয়েও অনেক জটিল, তা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। শুধু বিশ্বাসের ওপর আমরা অনেক কিছুই করেছি, এবার বাস্তবের দিকেও নজর দিতে হবে।'

ক্লিমের মা বড়ো কিছু একটা বলে না, যখন বলে সোজা কথায় বলে। কদাচিৎ সে রাগ করে। যখন করে, তখন তার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে আসে, ভুরু দুটো আসে কুঁচকে।

মারিয়া রোমানোভ্‌না যেন শিউরে ওঠে, 'তুমি কি পাগল হ'লে ভেরা?' তারপর সে উঠে সশব্দে পা ফেলে ঘরের বাইরে চ'লে যায়।

তার মা কখনো অপ্রতিভ হ'য়েছে, এমনটি ক্লিমের মনে পড়ে না। যখন তখন অপ্রতিভ হয় তার বাবা। ক্লিম্‌ একবার মাত্র মাকে যেন ঘাবড়ে যেতে দেখেছিল, কিন্তু কেন সে বুঝতে পারে নি। সে মাকে প্রশ্ন করেছিল, 'প্রতিবেশীর গৃহ ও প্রতিবেশীর স্ত্রীর জন্য প্রতিবেশীকে ঈর্ষা করিও না, কথার মানে কি মা?'

'তোমার মাষ্টারকে জিগ্যেস কোরো।' মা পরক্ষণেই লজ্জায় লাল হ'য়ে শুধ্‌রে নিয়েছিল, 'না, তোমার বাবাকে।'

যখন বড়োদের কথাবার্তা ওর কাছে খুব মজাদার ও বোধগম্য মনে হয়, তখন ও দেখে ওর একটা সুবিধা আছে। বড়োরা ওর উপস্থিতির কথাটা পর্যন্ত একেবারে ভুলে যায়। কিন্তু কথাবার্তাগুলো যদি ওর ভালো না লাগে তবে ও বড়োদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তখন বাবা কি মা অবাক হ'য়ে যায়, 'তুই—তুই এখনো আছিস?'

দুইপ্রকার সত্য সম্বন্ধে যে তর্ক ওদের চলে, সেটা নীরস লাগে ওর কাছে। ক্লিম্ প্রশ্ন করে, 'মানুষ কেমন ক'রে বোঝে যে এটা সত্য, আর ওটা সত্য নয়?'

'শুনুন, শুনুন!' ওর বাবা ব'লে ওঠে।

ভারাব্কা ক্লিম্‌কে আদর ক'রে তার কথার জবাব দেয়, 'সত্য চেনা যায় তার গন্ধ থেকে। এর একটা বড়ো কড়া গন্ধ আছে বাবা।'

'কেমন গন্ধ?'

'যেমন পেঁয়াজের, মুলোর!......' সবাই হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

কিন্তু তানিয়া কুলিকোভা বেদনার সুরে বলে, 'কথাটা খুবই সত্যি...... সত্যের ঝাঁঝেও চোখে জল আসে। তাই না টমিলিন?'

ক্লিম্ শীঘ্রই আবিষ্কার করলে বয়স্কদের "সত্য"টা, নিখাদ নয়। এর মধ্যে অনেকটাই থাকে কল্পিত। তারা প্রায়ই বলে, জার আর জনগণ। ছোট্ট কর্কশ এই জার শব্দটা থেকে কোনো ছবিই ক্লিমের মনে জাগে না। কিছু দিন পরে মারিয়া রোমানোভ্না এই শব্দটা উচ্চারণ ক'রেই সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, 'পিশাচ'; কথাটা বলার সময় মাথাটা এমন ভীষণভাবে নেড়েছিল যে তার চশমাটা লাফিয়ে উঠে গিয়েছিল তার কপালে। ক্লিমের কেমন একটা ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল, জার হলো একজন যোদ্ধা, চতুর ও শয়তান, আর সে "ঠকিয়েছে জনগণকে"। জনগণ কথাটা খামখেয়ালের মতো লাগে ক্লিমের কাছে। কতো বিভিন্ন ভাবে এর কথা বলা হয়। কখনো করুণার সঙ্গে, কখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে, কখনো গৌরবের সঙ্গে, আবার কখনো বা বেদনার সঙ্গে। তানিয়া কুলিকোভা কোনো কারণে জনগণকে ঈর্ষা করে; ক্লিমের

বাবা ওদের নাম দিয়েছে 'শাহিদ'। আর ভারাব্‌কা ওদের বলে 'ক্যাবলা-কান্ত'।

ক্লিম জানে, চাষা আর চাষার বউদের নিয়েই হোলো জনগণ। গাঁয়ের মানুষ; প্রতি বুধবারে তারা শহরে আসে জ্বালানি, আলু, কপি আর কুল বেচতে। কিন্তু এই জনগণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে দেখে সে অপর সত্যিকার জনগণকে, যাদের নিয়ে কবিতা লেখা হয়। যাদের সবাই ভালো-বাসে, দরদ দেখায়। যাদের সুখের স্বপ্ন দেখে সবাই।

ক্লিম্‌ কল্পনায় দেখে এই সত্যিকারের জনগণকে—এক বিপুল অগণিত বিরাটকায় মানুষের জাতি, দুঃস্থ, ভয়ংকর; ভিখারী ভাভিলভের মতোই অদ্ভুত। দীর্ঘ দেহ বৃদ্ধ এই ভাভিলভ। ভেড়ার গায়ের চামড়ার মতো কোঁকড়ান মাথার চুল। চোখের তলা থেকে গলা পর্যন্ত বিস্তৃত নোংরা গোঁফ আর দাড়ী। এই স্তূপীকৃত চুলের অন্তরালে থেকে নাকের ডগাটা যেন কোন রকমে উঁকি দেয়। ঘোলাটে কাচের মতো দুটো চোখ। কোনো বাড়ির জানালার নিচে এসে ভাভিলব যখন হাঁকে 'গৃহস্থের জয় হোক!' তখন তার দুর্ভেদ্য গোঁফদাড়ী ভেদ ক'রে দেখা দেয় একটি কাল গহ্বরের গায়ে লেগে থাকা কালো ভয়াবহ তিনটি দাঁত, আর পুরু গোলাকার একটি জিহ্বা। বয়স্করা করুণার সাথে কথা বলেন তার সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে দেন ভিক্ষা। যেন এর কাছে তাঁরা সবাই অপরাধী, একে তাঁরা সবাই ভয় করেন। এমন কি ক্লিমও ভয় করে।

একবার গ্রীষ্মকালে ক্লিম্‌ ও দিমিত্রি দাদুর সঙ্গে গাঁয়ে মেলা দেখতে গিয়েছিল। ক্লিম হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো চাষী আর চাষীর বউদের ভীড়ের দিকে। সবার গায়ে জমকালো চটকদার পোষাক; হাসিখুসী; আধ-মাতাল; বিস্মিত হ'য়ে ক্লিম প্রশ্ন করলে, 'তবে সত্যিকারের জনগণ কোথায় দাদু?'

দাদু হেসে উঠলেন, জনতার দিকে ছড়ি দেখিয়ে বললেন, 'মূর্খ, এরাই সেই জনগণ।'

শহরের সীমান্তে একবার আগুন লেগেছিল। ক্লিম্‌কে আগুন দেখার জন্যে নিয়ে এসেছিলেন টমিলিন। তখনো এই প্রশ্নই করেছিল ক্লিম্‌। ভীড়

ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দর্শকের দল। কিন্তু কেউ পাম্প ক'রে জল তুল্‌তে এগোচ্ছে না। অবশেষে পুলিশ এদের মধ্যে সব চেয়ে যারা গরীব, তাদের কয়েকজনের জামার কলার ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে এনে কাজে লাগিয়ে দিলো।

'কী জনগণ!' কপাল কুঁচকে ব'লে উঠেছিলেন ক্লিমের মাষ্টার।

'এরাই জনগণ নাকি?'

'তোমার মতে এরা কি তবে?'

'আর, দমকলের ওরা? ওরাও জনগণ তো?'

'নিশ্চয়। দেবতা নয় ওরা।'

'তবে ওরাই কেবল কাজ করছে কেন? লোকে আগুন নেবাতে ওদের সাহায্য করছে না তো কই?'

টমিলিন এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন; ক্লিম্‌ তার একবিন্দুও বোঝেনি।

ক্লিম দেখলো, বয়স্করা তাকে কেবলই অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে উঁচিয়ে দিচ্ছে। এ তার ভালোই লাগে। কিন্তু কদাচিৎ দু'একবার বড়োদের এই মনোযোগটাকে এক প্রকার অন্তরায় বোধ করেছে সে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করে, খাঁদা বরিস ভারাব্‌কা, তার বোন লিডিয়া, দিমিত্রি, কি ডক্ট সমভের মেয়েদের সঙ্গে ওদেরই মতো আত্মভোলা হ'য়ে সে-ও খেলাধুলা করে। করেও। এদের মতোই সে উত্তেজনায় পাগল হ'য়ে যায়। খেলার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যখনই সে দেখে, কোনো বয়স্ক লোক তার খেলা লক্ষ্য করছে, তখনই সে গম্ভীর হ'য়ে ওঠে, পাছে ওদের চোখে সে সাধারণ ছেলে-মেয়েদের স্তরে নেবে আসে, এই ভয়। কেবলই তার মনে হয়, বড়োরা যেন তাকে চোখে চোখে রাখছে আর তার কাছে প্রত্যাশা করছে অভাবনীয় কিছু।

এই সঙ্গে আরো লক্ষ্য করেছে ও, ছেলেমেয়েরা ওকে অপছন্দ করতে সুরু করেছে ক্রমেই বেশি। ওকে তারা কৌতূহলের চোখে দেখে—যেন বিদেশী; বয়স্কদের মতোই তারা আশা করে ও বুঝি যাদুবলে কিছু অঘটন ঘটিয়ে

ফেলতে পারে। কিন্তু ও যখন বিজ্ঞের মতো কোনো কথা ব'লে বসে, তখন তাদের মুখে ফুটে ওঠে বিদ্রূপ, অবিশ্বাস আর বিদ্বেষ। ক্লিম স্থির করেছে, এটা হোলো ওদের ঈর্ষা। যাই হোক, এই অবস্থাটা ওকে আঘাত করে, কখনো ব্যথা দেয়, কখনো বিরক্ত করে। তাই বড়োরা ওর ঘাড়ে যে ভূমিকাটা চাপিয়ে দিয়েছে, তা বজায় রেখেও ও চায় ওদের বন্ধুত্ব জয় করতে। ও মাঝে মাঝে আদেশ করে, উপদেশ দেয়। লাভ হয় না কিছুই। এতে কেবল বরিস ভারাব্কা চটে ওঠে আর ক্লিম ভয় পেয়ে যায়।

বরিসের পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সর্বদা থাকে দুঃসাহসিকতা। তার বশ মানতে সবাইকে সে বাধ্য করে; প্রত্যেক খেলায় শ্রেষ্ঠ ভূমিকা তারই। ক্লিমের মনে হয়, বরিস বুঝি কোনো কিছু সম্বন্ধে এক মুহূর্তও ভাবে না। কখন কি করতে হবে, তা যেন তার মন আপনা থেকেই ব'লে দেয়।

ক্লিমের মনে হয়, বরিসের ছোট বোন লিডিয়া ভারাব্কা ওকে সবার চেয়ে ঘৃণা করে বেশি। কিন্তু লিডিয়াকে ওর ভারি ভালো লাগে। রোগা একরত্তি মেয়েটি; কটা চোখ; মাথায় এলোমেলো কালো কোঁকড়ানো চুল। আশ্চর্য রকমের সুন্দর লাগে, যখন সে ছোটে, পা দুটি মাটিতে পড়ে, পড়ে না। তার ভাই ছাড়া আর কেউ তাকে হারাতে পারে না দৌড়ে। দাদার মতোই তার সেরা ভূমিকাগুলি চাই খেলায়। যখন তাকে কিছু বাজে বা তার হাত পা কেটে ছিঁড়ে যায়, তখন সে কখনো কাঁদে না। কাঁদে সমভ-বাড়ির মেয়েরা। কিন্তু এতোটুকু শীত সইতে পারে না লিডিয়া। অন্ধকার, এমন কি ছায়াও তার অপছন্দ। আবহাওয়া একটু খারাপ হ'লেই তার খামখেয়ালি বেড়ে যায়। যেখানে সেখানে যখন তখন সে ঘুমিয়ে পড়ে শীতকালে; চুপচাপ ঘরে ব'সে থাকে; এমন কি একটু বেড়াতেও বেরোয় না; কেবলই ক্রুদ্ধ অভিযোগ জানায় ভগবানের বিরুদ্ধে, তাকেই দুঃখ দেয়ার জন্যে তিনি যেন পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই বৃষ্টি, বাতাস আর বরফ।

সে ভগবানের সম্বন্ধে এমন সুরে কথা বলে, যেন ভগবান একটা বুড়ো-মানুষ; মনটা তাঁর ভালোই; লিডিয়ার সাথে তাঁর আলাপ-পরিচয়-ও আছে প্রচুর। এই আশেপাশে কোথাও থাকেন; ইচ্ছে করলেই যা কিছু করতে

পারেন; তবে যা করা উচিত, তা বড়ো একটা করেন না। ক্লিম একদিন ঘোষণা করে, 'ধ্যুৎ, ভগবান ব'লে কিছু নেই। বুড়োবুড়ীরাই কেবল ভাবে, ভগবান আছে।'

'আমি তো বুড়ী নই? আর আমাদের ঝি পলা, সেও এখনো বুড়ো হয়নি। আমরা দুজনেই ভগবানকে খুব ভালোবাসি। তবে মা ভগবানের ওপর খালি রাগ করে। ভগবান নাকি তাকে অন্যায় শাস্তি দিয়েছে। মা বলে, বরিস যেমন তার পুতুলের সেপাই নিয়ে খেলা করে, তেমনি ভগবান খেলা করেন মানুষ নিয়ে।'

এই মেয়েটি পাশে থাকলে ক্লিমের ভারি খুশি লাগে—এমনি খুশি লাগে যখন তার দাই ইউজিনিয়া তাকে বলে রূপকথার গল্প। ক্লিম বোঝে, লিডিয়া তাকে বড়ো একটা কেউ-কেটা ব'লে ভাবে না; তার চোখে ও যেন আজো তেমনি নিতান্ত শিশু—দু'বছর আগে যখন ভারাব্কা ওদের বাড়িতে ভাড়াটে হ'য়ে এসেছিল তখন ও যেমনটি ছিল। এতে ক্লিম লজ্জা পায়, বিরক্ত হয়, কিন্তু কোনোমতেই লিডিয়াকে বোঝাতে পারে না আপনার গুরুত্ব। ব্যাপার আরো কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; কারণ লিডিয়া একটানা ঝাড়া এক ঘণ্টা ব'কে যাবে ওর সঙ্গে; কিন্তু ওর একটি কথাতেও সে কান দেবে না, বা ওর কোনো প্রশ্নের জবাব করবে না।

প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই লিডিয়া খেলাধুলোয় শ্রান্ত হ'য়ে শান্তশিষ্টটি ব'নে যায়। স্নেহ-নিবিড় আয়ত দুটি চোখে ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ায় উঠানে, বাগানে—কি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে তারই সন্ধানে। কখনো ক্লিমের কাছে প্রস্তাব ক'রে বসে, 'চলো যাই, আমরা কোথাও একটু বসি।' ওদিকে ওদের প্রতিবেশীর নতুন তৈরী বাড়ির দেওয়াল আর আস্তাবলের মাঝামাঝি উঠানে রয়েছে বিরাট একটা এল্ম্ গাছ। সূর্যালোকের অভাবে মুমূর্ষু হ'য়ে পড়েছে গাছটি। এরই গুঁড়ি ঘেঁষে আস্তাবলের ছাদপ্রমাণ স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে তক্তা আর চেলা কাঠ। ক্লিমের দাদুর ছোট্ট একটা ঠেলাগাড়ীও পড়ে আছে ওখানে।

লিডিয়া আর ক্লিম এই গাড়ীর ওপর চ'ড়ে বসে আর গল্প করে। শীতে

কাতর হ'য়ে অনেক সময় লিডিয়া ক্লিমের কোলের দিকে গুটিসুটি দিয়ে সরে আসে। ক্লিমের চমৎকার লাগে লিডিয়ার সুগঠিত দেহের উষ্ণ স্পর্শ; ওর কানে আসে লিডিয়ার চিন্তাজড়িত খস্‌খসে কণ্ঠস্বর। লিডিয়ার কণ্ঠস্বর ভালো না। যেন দুটো সুর একসঙ্গে বাজে। ক্লিমের মনে হয়, লিডিয়া তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি জানে। ক্লিমের মার-ও এই মত। কোনো দিন লিডিয়া ব'লে বসে, 'বেড়ালের বাচ্চা হ'তে দেখেছ? আমি দেখেছি। পলা বলে, আমাদের মাদের-ও নাকি এমনি ক'রে ছেলেমেয়ে হয়। মার মতো, কি, পলার মতো আমার মাই দুটো যখন বড়ো হবে, তখন আমারও তোমার আমার মতো ছেলেমেয়ে হবে। ছেলে বিয়োবার দরকার আছে, নইলে জগতে যে খালি এক রকমের মানুষই থাকবে, আর ওরা যখন ম'রে যাবে, তখন কেউ থাকবে না। পলা বলে, ভগবান নাকি কেবল সন্ন্যাসিনী আর হাইস্কুলের মেয়েদের ছেলে বিয়োতে মানা করেছেন।'

প্রায়ই লিডিয়া ক্লিমকে তার মা আর তাদের ঝি পলার সম্বন্ধে নতুন নতুন কাহিনী বিস্তারিত ক'রে শোনায়।

'পলা সব জানে—বাবার চেয়েও ঢের বেশি জানে পলা। বাবা যখন মাঝে মাঝে মস্কো চলে যায়, তখন মা আর পলা চুপি চুপি গান গায়। তারপর দু'জনেই কাঁদে। পলা মার হাতে চুমু খায়। মা বদরাগী কি না, তাইতো মার অসুখ। বাবা অন্য মেয়ের সঙ্গে কি তোমার মার সঙ্গে মেশে, মা আদৌ পছন্দ করে না। কোনো ভদ্রলোকের মেয়েকে দেখতে পারে না মা। তবে পলা—সে তো ভদ্রলোকের মেয়ে নয়,—সেপাই-এর বৌ।'

তারপর লিডিয়ার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ অপেক্ষাকৃত করুণ হ'য়ে আসে, সজীবতা হ্রাস পায়ঃ 'অসুখ হবার আগে মা ছিল ভবঘুরে, লাল-পোশাক-পরা মার একটা ছবি আছে ঘরে। হাতে সেতার। আমি হাইস্কুলে একটু পড়া-শুনো করবো, তারপর শিখবো সেতার। তবে লাল পোশাক পরবো না, পরবো কালো।'

মাঝে মাঝে ক্লিমের ইচ্ছে ক'রে প্রতিবাদ করতে, কিন্তু সাহস পায় না। লিডিয়া যদি রাগ করে!

ডক্টর সমভ্‌কে যেমন ভালো লাগে না ক্লিমের, তেমনি ওর ভালো লাগে না সমভ্‌-বাড়ির মেয়েগুলোকে-ও। দুটো মেয়েই এক বছরের পিঠো-পিঠি। দু'জনই বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা। মুখগুলো চায়ের পিরিচের মতো গোল। বড়ো হ'লো ভারিয়া, তার সঙ্গে তার বোন লিউবভ বা লিউবার প্রভেদ,—ভারিয়া চিররুগ্না। ক্লিমের সঙ্গে তার তেমন একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, যেমন হয় লিউবার সঙ্গে। ভারাব্‌কা লিউবার নাম দিয়েছে 'শাদা ইঁদুর' আর ছেলে-মেয়েরা দিয়েছে 'ভাঁড়'। তার শাদা মুখখানা দেখলে মনে হয়, ময়দা মাখানো হয়েছে সারা মুখে। উঁচু কপালে ভুরু দুটো অদৃশ্যই থাকে। চুল দেখে মনে হয় আঁটা দিয়ে এ'টে দিয়েছে মাথার সঙ্গে। এই চুলেও সে বিনুনি ক'রে হলদে ফিতে লাগায়। সর্বদা হাসিখুসি থাকে। তবে ক্লিমের ধারণা এই কুৎসিত বোকাটে মেয়েটির মুখের হাসিটুকু ভাণ ছাড়া কিছু নয়।

লিউবার চেয়েও বিশ্রী লাগে ভারিয়াকে। কপালে নীল শিরাগুলো উঁচিয়ে আছে। প্যাঁচার মতো চোখ দুটোয় এতোটুকুও জ্যোতি নেই। চলার ভংগিটা বড়ো খাপ-ছাড়া। টেনে টেনে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। আশ্চর্য, তবু কথাগুলো এমন জড়িয়ে যায়, বোঝাই যায় না। ক্লিম্‌ অবাক হ'য়ে ভাবে, বরিস সমভ্‌-বাড়ির এই মেয়েদুটির প্রতি এতো মনোযোগ দেয় অথচ তার বোনের অন্তরঙ্গ বন্ধু আলেনা তেলেপ্‌নেভাকে পাত্তাই দেয়না। আশ্চর্য!

বৃষ্টি-বাদলার দিনে ছেলেমেয়েরা সব এসে জড়ো হয় ভারাব্‌কার ঘরে। ঘরখানা খুব বড়ো, অবলীলায় ড্রইং রুম হ'তে পারতো। তবে ভারি নোংরা! ওদিকে বিরাট তাক, হারমোনিয়ম, চামড়ার গদী-মোড়া সুপ্রশস্ত খাট। ঘরের মাঝখানে ডিম্বাকৃতি একটা টেবিল। তারি চারি ধারে বিপুলকায় উঁচু-পিঠ-ওলা কয়েকটা চেয়ার। এখানে ভারাব্‌কা তিন বছর হোলো বাস করছে, তবু এই ঘরখানা দেখে মনে হবে, মাত্র কালই বুঝি ওরা এসে উঠেছে, ঘরের আসবাবপত্রের এমনি ছত্রখান অবস্থা। আসবাবপত্র-ও যে বেশি আছে, তাও না। ঘরখানা ফাঁকা লাগে, মনে হয় বসবাসের অনুপযুক্ত।

'সার্কাস সার্কাস' খেলাটাই চলে ওদের মধ্যে যখন তখন। টেবিলটা

হয় সার্কাসের মঞ্চ। সার্কাস বরিসের বড়ো প্রিয় খেলা। সে নিজেই হোলো রিং মাষ্টার আর ঘোড়ার খেলোয়াড়, দুই। ওদের নবাগত খেলার সাথী ইগর তুরোবোয়েভ, ডিগবাজী আর সিংহের খেলা, দুটোই দেখায় সে। দিমিত্রি সাম্‌ঘিন হোলো জোকার। ভারিয়া, লিউবা আর আলেনা যথাক্রমে চিতা, হায়েনা, সিংহী। আর লিডিয়া ভারাব্‌কা এই সব বুনো জানোয়ারের ট্রেনার।

খাটে ব'সে ব'সে ক্লিম ওদের খেলা দেখে। কিন্তু ওর কাছে এদের চেয়ে মজার লাগে লিডিয়ার মাকে। বড়ো ঝোলানো বাতির আলোয় অত্যুজ্জ্বল ঘরখানা। একটি প্রশস্ত খাটের ওপর অর্ধশায়িতা একটি মেয়ে। পিঠে একরাশ বালিসের ঠেস। কালো চুল মাথায়; বড়ো নাক; লালচে মুখে ডাগর ডাগর চোখ। গ্লাফিরা ইসায়েভনা অবিরাম সিগারেট খাচ্ছেন, মোটা হলদে সিগারেট। অনর্গল ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরোচ্ছে, নাক আর মুখ থেকে; চোখ দিয়ে যেন ধোঁয়া বেরোয়-বেরোয়।

ভারি গলায় গ্লাফিরা ডাকেন, 'ক্লিম!'

ক্লিমের ভয় করে! সে ভয়ে ভয়ে এগোয়; তার পর গ্লাফিরা ইসায়েভ্‌নার নাগালের বাইরে খাট থেকে হাত দুই দূরে এসে দাঁড়ায়।

গ্লাফিরা ইসায়েভ্‌না প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের বাড়ির খবর কি গো? তোমার মা কি কোচ্ছেন? সবাই থিয়েটারে গেছেন? ভারাব্‌কাও বুঝি সেই সঙ্গে? হুঁ।'

এই 'হুঁ' কথাটা যেন তিনি ধমক দিয়ে বলে ওঠেন। তাঁর কুৎকুতে কালো চোখের খর দৃষ্টি ক্লিমের অসহ্য লাগে। গ্লাফিরা ইসায়েভ্‌না বলেন, 'তুমি খুব ধড়িবাজ ছেলে। তোমাকে কি আর সাধে প্রশংসা করে ওরা? ধড়িবাজ! না, তোমার সঙ্গে লিডিয়ার বিয়ে কোনো মতেই দেবনা।'

ক্লিমের ভারি ভয় করে। এই মেয়ে যদি একবার কোনো রকমে সেরে উঠতে পারে, তবে সে হয়তো ভয়ানক কিছু ক'রে বসবে। কিন্তু ডক্টর সমভ্‌ ক্লিমকে এ বিষয়ে ভরসা দিয়েছেন।

ছেলেমেয়েরা যখন অত্যধিক দাপাদাপি করে, তখন ভারাব্‌কা নিচের

তলায় [illegible]দের ওখান থেকে ওপরে উঠে এসে চৌকাঠের পাশে দাঁড়ায়, চীৎকার ক'রে বলে, 'এই জানোয়ারের দল! একটু আস্তে। এতো গোলমাল, টিকে থাকা যে দুষ্কর হোলো! ভেরা পেত্রোভ্না ভয় করছেন, সবাই বুঝি ছাদ ভেঙে নিচে গিয়ে পড়বি।'

বরিস কিন্তু হুকুম দেয়, 'জাহাজে চড়ো!' অমনি সবাই হুড়মুড় ক'রে লাফিয়ে পড়ে ভারাব্কার গায়ে, কেউ বা পিঠ বেয়ে ওঠে, কেউ বা কাঁধে ঝুলে পড়ে, কেউ বা ঘাড়ে। ভারাব্কা শুধোয়, 'হোলো তোমাদের?'

'হ্যাঁ, সবাই চড়েছি।'

ভারাব্বা সর্বপ্রথম ওদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়, ওরা কেউ তাকে সুড়্সুড়ি দেবে না। তারপর টেবিলের চারিদিকে ওদের নিয়ে লাফাতে থাকে। অকস্মাৎ কিন্তু বরিস হুকুম দেয় ঃ 'জাহাজ ধ্বংস করো!' এইটে হোলো খেলার চরম মুহূর্ত। সবাই সুড়সুড়ি দিতে সুরু করে ভারাব্কাকে। ভারাব্কা চটে ওঠে, চেঁচায়, হো হো ক'রে হাসে, ছেলে-মেয়েদের একে একে ছুঁড়ে দেয় খাটের ওপর। তারা ফের নতুন ক'রে আক্রমণ সুরু করে। ক্লিম এই খেলায় কখনো নাবেনি, দূরে দাঁড়িয়ে কেবল হাসে।

অবশেষে ভারাব্কা বলে, 'আমি হার মেনেছি।' অতঃপর ওদের ভাজা-পোড়া আর লজেঞ্জের জন্যে কিছু সেলামি দিয়ে আত্মরক্ষা করে। তারপর ভারাব্কা তার স্ত্রীর ঘরে আসে। ফোঁস ক'রে ওঠেন স্ত্রী, চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। ভারাব্কা যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাপাগলায় বলে, 'কি যে বলো! ওসব তোমার কল্পনা। বন্ধ করবো? বেশ তো।'

কল্পনা! ছোট্ট কথাটি বেশ লাগে ক্লিমের। কথাটা কানে আসতে এই মেয়েটির প্রতি তার বিদ্বেষ যেন আরো বেড়ে যায়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এই মেয়েটা সর্বদা কিছু না কিছু ভাবে। ক্লিম দেখে, গ্লাফিরা ইসায়েভ্না মোটেই মার্জিত নয়। সে বরিস আর লিডিয়ার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে। বরিস ছেঁড়া জামা গায়ে ঘুরে বেড়ায়; মাথায় চিরুণী দেয় না, হাত-পা ধোয় না। আর লিডিয়ার জামাকাপড়ও ভারিয়া কি লিউবার তুলনায় অনেক

BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

খারাপ—যদিও ভারাব্‌কা ডক্টর সম্‌ভের চেয়ে ঢের বেশী বড়োলোক। ক্রমেই লিডিয়ার বন্ধুত্বটা ক্লিমের কাছে মহামূল্য হয়ে ওঠে। ওর পাশে বসে ওর মিষ্টি আবোল-তাবোল কথাগুলি শুনতে ভারি ভালো লাগে ক্লিমের। নিজের বক্তব্য ক্লিম যেন ভুলে যায়।

ইগর তুরোবোয়েভের আবির্ভাব হবার পর থেকেই কিন্তু লিডিয়া ক্লিমকে ছেড়ে তারই পেছন নিল, অত্যন্ত অনুগতভাবে। চাল্লুস ছেলে এই ইগর; হাল-ফ্যাসনের চলন্ত একটি বিজ্ঞাপন; উৎকট বিনয়ী; তবে বরিসের মতোই চঞ্চল আর চট্‌পটে। লিডিয়ার সঙ্গে ওর সৌহার্দ্যটা দুর্বোধ্য লাগে আরো একটা কারণে। পরিচয়ের প্রথম দিনেই বরিসের সঙ্গে তুরোবোয়েভের একচোট ঝগড়া হ'য়ে গেলো; এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ওদের দু'জনের মধ্যে হ'য়ে গেলো ভয়াবহ একটা লড়াই—যার পরিণতি ঘটল রক্তে আর চোখের জলে। ক্লিম্‌ এই সর্বপ্রথম দেখলো ছেলেরা কেমন ক'রে মরিয়া হয়ে লড়াই করে। এই ভয়ংকর বীভৎস লড়াই দেখে একটা জিনিষ ক্লিম গভীরভাবে অনুভব করেছে, সে এদের মধ্যে আগন্তুক! কারণ সে এমন হিংস্রভাবে লড়াই করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য, অচিরেই ইগর আর বরিস দু'জনের বন্ধুত্ব হ'য়ে উঠলো নিবিড়, যদিও ওদের ঝগড়া আর তর্কের শেষ হোলো না।

তুরোবোয়েভের আগমনের পর ক্লিম যেন আরো নির্বাসিত মনে করলো নিজেকে। ওকে যেন ওরা ঠেলে দিমিত্রির পাশেই সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মাটির মানুষ দিমিত্রি। সে অপরের শাসন বা কর্তৃত্ব সইতে পারে সহজে। কখনো সে কারো সঙ্গে তর্ক করে না, কারো ওপর রাগ করে না। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তা ছাড়া, ছেলেমেয়েরা তাকে পছন্দ করে অন্য কারণে। সে নিয়ে আসে পাখীর বাসার খোঁজ, জন্তুজানোয়ারের সন্ধান, বলে মৌমাছি আর বোলতার জীবন-কাহিনী। হিংসা করে ক্লিমের। ইগর আর বরিস চায় ওর ভাইএর মতোই ক্লিম-ও নিরীহভাবে ওদের বশ্যতা স্বীকার করুক। করেও ক্লিম, কিন্তু খেলার মাঝখানেই সে হঠাৎ বলে ওঠে, 'আর আমি খেলবো না।'

ব'লেই সে খেলায় ক্ষান্তি দেয়। ক্লিম দেখাতে চায়, তার বশ মানাটা

530 4/467 6221 7021

হার মানা নয়। আর তা ছাড়া, এই সব ছেলেমানুষি খেলা তার ভাল লাগে না, সে এসবের ঊর্ধ্বে। কিন্তু ওরা ক্লিমের মনের কথাটা বোঝে না, বরিস চেঁচিয়ে ওঠে, 'যাকগে চুলোয়। আমরাও ওকে চাই না।'

বরিসের মেছেতা-পড়া মুখে রক্ত জমে ওঠে। চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। ক্লিম ভয় পেয়ে যায়, এই বুঝিবা বরিস ওকে মারে!

লিডিয়া আড়-চোখে ক্লিমকে দেখে; ভুরু দুটো তার কুঁচ্কে যায়। আলেনা, ভারিয়া আর লিউবা লিডিয়ার এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখে চোখ টিপে নিজেদের মধ্যে ইসারায় কি জানায়, আর চুপি চুপি কি বলে। ক্লিমের দুঃখের অবধি থাকে না। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, বলে, 'আমি ওদের চেয়ে বুদ্ধিমান কিনা, তাই ওরা সইতে পারে না।' সান্ত্বনার সঙ্গে সঙ্গেই তার ছায়ার মতোই জেগে ওঠে গর্ব আর ওদের সবাইকে সমালোচনা করার স্পৃহা। খেলাটা যেন নিতান্তই নীরস লাগে! ক্লিম বলে, 'আচ্ছা, এই এক খেলা কেন? নতুন কোনো খেলা কি বের করা যায় না?'

'সে তুমি বের করো গে যাও! আমাদের দরকার নেই!' সরোষে লিডিয়া জবাব দেয়। কতো নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠছে লিডিয়া, ক্লিম ভাবে।

নিজের জন্যে চলার একটা বিশেষ ভংগী আবিষ্কার করেছে ক্লিম। ক্লিমের ধারণা, এই চলন ভংগীটা তার ওপর একটু গুরুত্ব আরোপ কর্তে পারে। সে তার মাষ্টার টমিলিনের মতো পেছনে হাত রেখে খাড়া হ'য়ে পা না বাঁকিয়ে হাঁটে আর সঙ্গীদের দিকে ভ্রূ কুঁচ্কে তাকায়।

'অমন ফেটে পড়ছ কিসের দেমাকে শুনি!' দিমিত্রি শুধোয়। ক্লিম জবাব দেয়, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে।

ফিট্ফাট্ ফুট্ফুটে তুরোবোয়েভ-ও তার কালো নিষ্করুণ দুটো চোখ কুঁচকে লক্ষ্য করে ক্লিম্কে।

ক্লিম যখন লিডিয়ার কাছে আসে তখন তুরোবোয়েভের অতি সুন্দর মুখখানা ক্রোধে কেঁপে ওঠে। লিডিয়াও ক্লিমের সঙ্গে বড়ো একটা কথা বলতে চায় না, যদি বা বলে, তাও তাড়াতাড়ি, অবহেলার সঙ্গে ইগরের দিকে তাকিয়ে। লিডিয়া যেন ক্রমেই ইগরের সঙ্গে নিবিড় থেকে নিবিড়তর হ'য়ে

উঠছে। ওরা দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে প্রায়ই বেড়ায়। ক্লিমের মনে হয়, ওরা যে খেলে তা-ও যেন ওদের দু'জনের খেলা, আর সবার কথা ওরা ভুলে যায়! কানামাছি খেলার সময় লিডিয়ার যদি চোখ বাঁধা পড়ে, ইগর ইচ্ছা ক'রেই তার কোলের কাছে এগিয়ে এসে ধরা দেয়। ক্লিম প্রবল আপত্তিতে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই বুঝি খেলা?'

অন্যান্য সবাই ক্লিমের কথায় সায় দেয়। কিন্তু তুরোবোয়েভ তার সুন্দর মুখখানা তুলে জোরের সঙ্গে জবাব করে, 'কিন্তু মশাইরা, ও যে একরত্তি মানুষ?'

'না, তা কেন?' ঠোঁট ফুলিয়ে প্রতিবাদ করে লিডিয়া। লিউবা রাগ করে, বলে, 'আমি-ও তো রোগা মানুষ?'

কিন্তু কে ওদের কথায় কান দেয়, ইগর ততোক্ষণে নিজের চোখে রুমাল বেঁধে দৌড়তে সুরু করেছে।

যখন দেখা গেল যে ইভান ড্রনভ্ মনোযোগের সঙ্গে মেয়েছেলেদের ফ্রকের তলায় উঁকি দিচ্ছে, তুরোবোয়েভ দাবী জানালো আর ওকে খেলতে ডাকা হবে না। ইভান ড্রনভের পা দুটো ধনুকের মতো বাঁকা; পেট উঁচু; মাথার ঘিলুর কাছে গর্ত; চওড়া কপাল, বড়ো বড়ো কান; নাকের ডগাটা অনেক কষ্টে দৃষ্টিগোচর হয়; ছোট দুটো চোখ অতিমাত্রায় উজ্জ্বল; ভারী ত্রস্ত আর লোভী। ড্রনভের একটা জিনিষ সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে, তার অতি-লোভ! নিশ্বাস নেবার সময় এতোটুকু বাতাসে তার হয় না। খায় রাশীকৃত। তাড়াতাড়ি ক'রে, বড়ো বড়ো গ্রাসে, সশব্দে, চেটেপুটে। ক্লিমকে সে প্রায়ই বলে, 'আমি গরীব মানুষ, একটু বেশী না খেলে হয়না।'

দাদু আকিমের কথা মতো হাইস্কুলে পড়ার জন্যে ড্রনভ ক্লিমের সঙ্গেই প্রস্তুত হচ্ছে। তাই টমিলিনের কাছে সে পড়তে যায়। সেখানে পড়ার সময়েও ড্রনভের অহেতুক ব্যস্ততা! ক্লিমের মনে হয়, এও যেন ওর অতিলোভ। ও যখন মাষ্টারকে কোনো প্রশ্ন করে, কিম্বা কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়, তখন এমন তাড়াতাড়ি ও বলে যে, মনে হয় কথাগুলো ও বুঝি চুষে খাচ্ছে! গরম গরম কথা, গরমে ওর জিভ্ পুড়ে যাচ্ছে। কয়েকবার এ সম্বন্ধে ড্রনভকে প্রশ্ন

করেছে ক্লিম, 'আচ্ছা, তোমার এত লোভ কেন বলতো?'

ফি বারেই দ্রনভ্ জবাব দেয় না, কেবল নাক বাঁকায়, আর মিট্‌মিট্ ক'রে তেরছা চোখে চায়। তবে একবার সে সুযোগ বুঝে বলেছিল, 'আমার ভেতরে একটা পোকা আছে, তার খিদে খুব।'

'পোকা?'

দ্রনভ্ ফিস্‌ফিস্ করে দ্রুতগলায় ব'লে যায়, তার পিসি হোলো এক ডাইনী। সে ওকে মন্তর ক'রে ওর পেটের ভেতর একটা কেঁচো ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই দ্রনভের সারা জীবন ক্ষুধার আর শান্তি নেই। সে আরো বলে, যে বৎসর তার বাবা তুর্কিদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিল, সেই বৎসরই তার জন্ম। যুদ্ধে তার বাবা বন্দী হন, সেখানে তিনি তুর্কিদের ধর্ম নেন। এখন তিনি খুব বড়ো লোক। এদিকে এই সংবাদ পেয়ে ডাইনী পিসি ওর মা আর দিদিমাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে। যার ইচ্ছে ছিল সে-ও তুর্কি দেশে চলে যায়। কিন্তু দিদিমা দিলে না।

কেঁচোর কাহিনীটা বিশ্বাস হয়না ক্লিমের। দ্রনভের এই চুপিসারে বলা কথাগুলি শুনতে শুনতে ক্লিমের মনে হয়, সে যেন আর কারো মুখে গল্প শুনছে। অবাক হোলো ক্লিম্। দাই-এর নাতী দ্রনভের মুখখানা যেন ক্রমে সুন্দর হয়ে উঠছে; পলাতক ত্রস্তভাব দুই চোখে, যেন সবুজের ঝিলিক লেগেছে দুটি চোখের পাতায়।

খাবার সময় ক্লিম্ দ্রনভের কাহিনীটা বললো বাবাকে। বাবা ভারী খুশী, বললে, 'শুনেছ ভেরা? কি কল্পনা-শক্তি, এ্যাঁ?'

ভেরা কিন্তু শুনলো না; সে প্রায়ই শোনে না। যাই হোক, পরে মা সংক্ষেপে ক্লিমকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো, কাহিনীটা আগাগোড়া দ্রনভের কল্পনা! ওর ডাইনী পিসী কেউ নেই। বাবা-ও মারা গেছে—কুঁয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে মাটির ধ্বস নেমে। ওর মা চাকরি করতো একটা দিয়েশলাইয়ের কারখানায়; দ্রনভের বয়স যখন চার, তখন সে মারা গেছে। তার মরার পর ওর দিদিমা মিতিয়ার দাই হ'য়ে এ বাড়ি কাজ করতে আসে।

'কিন্তু ভেরা,' ক্লিমের বাবা বলে, 'ভেবে দেখো।'

দিমিত্রি দাঁত বের ক'রে হেসে ওঠে, 'ক্লিমটাও ভারি মিছে কথা বলে!'

'না মিতিয়া! মিছে কথা আর কল্পনার মধ্যে প্রভেদ আছে।'

এই সময় ভারাব্‌কা এসে পৌঁছয়, সঙ্গে দাদু আকিম। তাদের মধ্যে কি নিয়ে তর্ক বেধেছে। ক্লিম্ আবার তার ব্যক্তিত্বটা জাগিয়ে তুলতে চায়। সেই সাথে ড্রনভের সম্বন্ধে বাড়ে ওর কৌতূহল। ঠিক কৌতূহল নয়, কতকটা ঈর্ষা।

পরদিন ক্লিম ইভানকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওই সব মিছে কথাগুলো ফেঁদে বলেছিলে কেন? তোমার তো সাত জন্মে পিসী নেই বাপু।'

ড্রনভ্ রাগের সঙ্গে জবাব দেয়, 'আর তোমার অতো ফচ্‌কেমি কেন? যা বোঝো না তা নিয়ে চুপ থাকতে পারো না? তোমার ফচকেমির জন্যে দিদিমা আমার কান দুটো ছিঁড়ে দিলে। উঃ!'

দুই

প্রতিদিন সকাল নটায় ক্লিম আর ড্রনভ্ আসে টমিলিনের ঘরে। ঘর নয় ই'দুরের গর্ত! তিনটে চেয়ার, একটা পুরোনো কাঠের খাটিয়া, আর স্তূপীকৃত অসংখ্য বই—সারা ঘরময় ইতস্তত ছড়ানো। ভারি গুমোট লাগে; কেমন যেন একটা গন্ধ, বেড়ালের গায়ের, কি পায়রার, অন্য সব গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে। আধ-খোলা জানালার পথে দেখা যায়, বাগানে গাছের বরফে ঢাকা চূড়াগুলি, যেন এক এক রাশ' তুলো! ওদের ডগাগুলি ছাড়িয়ে উঠতে দেখা যায় ধূসর রংয়ের আলোকস্তম্ভটি! ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট-পরা একটা লোক ধীরে ধীরে ক্লান্ত পায় ওর উপরে উঠছে। আলোকস্তম্ভের পেছনে উ'কি দিচ্ছে আকাশের সুদূরপ্রসারী শূন্যতা।

ওদের দেখলেই মাষ্টার টমিলিনের মুখে নীরব আবছা একটু হাসি ফুটে ওঠে। দিনের যখনই হোক না, কি সকালে, কি দুপুরে ও'কে দেখলে মনে হয়, উনি যেন এই সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। আবার অবিলম্বেই উনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন, খাটিয়াটা ভয়াবহভাবে ককিয়ে ওঠে। টমিলিন তাঁর লাল এলোমেলো তারের মতো চুলগুলোয় একবার আঙুল বুলোন, তামাটে গোঁফ-দাড়ীটা পাকিয়ে নেন, তার পর ছাত্রদের দিকে না তাকিয়েই শান্ত গলায় সহজ ভাষায় প্রশ্ন আরম্ভ করেন। তবে, মাঝে মাঝে ইতিহাস পড়ানোর সময় তিনি উঠে বসেন। পায়চারি করেন—টেবিল থেকে সাত পা যান, আবার সাত পা ফিরে আসেন। সর্বদা দৃষ্টিটা মেঝেতেই আবদ্ধ থাকে। ক্লিমের মনে হয়, ড্রনভকে পড়াতেই যেন টমিলিনের উৎসাহ ও ইচ্ছা বেশী। তাঁর আবার স্বগত কথা বলার অভ্যাস। ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলার সময় প্রায়ই তিনি দু-এক মিনিট আত্মস্থ হ'য়ে পড়েন। তারপর বিড়বিড় ক'রে কি বলেন বোঝা যায় না। এই সময় ড্রনভ ক্লিমকে পা দিয়ে ঠেলা মারে, তার বাঁ চোখের কোণটা নেচে ওঠে, মুখে দেখা দেয় ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি। ড্রনভের মুখটা মাছের মতো। পড়ার শেষে ক্লিম তাকে প্রশ্ন ক'রে, 'তুই অমন ক'রে ঠেলেছিলি

কেন?'

দ্রনভ হাসে, 'হি হি! বানিয়ে বানিয়ে বলছে যে? তাই বললে, ও সব তোমাদের মনে রাখতে হবে না। মিছে কথা যে! আচ্ছা মাষ্টার বটে! শেখাবে, তারপর শিখিয়ে বলবে, মনে রাখার দরকার নেই।'

টমিলিন সম্বন্ধে কিছু বলার সময় ইভান দ্রনভ্ সর্বদা গলাটা খাটো করে, আশপাশে তাকায় আর হি-হি ক'রে হাসে। ক্লিম মন দিয়ে শোনে আর বোঝে টমিলিনের প্রতি বিদ্বেষটা উপভোগ করছে দ্রনভ।

'ও কার সঙ্গে কথা বলে তোমার মনে হয়? শয়তানের সঙ্গে।'

'শয়তান ব'লে কিছু নেই।' কঠিনভাবে প্রতিবাদ করে ক্লিম। দ্রনভ্ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে ক্লিমের চোখের দিকে তাকায়, তারপর মুখ ফিরিয়ে ফিক্ ক'রে থুতু ফেলে, ক্লিমের সঙ্গে বাদানুবাদ করা প্রয়োজন বোধ করে না।

ঈর্ষার চোখে দ্রনভকে লক্ষ্য করে ক্লিম। দেখে পড়াশুনোর দিক্ থেকে দ্রনভ ওকে পেছনে ফেলে যেতে চেষ্টা করছে। আর সহজে ফেলে যাচ্ছে-ও। ক্লিম আরো দেখে, প্রাণশক্তিতে চঞ্চল এই ছেলেটি বয়স্কদের ঘৃণা করে এবং এই ঘৃণার মধ্যে পায় সে আনন্দ, যেমনটি সে পায় তার শিক্ষককে ঘৃণা ক'রে। ওর দিদিমা ওর জন্যে কতোই না ব্যাকুল, ওর ভাবনায় সে নিত্য পাগল, অথচ তাকে-ও প্রায় কাঁদিয়ে ছাড়ে দ্রনভ। দিদিমার নস্যির ডিবায় হয় লঙ্কার গুঁড়ো, নয় ছাই ভ'রে দেয় মাঝে মাঝে। কখনো বা তার সেলাই-করা মোজার সেলাইগুলো দেয় খুলে; কখনো উলের বলটা ছুঁড়ে বেড়ালবাচ্চাদের খেলতে দেয়, বা তাতে মাখন কি আঁটা দেয় মাখিয়ে। বুড়ী ওকে বেদম মারে; মেরে তারপর আবার কেঁদেকেটে প্রার্থনা জানায় মেরীমার কাছে, মা-বাপ-মরা ছেলেটা!

দ্রনভ ক্লিমকে বলে, "তোমার বাবাকে দেখলে হাসি পায়। দেখলে ভয় করবে, সেই তো হোলো বাবা!'

কিন্তু ক্লিমের মায়ের কাছে নিতান্ত বেচারা ব'নে যায় ও, যেন পোষা কোলের কুকুরটি। দাদু আকিমকেও ভয় করে, সব চেয়ে করে ভারাব্কাকে। দ্রনভ ভারাব্কা সম্বন্ধে বলে, 'এই এঞ্জিনিয়র লোকটা হোলো প্রকাণ্ড একটি

শয়তান।' তারপর ওর সম্বন্ধে কাহিনী সুরু হ'য়ে যায়।

গোড়ায় ভারাব্‌কা ছিল মুটে, তারপর হোলো ঘোড়াচোর। ঘোড়া চুরি ক'রেই তো হোলো বড়োলোক। এই কাহিনী ক্লিমকে বোবা বানিয়ে দেয়। সে জানে, ভারাব্‌কা জমিদারের ছেলে। জন্মস্থান কিশিনেভ; লেখাপড়া শিখেছে পিটার্সবার্গ আর ভিয়েনায়। তারপর এসেছে এই শহরে, এখানে বছর সাতেক হোলো আছে। ক্লিম যখন এই তথ্যগুলি ড্রনভকে জানায়, সে তখন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, 'ভিয়েনা? হ্যাঁ, ভিয়েনা ব'লে একটা শহর আছে বটে—সেখান থেকে চেয়ার আসে। তবে কিশিনেভ, অমন কোনো সত্যিকার জায়গা ভূমণ্ডলে নেই। ও ভূগোলেই পাওয়া যায়।'

ক্লিম মাঝে মাঝে অনুভব করে, ড্রনভের এই সমস্ত অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ আর অমার্জিত মিথ্যাভাষণের পাশে সে যেন বোকা হ'য়ে যাচ্ছে। অনেক সময় তার মনে হয়, ড্রনভ যেন কেবল তাকে নিয়ে তামাসা করার উদ্দেশ্যেই মিথ্যা কথা বলে। ড্রনভ বয়স্কদের যেমন ঘৃণা করে, তেমনি করে তার খেলার সাথীদের। বিশেষ ক'রে যখন থেকে ওরা তার সঙ্গে খেলতে অরাজী হ'য়েছে। খেলার ব্যাপারে অনেক মতলব আসে তার মাথায়, কিন্তু কাপুরুষের মতো রূঢ় আচরণ করে সে মেয়েদের সঙ্গে—বিশেষ ক'রে, লিডিয়ার সঙ্গে। তার গায়ে চিমটি কেটে দেয়, তাকে আছাড় দেবার চেষ্টা করে।

উঠোনে ছেলেমেয়েরা যখন খেলা করে, তখন দলচ্যুত বিতাড়িত ইভান ড্রনভ হেঁসেলের দাবায় ব'সে এই ভদ্র সন্তানদের খেলা মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে। যখনই কেউ প'ড়ে যায়, কিম্বা আঘাত পায়, ড্রনভের সানন্দ হাসি আর ধরে না। যদি বরিসের সঙ্গে ইগর তুরোবোয়েভের মারামারি বাধে, তখন ও চেঁচাতে থাকে, 'লাগাও! লাগাও! মারো একটা লেংগী!'

আর ছেলেমেয়েরা যদি বাগানে খেলে, তখন ও এসে দাঁড়ায় গেটের পাশে, ওর উঁচু পেটটা গেটের ওপর চেপে, দুই গরাদের ফাঁকে মুখ রেখে! মাঝে মাঝে ব'লে ওঠে, 'ধরো, ধরো মেয়েটাকে!—ওই যে, গাছের পেছনে

লুকোচ্ছে। বাঁদিক থেকে ছুটে এসো—'

এমনিভাবে ও খেলোয়াড়দের সব দিক থেকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলতে চায়। কখনো বা ইচ্ছা ক'রেই মাটির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে খেলার মাঠের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে, অনুযোগের সুরে বলে, 'আমার একটা কোপেক হারিয়ে গেছে।'

ওরা সবাই হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ে ওর ওপর, ও মাটিতে উল্টে পড়ে। মাটিতে বসেই ইনিয়ে বিনিয়ে বলে, 'আচ্ছা, দিচ্ছি ব'লে, দাঁড়াও না!'

দু সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহের জন্যে লিউবা সমভ ওর সঙ্গে গলায় গলায় হ'য়ে ওঠে। ওরা দুজনে বেড়াতে যায়, দুজনে এক কোণে গিয়ে লুকিয়ে বসে, চুপিচুপি কথা কয়, হাসে। তারপর একদিন সন্ধ্যায় লিউবা কেঁদেকেটে আসে লিডিয়ার কাছে; কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'দ্রনভ একটা গাধা।'

তারপর সে পাশের সোফায় লুটিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে, দু'হাতে মুখ লুকিয়ে বলতে থাকে, 'উঃ! কি গাধা লোকটা!'

লিডিয়া কোনো উত্তর দেয় না। লজ্জায় লাল হয়ে যায়। তারপর ছুটে বেরিয়ে আসে রান্নাঘরে। খানিক বাদে ফিরে এসে বিজয়গর্বে বলে, 'দাঁড়া না, হবে ওর।' ফলে, তিনদিন পর পর্যন্ত কপালে আর বাঁ চোখের নিচে আবের মতো দুটো ফোলা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে দ্রনভ। কিন্তু ক্লিম শীঘ্রই লক্ষ্য করে তার বাবা, দাদু এবং মাষ্টারমশায় সবাই ইভান দ্রনভের শক্তি সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছেন। ক্লিম বোঝে, ইভান তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্লিম ওকে ঈর্ষা করে, হিংসা করে, দুঃখ পায়। কিন্তু ইভান দ্রনভ ওকে যেন আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝে ওর সমস্ত বিদ্বেষ যেন ইভানের প্রতি দরদে নিঃশেষ হয়ে আসে। এক এক দিন অকস্মাৎ বিকসিত হয়ে ওঠে ইভান দ্রনভ, সে যেন অন্য একজন লোক। চিন্তার ভারে সে নুয়ে পড়ে। তারপর নিজেকে সোজা করে তোলে, তন্দ্রাজড়িত সুরে বলে কতো বিস্ময়কর কাহিনী, কতো আধো স্বপ্ন, আধো রূপকথা!

ক্লিম বলে, 'এ সব তোমার বানানো।'

ভ্রনভ প্রতিবাদ করে না। ক্লিম বোঝে, ভ্রনভ সব কথা বানিয়ে বলছে। কিন্তু বানানো কথাগুলি সে এমন ভংগিতে এমন বিশ্বাসের সংগে বলে যে, সমস্ত মিথ্যাকেই সত্য ব'লে মেনে নিতে ইচ্ছা করে ক্লিমের। ক্লিম স্থির ক'রে উঠতে পারে না, কি চোখে দেখবে সে এই ছেলেটিকে। প্রতি-দিন যায়, আর ক্লিম অন্তরে অন্তরে বোঝে এই ছেলেটি তাকে যেমনি কাছে টানছে, তেমনি ঠেলছে দূরে। ক্লিম অস্থির হ'য়ে ওঠে।

ভ্রনভ কৃতিত্বের সংগেই পাশ ক'রে গেল তার প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিতে, কিন্তু ফেল করল ক্লিম। ফেল করার এই আঘাতটা ক্লিমকে বেশ লাগলো : সে বাড়ি ফিরে মার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। মা ওকে আদর দিয়ে শান্ত করে, মিষ্টি কথা বলে, এমন কি প্রশংসাও করে, 'তোমার উচ্চাশা আছে। উচ্চাশা থাকা ভালো।'

সন্ধ্যায় কিন্তু বাবার সংগে মার ঝগড়া বেধে যায়। ক্লিম শোনে তার মার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, 'ছেলেটা খেলনা নয়, এবার তোমার বোঝা দরকার।'

কয়েক দিন বাদে ক্লিম বুঝলো, আজ কাল তার প্রতি মার মনোযোগ বেড়ে গেছে। এমন কি মা তাকে শুধোয়, 'তুই আমাকে ভালোবাসিস. না রে?'

'হ্যাঁ।' ক্লিম জবাব দেয়।

'খুব?'

ক্লিম তার মায়ের সুকোমল সুগন্ধি বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে জানায়, 'হ্যাঁ।'

ক্লিমের ঠিক মনে পড়ে না,—এর আগে তার মা কোনো দিন তাকে একথা জিজ্ঞাসা করেছে কি না। সব বয়স্কদের মধ্যে মাকেই তার লাগে সব চেয়ে দুর্বোধ্য। মার সম্বন্ধে কিছু ভাবার মতো যেন কিছুই খুঁজে পায় না ক্লিম। মা যেন বইএর একটা শাদা পাতা। বাড়ির সবাই তাকে জুজুর মতো ভয় করে, এমন কি বাড়ির কর্তা দাদু আকিম এবং একগুঁয়ে মারিয়া রোমানোভ্না পর্যন্ত।

ক্লিমের মা বড়ো একটা হাসে না, কথাও বলে কম। মুখখানা কঠিন,

নীলচে দুটো চোখে চিন্তার ছায়া; ঘন কালো দুটি ভুরু; লম্বা ধারালো নাক; গোলাপী রঙের ছোট্ট দুটি কান। সোনালি চুলের লম্বা বেণীর বিনুনি তিন পাক দিয়ে বাঁধা; তাই মাথায় বেশ উঁচু লাগে ক্লিমের মাকে সবার চেয়ে। স্পষ্টই বোঝা যায়, সে অন্যান্য সব পুরুষের চেয়ে বেশি পছন্দ করে ভারাব্‌কাকে। ভারাব্‌কার সঙ্গে কথা বলার জন্যে সে যেন প্রস্তুত হ'য়েই থাকে, ভারাব্‌কার দিকে তাকিয়েও মৃদু হাসে একটু বেশী। ওদের পরিচয় হবার পর থেকে প্রায় সবার চোখে পড়েছে একটি জিনিষ—ভেরা অসামান্যা রূপসী হ'য়ে উঠেছে ইদানিং।

ক্লিমের বাবাও গেছে অনেক বদলে; আজকাল সে গোলমাল করে একটু বেশী; গোঁফে তা দেয়। এ অভ্যাস তার আগে ছিল না। চোখ দুটি প্রায়ই মিট মিট করে, বুঝি বা ঝলসে গেছে। চিন্তালু দৃষ্টি, কি যেন সে ভুলে এসেছে। আজকাল আগের চেয়েও বকে বেশী। সব সময় নতুন নতুন কথা—এমন একটা ভাব, কাল যেন কে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ওর বকা বন্ধ করে দেবে! ভারাব্‌কা তার স্ত্রীকে নিয়ে বিদেশে গিয়েছিল। সে আগেই বরিসকে পাঠিয়ে দিয়েছে মস্কো। সেখানে খুব নাম-করা ইস্কুলে পড়ার জন্যে। তুরোবোয়েভ পড়তো এই ইশ্‌কুলে। একদিন একজন গোঁফওলা ডাগরচোখা মেয়ে এলো কোথা থেকে, সে লিডিয়াকেও নিয়ে চলে গেল ক্রিমিয়ায়,—আঙ্গুর খাইয়ে তার স্বাস্থ্য শুধ্‌রে দিতে। তারপর ভারাব্‌কা একা বিদেশ থেকে ফিরে এলো। বয়সটা অনেক কমে গেছে, হাসিখুশি লেগেই আছে, কতকটা বিদ্রূপের হাসি। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই মারিয়া রোমানোভ্‌নার সঙ্গে ভারাব্‌কার ঝগড়া হয়। আজকাল ভেরাও মারিয়ার সঙ্গে বিবাদ শুরু করেছে। মারিয়া যেন বুড়িয়ে গেছে। অকস্মাৎ গায়ের মাংসগুলো গেছে কুঁচকে, দেহ অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে, গলার সুরটা হ'য়ে এসেছে নিচু, এক রকম অস্পষ্ট। তার সে শাসনের, কর্তৃত্বের ভংগী আর নেই। মারিয়া রোমানোভ্‌নার সঙ্গে কলহের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা গেল একদিন সকালে। মারিয়া একটা গোরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে তার সমস্ত জিনিষ-পত্র নিয়ে নীরবে এ-বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেল। যাবার সময় কাউকে

বিদায় সম্ভাষণ জানালো না। আগের মতোই মাথা উঁচু ক'রে বেরিয়ে গেল, এক হাতে তার যন্ত্র-পাতির একটা থলে, অন্য হাতে বুকের সঙ্গে চাপা কুনো বেড়ালটা।

বড়োদের সঙ্গে মিশে মিশে ওদের অনেকটা বোঝার ক্ষমতা হয়েছে ক্লিমের। সে অনুভব করে, এদের মধ্যে দুর্বোধ্য অপ্রিয় কি একটা গ'ড়ে উঠছে দিনে দিনে। ওরা যেন সবাই এমন চেয়ারে বসেছে, যাতে ব'সে ওদের আরাম হচ্ছে না, হচ্ছে অস্বস্তি তাই ক্লিম ওদের দিকে আগন্তুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, সে বুঝি এই সবেমাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। ক্লিমের ভালো লাগে না। অশান্ত বেদনার একটা ছায়া ঘনিয়ে ওঠে সারা মনে। মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে। কিন্তু সাহস পায় না, ভীরু ঠোঁট দুটো বারেক কেঁপে থেমে যায়। মাষ্টার মশায় যে দৃষ্টিতে ক্লিমের মার দিকে তাকান, ঠিক সেই দৃষ্টিতে মেকী দশরুবলের নোটগুলোকে খুঁটিয়ে দেখেন দাদু আকিম। মাষ্টার টমিলিন আজকাল ওর মার সঙ্গে কথাও বলেন নিতান্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে। একদিন সন্ধ্যায় ক্লিম বসার ঘরে ঢুকে দেখলো, তার মা পিয়ানো বাজাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে, আর মাষ্টার টমিলিন রূঢ় গলায় বলছেন, 'না, তা সত্যি নয়; আমি দেখেছি লোকটা কেমন ক'রে...'

ত্রস্ত কণ্ঠে মা ব'লে উঠলো, 'কি চাস তুই, ক্লিম?'

মাষ্টার মশায় হাত দুটো পেছনে লুকিয়ে ক্লিমের দিকে না তাকিয়েই দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েকদিন বাদে রাত্রিতে ক্লিম জানালা বন্ধ করার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে দেখলো, তার মা আর মাষ্টার মশায় বাগানে বেড়াচ্ছেন। মা তার নীল স্কার্ট নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে, আর মাষ্টার মশায় খাচ্ছেন সিগারেট। জ্যোৎস্নাটা এমন উজ্জ্বল যে সিগারেটের ধোঁয়াও সোনালি দেখাচ্ছে। ক্লিমের চেঁচিয়ে ব'লে উঠতে ইচ্ছা করলো, 'মা, আমি এখনো ঘুমোইনি।' কিন্তু বলার আগেই দেখলো, টমিলিন যেন হুঁচুট খেয়ে হাঁটুতে ভর ক'রে ব'সে পড়লেন, দুই বাহু তুলে যেন ধমকে দেওয়ার মতো ভংগীতে নাড়তে লাগলেন, তারপর

বুকের মধ্যে সজোরে চেপে ধরলেন ওর মায়ের পা'দুটো। মা বারেক টলে পড়লো, তারপর টর্মিলিনের মাথাটাকে ঠেলে সরিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চললো। টর্মিলিন ত্বরিতে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, এলোমেলো বিস্রস্ত চুলগুলোকে সংযত ক'রে নিয়ে ছুটলেন ক্লিমের মার পেছনে। ভয় পেয়ে গেল ক্লিম, চীৎকার ক'রে উঠলো, 'মা!'

মা মাথা সোজা ক'রে ঘরের দিকে এগিয়ে এলো, নিজের দেহ দিয়ে আড়াল ক'রে রাখলো মাষ্টারকে—যেন মাষ্টার একটা গ্যাস-পোষ্ট। তারপর মা ক্লিমের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো; অসম্ভব রকমের কঠিন হ'য়ে উঠেছে মুখখানা; ক্লিমের সম্পূর্ণ অপরিচিত লাগলো এই মুখ! মা রাগের সংগে বললে, 'এখনো পর্যন্ত ঘুমোওনি? অথচ ভোরে তোমায় জাগানো যাবে না। এবার তোমাকে ভোরে উঠে পড়তে যেতে হবে! তোমার মাষ্টার আর এ বাড়িতে থাকবেন না।'

'কেন মা? তোমার পা জড়িয়ে ধরেছিলেন ব'লে?'

ক্লিমের মার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ কোমল হয়ে এলো; সে বোঝাতে লাগলো, মাষ্টার মশায় তার স্কার্ট থেকে একটা শুঁয়োপোকা ছাড়িয়ে দিচ্ছিলেন মাত্র। আর, মেয়ে মানুষের পা জড়িয়ে ধরা—ছি ছি সে বুঝি কোনো ভদ্রলোকে করে!

মাকে ক্লিম বিশ্বাস করেনি, তা সে জানাতে চাইলো না। তাই চোখ বুজে প'ড়ে রইল। ক্লিম পড়ে আর বড়োদের কথাবার্তা শুনে আগেই শিখেছে, পুরুষরা কেবল প্রেমে পড়লেই মেয়েদের পায়ের তলায় এমন ক'রে বসে। স্কার্ট থেকে শুঁয়োপোকা ছাড়াবার জন্যে অমন ক'রে বসার তো কোনো দরকার নেই?

ক্লিমের মা আদর ক'রে ছেলের মুখে তার উষ্ণ হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ক্লিম আর মাষ্টারের বিষয় উল্লেখ করলো না, কেবল বললো মাষ্টার মশায়কে ভারাব্‌কাও পছন্দ করে না। ক্লিম অনুভব করলো, মার হাতখানা বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চকিতে চমকে উঠলো। মা চ'লে যাবার পর ক্লিম ঘুমুতে ঘুমুতে ভাবলো, ভারী অদ্ভুত তো! সে যখনি সত্যি

কথা বলছে, তখনই বড়োরা ভাণ করেছে, সে যা বলছে সবই মিথ্যা, সবই কল্পনা! অথচ...

টমিলিন একটা ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গলিতে তাঁর বাসা তুলে নিয়ে এসেছেন। গলিটির এক মুখ বন্ধ ক'রে নীল রঙের ছোট একটা বাড়ি ঃ বারান্দার ওপর সাইন লাগানো—

মোদক ও হালুইকর
বিবাহে, শ্রাদ্ধে ও আমোদপ্রমোদে আহার্য
সরবরাহ করিয়া থাকি

এই বাড়িরই এক বগলে টমিলিন তাঁর আস্তানা গেড়েছেন। ঘরখানা আগে বেশ হালকা আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই ছিল, কিন্তু টমিলিনের আগমনের কয়েক দিনের মধ্যে ঘরের এখানে ওখানে জমে উঠেছে কেতাবের গাদা। টমিলিন যেন তাঁর পূর্বের বাসা থেকে সমস্ত ধূলা-ময়লা, গুমটানো ভাব, এমন কি কাঠের মেঝের কচকচানিটা পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে এসেছেন! মাষ্টার মশায়ের চোখের তলায় দেখা দিয়েছে ঈষৎ নীলচে ঘোলাটে ভাব, চোখের চক্‌চকে সোনালি ভাবটা হ'য়ে এসেছে নিষ্প্রভ! গায়ের পোশাক রূপ নিয়েছে এক গাদা ছেঁড়া ন্যাকড়ায়। পড়াবার সময় আজকাল আর টমিলিন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান না, কারণ দেখান, পায়ে লাগে।

ক্লিম ভাবে, 'সেদিন বাগানেই হাঁটুতে লেগেছে নিশ্চয়।'

পড়াবার সময়-ও টমিলিনের আজকাল বড়ো একটা ধৈর্য থাকে না, তাঁর চাপা গলায় বিরক্তি ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে তিনি ক্লান্ত চোখের পাতা বন্ধ ক'রে দীর্ঘকাল নীরব থাকেন, তারপর অকস্মাৎ খাপছাড়াভাবে প্রশ্ন করেন, 'বুঝেছ?'

'না।'

'একটু ভাবো।'

ক্লিম ভাবে; কিন্তু ক্রিয়ার অতীত কালের রূপ বা আমুদারিয়া নদীর উৎস সম্পর্কে নয়—সে ভাবে, কেন তার বিশ্রী লাগে এই লোকটাকে। কেন

বুদ্ধিমান ভারাব্‌কা এর সম্বন্ধে সর্বদা এমনি বিদ্রূপ ও ঠাট্টা তামাসার ভংগীতে কথা বলে; কেন তার বাবা, দাদু আকিম, আর তানিয়া ছাড়া অন্যান্য সব পরিচিত বন্ধুবান্ধব ওকে ঝুলমাখা ঝাড়ুদারের মতোই দূরে রেখে চলে। কেবল মাত্র তানিয়া কদাচিৎ টমিলিনকে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি ভাবেন অতো?'

টমিলিন উত্তর দেন, সংক্ষেপে, অনিচ্ছায়।

ক্লিমের চিন্তার প্রয়োজনীয়তা ও পরিসর দুটোই চলেছে বেড়ে। তার চারিদিকে প্রতিটি বস্তু যেন প্রসারিত হ'চ্চে, তারা ভীড় জমিয়ে গুঁতোগুঁতি ক'রে এসে ঢুকছে তার মনে, মস্তিষ্কে। একদিন যে জিনিষগুলি ওর কাছে ছিল বিস্ময়কর, আজ সেগুলি ওর চোখে সাধারণ হ'য়ে গেছে, তারা আর কোনো বিস্ময়, কোন আকর্ষণ জাগায়নি। আর যেগুলি আগে ওর কাছে ছিল অবান্তর, অহেতুক,—আজ সেগুলি ওর কাছে ব'য়ে নিয়ে এসেছে কতো নতুন সংবাদ, নতুন ইশারা! ও-দিকের আবছা অন্ধকার বারান্দাটার এক কোণে যে জিনিষটা এতোদিন একটা কালো দাগের মতো প'ড়েছিল, তাই আজ ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এক পলিতকেশা বৃদ্ধার রূপ নিয়ে। পুরাতন একখানা তসবীর! ওদিকের ঘুপচি জায়গাটায় বহুদিন থেকে প'ড়ে আছে একটা লোহার সিন্দুক। ক্লিম অকস্মাৎ তার মধ্যে আবিষ্কার করেছে নানান রকমের মজার জিনিষ, ভাঙা, টুক্‌রো টুক্‌রো, তবুও মজার। কতকগুলো ছবির ফ্রেম, পর্শেলেনের ছোট পুতুল, বাঁশী, ফরাসী ভাষায় লেখা বিরাট একখানা বই, তাতে চীনাদের ছবি। আর একটি সরু এ্যালবাম—লোকের ছবিতে ভরা। মাথায় অদ্ভুত ধরণের এলোমেলো চুল এই লোকগুলোর। একটা লোকের মুখে নীল পেনসিল দিয়ে ইরিংবিরিং আঁক টানা। মাষ্টার টমিলিন ব্যাখ্যা ক'রে বলেনঃ 'ফরাসী বিপ্লবের বীর এ'রা; এই ভদ্রলোক হ'লেন কাউণ্ট মিরাবো।'

তিনি অস্পষ্ট হেসে প্রশ্ন করেন, 'কি বললে? এগুলো তুমি ফেলে-দেওয়া জিনিষের মধ্যে পেয়েছ?' তারপর এ্যালবামের পাতাটা উল্টোতে উল্টোতে আবার বলেন, 'সত্যিই—এসব অতীতের বস্তু, অপ্রয়োজনীয়

অতীতের।'

অগাস্টের শেষাশেষি। একদিন খুব ভোরে লিউবা এসে হাজির হলো। হাত মুখ আধোয়া, মাথার চুল এলোমেলো। হাঁপাতে হাঁপাতে কে'দে বললে, 'আসুন না, মা যে পাগল হ'য়ে গেছে।'

অবিলম্বেই ক্লিমের মা চ'লে গেলো। এতোক্ষণ ওদিকে সোফায় মুখ চেপে কাঁদছিল লিউবা, এবার সে মুখ তুলে করুণকণ্ঠে কাহিনীটা বলতে লাগলো। 'বাবা আর মা খুব চে'চামিচি কচ্ছিল কাল। তখনি আমি দেখেছি, মার মাথার ঠিক নেই। মার বদলে যদি বাবা পাগল হয়ে যেতো, বেশ হতো। বাবা তো মাতাল হয়েই থাকে!'

তারপর লিউবা লাফিয়ে দাঁড়ালো, বললো, 'চলো, আমরাও যাই। ব'লেই সে ক্লিমকে হুড়মুড় করে টেনে নিয়ে গেল। ক্লিম কিভাবে যে সমভদের বাড়ী এসে পে'ছিলো, তা সে ঠিক বুঝলোও না। এসে দেখলো, আবছা অন্ধকার শোয়ার ঘর। লিউবার মা সোফিয়া নিকোলায়েভ্না বিশৃঙ্খল বিছানাটার ওপর কাৎরাচ্ছে। তার হাত আর পা তোয়ালে দিয়ে বাঁধা। চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে। ঘাড় নেড়ে পা ছড়িয়ে বালিশে মাথা ঠুকে চে'চাচ্ছে, 'না! না!'

বাইরে ঠিক্‌রে পড়ছে চোখ দুটো। ওদিকের প্রদীপের শিখার দিকে তাকিয়ে আছে; দপ দপ ক'রে জ্বলছে, লাল যেন জলন্ত অঙ্গার। ক্রমেই তার কাৎরানি বাড়ছে আর দুর্বার হ'য়ে উঠছে। হিংস্র ও কর্কশ হ'য়ে উঠছে গলার সুর। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বিছানার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ডক্টর সমভ; এলোথেলো বেশ, বোতামগুলো খুলে পড়েছে অসভ্যের মতো; ট্রাউজারটা মাত্র একটা ফিতে দিয়ে দেহে ঝোলানো আছে কোন রকমে। পা দুটো মাতালের পায়ের মতো কাঁপছে অনবরত; চোখ দুটো মিট্‌মিট্‌ করছে। কথাবার্তা নেই। গোঁফ দাড়ি দিয়ে ওর মুখটা কেউ এ'টে দিয়েছে যেন। আর একজন ডাক্তার, বুড়ো উইলিয়ামসন ব'সে আছেন ওদিকের টেবিলে। ভুরু কু'চকে ভয়ানক মনোযোগের সঙ্গে কি লিখে যাচ্ছেন। ভেরা পেত্রোভ্না একটা গেলাশে ঘুটঘুটে কালো জল ঢালা-গালা করছে।

একটা রেকাবির ওপর বরফ নিয়ে ছুটাছুটি করছে হাতে হাতুড়ি বাড়ির ঝি।

অকস্মাৎ রোগিনী ধনুকের ভংগীতে বেঁকে গেল, তারপর বিছানা থেকে পড়ে গেল মেঝেয়। মাথায় দুম ক'রে বাজলো। কিন্তু তাতেও বিরাম নেই, রোগিনী সরীসৃপের মতো তার দেহটিকে দুলিয়ে মেঝেয় হামাগুড়ি দিতে সুরু করলো। ক্লিমের মা চেঁচিয়ে উঠলো, 'ধরুন! ধরুন ওকে! আপনারা কি সবাই ঘুমুচ্ছেন নাকি?'

ডক্টর সমভ দেওয়ালের পাশ থেকে নিজেকে কোনোক্রমে টেনে নিয়ে এলো, তারপর স্ত্রীকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার পায়ের ওপর চেপে বসলো, হাঁকলো, 'আরো গোটাকয় তোয়ালে!'

ওঠার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো মিসেস সমভ। অকস্মাৎ সুযোগ বুঝে সে ডক্টর সমভের জানুতে মাথা দিয়ে সজোরে মারলে এক ঢুঁ, ডক্টর সমভ লম্ফ দিয়ে বিছানা থেকে সরে গেল। আবার মিসেস সমভ গড়িয়ে পড়লো মেঝেয়। তারপর পায়ের বাঁধন খুলতে খুলতে বিড় বিড় ক'রে কি বকতে লাগলো, বোঝা গেল না।

দরজার পাশে এক কোণে আত্মগোপন ক'রে দাঁড়িয়েছিল ক্লিম। ওর কাঁধের ওপর চিবুক রেখে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ভারিয়া সমভ, সে বললে, 'সেরে যাবে—না?'

ভীত লিউবা তোয়ালে নিয়ে ছুটোছুটি করছে, আর চেঁচাচ্ছে 'ওমা! ও ভগবান! ও হরি!' ক্লিমের মা ওর কলকণ্ঠ শুনে ফিরে তাকালো, চেঁচিয়ে বললো, 'তোরা এখানে কেন, ছেলেরা? যা তোরা, তানিয়া কুলিকোভার ওখানে যা দেখি!'

তানিয়া কুলিকোভার বাড়ি সহরের সীমান্তে। ওরা সবাই ছুটে চললো সেখানে। ক্লিমের ভয়টা এখনো কাটেনি, তাই সে ভারিয়া ও লিউবার পেছনে পেছনে চলেছে নীরবে। হঠাৎ লিউবা থেমে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার ভারিয়ার সঙ্গে যেতে ভাল লাগে না। চলো, আমরা দু'জনে একটু ঘুরে আসি।'

ক্লিম তার ইচ্ছাশক্তিটা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে, তাই লিউবার সঙ্গেই চললো। কয়েক পা গিয়ে শুধোলো, 'তোমার মাকে তুমি খুব ভালোবাসো?'

'জানি না। তবে—খুব সম্ভব আমি এখনো কাউকে ভালোবাসিনি। বাবা বলে, ভালোবাসা বড়ো কঠিন জিনিষ। মাকে মাঝে মাঝে বাবা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তুমি বোঝ না কেন—আমি তোমাকে ভালবাসি?'

'সে আবার কি?' ক্লিম প্রশ্ন করে।

লিউবা যেন ওর কথা শোনেনি এমনিভাবেই বলে, 'অথচ ওদের বিয়ে হয়েছে আজ চোদ্দ বছর......'

লিউবা বাজে কথা বকছে ভেবে ক্লিম ওর কথায় আর কাণ দিলে না। কিন্তু লিউবা বকেই চললো। তারপর ওরা নিজেদের অজ্ঞাতেই এসে পড়লো নদীর ধারে। এখানে ওরা কতকগুলো পুরানো কাঠের উপর এসে বসলো। লিউবা দেখলো নোংরা কাঠের ধুলো লেগে ময়লা হয়ে গেছে তার পোশাকটা, তাই সে বিরক্ত হয়ে অদূরে নোঙর-করা একটা নৌকোয় এসে বসলো। অনুসরণ করলো ক্লিম। তারপর দুজনে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো চুপচাপ। লিউবা দেখছে, নদীর জলে তার প্রতিবিম্ব। হঠাৎ সে একটা গাছের ডাল নিয়ে জলের উপর ঘা দিয়ে ভেঙে ভেঙে দিতে লাগলো ছায়াটাকে। জলটা থিতিয়ে টুকরো ছায়াগুলো এক জায়গায় জমে, আবার ও আঘাত দিয়ে ভেঙে দেয়।

'কি কুচ্ছিত মেয়ে বাবা।—আমি দেখতে খুব কুচ্ছিত, না?'

কোন জবাব না পেয়ে লিউবা ফের প্রশ্ন করে 'তুমি এতো চুপচাপ কেন?'

'কথা বলতে ভালো লাগে না।'

'বুঝেছি, আমি কুচ্ছিত এই কথাটা বলতে তোমার বাধছে।'

'না, আমার কিছুই বলতে ভালো লাগছে না।'

'তোমার সত্যি কথাটা বলতে লজ্জা করছে,' লিউবা বলে, 'জানি রাক্কসের মতো দেখতে আমি। তা ছাড়া, আমার মেজাজটা-ও ভারী খারাপ।

বাবা আর মা বলে, আমার আশ্রমে গিয়ে থাকা উচিত। আমি আর বসবোনা, যাই।'

বলেই লিউবা লাফিয়ে উঠে এবং কাঠগুলোর উপর দিয়ে দ্রুতপায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্লিম আরো অনেকক্ষণ মন্থর-প্রবাহ জলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। তার মনে হয়, সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন দুর্বল শিথিল হ'য়ে আসছে। এর আগে তার এমনটি কোন দিন হয়নি। কি চায়, কি তার ভালো লাগে ক্লিম বোঝে না, তবে এইটুকু যেন সে অস্পষ্টভাবে বোঝে, চারি দিকের পরিচিত মানুষগুলিকে তার আর ভালো লাগেনা। অতৃপ্ত অধীর সে।

যখন বাড়িতে মার সঙ্গে ক্লিমের দেখা হোলো, তখন ক্লিমের মা ভীতি-গ্রস্ত কণ্ঠে ব'লে উঠলো, 'ওমা! তুই আমায় যা ভয় পাইয়ে দিলি।'

ক্লিমের মনে হোলো, তার মা কথাগুলো যেন 'মার' উদ্দেশ্যেই বলছে। ফের মা বললে, 'ভয় করেনি তোর? তোর ওখানে যাওয়া উচিত হয়নি কিন্তু। লাভ কি ছিল গিয়ে?'

'ওরা ওকে নিয়ে কি করলে মা?' প্রশ্ন করে ক্লিম।

মা বললে, 'ঝগড়া করেছিল ডক্টর সমভ আর মিসেস সমভ, দু'জনেই। তারপর অকস্মাৎ মিসেস সমভকে স্নায়বিক দৌর্বল্যে পেয়ে বসে। ওরা তাকে বাধ্য হয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'ভয়ের কিছু নেই। ওরা দু'জনে চিরকাল রোগী মানুষ; দু'জনেই জীবনে অনেক সয়েছে, তাই অকালে বুড়িয়ে গেছে।'

ক্লিমের মার মতে ডক্টর সমভ আর তার স্ত্রী হোলো ভাঙাচুরো মানুষ। ক্লিমের মনে পড়ে ওদের সেই ঘরখানা—যে-ঘরে স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে এমনি ভাঙাচোরা অপ্রয়োজনীয় হাজারো জিনিষ। মা আবার বললে, 'ভয়ের কিছু নেই।'

কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ক্লিম ওর মাকে আর বিশ্বাস করে না। সন্দিগ্ধ হওয়ার, অবিশ্বাস করার ধারাটা ওর জীবনের গভীরে দৃঢ়মূল

সঞ্চারিত ক'রে বসেছে। বারো দিন বাদে মিসেস সমভ মারা গেল। গোপনে' ড্রনভ ওকে বলেছিল, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে মিসেস সমভ, সেই পতনের ফলেই তার মৃত্যু ঘটে। মিসেস সমভের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দিন সকালে ক্লিমের বাবা এসে পেঁছলো। সে মিসেস সমভের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একটা বক্তৃতা দিলো, কেঁদে ফেললো। উপস্থিত পরিচিত সবাই কাঁদলো, কাঁদলো না একমাত্র ভারাবকা। সে এক ধারে দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকলো, আর ভিখিরীদের সংগে আওড়ালো দু চারটা রসকথা।

ডক্টর সমভ গোরস্থান থেকে ফিরলো সামঘিনদের ওখানে। অবিলম্বে সে মাতাল হ'য়ে পড়লো, 'আমি ওকে ভালোবাসতুম, অথচ ও আমাকে ঘৃণা করতো। ও কেবল বেঁচে ছিল আমার সারা জীবনটা বিষময় ক'রে তুলতে! আমি পনেরো বছর ওকে নিয়ে ঘর করেছি; কিন্তু একটি দিন, একটি মুহূর্তের জন্যেও আমাদের মনের কি মতের মিল হয়নি। তবু আমি ওকে ভালো-বাসতুম, তবু! কিন্তু ও আমাকে কেবল ঘৃণাই করতো; আমার সকল কথা, কাজ, চিন্তা ওর বিষ লাগতো।'

সান্ত্বনায় বাচাল হ'য়ে উঠলো ক্লিমের বাবা; তারপর টমিলিন আগে যে ঘরটায় থাকতো, সেখানেই ডক্টরকে শোয়াবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হোলো। ভারাবকা ওর দুই বগলে দুই হাত দিয়ে মাথা দিয়ে পিঠে গুঁতোতে গুঁতোতে ঠেলে নিয়ে চললো। পেছনে পেছনে আলো হাতে চললো ক্লিমের বাবা। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত বাদেই সে খাবার ঘরে ছুটে এসে কম্পিত গলায় বললো, 'ভেরা—এসো, মা কেমন করছে!'

ওরা গিয়ে দেখলো, বুড়ী মারা গেছে। হেঁসেলের দাবায় ব'সে সে মুরগী-গুলোকে খাওয়াচ্ছিল; অকস্মাৎ, এমন কি কোনো সাড়াশব্দ না ক'রেই সে মারা গেছে। এই মৃত্যু ভয়ংকর নয়, কিন্তু ভারী অদ্ভুত। অদ্ভুত লাগে, একপাশে মাটিতে মাথা গুঁজে ওই বিশাল দেহকে মাটিতে প'ড়ে থাকতে দেখে! ক্লিম তাকিয়ে দেখলো, মৃত্যুনীল দু'টি গণ্ড; গভীর প্রশান্ত দুটি চোখের দৃষ্টি স্থির, নিষ্পলক। ক্লিম ভয় পেলো না, কেবল বিস্মিত হলো।

এক গাদা ছেঁড়া ন্যাকড়ার বস্তার মতো এই দেহটাকে যখন ঘরের মধ্যে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হোলো, তখন ইভান ড্রনভ তার দিদিমাকে বললে, 'কী চমৎকার মরলো বুড়ি! তোমারও এ দেখে শেখা উচিত!'

ড্রনভের দিদিমাই একমাত্র ব্যক্তি যে মৃতার কবরের পাশে অশ্রুবর্ষণ করলো। অন্ত্যেষ্টির শেষে ভোজের আসরে বসে ক্লিমের বাবা সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতাময় একটা বক্তৃতা দিলো, বললো, যারা অপরের জীবনে হস্তক্ষেপ না ক'রে নীরবে নির্বিবাদে কেমন ক'রে বাঁচতে হয় তা জানে, এই বৃদ্ধা ছিলেন তাঁদেরই একজন। কয়েক মুহূর্ত কি ভেবেচিন্তে অবশেষে ক্লিমের দাদু আকিম বললেন, 'আমারও এবার যাবার সময় হোলো।'

ভেরার গোলাপী কাণে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে ভারাব্‌কা, 'তার তো কই লক্ষণ দেখছি না।' ক্লিমের মার মুখে বেদনার ছায়ামাত্রও নেই। তবে তার কঠিন দৃষ্টি অনেক কোমল হ'য়ে এসেছে। ক্লিম লক্ষ্য করলে তার ঠাকুরমার মৃত্যুতে কারো কোনো দুঃখ হয়নি। ক্লিমের পক্ষে তার ঠাকুরমার মৃত্যুটা লাভজনক হ'য়ে উঠলো। যে ঘরে ঠাকুরমা থাকতো, সেই ঘরখানাই ওকে ওর মা দিলে। আরামের ঘরখানা; বাগানের দিকে জানালা আছে কয়েকটা। ব্যাপারটা ক্লিমের কাছে খুব খুশির হ'য়ে উঠলো; কারণ, ওর দাদার সংগে এক ঘরে থাকাটা ওর পক্ষে একটা অত্যাচার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে দিমিত্রি। ফলে ঘুমানো অসম্ভব। ইদানিং আবার ড্রনভ ওর কাছে আড্ডা দিতে আসে! তার অতো সব ভদ্রতার বালাই নেই। তারা দু'জনে কি সব চুপি চুপি গল্প করে আর ঘরময় ঘুরে বেড়ায় রাত দুপুর পর্যন্ত। ড্রনভ আজানুলম্বিত এক পোষাকে আঁটসাট ক'রে মোড়া। সে আগের চেয়ে রোগা হয়েছে, ভুঁড়িটাও কমেছে। মাথার চুলগুলো গোড়া ঠেকিয়ে ছাঁটা, তাই ওকে অনেকটা বেঁটে সেপাই-এর মতো দেখায়।

অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও দাদু আকিম ক্লিমকে হাই ইশ্‌কুলে ভর্তি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ক্লিমের ধারণা, ও হাই ইশ্‌কুলে ঢোকার পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি, তার প্রধান কারণ, শিক্ষকদের প্রতিকূল

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

পক্ষপাত। তাই ইশ্‌কুলের প্রতি ওর মনটা বিষিয়ে গেল। ক্লিমের আগে থেকে ইশ্‌কুলেও খ্যাতি রটে গেছে অসাধারণ ছেলে ব'লে। এই খ্যাতির ফলে ওর প্রতি শিক্ষকদের দৃষ্টিটা যেমন প্রখর হ'য়ে উঠেছে, তেমনি সহপাঠী বা অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও ওর সম্বন্ধে ধারণা হয়েছে, ও একটা খুদে জাদুকর। সবাই ওর কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। ক্লিম বোঝে, সবার প্রত্যাশা মেটাবার চেষ্টায় তাকে অনবরত একটা পরিচিত অথচ দুর্বহ অবস্থার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। কিন্তু শীঘ্রই তার আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিটা তাকে কয়েকটা ব্যবহারিক নীতির অনুসারী হ'তে শেখালো। তার স্মরণ হলো একদিন ভারাব্‌কা তার বাবাকে বলেছিল, 'এ কথাটা তুমি ভুলো না ইভান, লোক যখন খুব কম কথা বলে, তখনই তাকে বিজ্ঞ বলে মনে হয়।'

তাই ক্লিম স্থির করলো, যথাসম্ভব স্বল্প কথা বলবে এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে দূরে থাকবে। অগণিত খর্বকায় দানব ব'লেই মনে হয় ওর সহপাঠীদের, উন্মত্ত, নিষ্ঠুর দানব। ক্লিম ওদের ভয় করে।

ক্লিম টমিলিনের ভংগীতে হাঁটতে অভ্যাস করেছে, পেছনে হাত রেখে, সোজা হ'য়ে। এমন একটা ভাব, জগতের গভীর-গভীর ব্যাপারে তন্ময় সে—ছেলেমানুষি আর হৈ-রৈএ মাতার মতো সময়ের তার নিতান্তই অভাব। অবশ্যি, মাঝে মাঝে চারিদিকের জীবন ও জগৎ থেকে সত্যিই তার চিন্তার কিছু খোরাক জোটে। যেমন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, ডক্টর সমভ এক ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতে গুলী ক'রে আত্মহত্যা করলো।

শীতের সন্ধ্যায় মচমচ শব্দে বরফ ভেঙে এগোতে বেশ লাগে ক্লিমের। মনে পড়ে ঘরের কথা; চায়ের টেবিলে বাবা আর মা তার মানসিক উন্নতির নব নব উদাহরণ দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছে। যে লোকটা রাস্তায় বাতি জ্বালায়, সে একটা দীর্ঘ মই কাঁধে নিয়ে হাল্‌কা পায়ে ছুটে চলেছে এক ল্যাম্পপোষ্ট থেকে আর ল্যাম্পপোষ্টে। ফাঁকা নীল শূন্যটার গায়ে একে একে দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জেগে উঠছে হল্‌দে আগুনের চোখগুলো। ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী চলছে ঘড় ঘড় ক'রে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে তুষারাবৃতদেহ একজন

পুলিশ।

আজকাল ক্লিম দিনের অধিকাংশ সময়ই বাড়ির বাইরে কাটায়। তাই ঘরের অনেক জিনিষই তার সজাগ চোখদুটোকে এড়িয়ে যাচ্ছে। তবু কিন্তু ক্লিম গন্ধ পায়, বাড়ির আবহাওয়াটা ক্রমেই বেশী অশান্ত হ'য়ে উঠেছে। বাড়ির সবার চালচলন অন্য ধরণের। আজকাল দরজাগুলোও পর্যন্ত বন্ধ হয় সশব্দে।

ক্লিমের দাদু যখন তার বেতো পা দুটোকে কষ্টের সংগে টেনে নিয়ে চলেন, তখন লাঠিটা মেঝেতে ঠোকেন ভয়ানকভাবে। কাশেনও দুর্দম কাশি, কাণ দুটো কাঁপতে থাকে, মুখ আর ঘাড় পাকা কুলের মতন লাল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কাশির মধ্যেও তিনি ক্লিমের মাকে ক্রুদ্ধভাবে বলেন, 'তোমার তো এটা ভালো কাজ হচ্ছে না ভেরা! ইভানের মনটা ছেলেমানুষের মতো সাদা—আর তুমি কিনা তারই সুযোগ নিয়ে.........'

ক্লিমের মা চাপা গলায় দাদুকে সতর্ক ক'রে দেয়; 'আঃ, একটু আস্তে। কেউ শুনতে পাবে যে! খাবার ঘরে যেন কার পায়ের শব্দ পেলাম?'

'কিন্তু তোমায় বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি, ভেরা পেত্রোভ্‌না......'

'বলুন।'

খাবার ঘরে গিয়ে ক্লিমের মা কপাটটা বেশ শক্ত ক'রেই বন্ধ ক'রে দেয়।

ক্লিমের বাবাও আজকাল ঘরের বাইরে ঘন ঘন যাচ্ছে, হয় জংগলে, নয় কারখানায়, নয় মস্কো। কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছে। আজকাল আর ক্লিমের জন্যে উপহারও আনে না। টাঁক পড়ছে মাথায়, কপালটা আগের চেয়ে ঢের বড়ো লাগে। চোখ-দুটো বেরিয়ে এসেছে। চোখের সে নিবিড় নীল রঙও আর নেই, ফিকে হ'য়ে এসেছে কোয়াশার মতো। মাও আজকাল প্রায়ই বাবার সংগে এমন ব্যবহার করে, যাতে মনে হয়, তার বাবা হোলো এ বাড়িতে অবাঞ্ছিত অতিথি—যার এখানে আর কোনো প্রয়োজন নেই, অথচ এই অবস্থাটা অতিথি নিজে বুঝতে পারছে না। আজকাল মার পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যও বেড়েছে। প্রায়ই হাসিখুসি; আচার-ব্যবহারেও স্পষ্ট একটা দেমাকের ভাব; চেহারা আগের চেয়ে সবল হ'য়েছে,

মেদ লেগেছে গায়ে। আগের চেয়ে যেন অনেক নরম মেজাজী হয়েছে মা। ক্লিম আর একটা বিষয় লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত ও আহত হোয়েছে। তার বাবার স্নেহ তাকে ছেড়ে দিমিত্রিকে আশ্রয় করছে। মনে হয়, বাবা আর দিমিত্রির মধ্যে যেন কোনো গোপন কথা লুকানো আছে।

একদিন গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় ক্লিম এসে দেখলো, তার বাবা আর দিমিত্রি বাগানের এক কোণে একটা কুঞ্জের তলায় ব'সে আছে। বাবা অদ্ভুত ধরণের হাসি হাসছে আর দিমিত্রিকে নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে চেপে ধরছে। কাঁদছে দিমিত্রি। ক্লিম এসে পড়ায় দিমিত্রি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং এক দৌড়ে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। বাবা তার ট্রাউজার থেকে কয়েক ফোঁটা চোখের জল রুমাল দিয়ে ঝেড়ে ফেলে বললে,—

'একটা পাগল!'

'কাঁদছে কেন?'

'কে? দিমিত্রি? ও,—ডেকাব্রিস্ট্‌দের* কথা শুনে। এই সবে মাত্র ও নেক্রাসভের লেখা 'রুশ মেয়ে' কবিতাটা প'ড়ে শেষ করেছে। আমি ডেকাব্রিস্ট্‌দের গল্প বললুম। শুনেই কান্না।'

ডেকাব্রিস্টদের সম্বন্ধে ক্লিম তার বাবাকে যে সব প্রশ্ন করলো, অনিচ্ছায় সংক্ষেপে সেগুলির উত্তর দিয়ে বাবাও উঠে দাঁড়ালো এবং শিস দিতে দিতে চ'লে গেল। ক্লিমের হিংসা হোলো ভারি; সে বাবার কথাগুলি সত্য কিনা যাচাই ক'রে দেখার ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ দিমিত্রির ঘরে এসে পেঁাছলো। ক্লিম তাকে নেক্রাসভের বইএর কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বললো, 'এখনো পাইনি, তবে বাবা এনে দেবে কথা দিয়েছে।'

'তুমি কি 'রুশ মেয়ে' কবিতা প'ড়ে কাঁদছিলে?' ক্লিম প্রশ্ন করে। বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দিমিত্রি, 'কি?'

'তবে তুমি কাঁদছিলে কেন?'

'ও, এই কথা?' দিমিত্রি লাফিয়ে জানালা থেকে বাগানে নেবে যায়।

---

*একদল রুশ বিপ্লবীর নাম। এ'রা ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর বিদ্রোহ করেন।

সে অনেক বেড়ে উঠেছে। অনেক লম্বা হয়েছে, অনেক রোগা। এককালে মুখ তার গোলাকার ও মাংসল ছিল, তাতে দেখা দিয়েছে হনুর হাড়। আজ-কাল মাঝে মাঝে সে তন্ময় হ'য়ে কি ভাবে। ভাবনার সময় গালের এই হাড় দুটোকে সে নাচায়। ঠিক দাদু আকিমও নাচায় এমনি ক'রে। দিমিত্রি আজকাল বয়স্কদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। আগের মতোই সে অমায়িক আছে, তবে চালাক হয়েছে অনেক, গলার স্বরটাও গেছে ভেঙে। লিউবা সমভের সংগে খুব মেশামেশি করছে, তাকে বরফের ওপর স্কেট্ করতে শিখিয়েছে, আর তার এটা-ওটা খামখেয়ালও মেনে চলছে। এক-বার কোনো ব্যবহারে ভ্রনভ লিউবাকে একটু আঘাত দিয়েছিল, ফলে দিমিত্রি ভ্রনভের মাথার চুলগুলোকে কেবল তার খুলি থেকে ছিঁড়ে আনতে বাকী রেখেছিল। আগে যেমন ক্লিম তার দাদাকে বড়ো একটা আমল দিতো না, আজকাল দিমিত্রিও দিচ্ছে না ক্লিমকে। দিমিত্রির কেমন একটা অনুযোগ-অভিযোগের ভাব তার মায়ের প্রতি,—যেন এই মেয়েটি অকারণ তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে।

দিমিত্রি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সোফার হাতলের ওপর বসে, আর ইশ্কুলের ছেলেমেয়ে ও মাষ্টারদের নিয়ে নানান রকমের কাহিনী বানিয়ে বলে। হেসে ফেটে পড়ে সবাই। কখনো কখনো ক্লিম প্রতিবাদ করে, 'ব্যাপারটা কিন্তু ও রকম নয়।'

'বেশ, নয় তো নয়।' নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় দিমিত্রি। ক্লিম অনুভব করে, দিমিত্রি কোনো ঘটনা যখন যথাযথভাবে বর্ণনা করে, তখনো তাকে ওর বিশ্বাস হয় না। অসংখ্য রসাত্মক কাহিনী আর কিম্বদন্তী জানে দিমিত্রি। কিন্তু এই সব কাহিনী আর কিম্বদন্তী বলার সময় সে বেশ গম্ভীর থাকে। এতোটুকু-ও হাসে না, যেন এ কথা বলতে সে লজ্জিত। সাধারণত, দিমিত্রিকে দেখে মনে হয়, কি একটা চিন্তা তার সমগ্র অন্তর ছেয়ে রেখেছে; কিসের এই চিন্তা, ক্লিম বোঝে না। তবে বোঝে, দিমিত্রি পথ চলার চলতি লোকগুলোকে খর-শাণিত দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করে। এমন একটা ভাব, এই শহরের ষাট হাজার অধিবাসীর প্রত্যেক জনকে জানা যেন

ওর একান্ত প্রয়োজন।

দিমিত্রির একটা মোটা নোট বই আছে, কালো অয়েলক্লথে বাঁধা। এতে বহু মজার খোঁজখবর ঢোকা আছে; আঁঠা দিয়ে আঁটা আছে খবরের কাগজের কাটিং; আর আছে ছোটোখাটো কবিতা। এগুলো সব দিমিত্রি মেয়েদের প'ড়ে শোনায়, তবে সর্বদা সসংকোচে, অবিশ্বাসের সংগে।

লিডিয়া মধ্যে মধ্যে কবিতার সমালোচনা করে, 'সিলি!'

'কিন্তু হাসি পায় তো শুনে? যাতে হাসি পায়, তার চেয়ে ভালো জিনিষ আর হয় না।' লিউবা দিমিত্রির পক্ষ নেয়।

ভারিয়ার প্রশস্ত মুখখানির ওপর ঈষৎ মৃদু হাসির রেশ অলসভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

মাঝে মাঝে ভেরা পেত্রোভ্না উঁকি দিয়ে ওদের দেখে যায়, চিরাচরিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'খেলছ?'

লিডিয়া সোফা থেকে ত্রস্তভাবে নেবে দাঁড়ায় এবং অতি বিনয়ের সংগে ওকে নমস্কার করে। লিউবা আর ভারিয়া ভেরাকে কলকণ্ঠে এসে জড়িয়ে ধরে। দিমিত্রি কি করবে খুঁজে পায় না, চুপচাপ ব'সে থাকে, কোনোপ্রকার নোটবইখানাকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। ভেরা পেত্রোভ্না ছেলেকে প্রশ্ন করে, 'নতুন কিছু লিখেছিস নাকি? পড়ে শোনা।'

দিমিত্রি নোটবই-এর আড়ালে মুখ লুকিয়ে পড়ে।

কখনো কখনো ভেরা পেত্রোভ্না পুত্রের কবিতার সমর্থন করে না, গম্ভীরভাবে কবিতাটা ছিঁড়ে ফেলতে হুকুম দেয়, তারপর ঘরের বাইরে যায়। ক্লিম লক্ষ্য করে, যে পথে তার মা গিয়েছে, সেই পথের দিকে কুটিল কটাক্ষে তাকিয়ে থাকে লিডিয়া ভারাব্কা। দৃষ্টিটা ঘৃণায় কুঁচকে আসে। ক্লিম বহুবার ভেবেছে, সে জিজ্ঞাসা করবে এই মেয়েটাকে, কেন সে ওর মাকে ভালোবাসে না।

কিন্তু পারে না, আজকাল তুরোবোয়েভ চ'লে যাবার পর লিডিয়ার সংগে ক্লিমের পূর্ব বন্ধুত্ব ফিরে এসেছে, তবুও।

একদিন টমিলিনের বাড়ী থেকে পড়া সেরে বাড়ী ফিরতে বেশ দেরী

হ'য়ে গেল। অনেক পূর্বেই সান্ধ্য চায়ের আসর শেষ হ'য়ে গেছে। খাবার ঘরটা অন্ধকার, সমস্ত বাড়ীখানা অস্বাভাবিকভাবে চুপচাপ। ভারি অস্বস্তি লাগলো ক্লিমের। সে কপাট খুলে অস্পষ্ট আলোকিত দোরটার ওপর দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলোঃ

'চুপ! কে যেন আসছে মনে হোলো।' ক্লিম শুনলো তার মা ফিস্-ফিস্ ক'রে কথা কইছে। তারপর শোনা গেল জুতোর খস্‌খস্ শব্দ। আবার সব চুপচাপ, কারা যেন কাণ পেতে কি শুনতে চায়। মায়ের ফিসফিস ক'রে কথা বলাটা ক্লিমকে অবাক ক'রে দিলো। মা তো বাবা ছাড়া আর কারো সংগে কখনো এমন ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলে না। আর বাবাও তো কাল গেছে কারখানায়। ক্লিম চুপিসারে এগিয়ে এলো, তার কাণে এলো কোমল ক্লান্ত ক'টি কথাঃ

'তোমাকে যদি খুশি করা যায়! কি যে দুষ্টু তুমি!'

দোর দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো ক্লিম। চুল্লীটার গনগনে কয়লাগুলোর ঠিক সুমুখেই একটা আরাম চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে ভারাব্‌কা, আর তার কোলের ওপর বসেছে ওর মা। ব'সে এতটুকু মেয়ের মতো দোল খাচ্ছে। ভারাবকা দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছ মার কটিদেশ। ভারাবকার শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানা ধুনীর আগুনের আভায় যেন ভয়ংকর লাগছে। তার খুদে খুদে চোখদুটোয় ভারি অদ্ভুত দৃষ্টি, দু'টুকরো জ্বলন্ত কয়লার মতো দপদপে। ক্লিম দেখলো মার রুখো চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে পিঠ বেয়ে, যেন শীর্ণ সোনালি ধারার কয়েক গোছা ঝরণা।

'আঃ! কি যে করো!' কোমল নিশ্বাস ফেলে ক্লিমের মা।

এদের সেই অবস্থায় দেখে ক্লিম হতভম্ব হ'য়ে যায়, তার সমস্ত দেহে মনে একটা তুমুল আন্দোলন ঘটে, কয়েক মুহূর্তে ক্লিম টলতে টলতে কোনো রকমে পেছিয়ে আসে। অতর্কিতে একটা জুতোয় পা ঠেকে জুতোটা ঠিকরে গিয়ে সশব্দে লাগে দেওয়ালে। ক্লিমের মা ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে?' এবং সংগে সংগে ত্বরিতপায়ে দোরের কাছে আসে।

'তুই! তুই কি রান্নাঘরে গিয়েছিলি? আসতে এতো দেরি হোল

কেন? চা খাবি?'

দ্রুতকণ্ঠে ব'লে গেল মা। তারপর সে ক্লিমের ঘাড়ে হাত দিয়ে ঠেলে তাকে খাবার ঘরে নিয়ে এলো, এবং একটা আলো জ্বাললো। চারিদিকে তাকালো ক্লিম। খাবার ঘরে কেউ নেই। সে দোরের ফাঁকে তাকিয়ে দেখলে পাশের ঘরখানা, কালো ঝুলের মতো অন্ধকার।

চকিতদৃষ্টিতে ক্লিমের মুখের দিকে তাকিয়ে মা জিজ্ঞাসা করলে, 'কি দেখছিস তুই অমন ক'রে?'

একটু ইতস্তত ক'রে জবাব দিল ক্লিম, 'আমার যেন মনে হোলো কে এখানে ছিল।'

ক্লিমের মা বিস্ময়ের ভান ক'রে ভ্রূ কুঁচ্‌কে চারিদিকে তাকালো।

'কই, কে? তোর বাবা তো নেই। লিডিয়া, দিমিত্রি, ভারিয়া আর লিউবা, ওরা তো গেছে স্কেট করতে। আর টিমোফেই স্টেপানোভিচ, সে-ও তার ঘরে; তুই তারই সাড়া পেয়েছিস বুঝি?'

ভারি বুটের শব্দ আসছে দোতলা থেকে। ক্লিমের মা টেবিলে সামোভার নিয়ে চা করতে বসলো। তারপর ওকে চা ক'রে দিয়ে মা তার চুলের রাশটাকে গুছিয়ে ক'রে নিয়ে বললো, 'আমি এই ধুনীটার পাশে বসে ভাবছিলাম।... তুই এইমাত্র এলি, না?'

'হ্যাঁ।' ক্লিম বুঝলে, এখন মিথ্যা বলাই সমীচীন।

চিনির চামচেটা হাতে নিয়ে ওর মা নীরব হ'য়ে রইলো, মুখে ফুটে উঠলো একটু অস্পষ্ট হাসি। তারপর ব্লাউজের বোতামগুলো ভালো ক'রে এঁটে কথা বলতে লাগলো। অপ্রয়োজনেই মা চেঁচিয়ে কথা বলছেঃ ভারাবকা দিদিমার বিষয়টা কিনে নিচ্ছে; ওখানে সে একটা বিরাট বাড়ী করবে।

'ভারাবকা বুঝি এইমাত্র বাড়ী ফিরলো। ওর সংগে এ বিষয়ে দু-চারটা কথা বলা দরকার। আসছি আমি।'

ব'লেই মা ক্লিমের কপালে একটা চুমু খেয়ে চ'লে গেলো। ক্লিম উঠে ধুনীর পাশে আরাম চেয়ারটায় এসে বসলো; ভাবলো, মা খুব সম্ভব তার স্বামী বদলাতে চায়। তবে, এখনো এ কথাটা প্রকাশ করতে তার লজ্জা

করছে, এই যা।

ক্লিমের মনে পড়লো, সেদিনকার টমিলিনের সংগে তার মায়ের সেই দৃশ্যটা। এসব ভোলার জন্যে সে-কিছু পড়তে চাইলো; কিন্তু পারলো না; তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লো।

বাড়ীর ঘটনাগুলো পাগল ক'রে দেওয়ার মতো হ'লেও ইশকুলের কাজে ক্লিমের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটল না। ক্লিমের ক্লাশে তিন প্রকারের ছেলে আছে। প্রথম, প্রায় জন দশেক হবে, এরা পড়াশুনো নিয়েই থাকে, আদর্শস্থানীয়। দ্বিতীয় দল, এদের নেশা হোলো অপরের পেছনে লাগা, দুষ্টুমি করা। এদের মধ্যে ড্রনভের মতো কয়েকজন ছেলেও আছে, যারা পড়াশুনো করে অথচ দুরন্তপনায় হার মানে না। তৃতীয় দল, এরা ভীরু বিফলকামের দল; সারা ক্লাশের ঠাট্টাতামাসা আর হাসিবিদ্রূপের উপজীব্য। ড্রনভ ক্লিমকে এই তৃতীয় দলের সংগে না মিশতে সতর্ক করে দিয়েছে।

পড়াশুনোর ব্যাপারে বেশ পরিশ্রম করে ক্লিম। দুরন্তপনা করতে তার আত্মচেতনায় বাধে। নিজেকে সে ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান ভাবে। এমন বহু বই সে পড়ে ফেলেছে, যা তার সহপাঠীদের বোধগম্যও হবে না। ক্লিমের চেয়ে বয়সে বড়ো এমন অনেক ছেলেকেই ক্লিমের ছেলেমানুষ ব'লে মনে হয়। ও যে সব বই পড়েছে, সে সম্বন্ধে যখন ও তাদের কাছে আলাপ আলোচনা করে, তখন তারা ওর কথাগুলো সংশয়ের সংগে শোনে, কিন্তু রস পায় না; বেশীর ভাগ কথাই তারা বুঝতে পারে না।

একদিন আইকোনভ ওকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ঈভ্যানহোয়ে পড়েছ?'

অবৈধজন্মা আইকোনভ; ঘরবাড়ী, আশ্রয় নাই; উঁচু উঁচু হাড় দুই গালে; সর্বদা বিমর্ষ হ'য়ে থাকে। ক্লিম তাকে শুধরে দিলো, 'আইভ্যানহো। স্কটের লেখা—ওয়াল্টার স্কট।'

'অপরের ভুল ধরা তোমার একটা ব্যামো।' তাচ্ছিল্যের সংগে বললে আইকোনভ, 'দেখো তুমি, বড়ো হ'লে নিশ্চয় ইশকুলের মাষ্টার হবে।'

উপস্থিত অন্যান্য ছেলেরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। তারা সকলেই আইকোনভকে সমীহ করে। সে ওদের চেয়ে দু'ক্লাশ উপরে পড়ে, অথচ ওদের সংগে আড্ডা দেয়।

বাড়িতে সবার কাছে অত্যধিক মনোযোগ পাওয়ার ফলে ওর প্রতি শিক্ষকদের মনোভাবটা ক্লিমের কাছে উদাসীন মনে হয়। আর এই ঔদাসীন্যের মধ্যে যেন কতকটা ব্যংগও আছে। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটির আগেই শিক্ষকদের মনোভাবটা ওর প্রতি অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। আর তার প্রস্তাবনা হিসাবে ঘটলো একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। একদিন টিফিনের সময় ছাত্রদের মধ্যে একজন হেডমাষ্টারের বসার ঘরের জানালা গলিয়ে ইঁটপাটকেল ছুঁড়লো; ফলে দরজা ও আলমারীর কাচ গেল ভেঙে। অপরাধীর সন্ধান করা হ'ল তন্ন তন্ন ক'রে, কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না।

চারদিন বাদে ক্লিম সর্বজ্ঞ দ্রনভকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে কাচ ভেঙেছে।'

'তোমার জেনে দরকার?' সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠলো দ্রনভ।

বারান্দার ওদিকে মোড় ঘুরে যে কোণটা, সেখানে ক্লিম দেখলো একটা ঝাঁকড়া চুলওলা মাথার ছায়া ধীরে ধীরে শাদা দেওয়ালটার উপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে সরে যাচ্ছে। মাথাটা হেডমাষ্টারের, ক্লিম বুঝলো। কিন্তু দ্রনভ ওদিকে পেছন ক'রে থাকায় দেখতে পেলো না।

'তুমি কি জানো না?' দ্রনভ বললে।

'তুমিও ত জানো না বাপু! মিছেমিছি ধাপ্পা দিচ্ছ, যেন তুমি সবজান্তা।'

ছায়াটা নিশ্চল হ'য়ে থেমে গেল।

'জানিইতো! আইকোনভ।' দ্রনভ খোঁচা খেয়ে ব'লে বসলো।

'কিন্তু আইকোনভের আগেই স্বীকার করা উচিত ছিল। তার জন্যে অন্য ছেলেদের ভুগতে হচ্ছে।'

দ্রনভ একবার চোখ মিটমিটিয়ে তাকালো, তারপর মেঝেতে থুতু ফেললো, 'স্বীকার করলে ইশ্‌কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে যে?'

পরদিন বাড়ি যাবার পথে দ্রনভ বললে, 'জানো, কে তাকে ধরিয়ে

দিয়েছে!'

'কাকে?'

'কাকে! কাকে! ভাবছো কি? আইকোনভকে, আবার কাকে?'

'ও, ভুলে গিয়েছিলুম।'

'কাল ঠিক ইশ্‌কুল ছুটি হবার পরই ওরা তাকে ধরেছে। যদি জানতে পারতাম, কে ওকে ধরালো!'

কাল ড্রনভের সংগে কি কথাবার্তা হয়েছিল, একেবারে মনে ছিল না ক্লিমের। কিন্তু এখন বুঝলো, আইকোনভকে ধরিয়ে দিয়েছে সে নিজেই। ক্লিম তাই ভয় পেয়ে ভাবতে লাগলো,—কেন সে এমন করলো? ভেবে স্থির করলো, হেড মাষ্টারের ঝাঁকড়া মাথার ছায়া দেখেই ওর কেমন যেন প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা হ'য়েছিল দেমাকী ড্রনভের ওপর। ক্লিম বললে, 'সে জন্যে তুমিই দোষী। তুমিই তো যার তার কাছে ব'লে বেড়াচ্ছিলে!'

'আমি?' খিঁচিয়ে উঠলো ড্রনভ।

'কাল টিফিনের সময়—আমাকে?'

'কিন্তু তুমি লাগাবে না জানি। আর তা ছাড়া তোমার বলার মতো সময়ও ছিলো না। ছুটির সংগেই ত ওকে ডেকে পাঠিয়েছে!'

ওরা দুজনেই মুখোমুখি দাঁড়ালো, যেন দু'টো মোরগ, লড়াই করবে। কিন্তু ক্লিমের মনে হোলো, ড্রনভের সংগে বিবাদ করা তার পক্ষে উচিত হবে না। তাই বললো, 'কেউ আড়ালে থেকে শুনতে-ও তো পারে!'

'কিন্তু আশেপাশে তো কেউ ছিল না। নিশ্চয় ওদের ক্লাশের কেউ লাগিয়েছে।'

তারপর উভয়ে নীরবে এগোতে লাগলো। নিজের অপরাধটা অনুভব করলো ক্লিম। ভাবলো, কোনো উপায়ে এর ক্ষতিপূরণ করবে সে। কিন্তু কি উপায়ে, ক্লিম ভেবে পেলো না। তাই ড্রনভের ওপর বিরক্ত হ'য়ে উঠলো।

এই বসন্তেই ক্লিমের মা ক্লিমকে গান শেখানোর জন্যে জ্বালাতন করা

বন্ধ ক'রে দিলো এবং সংগীত বিদ্যাটা সে নিজেই প্রবল অধ্যবসায়ের সংগে চালাতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই ছুটী পড়লো গ্রীষ্মের। বরিস ভারাব্‌কা আর তুরোবোয়েভ বাড়ী ফিরলো দু'জনেই। কিন্তু ক্লিমের প্রথমেই সন্দেহ হোলো, বরিস কিছু একটা খারাপ কাজ ক'রে এসেছে এবং পাছে কেউ তা জানতে পারে তাই সে ভয় পাচ্ছে। অনেক রোগা হ'য়ে গেছে, নীলচে দাগ পড়েছে চোখের কোণে। চোখে স্বস্তি নেই, অধীর চঞ্চল দৃষ্টি। যদিও এখনো খেলাধুলাতে তার পূর্বের মতোই অক্লান্ত প্রবৃত্তি আর নৈপুণ্য অক্ষুণ্ন রয়েছে, তবু অতি সাধারণ ব্যাপার নিয়েই সে রেগে খুন হয়। এই সময় তার মেছেতা-পড়া মুখে লাল চাক্‌লা চাক্‌লা রক্তের দাগ জেগে ওঠে। চোখ দুটো চকমক করতে থাকে শয়তানিতে। যখন সে হাসির চেষ্টা করে, দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে, দেখে মনে হয়, বুঝি কামড়ে দেবে। বরিসের সমস্ত চালচলন ও ব্যবহারের মধ্যে ক্লিম একটা মরিয়া ভাবের গন্ধ পায়। তাই সে ওর সংগে খেলাধুলোয় যোগ দেয় না। ইগর আর লিডিয়া যে বরিসের গোপন তথ্যটা জানে, ক্লিম এমনও আন্দাজ করে। ওরা তিনজন, বরিস, ইগর আর লিডিয়া, প্রায়ই অন্যান্য সবার থেকে লুকিয়ে বেড়ায় আর ফিসফিস ক'রে কি সব আলোচনা করে।

একদিন সন্ধ্যায়, ডাকপিয়নটা সেই সবেমাত্র চিঠি দিয়ে গেছে, ক্লিম শুনলো, ভারাব্‌কার ঘরের জানালাটা দড়াম শব্দে খুলে গেল। গর্জন হলো ঃ 'বরিস! এখানে এসো!'

বরিস আর লিডিয়া রান্নাঘরের দাবায় ব'সে বুনছিল দড়ির জাল; পাশেই ছিল ইগর। বরিস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। তুরোবোয়েভ বললো, 'আমিও যাবো।'

লিডিয়া জিজ্ঞাসা করলো, 'আর আমি?'

বরিস তাকে আস্তে ঠেলে দিয়ে বললে, 'সাহস তোমার কম না!'

ছেলেরা ঘরের ভেতর চ'লে গেল। লিডিয়া তার হাতের বোনা জালটা ফেলে শুনতে লাগলো ঘাড় উঁচিয়ে কান পেতে। কেঁদে ফেললো লিডিয়া; ঠোঁট দুটো থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো; ওর কান্নায়-বিকৃত করুণ মুখ-

খানা দেখে ভারি দুঃখ হোলো ক্লিমের। ক্লিম তাদের জানালার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে শুনলো, বরিসের বাবা ওর মাথার ওপর ভয়ংকর গলায় চীৎকার করছে, 'মিছে কথা বলছিস!'

শিউরে উঠলো ক্লিম। সমান জোর গলায় জবাব দিচ্ছে বরিস, 'না! ও একটা স্কাউন্ড্রেল!'

এবার শোনা গেল ইগরের চির-অভ্যস্ত শান্ত স্বর, 'আমায় বলতে দেন, আমি সব বুঝিয়ে বলছি।'

ওপরের জানালাটা আবার সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বাগানময় অশান্তভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো লিডিয়া। ক্লিম শুধালো, 'বরিস কি করেছে?'

এ-প্রশ্ন ওর লিডিয়াকে প্রথম নয়। কিন্তু লিডিয়া তবু কোনো জবাব দিলো না। ক্লিমের দিকে নির্লিপ্তভাবে তাকালো, যেন চেনেই না। ক্লিমের অকস্মাৎ ইচ্ছা করলো, সে জানালা থেকে লাফিয়ে নেমে বাগানে যায়, আর লিডিয়ার কানের গোড়ায় সজোরে লাগায় একটা ঘুষি! ইগর ফিরে এসেছে কি না, তাই লিডিয়া ক্লিমের অস্তিত্বটাও আজ মানতে চায় না!

পিতাপুত্রের মধ্যে এই দৃশ্যটি ঘটার পরে ভারাব্কা আর ক্লিমের মা দু'জনেই বরিসকে খুশী করার চেষ্টা করছে। ও যেন এই সবেমাত্র একটা কঠিন পীড়া থেকে সেরে উঠেছে, কিম্বা কোনো বীরত্বের কাজ করেছে, ওর প্রতি এমনি একটা মনোযোগ দিচ্ছে তারা। ক্লিমের বিরক্তি হয়; ড্রনভের সঙ্গে চুপিচুপি সলা-পরামর্শ করে। সমস্ত ঘরখানা একটা অস্বস্তিকর কৌতূহল আর লুকোছাপার আবহাওয়ায় ভরে উঠেছে। একদিন রাত্রিতে ক্লিম তার মার কোলের দিকে সোহাগের সঙ্গে ঘেঁষে এসে প্রশ্ন করে, 'কি হ'য়েছে মা বরিসের?'

'বরিসের ওপর ভারি অবিচার হ'য়েছে।' জবাব দেয় মা।

'কেমন ক'রে?'

'সে তোমার জেনে কাজ নেই।'

ক্লিম মার কঠিন মুখখানার দিকে তাকিয়ে নীরব হ'য়ে যায়, স্পষ্ট বোঝে,

বরিসের প্রতি তার পুরাতন বিদ্বেষটা ক্রমেই তীব্রতর হ'য়ে উঠছে।

হঠাৎ একদিন খা-খা করতে থাকে বাড়িটা। ভারাব্‌কা তার ছেলে-মেয়ে, তুরোবোয়েভ, ভারিয়া ও লিউবাকে তানিয়া কুলিকোভার হেপাজতে ভলগায় পাঠিয়ে দিয়েছে বেড়াতে। ক্লিমকেও অবশ্যি ওদের সঙ্গে যাবার জন্যে বলা হ'য়েছিল, তবে ধীরভাবে জবাব দিয়েছে ক্লিম, 'বেড়াতে গেলে পরীক্ষার জন্যে তৈরী হবো কেমন ক'রে?'

তারপর ছেলেমেয়েরা খুশির সঙ্গে চ'লে গেছে। ঐদিন সারারাত্রি কেঁদে কাটিয়েছে ক্লিম। এক মাস কাল ধ'রে ও একাকীই আছে, যেন একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। ভোর না হ'তেই দ্রনভ রাস্তায় খেলাধুলো করার জন্যে বেরিয়ে যায়, ওখানে সে রাস্তায় কতকগুলো অনাথা ছেলেমেয়ের সর্দার হ'য়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েদের এই দলটি নিয়ে কখনো সে যায় স্নানের ঘাটে, কখনো বনে, কখনো ফলের বাগানে, কখনো ফুলের। লোকে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসে বাড়িতে, ওর দিদিমার কাছে। কিন্তু দিদিমা এই সমস্ত অভিযোগ আর কাণে তোলে না। সে রান্নাঘরের পেছনে আবছা অন্ধকার একটা কুঠরিতে শুয়ে থাকে, আর এই সব অভিযোগ অধীর হ'য়ে শোনে। তারপর তেল-চটচটে বালিশটার ওপর মুখ লুকিয়ে বলে ঃ 'ভগবান আছেন! তিনিই সবার বিচার করবেন।'

মাঝে মাঝে অভিযোগীরা বাড়ির কর্ত্রীর কাছেও আসে। গম্ভীরভাবে ভেরা পেত্রোভ্‌না বেরিয়ে এসে নীরবে ওদের অভিযোগ শোনে, প্রতিশ্রুতি দেয়, 'আচ্ছা, ওকে আমি সাজা দেব।' কিন্তু ভেরা পেত্রোভ্‌না দ্রনভকে কোনো শাস্তিই দেয় না। কেবলমাত্র একবার ক্লিম শুনেছিল, মা জানালা থেকে মুখ বের ক'রে উঠানের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'ইভান, তুমি যদি এমনি ক'রে শশা চুরি করতে থাকো, তবে কিন্তু ইশ্‌কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে, ব'লে রাখছি।'

আজকাল ওর মার ও ভারাবকার মধ্যে দেখা সাক্ষাৎটাও যেন ক্রমেই ক'মে আসছে। মাঝে মাঝে ক্লিমের মনে হয়, ওরা বুঝি

পরস্পরকে এড়িয়ে চলছে, কতকটা লুকোচুরির খেলার মতো। মা আর ছেলের দেখা হ'লেই ওরা দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। কিন্তু মার হাসিটা অনেক সময় ক্লিমের কৃত্রিম মনে হয়, বড়ো অস্বস্তিকর—যদিও মার চোখ দুটো দিনে দিনে নিবিড়তর হ'য়ে উঠছে, দেহ হ'য়ে উঠছে আরো সুন্দর। আর ভারাব্‌কা, তার বিপুল মাংসল একটা ঠোঁট ক্রমেই গোঁফ-দাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, যেন কিসের লোভে। আর একটা জিনিষ ক্লিমকে ভারি বিরক্ত করে। তার মা আজকাল অত্যন্ত বেশি পরিমাণে সুগন্ধি মাখতে সুরু ক'রছে। শুতে যাবার আগে ক্লিম যখন মার হাতে চুমু খায়, তখন বিশ্রী মুলোর মতো ঝাঁঝালো গন্ধে ওর নাসারন্ধ্র ভরে যায়, চোখে জল এসে পড়ে। একদিন মায়ের এক খুশির মুহূর্তে ক্লিম তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো, 'মা ভারাবকাকে তুমি ভালোবাসো, না?'

'ওমা! এসব কথা ভাববার মতো তোমার বয়স হয়নি এখনো!' মা রুষ্ট হ'য়ে উঠলো। পরে রুমালে টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটো মুছে নরম সুরে বললো, 'দেখ—ও বড়ো একা; আর আমিও—বড়ো একঘে'য়ে লাগে আমাদের। তোর কখনো একঘে'য়ে লাগে না রে?'

'না!' বললো ক্লিম।

কিন্তু সত্যিই তার একঘে'য়ে লাগে মাঝে মাঝে।

টমিলিনের পড়ানোটাও ক্রমশ একঘে'য়ে হ'য়ে উঠছে, ক্রমেই বেশি দুর্বোধ্য। টমিলিন অস্বাভাবিক ভাবে মুটিয়ে যাচ্ছে। পোষাকটাও বদলে গেছে; নক্সা কলারওয়ালা সাদা কামিজ গায়ে, আর পায়ে সবুজ রঙের মরক্কো চামড়ার স্লিপার।

ক্লিম কিন্তু টমিলিনের বক্তৃতা আজকাল আর মন দিয়ে শোনে না। নিজের চিন্তাতেই সে বিভোর। সে চায়, ছেলেমেয়েরা শফর সেরে যতো সম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক, এসে দেখুক ক্লিম আর সে ক্লিম নেই। আর এই ব্যাপারটা সহজে স্বতঃপ্রকাশ ক'রে তোলার জন্যে, সে অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করেছে, চশমা ব্যবহার করবে। ক্লিম তার মাকে এসে বললো,

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

ইশ্‌কুলে তাকে চোখের জন্যে রঙিন কাচের চশমা ব্যবহার ক'রতে বলেছে। পরদিনই ক্লিমের নাকের ওপর এক জোড়া ধোঁয়াটে রঙের কাচ ক'শে চেপে বসলো। আয়নায় নিজেকে দেখে ক্লিমের বেশ বিশ্বাস হোলো, চশমা থাকায় তার রোগাটে মুখখানা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বোধ হচ্চে, আগের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমানও। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যখন সবাই ফিরলো, তখন বরিস ক্লিমের একখানা হাত চেপে ধ'রে বললে, 'দ্যাখো সবাই! একটি বাঁদর!'

যোগ দিলে লিউবা সমভ, 'আস্ত একটি প্যাঁচা!'

তুরোবোয়েভ অমায়িকভাবে একটু হাসলো, মাত্র; হাসিটা ক্লিমকে বাজলো। কিন্তু সব চেয়ে ওকে বাজলো লিডিয়ার নির্লিপ্ত ভাব। সে ইগরের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে ওদিকে তাকালো, যেন ক্লিমকে সে চেনেই না।

ঐদিন থেকে বরিসের প্রতি ক্লিমের বিদ্বেষটা পরিণত হোলো বৈরিতায়। বরিসও চট ক'রে ক্লিমের মনোভাবটা আন্দাজে বুঝে ফেলে ওকে সর্বদা হাস্যকৌতুকে খাটো ক'রে দিতে চাইলো সবার কাছে।

এখনো লিডিয়া আর তুরোবোয়েভ দু'জনেই বরিসের দিকে সতর্ক সযত্ন দৃষ্টি রাখে। ওকে প্রায়ই বুকে জড়িয়ে আদর করে ভেরা পেত্রোভ্‌না। ভারাবকাও তাকে খুসী করার জন্যে চেষ্টা পায়। বরিসের বদমেজাজ আর খামখেয়ালগুলোকে স'য়ে-র'য়ে চলে সবাই। এই দুর্বোধ্য রহস্যটা সমাধান করার জন্যে ক্লিম সবাইকে প্রশ্ন করে। লিউবা সমভ বিজ্ঞের মতো বলে, 'ও হোলো স্নায়ুর ব্যামো, বুঝলে? শরীরের মধ্যে সাদা সুতোর মতো কতকগুলো জিনিষ আছে, সেগুলো কাঁপে।'

তুরোবোয়েভ বলে, 'বিশ্রী একটা অভিজ্ঞতা আছে ওর জীবনে। তবে সে নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইনে।'

অবশেষে ব্যাপারটা ওকে বলতে রাজী হোলো লিডিয়া, তবে সে দাবী করলো, 'ভগবানের দিব্যি, আমি তোমায় বলছি, একথা যেন বরিস ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে!'

ক্লিম গোপন রাখতে শপথ নিলো। লিডিয়া বললে, 'মিলিটারি ইশ্‌কুল

থেকে বরিসকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওর কয়েক জন বন্ধু কি বদমাসি করেছিল, কিন্তু সে কথা স্বীকার ক'রে বন্ধুদের ও ধরিয়ে দিতে চায়নি, তাই। শুধু তাই না।' ত্রস্তে লিডিয়া নিজেকে সাবধান ক'রে নেয়, তারপর চারিদিক দেখে চুপিচুপি বলে, 'স্বীকার করলো না ব'লে তারা ওকে গার্ড হাউসে আটকে রাখে। কিন্তু একটা মাষ্টার ছিল দুষ্টু; সে ওর বন্ধুদের কাছে গিয়ে লাগালো যে বরিস তাদের সব কথা ফাঁস কোরে দিয়েছে। ফলে, যখন বরিস গার্ড হাউস থেকে ছাড় পেলো, তখন রাত্তিরে ছেলেরা ওকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে খুব ক'রে বেতালো। পরদিন পড়াবার সময় বরিস একটা কম্পাসের কাঁটা গেঁথে দিলো সেই মাষ্টারের পেটে। তারপর তারা ওকে ইশ্‌কুল থেকে তাড়িয়ে দিলো।'

লিডিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো; বললো, 'তারপর বরিস আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। তাই ওকে একজন পাগলের ডাক্তারকেও দেখানো হ'য়েছে।'

লিডিয়ার ধূসর কটা চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে উঠলো। ক্লিম কি করবে ভেবে পেলো না। বড়ো একটা কাঁদে না লিডিয়া। কিন্তু আজ তাকে কাঁদতে দেখে ক্লিমের মনে হোলো, অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে লিডিয়ার বিশেষ অমিল নেই—লিডিয়া সাধারণী মাত্র। ক্লিম সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেলো না, তবু শান্ত করতে চাইলো ওকে। পরে বললো, 'এজন্যে বরিস কি লজ্জিত?'

'নিশ্চয়! ভাবো না!—হয়তো কোনো মেয়ের সঙ্গে বরিস প্রেমে পড়লো, তার কাছে তো নিজের জীবনের সব কথা বলতে হবে? কিন্তু তখন এই বেত খাওয়ার কথাটা কেমন ক'রে বলবে ও?'

'তা বটে,' ক্লিম জবাব দিল।

'আজকাল ও লিউবার সঙ্গে বন্ধুত্ব বন্ধ ক'রে দিয়েছে; এখন চালাচ্ছে ভারিয়ার সঙ্গে, ভারিয়া সর্বদা চুপচাপ থাকে কিনা, তাই।' একটু চুপ থেকে কি ভেবে ফের বলে লিডিয়া, 'বাবা আর আমি দু'জনে ভারি ভয় পাই। বাবা তো প্রতিদিন রাত্তিরে উঠে দেখে আসে, ও ঘুমুচ্ছে কিনা। কাল

তোমার মা-ও অনেক রাত্তিরে গিয়েছিলেন; তখন সবাই ঘুমুচ্ছিল।'

লিডিয়া চলে যাবার পর ক্লিমের মনে হোলো, বরিসের মৃত্যুবাণ করায়ত্ত করেছে সে। এ কথা ভাবতেও তার ভারি ভালো লাগে। ক্লিম নিজের আনন্দটা বরিসকে না দেখিয়েও পারে না। সে দেখা হ'লেই বরিসকে মৃদু হাস্যে অভিনন্দিত করে, তারপর একটি কথাও না ব'লে কতকটা লীলাচ্ছলেই হালকা পায়ে চ'লে যায়। কিন্তু একবার ক্লিম খাবার ঘরের দরজার কাছে এসে পেছন ফিরে দেখলো, টেবিলের ধারে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে বরিস, ক্লিমের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে, দাঁতে ঠোঁট চেপে, যেন কতকটা আতংকে। আবার মৃদু হাসলো ক্লিম। বরিস মুহূর্তে দুই পা লাফিয়ে এসে ক্লিমের ওপর পড়লো, কাঁধ দুটো শক্ত দুই হাতে চেপে ওকে নাড়া দিয়ে চাপা কর্কশ গলায় বললো, 'হাসছ কেন?'

ক্লিম ভয় পেয়ে গেল, বরিস বুঝি তাকে মারবে। বললে, 'ছেড়ে দাও।'

বরিস কিন্তু কোমল কণ্ঠেই প্রশ্ন করলো, সে যেন ওকে প্রসন্ন করতে চায়, 'কি দেখে হাসছ, বলো!'

'তোমাকে দেখে না।' বরিসের হাতের তলা থেকে ক্লিম এ'কে-বে'কে কোনোরকমে বেরিয়ে এলো, তারপর মাথাটা নিচু ক'রে কোনো দিকে না তাকিয়েই হোলো অদৃশ্য।

ঘটনাটা ক্লিমকে ভয় পাইয়ে দিলো। এই থেকে বরিসের প্রতি ক্লিমের মনোভাবটা হ'য়ে উঠলো সতর্ক। তবে মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে সে বরিসের মুখোমুখি যে এসে না দাঁড়ায় এমন নয়। ক্লিম লক্ষ্য করে, ওর বিদ্রূপের চাহনিগুলো বরিসকে উত্তেজিত ক'রে তোলে। তবে বরিসের দুঃসাহসিক বেপরোয়া মনোভাবটা পূর্বের মতো অপরিবর্তিতই আছে, সে কেবল সন্দেহের চোখে ক্লিমকে লক্ষ্য করে আর শিকারী পাখীর মতো ওর চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়। ফলে মাঝে মাঝে ক্লিম নিজের সতর্কতা সম্বন্ধে একরকম আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ে।

তপ্ত স্তব্ধ শরতের শেষ বেলা। সূর্য বিদায় জানাচ্ছে ক্লান্ত ধরণীকে।

ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল বাগিচায়। সাধারণত ক্লিমের মানসিক অবস্থা যা থাকে তা থেকে আজ সে হ'য়ে উঠেছে অনেক বেশী সজীব ও চঞ্চল। আর বরিসের মানসিক অবস্থাটাও হ'য়েছে করুণাত্মক। লিডিয়া আর লিউবার-ও খেলায় উৎসাহের অভাব নেই। কিন্তু অকস্মাৎ ক্লিম বরিসকে তার গোপন ইতিহাসের সঙ্গে সংপৃক্ত একটা বিদ্রূপ ক'রে হাসতে থাকে। রুষ্ট আক্রোশে ফিরে দাঁড়ায় বরিস। চকিতে সে সজোরে ক্লিমের মুখের ওপর পর পর দুটো ঘুষি লাগায়। তারপর তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সজোরে ছুটে পালায়।

ক্লিমও যন্ত্রণায় এবং আক্রোশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ভারিয়া ও লিউবা সান্ত্বনা দিচ্ছে তাকে। কিন্তু লিডিয়া পলকে একলাফে ক্লিমের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, বললো, 'কি দুঃসাহস তোমার? ওঃ! তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে না? সত্যি, যতো দোষ আমার! আমার! আমিই বা কেন বলতে গেলাম?'

লিডিয়া ছুটে অদৃশ্য হোলো। ভেরা পেত্রোভ্না এসে ছেলের মুখ ধুইয়ে, তাকে শোয়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর পোশাক ছাড়িয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। ক্লিমের ফোলা চোখের ওপর ঠাণ্ডা শেক দিতে দিতে বললেন, 'কারো ওপর লোকে যখন অবিচার করে, তখন তা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে হয় বুঝি?'

ক্লিম অনুভব করে, সবাই তার বিরুদ্ধে, সবাই বরিসের পক্ষে। এবার ভারাব্কা এসে পৌঁছলো; দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে বিছানার ওপর এসে বসলো এবং পরিহাসের ভংগিতে প্রশ্ন করলো, 'ওগো খুদে ডাকাত, তোমাদের লড়াইটা হোলো কি নিয়ে শুনি?'

পরিহাস করলেও ভারাব্কার চোখ দুটো করুণ। ক্লিমকে হাসাবার জন্যে সে অনেক চেষ্টা করলো, হাসির ছড়া আওড়ালো, কাতুকুতু দিলো। অবশেষে ক্লিম যখন হেসে ফেললো, তখন ভারাব্কা তার মাকে নিয়ে হোলো উধাও।

পরদিন ওদের ভাব করিয়ে দেওয়ার জন্যে আয়োজন হোলো ভোজের।

ভোজবাসর আরম্ভ হবার আগেই ক্লিম আর বরিস চুমু খেলো পরস্পরের। চুমু খাওয়ার সময় বরিস দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে রইলো, আর ক্লিমের ইচ্ছা করলো বরিসকে কামড়ে দিতে। অতঃপর ক্লিম কিছু আবৃত্তি করুক, এমনি প্রস্তাব করলো কেউ। ক্লিম আবৃত্তি করলো কবি নেক্রাসভের 'গাছ কাটার গান'; ক্লিমের আবৃত্তি শেষ হ'লে লিডিয়ার রূপসী বন্ধু আলেনা তেলেপ্‌নেভা চাইলো আবৃত্তি করতে। সুন্দর আবৃত্তি করে আলেনা। ভেরা পেত্রোভ্‌না জিজ্ঞাসা করলো, 'এমন সুন্দর আবৃত্তি তুমি কোথা শিখলে আলেনা?'

যেন গর্বে গৌরবে ফেটে পড়লো ছোট মেয়েটা, বললো, 'একজন বুড়ী অভিনেত্রীর কাছে।' সঙ্গে সঙ্গেই ব'লে উঠলো লিডিয়া, 'তার কাছে আমিও শিখবো বাবা!'

ক্লিম বিমর্ষ হ'য়ে ব'সে ছিল একধারে; কেউ তার আবৃত্তির জন্যে তাকে এতোটুকুও প্রশংসা করেনি। ক্লিমের আলেনাকে নিতান্তই অপদার্থ মনে হোলো; ওর সৌন্দর্যটুকু বাদ দিলে ও ভারিয়া সমভের মতোই অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়।

ভেরা পেত্রোভ্‌না পিয়ানোতে বাজিয়ে শোনালো লিডিয়া ও বরিসের প্রিয় একটা গান। তারপর তানিয়া কুলিকোভা বাজালো একটা ওয়াল্‌শ্‌। তালে তালে ভেরা পেত্রোভ্‌না আর ভারাব্‌কা নাচলো। টেবিলের চারিদিকে ঘাঘ্‌রার মতো ঘুরে ঘুরে। ক্লিম আজই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলো এই বিপুল-দেহী দীর্ঘকায় মানুষটা কতো হালকা পায়ে নাচতে পারে। কতো নিপুণ অবলীলায় ওর মাকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিয়ে সচ্ছন্দ ছন্দের আবর্তে কোমলভাবে ছেড়ে দেয়। ক্লিম আরো লক্ষ্য করলো, ওর শত্রুও নাচে, গানে ও কবিতায় নরম হ'য়ে এসেছে অনেকটা। তার নিজেরও অনেকখানি হালকা বোধ হ'ল।

ভেরা পেত্রোভ্‌না হুকুম করলো, 'ছেলেমেয়েরা, এবার তোমাদের পালা।'

ক্লিমের প্রতি লিডিয়ার ক্রোধ এখনো পরিপূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। তাই

সে বরিসকে ওপর থেকে কি একটা জিনিষ আনতে বললো। বরিস ওপরে গেলো। ক্লিমের মনে হোলো, বরিসকে খুশী করার মতো কিছু বলা দরকার। তাই সে পরক্ষণেই ওর অনুসরণ করলো। কিন্তু ক্লিম সিঁড়িতে অর্ধেক পথ ওঠার আগেই দেখলো ফিরে আসছে বরিস, হাতে নাচের জুতো। বরিস থেমে দাঁড়ালো, এমন একটা ভাব, সে বুঝি এই ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্লিমের ওপর। কিন্তু তেমন কিছু করলো না বরিস, ধীর পায়ে ধাপে ধাপে নেবে আসতে লাগলো। ক্লিমের কানে এলো বরিসের চাপা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—'খবরদার!'

বরিসের গালের হাড় দুটো উঁচিয়ে উঠেছে; শিকার-লোভী শ্বাপদের চিবুকের মতো বেরিয়ে এসেছে চিবুকটা। ক্লিম ভয় পেয়ে গিয়ে সিঁড়ির রেলিং ধ'রে ধীরে ধীরে নামতে লাগলো। প্রতি পদক্ষেপে মনে হোতে লাগলো, এই বুঝি বরিস তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বরিস ওকে অতিক্রম করে চলে গেল।

ভয়ে কাঠ হ'য়ে সিঁড়িতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ক্লিম। কান্নার তাড়নায় তার গলা বুজে আসছে; চোখের পেছনে এসে প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে অশ্রুর বেগ।

ক্লিমের ইচ্ছা করলো, এখান থেকে ছুটে পালিয়ে সে বাগানে যায়, সবার দৃষ্টি থেকে আপনাকে লুকিয়ে ফেলে। ক্লিম বাগানের দিকে এগিয়ে গেলো। বাইরে শরতের বাতাস তখন উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে—বৃষ্টির ধারাকে চারিদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে হাজারো হাতে!

বরিসের প্রতি ঘৃণায় ও আতংকে ক্লিমের দিনগুলি কাটতে লাগলো; দুর্বহ, দুর্বিসহ দিনগুলি। অন্যান্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলাধুলোও ক্লিম ছেড়ে দিলো; সে কেবল দূরে দাঁড়িয়ে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে বরিসকে, আশা, বরিস পড়ে যাবে, আঘাত পাবে! কিন্তু দুরাশা, বরিসের প্রত্যেকটি চাল, প্রত্যেকটি চলা, যেন হিসেব-করা। ভুল-বিচ্যুতি নেই। সবাই তার প্রশংসা করে, তার প্রাণশক্তির, বুদ্ধির। সেদিনও ক্লিম শুনেছে, তার মা

বরিসের বাবাকে বলছে, 'সোনার টুকরো ছেলে!'

শীত এলো দেরীতে। নভেম্বরের শেষাশেষি; শুকনো ঝোড়ো হাওয়া বইতে লাগলো, ভয়ঙ্কর সে হাওয়া। নদীর ওপর কে যেন মেলে দিলো শাদা বরফের একখানা চাদর; বরফ-ঢাকা পৃথিবীর পিঠে এসে পড়লো হাজার হাওয়ার অবিরাম চাবুক। শীতে জমাট বাঁধা সূর্য ধোঁয়াটে লাগলো মাথার ওপর।

রবিবার। শহরের পাশেই নদীর পাড়ে একটা নতুন স্কেটিং-এর মাঠ পরিষ্কার হয়েছে। বরিস, লিডিয়া, ক্লিম, লিউবা আর ভারিয়া এলো ওখানে স্কেট করতে। ধূসর-নীল বরফের ডিম্বাকৃতি বিস্তৃতিটি সকল দিক থেকেই ফারগাছে ঘেরা। নদীর ওপারে অরণ্যের পেছনে অস্ত যাচ্ছে শীতের নিভন্ত সূর্য। চাঁপালি আলো এসে পড়েছে জমাট বাঁধা বরফের ওপর। এখানে অনেকেই স্কেট করছে। এই স্কেটিং মাঠ হোলো শীতে জমাট বাঁধা একটা পুকুর।

পুকুরে পৌঁছে বরিস ঠোঁট কুঁচকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘোষণা করলে, 'স্কেটিং-এর মাঠ নয় তো, এক বস্তা আলু। আমার সঙ্গে নদীতে যাবে কে? ভারিয়া, তুমি?'

'হ্যাঁ'।

নদী পার হ'য়ে মাঠে পৌঁছার জন্যে তীরবেগে এগিয়ে চললো ওরা দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে। লিডিয়া মুহূর্তের জন্যে বরিস আর ভারিয়ার যাওয়ার পথের পানে তাকিয়ে রইলো। ওরা দু'জনে দুলছে, টলছে, ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে—যেন বাতাসে চ'ড়ে অস্তমান সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে। লিডিয়া ক্লিমকে জানালো ওরা দু'জনেও ভারিয়া বরিসের অনুসরণ করবে। কিন্তু ক্লিম আর লিডিয়া যখন যাওয়ার জন্যে ধীরে সুস্থে প্রস্তুত হোলো তখন লিডিয়া ব'লে উঠলো, 'দেখো! ওরা নেই!'

লিডিয়ার কথা শুনে ক্লিম তাকিয়ে দেখলো, সত্যিই ভারিয়া আর বরিস অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে। ক্লিম বললে, 'নিশ্চয় প'ড়ে গেছে!'

'না! না!' লিডিয়া ব্যস্তভাবে ব'লে উঠলো, 'ওরা ভেতরে চ'লে

গেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে ক্লিম আর লিডিয়া স্কেট ক'রে ছুটলো ওদিকে। নদীর ওদিকের তীর থেকে কাছেই অস্ত-সূর্যের রক্ত-রশ্মিতে আলোকিত বরফের ওপর ওরা লক্ষ্য করলো, দুটো গোলাকার লাল বস্তু লাফাবার চেষ্টায় কাতরাচ্ছে।

'আরো জোরে! আরো!' ক্লিমের পাশেই চেঁচাচ্ছে লিডিয়া, 'তোমার চামড়ার বেল্টটা ওদের ছুঁড়ে দাও। চেঁচিয়ে ওদের ডাকো!'

ক্লিম লিডিয়াকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলো। তীব্র গতিবেগে ওর চোখদুটো জ্বালা করছে। অকস্মাৎ ক্লিমের মনে হোলো গুহার মতো কালো অন্ধকার একটা আবর্ত যেন ওর দিকে গুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে; আর যতই ও এগিয়ে আসছে ততোই তার পরিধি চলেছে বেড়ে। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ এলো কানে, ক্লিম দেখলো, দুটি হাত, লাল দুটি হাত, আঙুল ছড়িয়ে আকুল হ'য়ে বরফের প্রান্তভাগ জড়িয়ে ধরতে চাইছে। ধরতে পারছে না, কেবল কড়কড় শব্দে ভেঙে পড়ছে বরফ। জলের ওপর হাত দু'টো কাঁপছে, কাকুতি করছে, আর এই হাত দু'টির মাঝে একটা মাথা উঠছে, ডুবছে; রক্তবর্ণ মুখে বিস্ফারিত চোখদুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাথাটা একবার জাগলো, তারপর অদৃশ্য হ'য়ে গেল, ফের জলের ওপর কেঁপে উঠলো করুণ কচি কয়েকটা আঙুলের আগা। ক্লিম শুনলো, অস্পষ্ট ধরা গলায় কে যেন চীৎকার করছে; 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে ছাড়ো! আমাকে—!'

বরফের এই গর্ত থেকে আর পাঁচ ছ'পা মাত্র দূরে ছিল ক্লিম। প্রাণপণ শক্তিতে সে সম্মুখের গতি রোধ ক'রে পাশের দিকে ফিরতে চাইলো। কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়লো বরফের ওপর। বুকের ওপর ভর ক'রে শুয়ে শুয়েই দেখলো, অদ্ভুত রঙ এই জলের, অস্বচ্ছ নিবিড় কালো, দেখে মনে হয় ভারী, জমাট। এই জল আছড়ে পড়ছে বরিসের মাথায়, ঘাড়ে, মুখে, চোখে। তার মুখখানা যেন একটা নীরব আর্তনাদ, এমন কি চোখ দুটোও যেন চীৎকার ক'রে বলছে, 'তোমার হাত—দাও তোমার হাত......'

'দিচ্ছি, এক মিনিট', অস্পষ্ট গলায় বললো ক্লিম; তারপর সে কোমর

থেকে চামড়ার ষ্ট্র্যাপ্‌টা খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো। বরিস ষ্ট্র্যাপের প্রান্তভাগ ধ'রে ফেললো, এবং টানতে লাগলো। ক্লিমকে সে পিছল বরফের উপর দিয়ে সহজেই টেনে নিয়ে গেলো, একেবারে জলের ধার পর্যন্ত। আর্তনাদের সঙ্গে ক্লিম চোখ বুজে ফেললো এবং ষ্ট্র্যাপটা ছেড়ে দিলো। তারপর যখন সে চোখ খুললো তখন দেখলো, ঘন কালো জলের আবর্ত আগের চেয়ে তীব্র হ'য়ে বরিসের ঘাড়ের ওপর এসে আছড়ে পড়ছে। বরিসের ভিজা হাত দুটো লাল ঝিলিক দিয়ে গেলো কয়েকবার, চাকলা চাকলা বরফ ভেঙে পড়লো। প্রাণপণ চেষ্টায় ক্লিম নিজেকে সরিয়ে নিলো এই ভয়াবহ মরিয়া দুটো হাতের নাগাল থেকে। কিন্তু সরাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিম দেখলো, অকস্মাৎ বরিসের মাথা আর হাতদুটো সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। মথিত আবর্তের ওপর কেবল মাত্র ভেসে রইলো একটা কালো টুপি। বরফের টুক্‌রোগুলো হালকা শোলার মতো ভাসছে আশেপাশে। আর ছোট ছোট ঢেউ তুলে ফুলে ফেঁপে উঠছে কালো জল।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ক্লিম। এই ভয়াবহ দৃশ্যটা তার অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। আতঙ্কে শিথিল নিষ্ক্রিয় হ'য়ে গেছে তার সমস্ত শরীর। তবু ক্লিম অনুভব করলো, এই মাত্র লিডিয়া তার পাশে এসে পৌঁছলো স্কেট ক'রে। লিডিয়া হাত দিয়ে ওর ঘাড়ে ধ'রে হাঁটু দিয়ে ঠেলা দিতে দিতে চীৎকার করছে, 'কোথা—তারা কোথা?'

ক্লিম জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এবার বরিসের টুপিটাও অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ক্লিম যেন কতকটা স্বগতই বললো, 'ভারিয়াই ওকে ডুবিয়ে মারলো। বরিস চেঁচাচ্ছিল, ছাড়ো, আমাকে ছাড়ো।'

আর্তনাদ ক'রে বরফের ওপর লুটিয়ে পড়লো লিডিয়া।

স্কেটের চাপে মচমচ্‌ ক'রে বরফ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কালো কালো মানুষের মূর্তিগুলি এগিয়ে আসছে এই বরফের গর্তের দিকে। ভেড়া-চামড়ার কোর্তা পরা একজন লোক জলে একটা লম্বা লাঠি গুঁজে দিল, তারপর প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলো, 'সরে যান! নইলে তলিয়ে যাবেন! এখানটা ভয়ানক নরম। এখানে যে একটা কল চলত—তা আপনারা ভুলে গেলেন নাকি?'

ক্লিম উঠে দাঁড়ালো। লিডিয়াকে তুলতে গেলো, কিন্তু তার আগেই তার হাঁটুর নিচে থেকে কে যেন ভেঙে দিলো। ক্লিম চিৎ হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে গেলো, বরফে সজোরে ঘা খেলো মাথাটা। একটা গোঁফওয়ালা সেপাই ক্লিমকে তার স্কেট-সহ বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চললো হিড়হিড় ক'রে, চেঁচাতে লাগলো, 'ভাগাও, ভাগাও সবাইকে।'

'তোমরা লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোক—তোমরা হুকুম করতে পারো খালি; আইন জানোনা?' বিদ্রূপের সঙ্গে ভেড়া-চামড়ার কোর্তা পরা চাষাটি বললে। তখনো লাঠি দিয়ে সে জলের মধ্যে সন্ধান করছে।

ভীড়ের মধ্য থেকে কে সন্ধিগ্ধভাবে প্রশ্ন করলে, 'সত্যি কি ছেলে একটা ছিল? সম্ভবত ছিল না!'

'ছিল! ছিল!' চেঁচিয়ে ব'লে উঠতে চাইলো ক্লিম, কিন্তু পারলো না।

তারপর ক্লিমের যখন সংজ্ঞা হোলো, তখন সে বাড়ীতে মার কোলে মাথা রেখে বিছানায় শুয়ে আছে। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে মা। মার মুখখানা সম্পূর্ণ অপরিচিত লাগলো ক্লিমের। চোখ দুটো ছোট আর লাল। মুখখানা ক্লিমের চোখের সামনে ধোঁয়া হ'য়ে উঠছে।

ঘরের মাঝখানে চশমা-পরা একজন কে বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর দিকে খানিকটা নীরবে তাকিয়ে ক্লিম প্রশ্ন করলে, 'ওদের কি তুলতে পেরেছে?'

মা তার স্নিগ্ধ একখানা হাত ক্লিমের কপালে রাখলো, কোনো জবাব দিলো না।

'ওদের তুলতে পেরেছে?' ফের বললো ক্লিম।

মা বললো, 'কি যেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলছে?'

'প্রলাপ।' পাকা-মাথা লোকটি বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্লিমের কানে তালা লাগলো।

সাত সপ্তাহের জন্যে ক্লিম বিছানায় প'ড়ে রইলো। ফুস্‌ফুসের প্রদাহ। ঐ সময় সে শুনলো, ভারিয়া সমভকে ওরা কবর দিয়েছে, কিন্তু বরিসের কোনো সন্ধান মেলেনি।

তিন

সতেরো বছর বয়সে সুকান্তি তরুণ হ'য়ে উঠলো সাম্‌ঘিন। গম্ভীর মন্থর গতি। কদাচিৎ কথা বলে; যখন বলে, সহজ ভাষায়, যথাযথভাবে, প্রত্যেকটি কথার ওপর বিশেষ অংগভংগীর সঙ্গে জোর দিয়ে, হাতের সাদা সুদীর্ঘ আঙ্গুলগুলি নেড়ে। ত্রুটিহীন তীক্ষ্ম নাসা; তারই ওপর ধোঁয়া-রঙের একজোড়া কাচ, নির্বিকার নীল দুটি চোখের সন্দিগ্ধ চঞ্চল দৃষ্টিকে গোপন ক'রে। মাথার চুল ঘন নয়, কিন্তু মোটা;—ইশ্‌কুলের নিয়ম অনুসারে ছাঁটা। গায়ে ছিম্‌ছাম পোশাক, ওর আত্মস্থ ভাবটাকে আরো স্পষ্ট ক'রে। ছাত্র হিসাবে ক্লিমের জৌলুষ নেই সত্যি, কিন্তু তার বংশমর্যাদা আর মার্জিত রুচিবোধ তাকে শিক্ষকদের প্রিয়পাত্র ক'রে তুলেছে। নিজের ক্লাশে সে অপরিচিত আগন্তুকের মতো, ওপরের ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গেই তার যতো বন্ধুত্ব। এই বন্ধুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোলো ইভান ড্রনভ আর মাকারভ।

ড্রনভ, আগের মতোই অক্লান্ত ও ক্ষুধিত সে। যা পায়, তাই গ্রহণ করে, শোষণ করে। খুব ভালো ছাত্র, ইশ্‌কুলের অলংকার ব'লে পরিগণিত। কিন্তু ক্লিম জানে ইশ্‌কুলের মাষ্টারেরা ড্রনভকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। আর ড্রনভও তেমনি ঘৃণা করে মাষ্টারদের। শিক্ষকদের বা ইশ্‌কুলের অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের প্রতি ড্রনভের মনোভাবটা কতকটা চাটুদারের মনোভাব। কিন্তু তার চাটুদারি কথাবার্তা এবং আন্তরিক হাসির মধ্যেও থাকে সর্বদা এমন একটা ভাব, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই ছেলেটি নিজের মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

থ্যাবড়ানো মাথার খুলিটা বুঝি ড্রনভকে সোজা হ'য়ে বেশী বাড়তে দেয়নি। তাই সে বেড়েছে পাশে। বেঁটে, কিন্তু বেশ মোটাসোটা, গাঁট্টাগোট্টা। চওড়া কাঁধ, উঁচু বুক। হাত দুটো পাশে ঝুলছে, যেন দেহের সংগে খাপ খায়নি। ধনুকের মতো বাঁকা পায়ের বক্রতা এখন আরো সহজে চোখে পড়ে। হাতের কনুই দুটো নাড়া অভ্যাস, যেন সর্বদা ভীড় ঠেলে সে এগোচ্ছে।

ওদের যে ঘরটায় আগে টমিলিন থাকতেন, সেই ঘরে এখন থাকে ড্রনভ। বহু কার্ডবোর্ডের বাক্স, অনেক রকমের ধাতবদ্রব্য আর নানান বইএ সমস্ত ঘরখানা ভরপুর। এখনো খামখেয়ালির ভাবটা আছে ড্রনভের। তবে ক্লিমের মনে হয়, এই ভাবটা ড্রনভ বজায় রাখতে জোর চেষ্টা করছে। লমনসভের চেয়ে বড়ো হবে, এই সংকল্প আজো ভোলেনি সে। এ সম্পর্কে ড্রনভ মাঝে মাঝে উল্লেখও করে। ক্লিম বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছে, ঠিক তানিয়া কুলিকোভার মতোই ড্রনভের মধ্যে প্রবল হ'য়ে উঠেছে সকল কিছু সহজে বিশ্বাস করার একটা প্রবৃত্তি। ড্রনভের সমস্ত প্রকারের মানসিক খাদ্য গ্রহণ করার ক্ষমতা দেখে ক্লিম অবাক হ'য়ে যায়। শুধু তাই না, ক্লিমের এই বিস্ময় প্রখর হ'য়ে ওঠে অস্বস্তিতে, যখন সে দেখে, ড্রনভ তারই চিন্তাগুলিকে চুরি ক'রে বসেছে। ড্রনভ কখনো বা অন্যমনস্ক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, 'চোখের জন্ম কেমন করে ঘটলো তোমার মনে হয়? সৃষ্টির আদিমতম চোখের? নিশ্চয় প্রথমে কোনো দৃষ্টিহীন প্রাণী পৃথিবীর গায়ে গুঁড়ি দিয়ে বেড়াতো; ধরো, কোনো পোকা। বেশ, তারপর এই পোকা কেমন ক'রে দেখতে পেলো?'

ক্লিম উত্তর দেয় অন্যমনস্ক ভাবে, 'কি জানি!'

'খুব সম্ভব বেদনার মধ্য দিয়ে। এই দৃষ্টিহীন পোকা তার কঠিন মাথা দিয়ে গুঁতিয়েছে অজস্র বাধাকে। এই সংঘর্ষে সে পেয়েছে অসহ্য যন্ত্রনা। আর এই যন্ত্রনা থেকে জন্ম নিয়েছে এক অনুভূতিময় যন্ত্র, যার মধ্যে ফুটে উঠেছে দেখার শক্তি।'

'হবে।' ক্লিম অনাগ্রহের সংগে সায় দেয়।

'এ সম্বন্ধে প'ড়ে দেখবো।'

ড্রনভ পড়ে। বাক্‌ল্, ডারউইন, সেখেনভ; পাত্রীদের লেখা বহু গ্রন্থ; আবদুল গাজী বাহাদুর খাঁর লেখা তাতারদের বংশানুক্রমিক ইতিহাস। আর ড্রনভ যখন পড়ে, তখন সে তন্ময় হ'য়ে মাথা দোলাতে থাকে, ওপরে নিচে— যেন এই সব বই থেকে অদ্ভুত কতো চিন্তা, কতো তথ্য সে সংগ্রহ ক'রে মাথার কোটরে গুঁজে রাখছে। কিন্তু যে সমস্ত অদ্ভুত অসাধারণ প্রশ্ন করে

দ্রনভ, তার একটিও থাকে না এই সব বইএ। সেগুলি আপনা থেকেই তার মাথায় গজায়।

মাকারভ পরিহাস ক'রে দ্রনভকে বলে, 'একটি অশ্ব।'

ইশ্‌কুলের অন্যতম অলংকার এই মাকারভ। পোশাকের বোতামগুলোকে হাত দিয়ে পাকানো মাকারভের এক বদভ্যাস। এই অভ্যাসটি নিয়ে শিক্ষক-দের সংগে বহু সংগ্রামই করেছে সে। আবৃত্তি করার সময় অতর্কিত মাকারভের একখানা হাত চিবুকের নিচে চ'লে যাবে, তারপর জামার কলারের বোতামটাকে পাকাতে থাকবে। প্রায়ই আলগা হ'য়ে ঝুলে থাকে বোতামটা। মাকারভ তখন মাষ্টারের সম্মুখেই বোতামটাকে ছিঁড়ে চুপি চুপি পকেটে লুকিয়ে ফেলে। এই অসাধারণ অভ্যাসটির জন্যে শাস্তিও পেয়েছে মাকারভ।

এ ছাড়া, আরো অনেক দুর্বলতা আছে তার। ইশ্‌কুলের নির্ধারিত রীতি অনুসারে চুল সে কোনোমতে ছাঁটবে না। সারা মাথাময় খোঁচা খোঁচা হ'য়ে উঁচিয়ে থাকবে চুল। বয়স মাত্র সতেরো, কিন্তু তবু এর মধ্যেই মাথার চুল পাকতে শুরু করেছে। সবাই জানে, মাকারভ মদ খায়, সিগারেট চুরুট টানে, আর নোংরা ছোটখাটো রেস্তরাঁয় গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলে।

অন্য শহরের ছেলে মাকারভ যখন সর্বপ্রথম এই ইশ্‌কুলে এসে ভর্তি হলো, তখন মাস্টাররা ওর বিদ্যাবুদ্ধি দেখে যেমন খুশী হোলো, তেমনি ঘাবড়ে গেলো ওর চারিত্রিক ত্রুটি দেখে। মাঝারি চেহারা মাকারভের; গায়ে ক্ষমতা আছে; দেখতে-ও বেশ। হালকা পায়ে হাঁটে, যেন সার্কাসে খেলা দেখাচ্ছে। গরুড়ের মতো নাক; বাদামী রঙের কোমল স্নেহালু দুটি চোখ, মেয়েদের চোখের মতো। মৃদু হাসি ঠোঁটে লেগেই আছে।

তাই দ্রনভ আর মাকারভের বন্ধুত্বটা ভারি দুর্বোধ্য লাগে ক্লিমের। দুই প্রকৃতির দুইটি মানুষ কেমন ক'রে মিললো কে জানে! তাই ক্লিম একদিন জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো মাকারভকে, 'দ্রনভকে তোমার কেমন লাগে? ভালো?'

'আমার? মোটেই না! মাকারভ দৃঢ়তার সংগে বললো, 'তবে ওর মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে, যা অবাক করে দেয়, ভারি দুর্বোধ্য লাগে।

আমি সেটুকু তলিয়ে দেখতে চাই।'

একটু থেমে হাল্কা ভাবে যোগ করলো মাকারভ, 'আর, ওর মতো ফুল-বাবুর সঙ্গে বনাও কঠিন।'

'কেন?'

'এই দ্যাখো—ওর ধারণা হোলো, খুব ছিমছাম পোষাক পরা চাই; বিশেষ ধরণের একটা টুপী মাথায় লাগাতে হবে, হাতে থাকবে ছোট্ট একটা ছড়ি। তা ছাড়া, ওর আর এক বাই হোলো মেয়েমানুষ। ও বলে, ভায়া, জীবনে প্রধান বস্তু হোলো নারী। আর সব নারীই চায়, পুরুষেরা ওদের সঙ্গে যখন প্রেম করবে, তখন তাদের হাতে থাকবে চাবুক, তলোয়ার কিম্বা কবিতা।'

ড্রনভ সম্বন্ধে মাকারভের মতামত থেকে ক্লিম বুঝলো, ড্রনভের সত্য সন্ধানটা আর কিছু না, ময়ূর সাজবার ইচ্ছায় দাঁড়কাকের ময়ূর পুচ্ছ চয়ন মাত্র। মাকারভের ঔজ্জল্যটাও ক্লিমের মনে হয় গিল্টি সোনার। কিন্তু তবু চোখ ঝলসে যায়। তাই ক্লিম চায় মাকারভের জৌলুষটাকে ঘষে তুলে ফেলতে।

একদিন সন্ধ্যায় মাকারভের গিল্টিটা সত্যিই খসে গেল। ব্যাপারটি ঘটলো এমনি ভাবে ঃ গির্জার উঠানে ব'সে ওরা দু'জনে সূর্যাস্ত দেখছিল। মাকারভ শীতের সান্ধ্য কোয়াশাকে আরো ভারাক্রান্ত ক'রে সিগারেটের ধোঁয়ার কয়েকটি কুণ্ডলী ছাড়লো। তারপর প্রশ্ন করলো অকস্মাৎ, 'তুমি কবিতা লেখো না?'

'আমি?' বিস্মিত হোলো ক্লিম, 'না, আর তুমি?'

'আরম্ভ করেছি। কিন্তু ফল হচ্ছে ভয়াবহ।' তারপর ওর ওপর একান্ত অন্যায় করা হ'য়েছে এমনি সুরে অকস্মাৎ মাকারভ নির্লজ্জের মতো সুরু করলো, 'আজ প্রায় দু'বছর হোলো আমি মেয়েদের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। কিন্তু আমি সইতে পারি না বেশ্যাদের। আর অতোটা নিচেও আমি এখনো নামিনি। তাই আমি হস্তমৈথুন করতে বাধ্য

BASIC TRAINING COLLEGE

হচ্ছি। মাঝে মাঝে মনে হয়, হাতদুটোকে আমি কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলি! এই যে দেহের তাড়না, এর মধ্যে ভাই এমন একটা ঘৃণ্য জিনিষ আছে, যার জন্যে কান্না পায়, নিজের বিরুদ্ধে নিজে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠি। যখন কোনো মেয়ের সংস্পর্শে আসি, তখন নিজেকে আমি নিতান্ত নির্বোধ মনে করি। সে হয়তো আমার সংগে কোনো বই সম্পর্কে আলাপ করছে, কিম্বা কোনো কবিতার কথা বলছে, আমি তখন কিন্তু ভাবছি, ওর মাইদুটো কেমন হবে। কিম্বা ভাবছি, ওকে যদি পাগলের মতো একবার চুমু খেতাম!'

মাকারভ তার অসমাপ্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। বরফের গায়ে ঠেকে ধূপের মতো পুড়তে লাগলো সিগারেটটা। নীল ধোঁয়ার ছোট কুণ্ডলী-গুলো শীতল স্বচ্ছ বাতাসকে তুললো ঘনীভূত ক'রে। একদৃষ্টিতে ক্ষণেক সেদিকে তাকিয়ে থেকে মাকারভ অস্পষ্ট গলায় বললো, 'কিন্তু এর সব চেয়ে ভীষণ দিকটা হোলো কি জানো? কোনো প্রতিকার নেই! তোমার এখনো এ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি, না? হবে শিগ্‌গীর!'

মাকারভ উঠে দাঁড়ালো, জুতোর চাপে সিগারেটটাকে থেৎলে' দিলো।

গভীর কৌতূহলের সঙ্গে ওর কথাগুলি শুনছিল ক্লিম। মাকারভ নিজেকে এমনি নির্লজ্জ ও নিঃসহায়ভাবে চিত্রিত করেছে, এতে ও খুশীই হোলো। এই উদগ্র কামনা ক্লিম তার জীবনে আজো অনুভব করেনি। তবে মাঝে মাঝে যখন রাত্রিতে দেহের অস্বস্তিকর একটা চাহিদা অনুভব করে, তখন সে ভাবতে সুরু করে তার জীবনে প্রথম দিনের ব্যাপারটি কেমন ভাবে ঘটবে। আর, তার এই সকল অস্পষ্ট কল্পনার মধ্যে সর্বদাই নায়িকা হ'য়ে দেখা দেয় লিডিয়া।

মাকারভ বললো, 'চলো, ওঠা যাক। বড়ো ঠাণ্ডা।'

কয়েক মিনিট ওরা দু'জনে নীরবে এগোতে লাগলো। ফের বললো মাকারভ, 'কিন্তু এতো সকালেই বা এটা আমার জীবনে এলো কেন? এর মধ্যে যেন কোনো পরিহাস রয়েছে।'

ক্লিম চট ক'রে উত্তর দিলো না, একটু বাদে বললো, 'খুব সম্ভব শোপেন-হাউরের কথাই ঠিক।'

'আমার কিন্তু মনে হয়, টলষ্টয়ের। সব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটি কোণেই তোমার দৃষ্টি আবন্ধ করো,—টলষ্টয়ে বলছেন। কিন্তু, কিন্তু মানুষের মধ্যে সবচেয়ে যা ভালো বা সবচেয়ে যা মহৎ, তা থেকে তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে?'

ক্লিম নীরব রইলো। বন্ধুর এই অন্ধকার অজ্ঞাত পথে হাতড়ে বেড়ানোটা বেশ লাগলো তার।

অকস্মাৎ মাকারভ ওর কাছে বিদায় নিয়ে ঢুকে পড়লো একটা সরাইএ।

•

পরবর্তী কয়েকটা বছরেও এমন কিছু ঘটলো না, যাতে ক্লিমের জীবনে কোনো আলোড়ন আসতে পারে। চিরপরিচিত প্রথায় ও পথে ক্লিমের জগৎ এগিয়ে চললো। ধীরে ধীরে ওর জীবন থেকে বয়স্করা যেন নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ঝ'রে গেল একে একে। ওর বাবার দীর্ঘকালের জন্য ঘন ঘন বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন ক্রমেই বেড়ে গেলো। ক্লিমের জীবনে ক্রমেই হ্রাস পেয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ উবে গেলো তার বাবা।

বাবা প্রায়ই মাতাল হ'য়ে বাড়ী ফিরতো; তারপর যেতো মার ঘরে, সেখানে অনেকক্ষণ থাকতো। বাবার কাঁদুনিভরা কণ্ঠস্বর প্রায়ই কানে আসতো ক্লিমের। শেষ যাবার দিন বাবা ক্লিমের ঘরে এসে ঢুকলো। পেছনেই মা। মা বলছে, 'দেখো, দয়া ক'রে তোমার নাটুকে বক্তৃতাগুলো আর কোরো না বাপু।'

মার কথায় কান না দিয়ে উচ্চকণ্ঠে সংক্ষেপে বললো বাবা, 'ব্যবসার ব্যাপারে দীর্ঘ দিনের জন্যে আমাকে দূরে চ'লে যেতে হচ্ছে ক্লিম। আমি ফিনল্যাণ্ডে ভাইবোর্গে থাকবো। মিতিয়াও আমার সঙ্গে যাবে।'

বাবা ক্লিমকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ওর কপালে কপোলে চুমু খেলো। তারপর ওর পিঠ চাপড়ে বললো, 'তোমার দাদুও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। আমরা আসি, কেমন? হ্যাঁ, তোমার মাকে তুমি সম্মান কোরো। তোমার মায়ের প্রাপ্য.........'

মায়ের প্রাপ্যটা যে ঠিক কি তা না ব'লে বাবা একটা অস্পষ্ট অঙ্গভঙ্গী

করলো, একবার চিবুকটা চুলকালো। ক্লিমের মনে হোলো, বাবা যেন নিজের কম্পিত ঠোঁট দুটোকে হাতের আড়ালে লুকিয়ে ফেলতে চায়!

বরিসের মৃত্যুর দ্বিতীয় বৎসরে, গ্রীষ্মকালে লিডিয়ার বয়স তখন বারো, ইগর তুরোবোয়েভ সামরিক ইশ্‌কুলে আর পড়তে চাইলো না, তাই তাকে পাঠানো হোলো পিটার্সবার্গে। ইগরের চ'লে যাবার কয়েকদিন আগে লিডিয়া একদিন সকালে বাবার কাছে ঘোষণা করলো যে সে ইগরকে ভালোবাসে এবং ইগরকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

লিডিয়া দাবী করলে, 'ইগর এখানে থেকেই পড়বে—এই শহরে। তারপর আমার বয়স যখন পনেরো বছর ছ'মাস হবে, তখন আমরা বিয়ে করবো।'

ভারাবকা কঠিন হ'য়ে উঠলো, 'তোমার মুখে এ সমস্ত বাজে কথা যেন আর না শুনি লিডিয়া।'

লিডিয়া মুহূর্তে টেবিল ছেড়ে উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দোরের চৌকাঠের ওপর ফিরে দাঁড়িয়ে নাটকের ভঙ্গীতে বললো, 'কিন্তু, সবটুকুই ভগবানের হাত।'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলো ক্লিম। মা ছেলেকে সমর্থন ক'রে বললো, 'উঃ! কী দজ্জাল মেয়ে!'

ভারাব্‌কাও হেসে ফেললো।

টেবিল ছেড়ে ওদের ওঠার আগেই এসে হাজির হোলো ইগর তুরোবোয়েভ। মুখটা ভয়ানক রোগা লাগছে, কালি পড়েছে চোখের কোনে। সে ক্লিমের মার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় জুতোর গোড়ালি ঠুকে' তার করচুম্বন করলো, তারপর ভারাব্‌কার সম্মুখে হল্ট ক'রে দাঁড়ালো এবং ঘোষণা করলো, সে লিডিয়ার প্রেমে পড়েছে, সুতরাং পিটার্সবার্গে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব এবং সে...

ভণিতার শেষ পর্যন্ত শোনার আগেই হো-হো ক'রে হাসিতে ভেঙে পড়লো ভারাব্‌কা। তার বিপুলায়তন দেহটা দুলতে লাগলো এদিক থেকে ওদিকে। চেয়ারটা গোঁগাতে লাগলো। মৃদু হাসলো ভেরা পেত্রোভ্‌না।

রুদ্ধ বিস্ময়ে ইগরের দিকে তাকালো ক্লিম। কিন্তু ইগর যথাস্থানে অচল অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, ওপরের দিকে বাড়াতে লাগলো নিজেকে, অবশেষে ভারাবকার হাসিতে ভাটা পড়লে, গম্ভীর কণ্ঠে বললো 'আমি আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি, আপনি একথা আমার বাবাকে জানাবেন। আর বলবেন, যদি তিনি এতে রাজী না হন, তবে আমি আত্মহত্যা করবো। বাবা আমার কথা কোনোমতেই বিশ্বাস করতে চান না। আপনি দয়া ক'রে বিশ্বাস করুন।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য ক্লিমের মা ও ভারাব্কা পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর ক্লিমকে মা চোখের ইসারায় দরজা দেখালো, লজ্জা পেয়ে ঘরের বাইরে পালিয়ে এলো ক্লিম। নিজের ঘরের জানালা থেকে দেখলো ইগরের হাত ধ'রে রাস্তায় এসে নামলো ভারাব্কা। অতঃপর তারা দু'জনেই ফিরে এলো। সঙ্গে বিশুষ্কদেহ ইগরের বাবা। ইগরের বাবার মাথায় টাক পড়েছে; পরণে ছাই রঙের ব্রীচেস আর ছাই রঙের ফ্রক কোট। অনেকক্ষণ ধ'রে তারা বাগানে ঘুরে বেড়ালো। ইগরের বাবা মাঝে মাঝে ভাঙা গলায় কি সব বললে; ভারাব্কা জবাব দিলো ঔদাসীন্যের সঙ্গে। অতঃপর ক্লিমের মা ক্লিমের ঘরে এসে ঢুকলো, হুকুম করলো, 'টমিলিনের কাছে তোমার পড়তে যাবার সময় হ'য়েছে, যাও। হ্যাঁ, এসব বাজে ব্যাপার সম্বন্ধে তাকে আবার কিছু ব'লে বসো না যেন।'

ক্লিম টমিলিনের বাড়ী থেকে পড়াশুনো সেরে বাড়ী ফিরে জিজ্ঞাসা করলো, লিডিয়া কোথায়। জবাবে জানলো লিডিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। লিডিয়াকে তালা-চাবি দিয়ে ঘরে আটকে রাখা হ'য়েছে। ভয়ানক স্তব্ধতায় থিতিয়ে আছে সমস্ত ঘরখানা। ক্লিমের মনে হ'লো ভয়ানক শব্দ ক'রে এখনই বুঝি কিছু ভেঙে পড়বে এই বাড়ির ওপর। কিন্তু পড়লো না কিছুই। বোঝা গেল, ওর মা আর ভারাব্কা কোথাও বাইরে গেছে। ক্লিম তাই বাগানে এসে পায়চারি করতে লাগলো, লিডিয়ার জানালার দিকে বারেক তাকালো। কিন্তু লিডিয়া জানালায় এসে দাঁড়ালো না। কেবলমাত্র তানিয়া কুলিকোভার বিশৃঙ্খল মাথাটা জানালার ফাঁক দিয়ে কয়েকবার ভেসে গেল।

ক্লিম ক্লান্ত হ'য়ে বসে পড়লো একটা বেঞ্চিতে। মস্তিষ্কটা যেন ফাঁকা হ'য়ে গেছে। কেবলমাত্র ইগর ও ভারাব্‌কার মুখ ভিন্ন আর কিছুই তার মনে পড়লো না। আশা হোলো, ইগর আজ দস্তুরমতো চাবকান খাবে। লিডিয়ার পক্ষে কী শাস্তিটা উপযুক্ত হবে, তা ক্লিম অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো। কিন্তু লিডিয়ার জন্যে ও এমন কোনো শাস্তিই বাৎলাতে পারলো না, যা ওকেও না আঘাত করে।

মা আর ভারাব্‌কার ফিরতে রাত হোলো অনেক। তখন ও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের দু'জনের হাস্যে ও কলকণ্ঠে ক্লিমের ঘুম ভেঙে গেলো। দু'জনে হাসছে, যেন মাতাল। ভারাব্‌কা কি একটা গান গাইতে চেষ্টা করছে, আর ক্লিমের মা চিৎকার ক'রে বলছে, 'না না। অমন ক'রে না!'

তারপর ওরা দু'জনে বেরিয়ে গেলো। ক্লিমের মা একটা খুশির সুর বাজাচ্ছে পিয়ানোয়। কিন্তু সুরটা খাপছাড়াভাবে থেমে গেলো অকস্মাৎ। ক্লিম শুনলো ওর মাথার ওপর দোতলায় হুড়দুড় শব্দ হ'চ্চে পায়ের। ক্লিম এখনো ঢুলছিল, এবার সে চাঙা হ'য়ে উঠলো। তার কানে এলো চেঁচামেচির শব্দ, 'একি রহস্য! লিডিয়া নেই! কোথায় গেলো সে? তানিয়া তো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, অথচ—'

ক্লিম বিছানা থেকে নামলো এবং তাড়াতাড়ি পোশাক প'রে ছুটে খাবার দালানে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার দালান। একটা মাত্র আলো জ্বলছে মার শোবার ঘরে। দরজার সম্মুখে কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে ভারাব্‌কা; কে যেন তাকে পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছে ওখানে। ক্লিমকে হুকুম হোলো ড্রনভকে জাগিয়ে তুলতে এবং বাগানে আর উঠানে লিডিয়াকে খুঁজে দেখতে। বাগানে আর উঠানে ইতিমধ্যেই তানিয়া কুলিকোভা তল্লাস সুরু করেছে, 'লিডিয়া, এসো! এ সব কী পাগলামি করছ বলো তো? সোনাটি যে!'

অদ্ভুত লাগছে ক্লিমের। বর্ণনার অতীত, দুর্বোধ্য। ওর চারিদিকে সব কিছু যেন হাল্‌কাভাবে হাওয়ায় দুলছে। সব কিছুতেই যেন একটা ভীরু নীরব অনিশ্চয়তা। ঘুমের ঘোরে রাগে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে বাঁকা পায়ের উপর ভর ক'রে এসে দাঁড়ালো ড্রনভ। বললো, 'লিডিয়া হয়তো বা

তুরোবোয়েভদের বাগানে গেছে?'

সত্যি, তুরোবোয়েভদের বাগানেই লিডিয়ার সন্ধান পাওয়া গেল। একটা ঝুঁকে-পড়া ঝোপের তলায় লোহার বেঞ্চিতে সে চুপচাপ ব'সে আছে। এই অন্ধকারে তাকে আরো ছোট লাগছে, তালগোল পাকিয়ে রয়েছে তার একরত্তি দেহটা। দূর থেকে মনে হয়, যেন একটা শাদা পাখী ব'সে আছে বেঞ্চিতে। ক্লিম চেঁচিয়ে উঠলো, 'লিডিয়া!'

দ্রনভ চাপা গলায় ধমক দিলে, 'অমন ক'রে পুলিশের মতো চিল্লাচ্ছ কেন?'

বলেই সে ধাক্কা দিয়ে ক্লিমকে একধারে ঠেলে সরিয়ে দিলো, বললো, 'লিডিয়া! এখানে আর অমন ক'রে ব'সে থেকে লাভ কি হবে, ভাই? চলো বাড়ী যাই।'

লিডিয়া কিন্তু নড়লো না, তেমনি স্থানুর মতো ব'সে থেকে বললো, 'তাকে ওরা মেরেছে, না?'

লিডিয়ার গলাটা ভেঙে গেছে; সে যে অনেক কেঁদেছে তাতে সন্দেহ নেই। ফের বললো লিডিয়া, 'আমি বাগানের বেড়া ডিঙোতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। ভারি লেগেছে। আদৌ চলতে পারছি না।'

দ্রনভ আর ক্লিম দু'জনেই ধরাধরি ক'রে ওকে বেঞ্চি থেকে নামিয়ে মাটিতে ছেড়ে দিলো। লিডিয়া একবার 'উঃ!' ক'রে চীৎকার ক'রে উঠলো, তারপর ঠ্যাং-ভাঙা পুতুলের মতো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ফের ক্লিম আর দ্রনভ ওকে ধ'রে তুললো এবং বাড়ির দিকে নিয়ে চললো। পথে লিডিয়া ওদের বললো, সে বেড়া পার হ'তে গিয়ে পড়েনি, পড়েছিল জলপড়া নল বেয়ে ইগরের ঘরের জানালায় উঠতে গিয়ে।

'ও কি করছে, জানতে চেয়েছিলুম।'

'ঘুমুচ্ছে, কি আর করবে?' দ্রনভ বললে।

লিডিয়া তার আহত রক্তাক্ত আঙুলটাকে মুখে পুরে চুষতে লাগলো। উঠানে দাঁড়িয়েছিল ভারাব্‌কা, কন্যাকে দেখেই চীৎকার ক'রে উঠলো, 'কি, ব্যাপার কি তোমার? য়্যাঁ?'

কিন্তু পরমুহূর্তেই ভারাবকা ভীত হ'য়ে উঠলো, মেয়েকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে তুলে ধ'রে বললে, 'কি হ'য়েছে তোর?'

লিডিয়া মরিয়া হ'য়ে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লো। এ কান্না ক্লিম কোনোদিন ভুলতে পারেনি, 'তুমি—তুমি কি ক'রে বুঝবে বাবা! তুমি তো কোনোদিন আমার মাকে ভালবাসোনি!'

'চুপ! চুপ পাগলি!' ভারাবকা ত্রস্ত ত্বরায় মেয়েকে টেনে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। ড্রনভ রান্নাঘরের দাবার ওপর ব'সে প'ড়ে বললো, 'আচ্ছা খেলা বের করেছে তো!'

খেলা! গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে উঠানে পায়চারি করতে লাগলো ক্লিম। একি সুধু খেলা? তার বেশী আর কিছু না? দোতলার খোলা জানালা দিয়ে ক্লিমের মা ও ভারাবকার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। তানিয়া কুলিকোভা ঝড়ের গতিতে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে। রাস্তায় নামার আগে ব'লে গেলো, 'গেটে তালা দিওনা যেন! আমি ডাক্তারখানায় যাচ্ছি!'

পরমুহূর্তেই শোনা গেলো ভেরা পেত্রোভ্‌নার কঠিন নির্দেশ, 'ক্লিম! শুতে যাও! আর ড্রনভ, তুমি শোবার আগে দারোয়ানকে ডেকে দিও।'

কয়েকদিনের মধ্যে লিডিয়ার রোমান্সটা শহরময় আলাপ-আলোচনার উপজীব্য হ'য়ে উঠলো। ইশকুলের ছাত্রেরাও ক্লিমকে প্রশ্ন করে, 'মেয়েটি কেমন?'

ক্লিম সংযত হ'য়ে জবাব দেয়, এ নিয়ে আলাপ করতে তার ইচ্ছা করে না। কিন্তু ড্রনভ পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠে, 'কুচ্ছিত, কুচ্ছিত দেখতে। তাইতো প্রেমে পড়েছে। সুন্দরী মেয়েরা কি প্রেমে পড়ে? না মশাই!'

লিডিয়ার পায়ে ভয়ানক মোচড় লেগেছিল, তাই তাকে এগারোদিন শয্যা-শায়ী থাকতে হোলো। বাঁ হাতটাতেও ব্যাণ্ডেজ করা হ'য়েছে। ইগর তুরোবোয়েভ পড়তে চ'লে যাওয়ার আগে তার মা তাকে লিডিয়ার কাছে বিদায় নেওয়ার জন্য সঙ্গে নিয়ে এলো। প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরকে জড়িয়ে কাঁদলো অনেকক্ষণ। ইগরের মারও চোখ ফেটে জল এলো।

ওদের দু'জনকে শান্ত করা হোলো এই ব'লে, ওরা ভবিষ্যতে যথাসময়ে হবে বর আর ক'নে, যখন ওরা বড়ো হবে। আর এই অনাগত শুভদিন পর্যন্ত ওরা দু'জনে পত্রালাপ করতে পাবে। কিন্তু শীঘ্রই ক্লিমের কেমন ধারণা হোলো, ওরা ওদের দু'জনকে ঠকিয়েছে। লিডিয়া প্রতিদিনই ইগরকে চিঠি লেখে, লিখে দেয় ইগরের মাকে, আর শান্তভাবে প্রতীক্ষা করে উত্তরের। কিন্তু ক্লিম লক্ষ্য করলো, লিডিয়ার চিঠিগুলো সব কোনো প্রকারে এসে পৌঁছে ভারাব্‌কার হাতে। ভারাব্‌কা নিয়মিতভাবে সেগুলি প'ড়ে শোনায় ক্লিমের মাকে, আর দু'জনে তা উপভোগ ক'রে সশব্দে হাসে। লিডিয়া ভেবে ভেবে প্রায় পাগল। এবার ওরা লিডিয়াকে বললে, যে ইশ্‌কুলে ইগর ভর্তি হয়েছে তার আইন কানুন বড়ো কড়া, সেখানে অত্যন্ত নিকট আত্মীয়কেও চিঠি লেখা নিষিদ্ধ।

ক্লিম লক্ষ্য করে, লিডিয়া ওদের কথাগুলি মন দিয়ে শোনে, কিন্তু বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করে না। অবশেষে ক্লিম একদিন লিডিয়াকে বললো, 'জানো, ওরা তোমাদের ঠকাচ্ছে?'

'বেশ করেছে।' লিডিয়া বিরক্ত হ'য়ে উঠলো, 'তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। তোমায় তো কেউ ঠকায়নি! তাছাড়া, বাবা আমাকে ঠকায়নি, বাবা ভয় করে, তাই কেবল......'

লিডিয়া কথাটা শেষ ক'রে না, ছুটে পালায়।

লিডিয়া পড়াশোনায় অত্যন্ত অমনোযোগী হ'য়ে উঠেছে। আগের চেয়ে তার ধর্মের গোঁড়ামিও গেছে অনেক বেড়ে। সে নিয়মিতভাবে সোৎসাহে গির্জায় যায়। সর্বদা কি ভাবে; ভাবলেই তার কটা চোখের দৃষ্টিটা হ'য়ে ওঠে তীব্র ও তীক্ষ্ম। একদিন ক্লিম লিডিয়াকে বললো, সে ভগবানে বিশ্বাস করে না। লিডিয়া জবাব দিলো, 'বোকার মতন বোকা না। আমাদের ক্লাশেও একটা মেয়ে আছে, সে ভগবানে বিশ্বাস করে না। তার কারণ আছে, মেয়েটা কুঁজো।'

তিন বছরের জন্যে ইগর তুরোবোয়েভ বাড়ী ফিরলো না, এমন কি ছুটিতেও না। লিডিয়া এ সম্বন্ধে নির্বাক। ক্লিম একবার লিডিয়াকে তার

প্রণয়াস্পদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে কি বলতে গেলো, লিডিয়া নির্লিপ্তভাবে ওকে থামিয়ে দিলো, 'দ্যাখো, মেয়েরা ভালোবাসা নিয়ে আলাপ করে মাত্র একজন পুরুষের সঙ্গে।'

যখন লিডিয়ার বয়স পনরো হোলো, তখন সে লম্বায় লাফ দিয়ে বড়ো হোয়ে গেলো। কিন্তু গড়নে রইলো তেমনি রোগা, হালকা। দৈর্ঘ্যে বাড়ায় দেহটা ঈষৎ কৌণিক ভাবাপন্ন হোলো। স্তনদুটিও দানা বেঁধে উঠেছে, তবে খোঁচা-খোঁচা দেখতে, তাই ক্লিমের চোখে বিশ্রী লাগে। ধারালো হ'য়ে উঠেছে নাক, নিবিড় কুটিল দুটি চোখ। একদিন ক্লিমের এই মুখখানা এতোই পরিচিত ছিল যে লিডিয়ার পুরাতন মুখ থেকে যখন এই নতুন মুখখানি প্রথম জেগে উঠলো, হতবাক হ'য়ে গেলো ক্লিম। সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক আগন্তুকের মুখ এ। ক্লিম এই অপরিচয়ের ভাবটি এতই তীব্রভাবে অনুভব করলো যে তার চীৎকার ক'রে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করলো, 'কে, কে তুমি?'

কখনো বা সে লিডিয়াকে প্রশ্ন ক'রে বসে, 'তোমার কি হোলো লিডিয়া?'

'কই? কি? কেন বলতো?' বিস্মিত হ'য়ে ওঠে লিডিয়া।

'তোমার মুখখানা বদলে গেছে।'

'সত্যি? কেমন হ'য়েছে?'

লিডিয়ার চাউনির মধ্যে একটি নতুন ধারা, যা বিশেষ ক'রে ক্লিমকে লজ্জিত ক'রে তোলে। মুহূর্তের জন্যে লিডিয়া অকপটে ওর মুখের দিকে তাকায়, তারপর চকিতে চোখদুটি ফিরিয়ে নেয়। এই চাহনি কি যেন চায়, কিসের সন্ধান করে, দাবী জানায়। কিন্তু পরক্ষণেই ঘৃণায় ভরে যায় এ দৃষ্টি; যা সে মুহূর্ত আগে কামনা ক'রেছিল এখন তাকে সে আঘাত দিয়ে অবহেলায় ফিরিয়ে দেয়। আর একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হ'য়েছে লিডিয়ার। সমস্ত পোষা বিড়ালগুলোকে সে বিদায় ক'রে দিয়েছে। শুধু তাই না, সমস্ত জীবজন্তুর প্রতিই ওরই এই বীতস্পৃহা বিবাদী ভাব। ঘোড়ার ডাক শুনে ও ভ্রূ কুঁচকোয়, শিউরে ওঠে, গায়ের শালটা আরো ঘন ক'রে গায়ে জড়িয়ে

ধরে। কুকুর সইতে পারে না। কাক এবং পায়রার প্রতিও বিতৃষ্ণার অন্ত নেই।

ওর চিন্তার ধারাটিও ওর দেহের মতোই ধারালো এবং কৌণিক; ও বলে, 'পড়েশুনে হবে কি? যে জিনিষ জীবনে কখনো নিজে অনুভব করতে পাবো না, দেখতে পাবো না, সে সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন ক'রে লাভ?'

একদিন সে ক্লিমকে ব'লে বসলো, 'তুমি অনেক জানো এতে তোমার অসুবিধাই বেশী।'

খোসমেজাজী একজন ভদ্রলোক এসে বাসা বাঁধলেন ক্লিমের বাড়ির এক বগলে। নাম নেস্টর নিকোলায়েভিচ্ কাটিন, লেখক মানুষ। সঙ্গে স্ত্রী, শ্যালিকা এবং ঝাপা-কান একটা কুকুর, নাম স্বপন। লেখকের আসল নাম কিন্তু হোলো পিমভ। তাঁর এই ছদ্মনাম গ্রহণের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি রসিকতা ক'রে বলেন, 'আপনারা জানেন, আমাদের দেশের লোকে নেস্টরকে উচ্চারণ করে 'নেস্টার'। তাই আমার গল্পের নিচে আমার নাম সই করি নেস্টারপিমভ অর্থাৎ 'অসহ্য মানুষ'। আর তা ছাড়া আজকালের দস্তুর হোলো স্ত্রীর নাম অনুসারে ছদ্মনাম রাখা। যেমন, ভোরিন, ভালিন, সাশিন, মাশিন।'

লোমশ ছোট একটি মানুষ এই কাটিন। কোঁকড়ান চুলের চাপদাড়ী মুখে। ঘাড়ের পেছনেও কোঁকড়ান চুলের গোছা। হাতে আঙ্গুলের সব গাঁটে কালো পশমের মতো থোকা থোকা চুল। কর্মব্যস্ত, চটুল, মুখর মানুষটি; চাঞ্চল্যে চকচক্ করে দুটি চোখ। কোন কারণে কিন্তু ক্লিম কেমন যেন সন্দেহ করে যে ভদ্রলোকের হাসিখুশিটা অনেকাংশে কৃত্রিম। অনেক রকম চিন্তা-চেষ্টা এবং ফন্দী-ফিকির ক'রে তিনি লোককে হাসাতে চান; তবে খুব যে সফল হন এমনও না। অরণ্যের সৌন্দর্য, মাটির মায়া, পল্লীজীবনের মাধুরী, কৃষাণ বধূদের অতুলনীয় সহিষ্ণুতা, কৃষকদের স্বভাব-চাতুর্য, জনগণের আত্মা এবং সেই আত্মা নগরের বায়ুতে কেমন ক'রে বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে, ইত্যাদি বিষয় তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বর্ণনা করেন।

কোন গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগের সুযোগ পেলে তিনি তা গ্রহণ করেন, এবং ব্যাখ্যা ক'রে সবাইকে বুঝিয়ে দেন, তার অর্থ কি। সগর্বে ঘোষণা করেন, 'গে'য়ো লোকের ভাষা আমি গ্লিয়েব উস্‌পেনস্কির চেয়ে অনেক ভালো জানি। উস্‌পেন্‌স্কি গে'য়ো ভাষার সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাষার একটা জগাখিচুড়ী ক'রে ফেলেছেন। কিন্তু আমার ভাষায় এমনটি পাবেন না—কখনো না।'

কৃষকদের অনুকরণে পোশাক পরেন কার্টিন। ট্রাউজারকে বুটের মধ্যে দেন গুঁজে। মাথার চুলগুলি য়্যালা মুঝিক্‌ বা চাষাড়ে কায়দায় ছাঁটেন। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আগমন ঘটে। তাঁদের দেখে ক্লিমের মনে হয়, অত্যন্ত দেমাকী তাঁরা। তাঁরা চা খান, ভডকা খান; খান ঠাণ্ডা শশার কুচি, চাটনি, আর জরানো কুল। কেমন যেন একটা বেয়াড়া ভংগীতে ঘরময় ঘুরে বেড়ান কার্টিন, মনে হয় তিনি অবিরাম কি পাকাচ্ছেন আর সেই পাক খুলছেন! তাঁর বাক্যস্রোত বইছে অনবরতঃ 'হ্যাঁ, আমাদের সাহিত্য ক্রমেই জীবন থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে। আজকালের সাহিত্যিকরা বহুপুষ্ট মুষ্টিমেয় মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্যে হালকা সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। তাঁদের সে সত্য দৃষ্টি নেই, তাঁদের......'

রবিবার দিন আবার কার্টিনের কক্ষে তরুণদের আবির্ভাব হয়। তখন জনগণ সংক্রান্ত নীরস ও গভীর আলোচনা পর্যবসিত হয় নৃত্যে ও গীতে।

কার্টিনের স্ত্রী, গোলগাল গোলাপী রঙের ছোট্ট একটি মানুষ। সন্তান-সম্ভবা। সবার প্রতি তাঁর স্নেহ ও করুণার অকুণ্ঠিত প্রকাশ। পাতলা লিকলিকে সুরে তিনি তাঁর বোনের সঙ্গে য়ুক্রাইনের গানগুলি বেশ গান। তাঁর বোন, লম্বা ছুঁচালো নাক। চোখ দুটি বন্ধ ক'রে সর্বদা চুপচাপ থাকেন। এমন একটা ভাব, চোখ মেলে তাকালেই যেন ভয়ংকর কোন দৃশ্য তাঁর চোখে পড়বে, আর তিনি আঁৎকে উঠবেন!

মাকারভের প্রতি ক্লিমের বিরুদ্ধ ভাবটা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মাকারভ বেশ জোরে জোরে শিস্‌ দেয়, তার দু'চোখে ঔদ্ধত্যের দৃষ্টি ফুটে ওঠে। এমন একটা ভাব, সে যেন বিরাট একটা শহর থেকে এসে পড়েছে ছোট্ট একটা শহরে

এবং এই ছোট্ট শহরের গ্রাম্যপণায় অনুভব করেছে আত্মস্ফীতি। প্রায়ই সে এমন সব কথা বলে, যেগুলির ভাবচাতুর্য ভারাব্‌কা বা টমিলিনের কথার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ক্লিম তাই মরিয়া হ'য়ে নিজের মধ্যে মাকারভের মতো মৌলিক শব্দ সৃষ্টির শক্তি বাড়াতে চেষ্টা করছে। ক্লিমের মনে হয়, তার নিজের কথাগুলো যেন অন্য কারো কওয়া কথার নির্জীব প্রতিধ্বনি মাত্র। যে সমস্ত বিষয় ক্লিম পড়েছে, সেগুলির বর্ণনার ব্যাপারেও ক্লিম এমনি ব্যর্থ হ'য়েছে। কিন্তু মাকারভ, অপরের উক্তিগুলিকেও সে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে চমৎকার নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশন করে।

একদিন সন্ধ্যায় ওরা,—ক্লিম, মাকারভ আর লিডিয়া, একসঙ্গে পিয়ানোর জলসায় যাচ্ছিল। পথে গভর্ণরের প্রাসাদ পার হবার সময় দেখলো, প্রাসাদের দোর খুলে গেল, আর প্রজাপতির মতো দুইজন লোক বিজয়গর্বে একটি কুশ্রী মেদবহুলা মেয়েকে একরকম বয়েই নিয়ে এলো। মেয়েটি গভর্ণরের স্ত্রী। তাকে তারা অবশেষে অতিকষ্টে গাড়ীতে বোঝাই ক'রে দিলো। মাকারভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো লিডিয়াকে, 'পুশ্‌কিনের কথাই ঠিক; নারীর মধুর দৃষ্টি পাওয়াই আমাদের জীবনের পরম কাম্য।'

যথেষ্ট অনিচ্ছার সঙ্গে মৃদু হাসলো লিডিয়া। ব্যাপারটা ক্লিমকে ফের বিদ্বেষের হুল ফুটিয়ে দিলো।

মাকারভ আর লিডিয়া দু'জনেরই মনোভাবটা দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠছে আজকাল; তাই ক্লিম মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। সন্দেহ করার মতো নিশ্চয় কিছু একটা আছে। মাকারভ মাঝে মাঝে গভীর সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে লিডিয়ার পানে তাকায়—যা মাকারভের পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক। যদিও সে অন্যান্য মেয়েদের মতোই লিডিয়ার সঙ্গে এখনো হালকা বিদ্রূপের ভংগীতে কথা বলে। আর লিডিয়া, সে বেশ স্পষ্টত অনেক সময় রাগের সঙ্গে জানায়, মাকারভ তাকে বিরক্ত করছে। এ সত্ত্বেও ক্লিম লক্ষ্য করেছে, ওদের আকস্মিক সাক্ষাৎগুলো ক্রমেই হ'য়ে উঠেছে ঘনতর। আর এ-ও বেশ স্পষ্ট যে, ওরা দু'জনে কাটিনের বাড়িতে আড্ডায় এসে যোগ দেয়, শুধু পরস্পরকে দেখার লোভেই।

একদিন পার্কে একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখে ক্লিমের মধ্যে এই সন্দেহ আরো দৃঢ় হোলো। লিণ্ডেন গাছের আঁকাবাঁকা গলি; এমনি একটি গলিতে বেঞ্চির ওপর বসেছিল ক্লিম আর লিডিয়া। ভারি ক্লান্ত লাগছে ক্লিমের। সূর্যাস্ত-রাঙিন নদী দেখে মনে পড়ছে বরিসের মৃত্যুর ভয়ানক দৃশ্যটা। ক্লিম ভাবছে, সে লিডিয়াকে মজার জমকালো কিছু একটা কথা বলে। কয়েকবার সে চেষ্টাও করলো; কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টাই হলো বিফল। লিডিয়ার গুমট ভাবটা ভাঙেনি। অকস্মাৎ ক্লিমের মনে পড়লো একটা রূপকথা, একদিন মাকারভ ওকে বলেছিল। ক্লিম বললো, 'জানো লিডিয়া, ক্লেমেণ্ট অব আলেকজান্দ্রিয়া নাকি বলেছিলেন, স্বর্গের দেবতারা মর্ত্যে আসেন ধরার মেয়েদের ভালোবাসতে?'

অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিলো লিডিয়া, 'কিন্তু মুনি-ঋষিদের প্রশস্তির কোন দাম নেই আমার কাছে।'

লিডিয়ার এই অমনোযোগী ঔদাসীন্য ক্লিমকে বিরক্ত করলো; ক্লিম ভাবলো, এই রোগা পটকা অনভিজ্ঞ মেয়েটা কেমন ক'রে যেন তাকে বোকা বানিয়ে দেয়, আর তা পারে শুধু এই মেয়েটাই! অকস্মাৎ এসে পৌঁছালো মাকারভ। ছিন্ন ভিন্ন পোশাক; টুপীটা মাথার পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়া; দেখে মনে হয়, সে যেন কোনো বিপদ থেকে এইমাত্র উদ্ধার পেয়ে এসেছে, এবং এমন ক্লান্ত যে কোনো দিকে চোখ দেওয়ার মতো সময় বা শক্তি তার নেই।

মাকারভ নীরবে ক্লিমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো, লিডিয়াকে মিলিটারি কায়দায় জানালো সেলাম, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্লিমের পাশে বেঞ্চিতে ব'সে পড়লো। এক মুহূর্ত থেমে লিডিয়ার পানে তাকিয়ে সূর্যাস্তের দিকে মাথা নেড়ে প্রশ্ন করলো, 'সুন্দর?'

'নতুন আর কি?' জবাব দিলো লিডিয়া, এবং উঠে দাঁড়িয়ে চলতে লাগলো। জানালো, 'আমি আলেনাদের ওখানে যাচ্ছি।'

লিডিয়া প্রায় কুড়ি পা এগিয়ে গেছে, মাকারভ চুপি চুপি বললে, 'লিকলিকে একরত্তি মেয়েটা! কিন্তু যেন তরবারি!'

অকস্মাৎ লিডিয়া চট ক'রে ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর ফিরে এসে বেঞ্চিতে ক্লিমের পাশে এসে বসলো, 'না,, এখন যাবো না।'

মাকারভ মাথার টুপীটা সিদে ক'রে বসালো, মৃদু হাসলো। তারপর যা ঘটলো তাতে সম্পূর্ণ অবাক হ'য়ে গেলো ক্লিম। মাকারভ আর লিডিয়া অকস্মাৎ এমনভাবে আলাপ সুরু ক'রে দিলো যে স্পষ্ট বোঝা গেল, ওদের একটা পুরাতন কলহ রয়েছে, এবং এখন সেই কলহটা নতুন ক'রে আরম্ভ করার সুযোগ পেয়ে ওরা দুজনেই খুশী হ'য়েছে। ওরা পরস্পরের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। ওদের আলাপের ধরণ থেকে বোঝা গেল, ওরা যে পরস্পরকে আঘাত দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তা ওরা কেউ গোপন করতে চায় না।

'কেবল সৌন্দর্যই আমাকে তৃপ্তি দেয়।' লিডিয়া যুদ্ধে আহ্বান করলো। মাকারভ বিদ্রূপের সুরে প্রতিবাদ করলো, 'কী বাজে বকছ! সৌন্দর্যই কি যথেষ্ট?'

ওদের দুজনের মাঝে ছিল ক্লিম; সে শুরু করলো, 'সৌন্দর্যের সূত্র দিয়েছেন স্পেন্সার.........'

কিন্তু মাকারভ কিম্বা লিডিয়া কেউ ওর কথায় কর্ণপাত করলো না! তারা ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, অংগভংগীর সঙ্গে পরস্পরকে বাধা দিতে লাগলো। মাথা থেকে টুপীটা খুলে ফেলেছে মাকারভ, সে টুপীর ধার দিয়ে ক্লিমের জানুতে আঘাত করলো। লিডিয়া টানতে লাগলো ক্লিমের জামার হাতা ধ'রে; ক্রুদ্ধ বিদ্রূপে দাঁতগুলো তার খিঁচিয়ে উঠলো; গণ্ডে জেগে উঠলো রক্তাভ দাগ; ডগডগে হ'য়ে গেলো কান; হাত দুটো কাঁপতে লাগলো। ক্লিম লিডিয়ার এই ভয়াবহ চণ্ডিকা মূর্তি এর আগে কখনো দেখিনি।

ক্লিমের নিজেকে এদের কাছে অবজ্ঞাত উপেক্ষিত মনে হোলো। একবার কি দু'বার তার উঠে চ'লে যেতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু সে মুগ্ধবিস্ময়ে ব'সে ব'সে শুনতে লাগলো লিডিয়ার কথাগুলি। লিডিয়া বই পড়তে ভালবাসে না, তবু সে কোথায় পেলো এই সব চিন্তা, এই সব ভাবধারা? সাধারণত, সে কথা বলে কম। তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলে। সুন্দরী আলেনা তেলেপুনেভা

ও লিউবা সমভ ভিন্ন আর কারো সংগে সে খোলাখুলি আলাপ করে না। ওদের সংগে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করে চাপা গলায়; বিষয়বস্তুটা দুর্বোধ্যই থাকে সবার কাছে। হাই-ইশ্কুলের ছেলেদের সে ঘৃণার চোখে দেখে, আর এ ব্যাপারটা গোপন করার সে প্রয়োজন বোধ করে না। সবার মনে হয়, লিডিয়া নিজেকে তার সমবয়সীদের চেয়ে অন্তত পক্ষে দশ বছরের বড়ো ব'লে ভাবে এবং সেই অনুসারে সে ওদের উপেক্ষা ক'রে চলে। কিন্তু মাকারভের বেলা—ক্লিমের মতে মাকারভ নিতান্ত গায়ে-পড়া প্রকৃতির হ'লেও—লিডিয়া ওর সাথে তর্ক করে, যদিও তার প্রচুর বিরক্তিটা প্রায়ই ক্রোধে এসে পৌঁছায়।

ক্লিম নিজের উপস্থিতিটা ওদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় রুষ্ট কণ্ঠে বলে, 'চলো লিডিয়া, বাড়ী ফেরার সময় হোলো।'

লিডিয়া সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বিদ্রুপের সংগে বললো, 'দ্যাখো মাকারভ, তোমার নিজেকে মৌলিক সাজাবার কায়দাটা সফল হয়নি।'

মাকারভও উঠে দাঁড়ালো। অভিনয়ের ভংগীতে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানালো। উত্তরে লিডিয়া বারেক ভ্রূজোড়া তুললো মাত্র। তারপর ত্বরিতে ফিরে দাঁড়িয়ে ক্লিমের একটা বাহু জড়িয়ে ধ'রে তার সংগে এগিয়ে চললো। ক্লিম প্রশ্ন করলো, 'অতো রেগে উঠেছিলে কেন?'

লিডিয়া ঝাঁকুনি দিয়ে কাণের ওপর ঝুলে পড়া চুলগুলোকে পেছনের দিকে ছুঁড়ে দিলো, তারপর ফেটে পড়লো, 'আমি কোনো মতেই এই সব—কি বলে ওদের?—নাইহিলিস্টদের সহ্য করতে পারি না। অত্যন্ত বাজে ছোকরা এই মাকারভ; চাল মারে, সিগারেট খায়; চুলগুলোতে দাগ দেখো না! নাকটা বাঁকা; একটা নোংরা হতভাগা—ঠিক তাই কি না বলো?'

পরক্ষণে ক্লিমের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাবার আগেই লিডিয়া বললো, 'যাই হোক মাকারভ কিন্তু স্কেটিং ক'রে অদ্ভুত!'

এই ঘটনাটির পর থেকে ক্লিম লিডিয়ার প্রতি একরকম শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উঠলো। আর লিডিয়া যে ওকে অবিশ্বাস করে, এই চেতনাটাই ওর শ্রদ্ধাকে

দিলো আরো বাড়িয়ে। ক্লিমের অনেক সময় ভয় করে লিডিয়াকে, পাছে সে ওকে কোনো বিষয়ে ধ'রে ফেলে, পাছে কোন উপায়ে সবার সমক্ষে ওর স্বরূপটা উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেয়।

যদিও ক্লিম মাঝে মাঝে ভয় করে লিডিয়াকে, তবু ওর প্রীতির পরিমাণটা এতোটুকুও হ্রাস পায় না। বরং, ওকে খুশী করার ইচ্ছা এবং ওর বিশ্বাস জয় করার স্পৃহাই ক্লিমকে কেমন যেন পেয়ে বসে। ক্লিম জানে, সে লিডিয়ার প্রেমে পড়েনি। আজ পর্যন্ত মেয়েদের সংগে প্রেম করার কোনো আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে জাগেনি, কিম্বা যৌন প্রবৃত্তির তাড়নাও বিশেষ প্রবল হ'য়ে দেখা দেয়নি। মাঝে মাঝে ইশ্‌কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যখন কোনো ঘটনা ঘটে, তখন মৃদু হাসির সংগেই সে-গুলি গ্রহণ করে ও, এমন একটা ভাব, যেন এই সব তুচ্ছ ঘটনার উর্ধ্বে সে। আর তা ছাড়া, তার ধারণা, এই ধরণের কোনো নারী-ঘটিত ঘটনা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। চোখে চশমা-পরা, মোটা-মোটা-কেতাব-পড়া কোনো তরুণের পক্ষে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াটা কেবল অসম্ভব নয়, অবান্তর—হাস্যকর। ক্লিম আজকাল নাচও বন্ধ করেছে, স্থির করেছে, নিজেকে খেলো না ক'রে সে নাচতে পারে না। পরিচিত মেয়েদের কাছ থেকে সে দূরেই থাকে; একটা কঠিন সৌজন্যের বর্মে লুকিয়ে রাখে আপনাকে। সেদিন লিউবা সমভ স্কেটিং-এর মাঠে কেমন ক'রে টেলিগ্রাফ ওপারেটর ইনকভকে চুমু খাচ্ছিল, তার বর্ণনা করছিল আলেনা তেলেপ্‌নেভা। গল্পটা শুনে ক্লিম ভয়ানক গম্ভীর হ'য়ে গেল, পাছে ওরা সন্দেহ করে, এই সব তুচ্ছ রোমাণ্টিক ব্যাপারেও ক্লিমের কৌতূহল আছে। কিন্তু এই আত্মনির্যাতনই ক্লিমের চরম নয়; সব চেয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতন তার হোলো, যখন সে আবিষ্কার করলো, সে নিজেও প্রেমে পড়েছে।

ব্যাপারটা শুরু হোলো একদিন সকালে। ফেব্রুয়ারী মাস; গুঁড়িগুঁড়ি বরফ পড়ছে। ইশ্‌কুলে লেট হ'য়ে গেছে, তাই ছুটে চলেছে ক্লিম। ইশ্‌কুলের হলদে বাড়িটা আর খুব বেশী দূরে নেই। ক্লিম অকস্মাৎ একরকম ড্রনভের গায়ের ওপর এসেই পড়লো। রাস্তার একধারে দাঁড়িয়েছিল ইভান ড্রনভ। জড়িত কণ্ঠে বললো, 'আমাকে ওরা ইস্‌কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে।'

বরফের টুকরোগুলো ওর মুখের ওপর প'ড়ে গ'লে গড়িয়ে যাচ্ছে গাল বয়ে, যেন অশ্রুর ধারা। ক্লিম প্রশ্ন করলে, 'কেন?'

'ওই শয়তান, শুয়োর কা বাচ্চা!' একটু থেমে বললো ইভান, 'হেড-মাস্টার রেঝিগা, আর ওই পুরুতটা! বলে, আমি নাকি একটা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা; আমার প্রভাব ইশ্‌কুলের ছেলেমেয়েদের পক্ষে অকল্যাণ হবে। সুতরাং ইশ্‌কুলে আমাকে রাখা আর আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। অথচ ছ'বছর আমাকে ইশ্‌কুলে পড়ালো, আর আজ কিনা!—টমিলিন তো আমাকে প্রায়ই বলতো, পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রী পুরুষই হোলো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, তবে?'

দ্রনভের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাড়ির পানে এগিয়ে চললো ক্লিম। প্রতিটি কথা মনোযোগের সংগে শুনতে লাগলো, কিন্তু কোন প্রকার বিস্ময় বা সহানুভূতি প্রকাশ করলো না। দ্রনভ বিড়বিড় ক'রে ব'লেই চলেছে, মাঝে মাঝে শব্দের জন্যে হাতড়াচ্ছে, তারপর থুতুর সংগে সেগুলো উদ্‌গার করছে, 'ওই শুয়োর কা বাচ্চা সব, আমার মাথাটা একদম বিগড়ে দিয়েছে! বলে, ইশ্‌কুলের আকাশে আমি অশুভ গ্রহ! সব বাজে কথা! আসল কথা হোলো, আমি মার্গেরিটাকে চুমু খাচ্ছিলাম, হেডমাস্টার তা' দেখতে পেয়েছে।'

'মার্গেরিটাকে?' ক্লিমের কণ্ঠস্বর অবিশ্বাসী হ'য়ে উঠলো।

'হ্যাঁ,, মার্গেরিটাকে—আর ওই উল্লুক, ও যখন নিজে খায়?'

বিস্মিত ও বিরক্ত হ'য়ে উঠলো ক্লিম, সে দ্রনভের কথায় আর কাণ দিলো না। তার মনে পড়লো মার্গেরিটাকে; মেয়েটি ছুঁচের কাজ করে; গোলাকৃতি বিবর্ণ মুখখানা; গর্তে বসা দুটো চোখের তলায় কালো ছায়া; চোখের রঙটা হলদেটে; সর্বদা তাকে ক্লান্ত দেখায়, সর্বদা আধোঘুমন্ত আধোজাগা। বয়স হবে প্রায় তিরিশ—অন্ততপক্ষে ক্লিমের তাই ধারণা। মার্গেরিটা ক্লিম, তার মা, আর ভারাব্‌কাদের জামা কাপড় শেলাই করে, সারে। বাইরেও কাজ করে।

ব্যাপারটা জেনে বড়োই অস্বস্তি লাগলো ক্লিমের। মেয়েদের ব্যাপারেও দ্রনভ ওর চেয়ে এগিয়ে চলেছে, এটা অসহ্য।

দ্রনভ-সংশ্লিষ্ট ওই সীবনী-শিল্পী মেয়েটির কাহিনী আরো শোনার

ইচ্ছায় প্রশ্ন করলো ক্লিম, 'বেশ, তারপর ওই মেয়েটা? ও তোমাকে চুমু খেতে দিলো?'

'কে?'

'মার্গেরিটা?'

দ্রনভ অধৈর্যের সংগে ঘাড় নাড়লো, যেন পাশের কাউকে সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, 'কোন্ মেয়ে আবার দেবে না শুনি?'

'কতোদিন ওর সংগে তোমার চলেছে?' ফের প্রশ্ন করে ক্লিম।

'আঃ! ওসব থাক।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে উঠলো দ্রনভ। তারপর অকস্মাৎ সে রাস্তার মোড় ঘুরে শাদা বরফের পথ ভেঙে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললো ক্লিম। সে কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, মার্গেরিটার মতো কোনো সৎচরিত্রের মেয়ে স্বেচ্ছায় দ্রনভকে চুমু খাবে। খুব সম্ভব জোর ক'রে দ্রনভ তাকে চুমু খাচ্ছিল। ক্লিমের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো লোভী দ্রনভ গো-গ্রাসে মার্গেরিটার চুমু খাচ্ছে, সশব্দে চেটেপুটে।

বাড়ি ফিরে ক্লিম পোশাক ছাড়ছিল, মার কণ্ঠস্বর শুনলো, 'এতো সকালে ফিরলি যে?'

দ্রনভের ব্যাপারটা বললো ক্লিম। পরে বললো, 'আমি আজ ক্লাশে যাইনি। খুব সম্ভব ওরা সবাই ক্ষেপে গেছে। ইভান খুব ভালো ছাত্র ছিল; পড়াশুনোর ব্যাপারে সে অনেককেই সাহায্য করতো।'

'না গিয়ে ভালোই করেছ।' মা বললো। মার পরণে নীল ফিনফিনে একটা পোশাক; এই পোশাকে তাকে অসম্ভব রকমের কমবয়সী ও সুন্দরী দেখাচ্ছে। মা একবার দাঁতে ঠোঁট কেটে আয়নার দিকে তাকালো। বললো, 'আমার কাছে একটু বোস।'

তারপর মা হালকা পায়ে সোজা হ'য়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো, নরম গলায় বললো, 'রেঝিগা আমায় জানিয়েছে, দ্রনভ নাকি ক্লাশে কি সব নিষিদ্ধ বই আর অশ্লীল ছবি নিয়ে এসেছিল। আমি রেঝিগাকে বললুম,

ব্যাপারটা হয়তো বড়াই ছাড়া আর কিছুই নয়। ......'

গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো ক্লিম, 'বড়াই-ই তো! নইলে, পিস্তল ভালো লাগা ছেলেছোকরাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।'

'ঠিকই বলেছ।' মৃদু হেসে তারিফের সুরে বললো মা, 'কিন্তু এই সমস্ত অনিষ্টকর বই, কি অশ্লীল ছবি—এ থেকে তো স্পষ্ট বোঝা যায়, ওর স্বভাব ভালো নয়।'

মৃদু হাসলো ক্লিম। মা ব'লে চললো, 'আর কিনা এই ড্রনভ, আর সেই আধখ্যাপাটে ছোঁড়া—মাকারভ, এরা হোলো তোমার বন্ধু! ভারি আশ্চর্য লাগে আমার। অথচ তাদের এতটুকুও মিল নেই কোথাও তোমার সংগে। অবশ্যি আমি জানি তোমার অমন দুর্বুদ্ধি কখনো হবে না। তাই তোমার জন্যে আমার কোনো ভয়ও নেই।'

ক্লিম মাথা নেড়ে সায় দিলো। মার কথাগুলো তাকে খুব খুশী করেছে। ক্লিম উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে মার কোমর জড়িয়ে ধ'রে মাকে আদর জানালো। কিন্তু পরক্ষণেই চকিতে ক্লিম নিজের হাতখানা টেনে নিলো। মুহূর্তে সে অনুভব করলো, তার মার মধ্যে নারীকে সে এই প্রথম দেখেছে। ঘটনাটা ক্লিমকে বিব্রত ক'রে দিলো; সে তার মাকে যে সব কথা বলতে যাচ্ছিল সবই গেলো গুলিয়ে। ক্লিম মার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইলো। কিন্তু মা দিলো না, ক্লিমের কাঁধে একটা হাত রেখে সস্নেহে তাকে নিজের দিকে টেনে নিলো। মা বলতে লাগলো, ক্লিমের বাবার কথা, ভারাবকার কথা, কেন ওর বাবার সংগে তার ছাড়কাট হোলো—সে কথা। মা বললে, 'অনেক আগেই এসব কথা তোমাকে বলা আমার উচিত ছিল। কিন্তু বলিনি; কারণ, জানি, সবই তোমার চোখে পড়ে, সব কথাই তোমার ভেবে দেখার ক্ষমতা হয়েছে। তাই ভাবলুম, এ কথা নিজের মুখে বলা নিতান্ত অনাবশ্যক।'

ক্লিম মার হাতে চুমু খেয়ে বললো, 'সত্যি এসব বলার কোনো দরকার নেই মা। তুমি তো জানো, ভারাবকাকে আমি শ্রদ্ধাই করি।'

একটা নতুন তীব্র চেতনা জেগে উঠেছে ক্লিমের মধ্যে। নবলব্ধ একটা চেতনা এই মুহূর্তগুলিকে ব্যাপ্ত ক'রে আলোড়িত ক'রে তুলেছে তার

সমগ্র জীবনকে। জানালার বাইরে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে ঝড়। এই ঘরের বর্ণবিহীন সুকোমল আলোছায়ায় সবই যেন অস্পষ্ট হ'য়ে পড়েছে, সবই যেন থমথমে, ভারি। আজ ওর মা ওর যৌবনের কাছে অনেক প্রিয়, অনেক অন্তরংগ। মা আজ ওর সংগে কথা বলছে, যেন কোন সমবয়সীর সংগে। তাই মার কণ্ঠস্বরটা ক্লিমের কাছে অসম্ভব রকমের কোমল আর স্পষ্ট লাগছে। মা বলছে, 'লিডিয়া মাঝে মাঝে আমাকে ভাবিয়ে তোলে। মেয়েটা আদৌ স্বাভাবিক নয়। স্বভাব পেয়েছে ওর মার দিক থেকে। সেবার ইগরের সংগে ও কি করেছিল, তোমার মনে আছে তো? অবশ্যি, সে ওর ছোট বেলার কথা। তাহলেও.........।'

অতঃপর মা ক্লিমের মুখের পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হেসে প্রশ্ন করে, 'তুই ওকে ভালোবাসিস, না রে?'

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় ক্লিম, 'না!'

তারপর মা লিডিয়ার নিন্দা ক'রে আরো অনেকক্ষণ ব'কে চললো। অবশেষে আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'হ্যাঁরে তোর হাত খরচের পয়সার অভাব পড়ে না তো?'

'না, অভাব পড়বে কেন?'

মা ক্লিমকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে তার ললাটে চুম্বন ক'রে বললো, 'বোকা ছেলেটা! তোমার বয়সে মানুষের অনেক কিছু সখ ইচ্ছা হয়, তার জন্যে লজ্জা পাবার কি আছে?'

মুহূর্তে ক্লিম বুঝলো, মা তাকে টাকাপয়সার প্রশ্নটা কেন করেছিল। লজ্জায় সে লাল হোয়ে গেল, মাকে জবাব দেওয়ার মতো কোনো কথাই তার মুখে এলো না।

আহার শেষ ক'রে ক্লিম ড্রনভের ঘরে এলো। মাকারভও উপস্থিত ছিল সেখানে। মাকারভ দেওয়ালে একটা কাঁধ ঠেকিয়ে ব'সে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ছে সিগারেটের। ড্রনভ ব'সে আছে একটা দোলনায়। সে অত্যন্ত কর্কশ গলায় শাসাচ্ছে, 'দেখো না, তোমাদের সবার কথা ঠিক, কি আমার কথা ঠিক!

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

আমি যে-কোন-প্রকারে হোক য়ুনিভারসিটিতে ঢুকবই।'

ক্লিমের পেছনে ফের দরজাটা খুলে গেলো। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে লিডিয়া।

'এ'রা কি মাছের শুকোর সিগারেট খায় নাকি এখানে ?'

দ্রনভ রুক্ষভাবে চে'চিয়ে উঠলো, 'আঃ, দোর বন্ধ করো আগে! এখনো গ্রীষ্মকাল হয়নি।'

মাকারভ নীরবে সেলাম জানালো লিডিয়াকে, তারপর ফের একটা সিগারেট বের ক'রে ধ্বংসাবশিষ্ট সিগারেট থেকে আগুন নিয়ে ধরিয়ে নিলো।

'কি নোংরা গন্ধ!' লিডিয়া বললো। তারপর ঘরের মধ্য দিয়ে ওদিকের জানলার কাছে চ'লে গেল। জানলার ওপরে বরফ জমে উঠেছে। লিডিয়া ওখানে থেমে দ্রনভ ছাড়া সবার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে তাকে ইশ্‌কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। রুষ্ট অনিচ্ছার সংগে জবাব দিলো দ্রনভ। মাকারভ ধোঁয়ার আচ্ছাদন ভেদ ক'রে নীরবে চোখ কু'চকে তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলো লিডিয়ার তনু দেহখানা। লিডিয়া বিষয় বস্তুটা বদলে নিলো, 'আচ্ছা, ইভান, তুমি যাকে তাকে অমন যা তা বই পড়তে দাও কেন শুনি? তুমি লিউবা সমভকে পড়তে দিয়েছ—"কি করতে হবে?" অতি রদ্দি নভেল। টুর্গেনেভের "প্রথম প্রেমের" দু'পৃষ্ঠার সমান যোগ্যতাও ওই সারা বইখানার নেই।'

'টক-মিষ্টি জিনিষই মেয়েদের ভালো লাগে', টিপ্পনি কাটলো মাকারভ। জোরালো হোলো না বুঝে ঘন ঘন সিগারেটের ছাই ঝাড়তে লাগলো। নিরুত্তর রইলো লিডিয়া। ক্লিম আন্দাজ করলো, লিডিয়া বুঝি কাউকে খোঁচা দিতে চাইছে। নিজেই যে লক্ষ্যবস্তু, সে কথা ক্লিম বুঝলো যখন রণং দেহি ভংগীতে লিডিয়া বললো, 'যে-পুরুষ মেয়েকে অন্যের হাতে তুলে দেয়, সে অতীব অপদার্থ! ছ্যাঁড়া ন্যাকড়ার চেয়ে তার দাম বেশি না!'

ক্লিম তার চশমাটাকে ঠিকভাবে বসিয়ে নিলে, তারপর বিজ্ঞের মতো শুরু করলো, 'কিন্তু আমরা যদি হার্টজেন্‌সের কথা স্বীকার ক'রে নিই...'

'হার্টজেন্সের কোন বই শুনি? "বালুচরের কথা?"' প্রশ্ন করলে লিডিয়া। হোহো ক'রে হেসে উঠলো মাকারভ। সে পোড়া সিগারেটটাকে মেঝেতে থেৎলে দোরের দিকে ছুঁড়ে দিলো।

'তোমার আবার এতো উল্লাস হ'য়ে উঠলো কিসে?' চকিতে জ্বলে উঠলো লিডিয়া। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্লিম দেখলো, সেদিনকার পার্কের সেই দৃশ্যটা ওরা পুনরভিনয় সুরু ক'রে দিয়েছে। তবে এবার মাকারভ আর লিডিয়া দু'জনেই আগের চেয়ে অনেক বেশি তিক্ত আর কঠিন।

'না, ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে না', ক্লিম ভাবলো, 'নইলে...।'

ড্রনভ তার দোলনায় এদিক ওদিক দোল খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বিবাদীদের দিকে। থেকে থেকে ওর চ্যাপ্টা মুখখানা বিদ্রূপে কুঁচকে উঠছে। অকস্মাৎ লিডিয়া তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো, এবং সশব্দে দরজাটা আছড়ে বন্ধ ক'রে বেরিয়ে গেল। মাকারভ তার ঘর্মাক্ত কপালটা হাতের চেটো দিয়ে মুছে ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, 'খুব রেগে গেছে!'

মাকারভ একটা সিগারেট ধরালো, বললো, 'ভারি বুদ্ধিমান মেয়ে কিন্তু!'

মৃদু হেসে, দোলনায় দোল খেতে লাগলো ড্রনভ। তারপর বললো ক্লিমকে, 'শুনলে তো, কি বললো লিডিয়া? "ভালোবাসায় করুণার স্থান নেই।" এখনো তাই ঘটলো, না? মেয়েটা অনেকের মাথা চিবিয়ে খাবে।'

ড্রনভের কর্কশ কণ্ঠ এখন আর ক্লিমের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার করে না। একদিন মাকারভ ওর সম্বন্ধে বলেছিল, 'ভাংকার মনটা ভাই বড়ো ভালো। ও অমন রুখো কথাগুলো বলে, তার একমাত্র কারণ, অন্য কোনোরকম কথা বলতে ও সাহস পায় না। ভয় করে, হয়তো লোকে ওকে বোকা ভাবে।'

ড্রনভ বলে চললো, 'আমার এক বন্ধু আছে—টেলিগ্রাফ অপারেটর। তার কাছে আমি দাবা-খেলা শিখছি। চমৎকার খেলে। বয়সও খুব বেশি না—এই বড়ো জোর চল্লিশ। তবে মাথায় এরই মধ্যে টাক পড়েছে—একগাছিও চুল নেই। মেয়েদের সম্বন্ধে সে বলে, ভদ্রতা ক'রে আমরা বলি 'বাবা' (গ্রামের মেয়ে), কিন্তু আসলে ওরা হোলো 'রাবা' (ক্রীতদাসী)।'

অকস্মাৎ দোলনা থেকে লাফিয়ে পড়লো ড্রনভ, যেন কিছু একটা ওকে কামড়ে দিয়েছে। তারপর দেওয়ালের ওপর সজোরে একটা ঘুষি মেরে বললে, 'য়ুনিভার্সিটিতে আমি ঢুকবোই! টমিলিন বলেছে, আমাকে সাহায্য করবে!'

ড্রনভ তারপর খানিকক্ষণ রেঝিগা আর অন্যান্য মাস্টারদের শ্রাদ্ধ করলো। সমস্তই মনোযোগের সঙ্গে শুনলো ক্লিম। অবশেষে নিতান্ত অনাসক্তভাবে প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু তোমার আর মার্গেরিটার মধ্যে ব্যাপারটা ঘটলো কি ভাবে?'

'কোন্ ব্যাপার?' ড্রনভ সহজে জবাব দিলো না।

'এই—এই তোমাদের ভালোবাসা?'

'ভালোবাসা?' চিন্তাজড়িতভাবে বললো ড্রনভ, 'যেমন সব জিনিষই হ'য়ে থাকে। আমরা প্রথমে চুমু খেলাম, তার পর বাকী ব্যাপারগুলো সব ঘ'টে গেলো। যাক ভাই ও সব বাজে কথা।'

চার

ক্লিম দেখলো, লিডিয়া মাকারভ, মা, ভারাব্কা, দ্রনভ আর মার্গেরিটা এদের চিন্তাই ওকে পেয়ে বসেছে। এই চিন্তার হাত থেকে ওর অব্যাহতি নেই। ক্লিম ভাবে, ওর এই চিন্তার পেছনে আছে নিছক কৌতূহল; অপমানবোধ। নিজের জ্ঞানের অধিগম্য নয়, এমন কোনো সম্পর্ক মানুষের আছে জানতেও ক্লিমের নিজেকে ভারি ছোট মনে হয়।

ওদের বাড়ির পাশের দিকে কাটিনের ওখানে যে শব্দমুখর জীবন প্রবাহ চলেছে, তাও আবছা অস্পষ্ট হ'য়ে ওর কানে ভেসে আসে, যেন আধো স্বপ্নে, আধো জাগরণে। ওখানে লম্বা চুল-ওলা একটি মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, মুখখানা তাঁর হাড়-বেরোনো, ফ্যাকাশে, পাথরের মতো কঠিন। দেখতে মোটেই চাষাভুষোর মত নন্, তবু তিনি চাষার মতন পোশাক পরেন। লিক-লিকে বাহু দু'টোকে ঘন ঘন নাড়েন আর মাঝে মাঝে চুপসানো বুকখানার ওপর সজোরে চেপে ধরেন। মাথাটাকে শক্ত ক'রে উঁচিয়ে রাখেন, কেউ যেন ওঁর চিবুকে একটা ঘুশি কসেছে, এবং ঘুশি খেয়ে মাথাটা সেই যে উপরের দিকে উঠেছে, আর নামতে চাইছে না। তিনি সবাইকে শহরের বিষাক্ত ব্যাধিগ্রস্ত জীবন ত্যাগ ক'রে গ্রামে ফিরে আসতে এবং মাটি চষতে উদ্বুদ্ধ করছেন।

'ও সব পুরোণো বুলি!' স্তনওলা পুরুষটি প্রতিবাদ জানান। লেখক কাটিনও বলেন, 'আমরা ওসব পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। কেবল মুখ পুড়োনো সার হয়েছে।'

কৃষকবেশী লোকটি বলতে থাকেন, যেন তিনি বক্তৃতা মঞ্চে উঠেছেন, 'আপনারা অন্ধ, আপনারা মৃত্তিকার বুকে ফিরে এসেছিলেন লালসা নিয়ে, দুর্বুদ্ধি নিয়ে, হিংসা নিয়ে। আমি আপনাদের আহবান করছি, আপনারা, আসুন প্রেম নিয়ে, শুভেচ্ছা নিয়ে। এই ধরিত্রীর সন্তান আপনারা, সহজ শুদ্ধ জীবন আপনাদের। এই সব মিথ্যা, যা আপনারা আবিষ্কার করেছেন,

আপনাদের অন্ধ ক'রে রেখেছে। এগুলি দূরে নিক্ষেপ করুন, পরিত্যাগ করুন।'

ওদিকে এক কোণে যেখানে স্টোভ জ্বলছে, সেখান থেকে টমিলিনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'আপনি কি চান, আজ যারা সোনারুপো মণিমাণিক্যের গয়না গড়ছে, তারা সবাই এসে গড়বে কেবল লাঙলের ফলা? কিন্তু এ তো শুধু জীবনকে সহজ করা নয়,—বর্বর করা!'

ওদিকের সোফা থেকে লাফিয়ে ওঠেন অপর একজন, তাঁর নাকের ওপর পাঁসনে আঁটা, মাথায় তারের মত চুল, 'বর্বরতা?'

'নিশ্চয়!' টমিলিনকে সমর্থন করেন লেখক কাটিন।

'আপনারা কি বিশ্বাস করেন, একদিন ক্যাল্ডিয়ান্ মেষপালকের জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, সেই ধারণায় বর্তমান পৃথিবীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব? না, সম্ভব হ'লেও তা উচিত?'

ওদিকে লেখকের স্ত্রীকে টাকপড়া এক ভদ্রলোক প্রাণপণে বোঝাচ্ছেন, 'কৃষাণ শিল্পীদের কথা ভাবুন! এই যে সুইটসারল্যান্ড, এই দেশটাকে লক্ষ্য করুন! কৃষি, পশুপালন, পনির, মাখন, চামড়া, মধু। কলকারখানার কবল থেকে আমাদের নিস্তার পেতেই হবে!'

এই শব্দের অরাজকতার মধ্যে পাঁসনে-আঁটা লোকটির চড়া গলাই আপনার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। ইনিও একজন লেখক। তিনি জনসাধারণের শিক্ষার জন্যে ছোটখাটো পুঁথি লেখেন। ক্ষুদ্র দেহের ওপর বিপুল একটি মাথা; লম্বা কালো চুলগুলি ঝুলে পড়েছে সরু কাঁধের ওপর, মনে হয়, চুলগুলো যেন অন্য কারো। তাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি যেন কোনো শিল্পীর অসমাপ্ত একটি রচনা। কিন্তু তাঁর চড়া গলায় অবিশ্বাস্য একটা ক্ষমতা আছে। জল পড়লে যেমন গনগনে আগুনও নিভে যায়, তেমনি তাঁর চড়া সুরের দাপটে সমস্ত কলরব নিস্তব্ধ হ'য়ে আসে। তিনি লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ান, মাতাল মাঝির মতো টলতে টলতে বর্ণনা করেন মানুষের জন্ম, বানরের ইতিকথা, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কাহিনী; বর্ণনা করেন বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ব্যাপার, এমন দৃঢ়তার সঙ্গে,

এ বিশ্ব বুঝি তাঁরই সৃষ্টি; ওই ছায়াপথ তাঁরই রচনা; তিনিই গ্রথিত ক'রেছেন এই নক্ষত্রের মালা, তিনিই জ্বালিয়েছেন সূর্যের আলো, তিনিই চলার শক্তি দিয়েছেন গ্রহ উপগ্রহকে। সবাই কান পেতে ও'র কথা শুনছে। ড্রনভ আগ্রহের সংগে হাঁ ক'রে আছে, মুহূর্তে বুঝি ও'র মুখ থেকে এমন একটি শব্দ অতর্কিতে খসে পড়বে, যা সমাধান ক'রে দেবে পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা, সকল প্রশ্ন।

ক্লিম নীরবে এই ভয়াবহ শব্দোদ্গার শোনে, মাঝে মাঝে একটা অস্বস্তি-কর হিম স্রোত যেন ওর দেহের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়। বক্তাদের বক্তব্যের চেয়ে বাচনভংগীটা ক্লিমের ভালো লাগে। এই সমস্ত বক্তৃতা কিন্তু ড্রনভকে বেশ অভিভূত ক'রে ফেলে। সে জড়সড় হ'য়ে বসে থাকে, মাঝে মাঝে ফিসফিস ক'রে ক্লিম আর মাকারভকে প্রশ্ন করে, 'এ'দের মধ্যে কার কথা ঠিক মনে হয়—য়্যাঁ?'

তারপর অতৃপ্তির সংগে বলে, 'না-প'ড়ে উপায় নেই। ইশ্‌কুলের কাণাকড়ি বিদ্যে নিয়ে বেশী দূরে এগোনো সম্ভব নয়।'

মাকারভও কাটিনের বাড়ির তর্কবিতর্কে আদৌ খুশি হয় না, 'ওরা জানে অনেক, বলেও বেশ। কিন্তু এ যেন আলো আছে, উত্তাপ নেই। আর, আসল কথাটা তো এ নয়।'

ড্রনভ চকিতে প্রশ্ন করে, 'আসল কথাটা কি?'

'এটা তোমার বোকার মতন প্রশ্ন হোলো, ইভান!' বিরক্ত হ'য়ে ওঠে মাকারভ, 'আমি-ই যদি তা জানবো, তবে আমিই তো হবো জগতের সেরা দ্রষ্টা, সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি।'

রাত্রি গভীর হ'য়েছে। দীর্ঘায়িত শব্দ সংগ্রামের পর ওরা তিনজন টমিলিনকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল। পথে প্রশ্ন করলে ড্রনভ, 'কে ঠিক?'

ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন টমিলিন, আকাশের দিকে তাকিয়ে, নক্ষত্র দেখতে দেখতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেই তিনি উত্তর দিলেন, 'কে ঠিক, কার ভুল, এ প্রশ্নের জবাব হয় না, ইভান। তবে পৃথিবীতে দুই ধরণের চিন্তা-

ধারা আছে, তাদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। চিন্তার এই দুইটি ধারা পুরাকাল থেকে আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছে, ওদের মধ্যে কখনো সন্ধি হয়নি, সামঞ্জস্য ঘটেনি। এই চিন্তার ধারা অনুসারে মানুষকে মানুষ ভাগ করেছে আদর্শবাদী ও বস্তুবাদী হিসেবে। ওদের মধ্যে ঠিক কে? বস্তু-বাদ হোলো বেশি সহজ, বেশি ব্যবহারিক, বেশি আশাবাদী। আর আদর্শ-বাদ হোলো সুন্দর,—কিন্তু বন্ধ্যা। এর মধ্যে আভিজাত্য আছে, কিন্তু মানুষের কাছে এর দাবী অনেক।'

নীরব হ'লেন টর্মিলিন। গতিও শিথিল হ'য়ে এলো, একরকম স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েই গেলেন, বললেন, 'আমি বস্তুবাদী নই। আদর্শবাদেও বিশ্বাস করি না। কিন্তু এরা.........'

দ্রুত কাঁধ নেড়ে তিনি একটা অংগভংগী করলেন, 'ওদের জ্ঞানের পরিসর স্বল্প। তাই ওরা বিশ্বাসী। ওরা পুরাতন চিন্তাকে মোটামুটি পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। তবে প্রত্যেক চিন্তার প্রত্যেক ভাবের নিজস্ব একটা মূল্য আছে। আর কেউ যখন কোনো ভাবকে জীবনে সত্য ব'লে গ্রহণ করে, তখন সেই ভাব থেকে জন্মলাভ করে আরো বহু ভাব। ভাব যেন নক্ষত্র, ওর আলো ঠিকরে পড়ে চতুর্দিকে। কিন্তু ভাবের পূর্ণভাবগত মূল্য তখনি থাকে না, যখনি শুরু হয় ভাবের কার্যত ব্যবহার। কিন্তু এই চিন্তা কার্যকরী হ'য়ে ওঠে মানুষের শান্তবুদ্ধি শৃঙ্খলা ও ভাবসাম্যের মধ্য দিয়ে।'

টর্মিলিন মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়ালেন।

'বাইরন কবিতা লিখতেন, কিন্তু তবু প্রায়ই তাঁর মধ্যে দেখা যায় গভীর চিন্তার অজস্র সম্পদ। এমনি তাঁর একটি মহামূল্য চিন্তা হোলো, "চিন্তার পাশে চিন্তাশীলের অস্তিত্ব নেই।" কিন্তু এ কথাটা ওরা বোঝে না।'

টর্মিলিন উপসংহার করেন রুষ্টভাবে, 'মানুষ হোলো প্রকৃতির চিন্তার প্রত্যংগ। এ ছাড়া মানুষের আর কোনো পরিচয় নেই। আর এই মানুষের মধ্য দিয়েই বস্তু চায় আত্ম-উপলব্ধি করতে। এই হোলো সার কথা।'

ওরা টর্মিলিনের বাসায় পেঁাছে তাঁকে বিদায় দিলো। ড্রনভ বললো, 'লোকটার হামবড়া ভাব দ্যাখো। উনি যেন একজন আর্চবিশপ কিম্বা কেউ

বেঁটা হয়ে পড়েছেন! অথচ ওদিকে ট্রাউজারে তালি বসেছে।'

এই সমস্ত কথা, ভাব, চিন্তা, সমস্তই ক্লিমের চেতনায় এসে পৌঁছল বাঁকা পথে। ওর স্মৃতি অনাবশ্যক দুর্বহ একটা বোঝাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় কেবলই এগুলিকে বার বার ওর মধ্যে জাগিয়ে তোলে। ওর স্মৃতিটা যেন কোন গুল্ম, অকস্মাৎ অবারিত পুষ্পের ভারে ফেটে পড়েছে, সেদিকে চাইতে ওর লজ্জা করে। কিন্তু দেখেও অদ্ভুত একটা আনন্দ লাগে। ওর মতে, যা অশ্লীল, যা নির্লজ্জ, এমন বহু ঘটনাই ও দেখেছে। মুহূর্তের জন্যে চোখের পাতা বুজলে ওর সামনে ভেসে ওঠে আলেনা তেলেপ্‌নেভার সুগঠিত সুপুষ্ট দু'টি পা, স্কেটিং করার সময় সে প'ড়ে যেতে ও একবার দেখেছিল। বাড়ির ঝি ঘুমুচ্ছিল, তার অনাবৃত দু'টি স্তন ও দেখেছে। দেখেছে ওর মাকে ভারাব্‌কার কোলে। একদিন লেখক কার্টিনের স্ত্রী আধ-উলঙ্গ অবস্থায় টেবিলের ওপর বসেছিল আর কাটিন তার মাংসল জানুতে করছিল অজস্র চুম্বন, তাও ওর চোখে পড়েছে।

নীরব শান্ত মেয়েটি কাটিনের স্ত্রী। সান্ধ্য অতিথিদের পরিবেশনে পরিতোষ দেন। প্রতি বৎসরই তিনি পোয়াতি হন। ব্যাপারটি ক্লিমের প্রথমে বিশ্রী লাগতো। লিডিয়ার সংগে একমত হোতো ক্লিম, গর্ভিণী মেয়েদের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা জঘন্য। কিন্তু এই মেয়েটিকে এমনি অর্ধনগ্ন অবস্থায় আনন্দে ঝলসে উঠতে দেখে ক্লিম অবাক্ হ'য়ে গেছে, তার মধ্যে কৌতূহল জন্মেছে, এই কি সেই মেয়ে, যে নীরবে অবিচ্ছিন্ন স্নেহের সংগে মৃদুহাসি দিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে?

এমন কি ওর বড়-নাক-ওলা বোন, কিম্বা তানিয়া কুলিকোভার মতো নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, তারাও আজ ক্লিমের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ক্লিম দেখে চকচকে ক্যালিকোর ব্লাউসের তলায় কাঁচুলির আচরণে শক্ত ক'রে বাঁধা তানিয়ার পূর্ণগঠিত বক্ষ।

একদিন সন্ধ্যায় ক্লিম একখানা পত্রিকার নতুন সংখ্যা নিয়ে কাটিনের বাড়ী এলো। কাটিন ওকে দেখেই মোড়া, ভাঁজ-পড়া একটা চিঠি ওর নাকের

সামনে নেড়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জানো হে ছোকরা, দু তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমার জ্যাঠা ছাড়া পেয়ে আসছেন!'

এমন সময় কড় কড় ক'রে শব্দ হোলো ওদের পেছনে। দেখা গেল, ঈষন্মুক্ত দরজার ফাঁকে লেখকের স্ত্রীর ভয়বিহ্বল মুখখানা বেরিয়ে এসেছে। স্ত্রী বললেন, 'আরম্ভ হ'য়েছে গো।'

ব'লেই তিনি মুহূর্তে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

'আমার স্ত্রী প্রসব করছেন। একটু বোসো। আমি কাছে থাকলে উনি তাড়াতাড়ি করেন।' ব'লেই কাটিন টেবিলের উপর থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে ত্রস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন। ক্লিম একা ঘরে চুপচাপ ব'সে রইলো।

প্রায় দশ মিনিট বাদে কাটিন এক রকম ছুটেই ঘরে ঢুকলেন। তারপর অনেকটা গর্বের সংগেই বললেন, 'আমার স্ত্রী এমন সচ্ছন্দে প্রসব করেন যে তা দেখার মতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছেলেগুলো আদৌ বাঁচে না।'

বাড়ি ফিরে ক্লিম তার মাকে জানালো, জ্যাঠা ফিরে আসছেন। মা একবার ভারাবকার দিকে প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে তাকালো। ভারাবকা খাবারের প্লেটের ওপর ঝুঁকে থেকে নিতান্ত নির্বিকার ভাবেই জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের সব আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছে বটে। আমার আপিসেও তিনজন কাজ করছে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, কাজের লোক ওরা!'

'কিন্তু......' ক্লিমের মা ইতস্তত করলো।

'পরে বলবো'খন।' ভারাব্‌কা বললো।

ক্লিম বুঝলো, ভারাব্‌কা আলোচনাটা তার উপস্থিতিতে করতে চায় না। ক্লিম জিজ্ঞাসু চোখে মার দিকে একবার তাকালো, কিন্তু মার সঙ্গে চোখাচোখি হোলো না। মা তখন তাকিয়েছিল ভারাব্‌কার দিকে, দেখছিল, ক্লান্ত এলোথেলো ভারাব্‌কা কেমন ক্ষুধিত ভাবে গ্রাসগুলি গিলছে। অল্প সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছলো রেঝিগা, তারপর এ্যাডভোকেট। ক্লিমের মা এই দুটি পুরুষের সঙ্গে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সংগীত চালালো। ক্লিমের মনে হোলো, এমন উন্মাদনাময় সংগীত সে ইতিপূর্বে আর শোনেনি। কাব্যালু হ'য়ে উঠলো ক্লিমের মনটা। রাত্তিরে শুতে যাবার আগে বিদায়

নেওয়ার সময় যখন মায়ের হাতে চুমু খেতে গেলো, তখন অদ্ভুত অননুভূত-পূর্ব এক পুলকে যেন ওর সর্বাংগে ছেয়ে গেলো, ও জড়িত কণ্ঠে বললো, 'মা! লক্ষ্মী মা!'

ক্লিমের মা ক্লিমকে নিবিড়ভাবে নিজের দিকে টেনে নিলো, নীরবে ওর কপালে মৃদু করাঘাত ক'রে উষ্ণ দুটি ঠোঁটে ওর ললাটে চুম্বন করলো।

ক্লিম যখন বিছানায় এসে শুলো, তখন ফের তাকে পেয়ে বসেছে জীবন সম্বন্ধে দুর্বার একটা কৌতূহল। তার মনে পড়লো মাকারভের সংগে তার সাম্প্রতিক একটা আলোচনা। দ্রনভ ও মার্গেরিটার সম্পর্কটা শুনে মাকারভ ব'লে উঠেছিল, 'ও, তাই নাকি? একটা পশু!'

এই পাঁচটি শব্দ মাকারভ উচ্চারণ ক'রেছিল, বিরক্তির সংগে নয়, ঈর্ষার সংগে নয়। ঘৃণা বা বিস্ময়-ও ছিল না তার কণ্ঠস্বরে। পরে সে একটু হেসে বলেছিল, 'আমার বাড়িওলা। ডাকঘরে চাকরি করে লোকটি। এখন সে বেহালা বাজানো শিখছে, কারণ সে তার মাকে ভালোবাসে এবং বিয়ে ক'রে সে মার মনে কষ্ট দিতে চায় না। সে বলে, যতই হোক, বৌ, সে পর। অবশ্য বিয়ে করবো, তবে, তা মা মরার পরে, আগে নয়।'

মাকারভ নীরব হোলো।

ক্লিম বললে, 'তুমি কি বলতে চাও?'

'ঠিক জানি না,' মাকারভ সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকালো, বললো, 'তবে এর সংগে ভাংকার কোনো সম্বন্ধ থাকতেও পারে। আমার মনে হয়, ভাংকা মিছে কথা বলেছে এবং এ ধরণের কোনো ঘটনাই ওর ঘটেনি। তবে, এ-ও সত্যি, নোংরা সব ফটো ও বিক্রি করে।'

মাকারভ একবার মাথা দুলিয়ে ফের আরম্ভ করলে, 'এটা হোলো ছাগলের মনোবৃত্তি। একটা জিনিষ ছাড়া জীবনে আর কোনো কিছুর দাম নেই! মনে হয়, মানুষ যেন মানুষ নয়, মানুষের একটা প্রত্যংগ মাত্র।'

দু'জনে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলো। মাকারভ নিচের দিকে মুখ ক'রে চেয়ারে বসে সম্মুখপানে একবার দুললো। ক্লিম ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণেক তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, 'মেয়েদের তুমি কি চোখে দ্যাখো?'

'ধর্মভীরুর চোখে।' গম্ভীরভাবে জবাব দিলো মাকারভ।

মাকারভের কথাগুলি ভেবে টর্মিলিনের ওপর রাগ হোলো ক্লিমের। এই লোকটা নিশ্চয় জানে। এই লোকটা কেন এমন কিছুই বলে না, যা ওর মধ্যে এনে দেয় বিশ্বাস, ছিঁড়ে দেয় এই দুর্বোধ্য প্রহেলিকার কুয়াশা, দূর করে সর্ব লজ্জা, গ্লানি, ভয়? কয়েকবার ক্লিম টর্মিলিনের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্কে আলাপ করতে চেয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ হ'য়েছে প্রতিবার। অবশেষে ক্লিম একদিন রাগ ক'রে ড্রনভকে বললো, 'ওই লাল-চুলো শয়তানটা, কেবলই ভাণ করছে!'

ড্রনভ জবাব দিলো মৃদু হেসে, 'হয়তো নিজেও ও পুড়ে মরেছে।'

ড্রনভের এই ধূর্ত হাসি ক্লিমকে স্মরণ করিয়ে দিলো বাগানের সেই দৃশ্যটির কথা। সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠলো ক্লিম, তবে কি ড্রনভ সবই দেখেছে এবং সে সবই জানে?

একবার মাকারভের একগুঁয়ে আক্রমণের ফলে টর্মিলিন ওদের দিকে মুখ না তুলেই বলেছিলেন, 'মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো কিছু বলতে হ'লে তা বলতে হবে কবিতায়। আর কবিতা আমার ভালো লাগে না।'

টর্মিলিনের ওখানে আসাটা ওরা তিনজনে ক্রমেই কমিয়ে ফেলেছে। ওরা প্রায়ই তাঁকে দেখে, টেবিলের ওপর দুই কনুইএ ভর ক'রে, দু'হাতে দু'কান চেপে একটা বই নিয়ে বসে থাকতে। মাঝে মাঝে পা তুলে দোলনায়-ও এসে বসেন, কোলে বই নিয়ে কানে পেনসিল গুঁজে। কেউ দোরে এসে ঘা দিলে তিনি কখনো সাড়া দেন না, ব্যাখ্যা ক'রে বলেন, 'আমি মেয়েমানুষ নই, কিম্বা ল্যাংটা হ'য়েও ব'সে থাকি না।' তারপর মুহূর্তের জন্য থেমে ভেবে বলেন, 'আর আমি বিবাহিত-ও নই।'

টর্মিলিন ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন, ওদের বলেন 'ভাবের জগতে দুটি শ্রেণী আছে। এ দু'টি শ্রেণীকে পৃথক ক'রে দেখা দরকার। একদল লোক হোলো যারা খুঁজে বেড়ায়। অপর দল হোলো যারা বেড়ায় পালিয়ে। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা খোঁজে সত্যের আসল পথ কোন্‌টি, এ পথ তাকে

যেখানেই নিয়ে যাক, ধ্বংসের গভীরতম গহ্বরে, তাতেও ক্ষতি নেই। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা চায় লুকিয়ে রাখতে নিজেদের,—লুকিয়ে রাখতে চায় জীবন সম্বন্ধে তাদের আতংক, রহস্যের অজ্ঞতা। এরা এসে আশ্রয় নেয় সুবিধা মতো কোনো ভাবের আড়ালে। টলস্টয়পন্থী যারা, তারা হোলো এই দলের—যারা অনবরত আপনাদের লুকিয়ে নিয়ে বেড়ায়।'

ক্লিম দেখলো মাকারভ নুয়ে প'ড়ে পা দু'টো মুহূর্তের জন্য লক্ষ্য করলো, যেন দেখতে চায় কখন উনি টলে পড়বেন, এবং তা দেখার জন্যে ও ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। মাকারভ জোর গলায় দাবীর সংগে টমিলিনকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে, সে যেন তন্দ্রায় ঝিমিয়ে-পড়া কাউকে জাগিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু মাকারভ জবাব পায় না।

টমিলিনের চিন্তাজড়িত কথাগুলি মন দিয়ে শোনে ক্লিম, ওঁর দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে ভাবে, 'কি ধরণের মেয়ে এই টমিলিনের প্রেমে পড়তে পারে? হয়তো নিতান্ত কোনো ভালো মানুষ, জগতে যার নিজের অস্তিত্ব ব'লে কিছু নেই, তানিয়া কুলিকোভা কিম্বা কাটিনের শালীর মতো মেয়ে, যারা ভালোবাসার সমস্ত আশাই হারিয়েছে।'

ক্লিমের কানে আসে ঃ 'সত্যিকারের বিশ্বাসের পথ রয়েছে অবিশ্বাসের দুস্তর মরুর মধ্য দিয়ে। বিশ্বাস হোলো মানুষের আপনার সুবিধাগত একটা অভ্যাস। সন্দেহের মধ্যে, অবিশ্বাসের মধ্যে মানুষের অনিষ্ট হবার যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে, সে তুলনায় এতে তেমন কিছুই নেই। আর এ-ও স্বীকার করতে হবে, বিশ্বাসটা যখন প্রকট হ'য়ে ওঠে, তখন সেটা মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি নয়, খুব সম্ভব তা তার মানসিক অসুস্থতা।'

কখনো ড্রনভ ওঁকে সমাজ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নও বা ক'রে বসে। টমিলিন তখন হয় তার জিজ্ঞাসার আদৌ জবাব দেন না, কিম্বা দেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে, দুর্বোধ্যভাবে। তাঁর সমস্ত জবাবের মধ্যে কেবল একটা ক্লিমের মনে আছে ঃ

'বহু মানবের কর্মশক্তি যখন একটি প্রতিষ্ঠান বা একটি দলের মধ্য দিয়ে একতা লাভ করে, তখন তার তেজ বৃদ্ধি পায়, একথা ভাবা সম্পূর্ণ ভুল।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

আসলে, বহু মানুষের বাসনাকে, আকাঙ্ক্ষাকে, দায়িত্বকে কোনো একটি নেতার আয়ত্বাধীন ক'রে মানুষ কমিয়ে ফেলে তাদের ব্যক্তিগত প্রাণশক্তির উত্তাপ ও আয়তনকে। প্রাণশক্তির আদর্শ মূর্তি হোলো রবিনসন ক্রুসো।'

মাকারভ এই সব আলোচনা মোটেই পছন্দ করে না। সে অস্থির হ'য়ে ওঠে, হঠাৎ বলে, 'এবার ওঠা যাক, বাড়ি ফেরার সময় হোলো।'

টমিলিন বিদায় দেবার সময় ওদের করমর্দন করেন। অন্যমনস্ক হ'য়ে মৃদু হাসেন, কিন্তু ফের আসতে ওদের কখনো বলেন না। মাকারভ ক্রমেই টমিলিনের প্রতি সৌজন্যটুকুও হারিয়ে ফেলছে। একবার ওরা টমিলিনের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, মাকারভ যেন ইচ্ছা ক'রেই জোর গলায় বললে, 'এই লাল-মাথা লোকটাকে দেখলেই আমার ট্যারাণ্টুলার (একরকম বিষাক্ত মাকড়সা) কথা মনে হয়। ট্যারাণ্টুলা আমি কোনোদিন দেখিনি। তবে হরিজণ্টভের প্রাচীন 'ন্যাচুরাল হিস্টরি'তে পড়েছিলাম, 'তেলে জারানো ট্যারাণ্টুলা বড়ো উপকারী। ট্যারাণ্টুলার কামড়ের পক্ষে এই হোলো সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ঔষধ।'

এই হিংসা প্রণোদিত বিদ্রূপে অম্ল হাসি হাসে দ্রনভ। বাড়ি পৌছে-ও এই কথাটাই ভাবছিল ক্লিম। অকস্মাৎ ঢুকেই সে শুনলো অদ্ভুত ত্রস্ত একটা খসখস শব্দ, তারপর তারের মৃদু টুং টাং। মনে হোলো, ক্লান্ত রেঝিগা যেন বসে বসে তার ভায়োলনসেলোর তারে মৃদু মৃদু আঘাত হানছে। কথাটা ক্লিমের মনে চকিতে বিদ্যুতের মতো খেলে গেলো। পরমুহূর্তে ভীত হ'য়ে উঠলো ক্লিম। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে কান পেতে শুনলো, বুঝলো, খাবার ঘর থেকেই আসছে শব্দটা,—ওপরে লিডিয়ার ঘর থেকে নয়। অনেক সময় দুপুর-রাত্রেও লিডিয়া পিয়ানো বাজাতে বসে।

ক্লিম একটা বাতি জেবলে একটা ডাম্বেল হাতে নিলো, এলো বসবার ঘরে। পা দু'টো ওর কাঁপছে। ভায়োলনসেলোর শব্দটা ক্রমেই বাড়ছে। সরসর শব্দটাও আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। অকস্মাৎ ক্লিমের মনে হোলো, খুব সম্ভব যন্ত্রটার মধ্যে ইঁদুর ঢুকেছে! ক্লিম যন্ত্রটাকে উপুড় ক'রে মেঝের উপর বসালো, বেরিয়ে এলো ছোট্ট একরত্তি একটা ইঁদুর। বড়ো জোর একটা

আর্সুলার মতন হবে।

ক্লিমের মার শোবার ঘর থেকে এক ফিন্‌কি আলো এসে পড়েছে মার পড়ার ঘরে। ক্লিম ভাবলো, 'মা এখনো ঘুমোয়নি তবে। ইঁদুরের কথাটা ব'লে আসি।'

কিন্তু ক্লিম শোবার ঘরের খোলা দরজার কাছে এসেই টলতে টলতে পেছিয়ে গেলো। বাতির আলো এসে পড়েছে মার মুখে, তার অনাবৃত বাহুতে। বাহুপাশে মা জড়িয়ে ধরেছে ভারাব্‌কার চুলওয়ালা গালটা। ভারাব্‌কার উশ্‌কো-খুশ্‌কো মাথাটা মার ঘাড়ের ওপর চাপা। মা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মুখটা ঈষৎ খোলা। ঘুমে অচেতন, সহজে বোঝা যায়। ভারাবকার নাক ডাকছে থেকে-থেকে। কোনো কারণে ভারাব্‌কাকে দিনের বেলার চেয়ে অনেক ছোট দেখাচ্ছে।

ক্লিম নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। তার সমস্ত দেহে মনে যেন একটা আলোড়ন ঘটে গেছে মুহূর্তে! কল্পনার ছবি এঁকে চললো তার জড়িত মন। এই অন্ধকারে ভেসে এলো একের পর একটি মূর্তি, মাংসলা লিউবা সমভ, সুন্দরী আলেনা তেলেপ্‌নেভা। কিন্তু সুপরিচিত লিডিয়ার মূর্তির পাশে ওরা যেন সব ম্লান হ'য়ে গেলো। ওর কথা ভাবলেই যেন অসংখ্য জটিল মনোভাবের আবর্তে আপনার খেই হারিয়ে ফেলে ক্লিম। সুন্দরী নয় লিডিয়া; মাঝে মাঝে সে বিশ্রী ব্যবহার-ও করে। কিন্তু তবু কি এক দুর্দমনীয় স্পৃহা ওকে লিডিয়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়। মেয়েদের সম্বন্ধে ক্লিমের নৈশ চিন্তাগুলি রূপ পরিগ্রহ ক'রে উঠছে ক্রমেই। ওর দেহের মধ্যে তারা অদ্ভুত অস্বস্তিকর একটা তাড়না জাগিয়ে তোলে। ক্লিমের মনে পড়ে, প্রফেসর টার্নোভস্কির লেখা সেই ভয়াবহ বইখানার কথা— 'আত্মমৈথুনের সর্বনাশা ফল।' বহুদিন আগে বইখানাকে মা কোনো ছুতায় ক্লিমের চোখের সামনে এগিয়ে দিয়েছিল। ক্লিম ধড়মড় ক'রে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামে, আলো জ্বালে, তারপর মেন্‌সিকভের ছোট্ট একখানা বই হাতে টেনে নেয়—'প্রেম প্রসংগ।' নীরস লাগে বইখানা। যে প্রবৃত্তিটা ক্লিমের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করছে, সে সম্বন্ধে কোনো ইংগিত-ই নেই। জানলার

বাইরে বাতাসে কাঁপছে গাছগুলো। পাতার সরসর শব্দে ক্লিমের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কতো ছবি! সংখ্যাহীন বকের বলাকা উধাও হ'য়ে উড়ে যায় আকাশে, আর মেয়েদের ঘাঘরা সরসর ক'রে ওঠে নাচের দোলায়!...

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো ক্লিম। যখন জাগলো, অনেক বেলা হ'য়েছে। ক্লান্ত, নির্জীব লাগছে ভারি। রবিবার। দ্বিতীয় উপাসনা শেষ হয় হয়। গির্জার ঘণ্টাগুলো বাজছে। এপ্রিল মাসের বৃষ্টি এসে আছড়ে পড়ছে জানলার বাইরে। একটানা শব্দ হচ্ছে জল পড়ার চোঙে। ক্লিম ভীত হ'য়ে ভাবলো, 'মাকারভ যে জঘন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, আমারও কি তা না ক'রে উপায় নেই?'

এখন মাকারভকে ভাবতে গেলেই লিডিয়াকে না ভেবে আর পারা যায় না। লিডিয়া কাছে থাকলে মাকারভ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। তার কণ্ঠস্বর আরো উঁচুতে চড়ে, শব্দ-ব্যঞ্জনায় সাহস ও বিদ্রূপ বেড়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে তার কর্কশ কণ্ঠে দেখা দেয় কোমলতা, চোখ দুটি চকচক করে আনন্দে।

লিডিয়া ক্লিমকে একদিন নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওরা নাকি মাকারভকে মদ খাবার জন্যে ইশ্‌কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে?'

ক্লিম জানতো লিডিয়ার এই ঔদাসীন্যটুকু কৃত্রিম মাত্র।

চুপিচুপি ক্লিমের ঘরের দরজা খুলে গেল, ঘরে এসে ঢুকলো নতুন ঝি। বোকাটে মেয়েটা, নাক উঁচিয়ে আছে, চোখ দুটোয় কোনো জলুশ নেই।

'মা জিজ্ঞাসা করছেন—আপনি কি কফি খাবেন?'

শাদা বড়ো রুমালে আঁটসাঁট ক'রে বাঁধা বুক। ক্লিম ভাবলো, ওর স্তনদুটো নিশ্চয় ওর পায়ের পেছনকার মাংসের মতো শক্ত ও দৃঢ়। রেগে উঠলো ক্লিম, 'খাবো না, বলগে যা।'

অকস্মাৎ ক্লিমের মনে হোলো, ইশ্‌কুলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাধারণত যা ঘটে' থাকে, মাকারভ আর লিডিয়ার ব্যাপারটা যেন সে তুলনায় অনেক সিলি। ক্লিম নিজেকে প্রশ্ন করলো, 'হয়তো আমি আদৌ প্রেমে পড়িনি।

চারিদিকে প্রেমের আবহাওয়া, তারই কাছে হার মেনে ভাবছি, প্রেমে পড়েছি আমি। আমার অনুভূতিগুলো আমার অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

কিন্তু এই আন্দাজটা ক্লিমকে স্বস্তি দিল না। মাকারভ একদিন মাতাল অবস্থায় কতকগুলো কথা বলেছিল, তাই মনে পড়লো ক্লিমের ঃ 'দেহবিজ্ঞান বলে, আমাদের দেহের ন'টি প্রত্যংগ ক্রমশো উন্নতির দিকে এগোচ্চে। আর এমন অনেক প্রত্যংগ আমাদের আছে যেগুলো এখনো তাদের প্রাথমিক অবস্থাতেই আছে। দেহ-বিজ্ঞানের কথা হয় তো মিথ্যা! এমনো হ'তে পারে অনেক মানসিক অনুভূতিরও ক্রমমৃত্যু ঘটছে আমাদের মধ্যে। ভেবে দ্যাখো, নারীর প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা, হয় তো এটাও এমনি ক্রম-মুমূর্ষু প্রবৃত্তি মাত্র। আর এই প্রবৃত্তিটার মৃত্যু আসন্ন ব'লেই এটা হয়তো এমন যন্ত্রণাদায়ক। এতো তীব্র, এতো তীক্ষ্ম।...আত্মমৈথুন, সমমৈথুন, এগুলিও হয়তো নারীর কবল থেকে পুরুষের স্বাধীনতালাভের ঐকান্তিক প্রত্যাশার অপরিহার্য অংগ মাত্র।'

সেদিন মাকারভ কোনো অজ্ঞাতনামা লেখকের একখানা বই নিয়ে এসেছিল—বইখানার নাম 'বিজয়িনী নারী।' মাকারভ বইখানার এমন প্রশংসা করলো যে, ক্লিম ওর কাছ থেকে ওই ছোট্ট পাৎলা বইখানা নিয়ে মনোযোগের সংগে প'ড়ে ফেললো। কিন্তু বইখানার মধ্যে লক্ষণীয় কিছুই পেলো না। লেখক নিতান্ত নীরসভাবে ওভিদ ও কারনের, পেত্রার্ক ও লরার, দান্তে ও বিয়াত্রিচের, এবং বোকাসিও ও ফিয়ামেত্তার প্রেমকাহিনী বর্ণনা করেছেন। বইখানার মধ্যে প্রশস্তি ও সনেটের গদ্যে অনুবাদও রয়েছে প্রচুর। অবাক হোলো ক্লিম, বইখানার মধ্যে এমন কি বস্তু আছে, যা তার বন্ধুকে এতো মুগ্ধ করেছে?

বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলো মাকারভ, 'কি আমাকে মুগ্ধ করেছে, বুঝলে না?' তারপর সে বইখানা খুলে লেখকের মুখবন্ধের প্রথম কয়েকটা কথা পড়ে গেলো ঃ 'আদর্শবাদকে যেদিন মানুষ পরাজিত করলো, সেদিনই সে পরাজিত করলো নারীকে।......সত্য নিহিত আছে এই ক'টি কথার মধ্যে। মানুষের

সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সত্যিকার পরিচয় হোলো নারীর প্রতি তার মনোভাব।'

ক্লিম যখন খাবার ঘরে এলো, তখন তার মা নুয়ে প'ড়ে একটা জানলা খোলার চেষ্টা করছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ। নিতান্ত গরীবী পোশাক পরা; পায়ে ময়লা লম্বা একজোড়া বুট, হাঁটু অবধি আঁটা। লোকটি ওপরের দিকে হাঁ ক'রে কাগজের মোড়ক থেকে শাদা খানিকটা গুঁড়ো মুখে ঢালছে।

মা ক্লিমকে বললো, 'ইনি তোমার জাকোব জেঠা।'

ক্লিম তার জেঠার কাছে এগিয়ে এসে নমস্কার করলো।

'এইটি বুঝি ছোটো? ক্লিম? কিন্তু দিমিত্রির খবর কি? ও! কলেজে পড়ছে? নিয়েছে কি? ন্যাচরাল হিস্টরি? না? জোর ক'রে বোলো—আমি কুইনাইনে একদম কালা হয়ে গেছি।'

খাবার ঘরের দিকে তাকিয়ে জাকোব জেঠা নিজের গলাটা রগড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ইভান দেখছি বড়লোক হয়েছে। কেমন ক'রে হোলো? ব্যবসা-বাণিজ্য করছে বুঝি?'

জাকোব জেঠা ঘরখানার দিকে একবার তাকালেন, নিন্দাসূচক দৃষ্টিতে।

'এ তো খাবার ঘর নয়,—যেন নাচের রেস্তরাঁ!'

মা যেন একটু ব্যস্ত বিব্রত হ'য়ে পড়েছে। তার উত্তরগুলি ছোট ছোট, কাটা কাটা, যেন কতকটা প্রতিবাদের সুরে। পরীক্ষকের মতো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন জাকোব জেঠা। ক্লিমকে বললেন, 'তোমাদের ইশ্‌কুলের ছেলেদের মধ্যে কি ধরণের সার্কল্‌ আছে?'

এসব ব্যাপারে ক্লিম বিশেষ সংবাদ রাখে না। সে যেন হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলছে, এমনি ইতস্তত ক'রে সশ্রদ্ধভাবে বললো, 'টলস্টয়পন্থী। তারপর আছে ইকনমিস্ট। আরো অনেক সার্কল্‌।'

'ওদের সম্বন্ধে আমি জানতে চাই। বলো তো যা জানো', হুকুম করলেন জাকোব জেঠা, 'এই টলস্টয়পন্থীরা কি একটা সম্প্রদায়? আমি শুনেছিলুম,

তারা নাকি গ্রামে গ্রামে গিয়ে সব উপনিবেশ করেছে?'

ক্লিম দেখে খুশী হোলো, তার জেঠাবাবু প্রশ্ন করেন বটে, কিন্তু উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেন না। ফের প্রশ্ন করলেন জাকোব, 'কিন্তু এখন তারা করছে কি? উপনিবেশ করেছে, ভালোই করেছে। কিন্তু তারপর?'

মা জানলার ধারে বসেছিল, ক্লিম আড়চোখে মার দিকে একবার তাকালো। জিজ্ঞাসা করতে চাইলো, এখনো খাবার দেওয়া হচ্চে না কেন। কিন্তু মা একদৃষ্টিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। ক্লিম গুলিয়ে ফেললো সব, জেঠাকে কি জবাব দেবে! অবশেষে বললো, তাদের বাড়ীতে একজন ভাড়াটে আছেন, লেখক, তিনি টলস্টয়পন্থীদের সম্বন্ধে সব খোঁজখবর দিতে পারবেন। তিনি রাত দিন কেবল পড়া-শুনা নিয়েই থাকেন......

'পড়া-শুনোয় আমাদের কোনো ক্ষতি নেই।......কিন্তু লেখকটির নাম? ......কাটিন! চিনি না তো!'

লেখক পুলিশের নজরে আছেন, জেনেই জেঠা খুশীই হ'লেন। মৃদু হেসে বললেন, 'তার মানে, লোকটি ভালো। আমাদের সময়ে যাঁরা ভালো লিখতেন, তাঁরা হলেন, অমুলেভস্কি, নেফেডভ, বোঝিন। তানিউকোভিচ, জাসোদিমস্কি। আর ছিলেন লেভিটভ; তবে তাঁর দোষ ছিল অনেক বকা। আর ছিলেন শ্লেপ্‌টজভ; তবে তিনি সব জগাখিচুড়ি ক'রে বসতেন। হ্যাঁ, আর উস্‌পেন্‌স্কি। উসপেনস্কি ছিলেন দুজন, একজন ছিলেন খুব ক্ষমতাশালী লেখক, অপরজন ছিলেন চলনসই।'

একমুহূর্ত নীরব থেকে জাকোব ক্লিমের মাকে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ, আমি ভুলেই গেছি। ইভান আমাকে লিখেছিল, তোমার সঙ্গে সে নাকি ছাড়কাট করেছে। তবে, এখন তুমি আছো কার কাছে? লোকটি বড়লোক? দেখেই মনে হয়। কি করেন, উকিল? ও! ইঞ্জিনিয়ার?......হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে, ইভান এখন জার্মানিতে আছে। কিন্তু জার্মানিতে কেন—সুইট্‌সারল্যাণ্ডে গেলেই পারতো? অসুখ সারাতে গেছে? কিন্তু ওর স্বাস্থ্য তো ভালোই ছিল?'

জাকোব জেঠা কালা লোকের মতোই চেঁচিয়ে কথা বলছেন। মার কথা-

গ্রুলোও ক্রমেই উঁচু থেকে উঁচুতে উঠছে। জাকোব জেঠা ক্লিমের মাকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার এখন বয়স কত হোলো? প'য়ত্রিশ? না—সাঁইত্রিশ? তবে এমন কি আর বেশি?'

জাকোব সামান্য নীরব হোলেন। তারপর ফের পকেট থেকে একটা পুরিয়া বার ক'রে মুখে ঢাললেন। বললেন, 'চলো, একবার লেখকটির সংগে দেখা করা যাক।'

উঠান দিয়ে যেতে যেতে জাকোব জেঠা মন্থর দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর যেন ভুলে গেছেন এমন একটা কথা স্মরণ করার চেষ্টায় বললেন, 'এ বাড়িটা—এটা কি ইভানের নিজের?'

'এটা ছিল দাদুর। ভারাব্কা কিনে নিয়েছে।'

'কে?'

ক্লিম কি উত্তর দেবে খুঁজে পেলো না! জেঠা ক্লিমের মুখের দিকে তাকিয়ে তার হ'য়ে নিজেই জবাব দিলেন, 'বুঝেছি, তোমার মা যে-লোকটির সংগে থাকে? আহা, তুমি অতো লজ্জা পাচ্ছ কেন? এ তো হামেশাই ঘটছে। জাঁকজমক, ঐশ্বর্য, বিলাস—মেয়েরা এসব ভারি পছন্দ করে।'

কাটিন আনন্দে শ্রদ্ধার সংগে অভ্যর্থনা করলেন জাকোবকেঃ 'আমি জানলা থেকে আপনাকে দেখেই আন্দাজ করেছি। এ আর কেউ না—তিনি-ই! সারাটভ থেকে আমাকে সারাখানভ লিখেছিলেন......'

জাকোব জেঠা মৃদু হেসে এই নিঃস্ব বিভববিলাসহীন ঘরখানার দিকে তাকালেন। ক্লিম লক্ষ্য করলো, ঘরের এই পরিবেশটি সমর্থন করলেন জেঠা। তাঁর বয়স যেন চকিতে কমে' গেল, ঝিলিক দিয়ে উঠলো কালিধরা ভাঙপড়া মুখখানা।

'বেশ, বেশ।' জেঠা ভগ্নপ্রায় একটি সোফায় ব'সে পড়লেন, 'তা, এখানে আপনাদের চলছে কেমন? একটু জোর ক'রে স্পষ্ট ক'রে বলুন; আমি ভালো শুনতে পাই না; কুইনাইন খেয়ে প্রায় কালা হ'য়ে গেলাম।'

লেখক ইতস্তত ক'রে অবশেষে এখানকার বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে

আলোচনা শুরু করলেন, আওড়ে গেলেন তাঁর বন্ধুদের দীর্ঘ নামের তালিকা।

এমন সময় চুপি চুপি ভীরু হাতে দরজা খুলে নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকলেন লেখকের স্ত্রী। লেখক লাফিয়ে প'ড়ে তাঁর স্ত্রীর হাত ধরলেন, বললেন ঃ 'ইনি আমার স্ত্রী, একাতারিনা—কাতিয়া।'

জাকোব সাম্‌ঘিন মেয়েটিকে অমায়িকভাবে নমস্কার জানালেন।

'পুরুতের মেয়ে—না?'

'হ্যাঁ।'

'মুখ দেখেই চেনা যায়। ভুল হবার উপায় নেই। ছেলেমেয়ে হ'য়েছে?'

'হ'য়েছিল। বাঁচে না।'

'হুঁ। এখানে ছেলেছোকরা-রা আজকাল কি ধরণের বই পড়াশুনো করে?'

কাটিনের কথাবার্তার সুর নিতান্ত নীরহ হ'য়ে এসেছে; উৎসাহও ক্রমে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে। ক্লিমের মনে হোলো, লেখক আনন্দের সংগে জেঠাকে অভ্যর্থনা করা সত্ত্বেও, লেখক যেন তাকে ভয় করে, মাস্টারকে যেমনি ক'রে ছাত্রেরা। এদিকে জাকোব জেঠার কর্কশ কণ্ঠস্বর ক্রমশই তেজালো হ'য়ে উঠছে। তাঁর শব্দগুলির মধ্যে গুরু গর্জনের আভাস পাওয়া যায়।

ক্লিমের চ'লে যেতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু জেঠাকে এভাবে ফেলে যাওয়া বিশ্রী দেখাবে ভেবে পারলো না। সে ঘরের এক কোণে চুল্লীটার পানে তাকিয়ে স্থির হ'য়ে ব'সে রইলো, লক্ষ্য করতে লাগলো লেখকের স্ত্রীকে। মেয়েটি টেবিলের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে চায়ের সরঞ্জামগুলি টেবিলের ওপর রাখছে আর মাঝে মাঝে আতংকগ্রস্ত চোখে চোরের মতন তাকাচ্ছে জাকোব জেঠার দিকে। জেঠা গর্জন ক'রে উঠলেন, 'এমনি থেমে থেমে কোনো বিপ্লব করা কখনো সম্ভব নয়।'

গর্জন শুনে সভয়ে লাফিয়ে উঠলেন লেখক-পত্নী।

এমন সময় ঝি ওদের জল খেতে ডাকতে এলো। নিষ্কৃতি পেয়ে খুশী

হ'য়ে উঠলো ক্লিম। কিন্তু জাকোব জেঠা ঝির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন, 'আমি দু'বেলা দুটি ভাত, রুটি আর চা ভিন্ন কিছু খাই না। তাছাড়া দু'টো বাজলো, এখন আবার জলখাওয়া কি?'

বাড়িতে খাবার ঘরে মুখ গম্ভীর ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভারাব্‌কা। মাঝে মাঝে ছোট একটা চিরুনি দিয়ে দাড়ি সাফ করছে। ক্লিমকে দেখেই ব'লে উঠলো, 'তোমার জেঠা কই?'

'জেঠা দু'বেলা দু'বার ছাড়া কিছু খান না।'

নীরবে ওরা খাবার টেবিলে এসে বসলো। ক্লিমের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'হ্যাঁরে, কেমন লাগলো তোর জেঠাকে?'

ক্লিম মার মনোভাবটার গন্ধ পেয়ে বললো, 'অদ্ভুত মানুষ।'

মা চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়লো, তারপর চোখ দুটোকে সংকীর্ণ ক'রে বললো, 'যেন প্রেতাত্মা।'

'অনশনব্রতী হিন্দু।' ক্লিম বললো।

মা বলতে লাগলো, 'ওর বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে না। আগে ভারী হাসিখুশী থাকতো, চমৎকার নাচতো, কতো যে ভাঁড়ামি জানতো! তারপর হঠাৎ বদলে গেল। আমার মনে হয়, ব্যর্থ প্রেমের কোন ইতিহাস আছে ওর জীবনে।'

ভারাব্‌কা দাড়ীটাকে একবার সাফ ক'রে নিয়ে সমস্ত গেলাশগুলোয় প্রচুর পরিমাণে মদ ঢালতে ঢালতে বললো, 'ওদের—ওদের সবার ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস আছে সত্যি। ওরা প্রেমে পড়েছিল ইতিহাসের সঙ্গে। ইতিহাস যেন এক অনন্তযৌবনা নারী; তরুণের দল আসে, তার প্রেমে পড়ে; ইতিহাসও তাদের নিয়ে করে ব্যভিচার। কিন্তু এই প্রেম ক্ষণস্থায়ী। এক দল তরুণ যায়, তাদের জায়গায় এসে প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়ায় আর এক দল। নিষ্ঠুর নিষ্করুণ ইতিহাস নতুন প্রেমিকদের বরণ ক'রে নেয়, পুরাতনদের বাতিল ক'রে।'

চুপ ক'রে রইলো ক্লিমের মা। ক্লিম কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মার এই স্তব্ধতাকে কাটিনের স্ত্রীর ভয়ের সংগে তুলনা না ক'রে পারলো না।

হঠাৎ ক্লিমের মা ব'লে উঠলো, 'ক্লিমের জেঠাকে আমি পাশের দিকের ঘরটা ছেড়ে দিতে চাই।'

'কিন্তু দ্রনভের কি করবে?' জিজ্ঞাসা করলো ভারাব্‌কা।

'তাও বটে। আমি এখনো ভেবে উঠতে পারছি না।'

'যা ভালো বোঝো তা-ই করো।'

কিন্তু পাশের ঘরে থাকতে নারাজ হোলেন জাকোব সামঘিন।ঃ

'সিঁড়ি বেয়ে ওঠা আমার সহ্য হয় না; পায়ে লাগে।'

জাকোব জেঠা অতঃপর কাটিনদের ওখানে যে ছোট্ট ঘরটিতে কাটিনের শালী থাকতো, তাতেই আস্তানা গাড়লেন, আর শালীকে সরিয়ে দেওয়া হোলো ভাঁড়ারে। তার কাছে না থেকে জাকোবের অন্যত্র থাকাটা আদৌ পছন্দ করলো না ক্লিমের মা। ভারাব্‌কাও বিরক্ত হোলো।

বাস্তবিক বড়ো অদ্ভুতভাবে চলতে লাগলেন জাকোব জেঠা। এ বাড়ীতে তিনি ভুলেও আর একবার উঁকি দিলেন না। তিনি উঠানের মাঝখান দিয়ে পায়চারি ক'রে যান, উঠান নয় যেন রাজপথ। মাঝে মাঝে মুখ তুলে রাস্তার লোকের মতোই জানলার দিকে কখনো কদাচিৎ তাকান।

ভারাব্‌কা ওঁর নাম দিয়েছে পুরাণো কুড়াল। জাকোব সামঘিনের এখানে থাকাটা যে সে মোটেই পছন্দ করে না, তা সে স্পষ্টই প্রকাশ করে। এমন দিন যায় না, যেদিন ভারাব্‌কা জাকোব জেঠা সম্বন্ধে কোনো না কোনো বিদ্রূপ পরিহাস না করে। বাড়ির ঝি ফেনিয়া পর্যন্ত এই ভাড়াটেদের সম্বন্ধে ভীত ও সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে। এমন একটা ভাব, ওরা যেন একদিন এ বাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দেবে।

মেয়েদের সম্বন্ধে একটা অত্যুগ্র কামনা ব্যস্ত ক'রে তুলছে ক্লিমকে। ক্লিমের মনে হয়, তার জীবনটা বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে পড়ছে। ওই এক মেয়ের চিন্তা ছাড়া তার জীবনে যেন আর কিছু নেই। কেবল মেয়ে—ঠিক মাকারভের মতো। ক্লিম ঈর্ষা করে দ্রনভকে। ইশ্‌কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে দ্রনভকে, তবু। দ্রনভ এখন ভারাব্‌কাদের আফিসে চাকরি করে, আর টমিলিনের সাহায্যে অবিশ্রান্ত প্রস্তুত হয় ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে।

পাঁচ

টমিলিনকে তার পরিচিত মানুষদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবতে সুরু করেছে ক্লিম। টমিলিন সমস্ত ব্যাপার বা বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করতে বাধ্য করেন নিজেকে। কোনো হঠকারিতা তিনি করেন না বা করতে পারেন না। নিজে যা ভাবেন বা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, তাও শোনার জন্যে তিনি কাউকে অনুরোধ করেন না, কেবল বলেন, কি তিনি ভাবেন, কি তাঁর মত। কে তাঁর কথা শুনলো, না শুনলো, সে সম্বন্ধেও তিনি নির্বিকার। তাঁর জীবনযাত্রার পদ্ধতিটিও এমন যে, তিনি কারো কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। কেউ তাঁর বাড়ী আসুক তিনি আপত্তিও জানান না, যেমন জানায় কাটিন। লোকে তাঁর কাছে আসতে পারে, না পারে, তাদের খুশী। টমিলিন সম্বন্ধে অনুরাগ কি বিরাগ কোনোটাই জন্মে না মানুষের মনে, যেমনটি জন্মে ওদের বাড়ীর বগলের ভাড়াটেদের সম্বন্ধে। পরিচিত সবার মধ্যে একটা জটিল মনোভাবের সৃষ্টি করে তারা, কারো মধ্যে অস্বস্তিকর কৌতূহল, কারো মধ্যে বা অস্পষ্ট বৈরী ভাব। এদের সম্বন্ধে মাকারভের মন্তব্য কতকটা ঠিক : 'এখানে সবাই আমাকে শেখাতে চায়, খেলার আগে যেমনটি শেখায় কুকুরকে।'

ক্লিম ভাবে, এদের এই শিক্ষা দেওয়ার ধারাটা তার ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর চড়াও মাত্র। তাই সে কখনো নীরব থেকে কখনো বা অধোসম্মতি জানিয়ে এদের সকল আক্রমণ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে।

ক্লিমের যৌন তাড়না যেন ক্রমেই অসহনীয় হ'য়ে উঠছে। দ্রনভের তৃপ্তির হাসি দেখে এই তাড়না যেন তার মধ্যে আরো তীব্র প্রবল হ'য়ে ওঠে। এমন কি ভারাবকার চোখেও তা ধরা পড়েছে। একবার বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ক্লিম শুনলো, ভারাবকা বলছে মাকে, 'ওর এই বয়সে আমি আমার নিজের কাকীর প্রেমে পড়েছিলাম। অবশ্যি ভয় পাবার কিছু নেই। ও ছোকরা রোমাণ্টিক-ও নয়, বোকাও নয়। সত্যি, ভারি দুঃখের কথা,

আমাদের বাড়ির ঝিটাও দেখতে একেবারে রদ্দি।'

ঝির সম্বন্ধে এই ধরণের উক্তিটা ক্লিমের অসহ্য লাগলো। শুধু তাই না, তার নারী সম্বন্ধে কুৎসিত কামনাটা অন্যের চোখে ধরা পড়েছে, এতেও লজ্জিত হোলো সে। যাই হোক ভারাবকা মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে, যাতে মনে হয়, ঝি সম্বন্ধে একরকম সম্মতিই জানাচ্ছে সে। দু দিন বাদে ক্লিমের মা আর ভারাবকা থিয়েটারে গেলো। লিডিয়া আর লিউবা গেছে আলেনা তেলেপ্‌নেভার সংগে দেখা করতে। মাথা ধরেছে, তাই ক্লিম তার ঘরে শুয়ে আছে। সমস্ত ঘরখানা চুপচাপ। অকস্মাৎ খাবার ঘর থেকে চাপা হাসির শব্দ পাওয়া গেলো। শপাং ক'রে যেন শব্দ হোলো কিসের, কে বুঝি কার গালে চড় কসালো। চেয়ার টানার শব্দ হোলো, তারপর ভেসে এলো দু'টি নারীকণ্ঠের গুন্‌-গুনিয়ে চাপা গলায় গান গাওয়ার সুর। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো ক্লিম। দরজাটা ঈষৎ খুললো। বাড়ির ঝি, আর মার্গেরিটা একটা টেবিলের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ওয়াল্‌শ্‌ নাচছে। টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা সামোভার।

'এক, দুই, তিন।' চাপাগলায় নাচের পাঠ দিচ্ছে রিটা, 'আঃ! অমন ক'রে হাঁটুতে হাঁটু জাঁড়য়ে ফেলো না। এক, দুই.........!'

ঝি মাথা নুইয়ে লক্ষ্য করছিল তার পা। রিটা চৌকাঠের ওপর ক্লিমকে দেখেই চট ক'রে ঝিকে ঠেলে সরিয়ে দিলো, তারপর নমস্কার করলো ক্লিমকে। মাথার এলো চুলগুলোকে দুই হাতে গুছিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'মাপ করবেন।'

'না, না—তোমরা—' ক্লিম পকেটে দুই হাত পুরে বিব্রত হ'য়ে পড়লো, 'যদি তোমরা চাও তো আমি একটু বাজাতেও পারি। আসবো?'

বাড়ীর ঝি লজ্জা পেয়ে সামোভারটা হাতে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। রিটা টেবিলের ওপর থেকে ডিশগুলো তুলে একটা ট্রে-তে রাখতে রাখতে বললো, 'না, না! ছি ছি! আপনি আসবেন কেন?'

ক্লিম পরে অনেক চেষ্টা ক'রেও ঠিক স্মরণ করতে পারে না, তখন যা সব ঘটেছিল, একটা আতংক ও আকস্মিক উত্তেজনার মধ্যে সে কি সব

ক'রে বসলো। রিটার হাত ধ'রে তাকে টেনে নিয়ে গেলো নিজের ঘরে, অনুনয়ের কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো, 'লক্ষ্মীটি! লক্ষ্মীটি!'

রিটা মৃদু চাপা হাসি হেসে নিজের উত্তপ্ত হাতখানাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে ক্লিমের অনুসরণ করলো, ফিসফিস ক'রে বললো, 'আঃ! কি যে করেন! না! না! ছি ছি!'

খানিকবাদে, বিদায় নেওয়ার সময় মার্গেরিটা ঝুঁকে প'ড়ে ক্লিমের মুখ-খানা হাতের মধ্যে নিয়ে তার ঠোঁটে তিনবার চুমু খেলো।

আত্মস্থ হ'য়ে একেবারে স্তব্ধ বিস্মিত হ'য়ে গেলো ক্লিম। কি সহজেই না সমস্ত ব্যাপারটা ঘটলো! বিছানায় শুয়ে ওর মনে হচ্ছিল, এদিক থেকে ওদিকে দোল খাচ্ছে ও এবং আনন্দে উৎফুল্ল এবং শক্তিমান হ'য়ে উঠেছে ওর সমস্ত দেহখানা। কিন্তু সেই সংগে একটা মধুর অবশ আবেশময় ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত দেহে। ওর মনে পড়ে রিটার কামনা ভরা চুপি চুপি কথাগুলি। যাবার বেলা রিটা যে ওকে তিনবার চুমু খেয়েছিলো, তাতেও যেন ছিল তার প্রশংসা আর কৃতজ্ঞতা।

'তবু আমি ওকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি।' ক্লিম ভাবে; মুহূর্তে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, 'ড্রনভ ওকে কি দেয়?'

ড্রনভের কথাটা মনে পড়তেই অনেকটা ঠান্ডা হ'য়ে এলো ক্লিম। সে যেন নিজেকে অন্য কারো দরবারে সাফাই করছে, এমনি ভাবে বললো, 'না, এমনটি আর আমি কখনো হ'তে দেবো না। নিশ্চয় না!' কিন্তু পর মুহূর্তেই ক্লিম অন্যরকম সিদ্ধান্ত ক'রে বসলো, 'আমি ওকে বলবো, ও যেন খবরদার আর ড্রনভের সংগে না যায়!'

ক্লিমের ইচ্ছা করলো, সে বিছানা ছেড়ে উঠে আলো জ্বালিয়ে একটা আয়নায় নিজেকে দেখে একবার। কিন্তু ড্রনভের কথা মনে পড়তেই সে যেন ঈষৎ ভীত হ'য়ে উঠলো। পারলো না। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভেঙে যখন উঠলো, তখন ক্লিম অনুভব করলো, সে সম্পূর্ণ আলাদা একটা মানুষ। যেন একটি রাতেই সে পূর্ণবয়স্ক হ'য়ে উঠেছে। নিজের অস্তিত্বের

অর্থটা উপলব্ধি করেছে সে, নিজের প্রতি তার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা গেছে বেড়ে। তার মধ্যে পুলকময় কি একটা যেন ঘুম ভেঙে নড়ে চ'ড়ে উঠছে। এক ফালি রোদ এসে উঁকি দিয়েছে জানালার পথে। ক্লিমের গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছা করলো। আজকের সূর্যের এই আলো যেন কালকার সূর্যের আলোর চেয়ে অনেক উজ্জ্বল, অনেক প্রখর। কিন্তু তবু ক্লিম তার মনের এই নবজাগ্রত ভাবটাকে সবার কাছে লুকিয়ে রাখতে চাইলো। পূর্বের মতোই সে গম্ভীর ও সংহত ক'রে রাখলো নিজেকে। মার্গেরিটার প্রতি তার সমগ্র অন্তর ভ'রে গেলো করুণায় ও কৃতজ্ঞতায়।

একটা অস্পষ্ট আনন্দ-চেতনার মধ্য দিয়ে কাটলো ক্লিমের পাঁচটি দিন। এমন কঠিন একটা ব্যাপার কতো সহজেই ঘটে গেলো, ভাবলে ওর ভারি খুশী লাগে। বাড়ির ঝি ফেনিয়া চুপিসারে ক্লিমের হাতে নীল রঙের মুচড়ানো একখানা খাম গুঁজে দিলো একদিন। খামের ভেতর মসৃণ একটা নীল কাগজে লেখা কতকগুলো কথা; কথাগুলো গর্বের সংগেই পড়লো ক্লিম:

'যদি আজো আমায় না ভুলে থাকো, তবে আগামী কাল এসো। মাঝ রাত্তিরে উপাসনার ঘণ্টা বাজার পরে।...ভেসেলাই-এর বাড়ীর একেবারে শেষে এক কোণে। মার ভাগানোভা ব'লেই খোঁজ কোরো। বুঝলে?'

ওখানে ক্লিমের সঙ্গে মার্গেরিটা এমন ভঙ্গীতে দেখা কোরলো, ক্লিম যেন এখানে এই প্রথম বার আসে নি, এলো দশম বার। ক্লিম টেবিলের ওপর এক ডিবা মিষ্টি, এক ঠোঙা ভাজাপোড়া আর এক বোতল পোর্ট রাখলো। মার্গেরিটা মৃদু হেসে ধূর্তের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলো, 'তোমার তো চা চাই?'

ক্লিম সোহাগ ক'রে রিটাকে জড়িয়ে ধরলো, 'না, আমি চাই তোমার ভালোবাসা।'

মিষ্টি হাসি হেসে বললো রিটা, 'কিন্তু কেমন ক'রে ভালোবাসতে হয়, জানি না যে?'

আশ্চর্য রকমের সহজ লাগে মার্গেরিটার চারিদিকের আবহাওয়াটা।

দেওয়ালের এক কোণে একটা খাটে ওর বিছানা, শাদা ধবধবে চাদরে মোড়া। শাদা পরদায় ঢাকানো জানলাগুলো। ছাদ ছাড়িয়ে ওপরের দিকে উঁচু মাথায় উঠেছে ফুটন্ত বেরী আর আপেল গাছের ফিকে বেগনী রঙের অজস্র শাখা। জানলার শার্সির বাইরে আছড়ে মরছে একটা বোলতা। ওদিকে ডেস্কের ওপর থরে থরে সাজানো ছোট বড়ো সব ডিবা আর জার। এক কোণে চকচক করছে একটা রুপোর মূর্তি। নীরব, শান্ত সারা ঘরখানি। তাই বোলতার ভনভনানিই ছাপিয়ে উঠছে এ-ঘরের সব কিছুকে। ক্লিমের মনে হোলো, যে-জায়গার সংগে সে পরিচিত, অভ্যস্ত, এই ঘরখানি সেখান থেকে হাজার মাইল দূরে।

মার্গেরিটা কথা বলছে টেনে টেনে, আবেশ-অলস সুরে, আজেবাজে সব কথা। ক্লিমকে সে কিছু প্রশ্ন করছে না। ক্লিম-ও ওকে বলার মতো খুঁজে পাচ্ছে না কিছু। নিজেকে ওর ভারি বোকা লাগছে। মার্গেরিটার মুখের পানে তাকিয়ে হেসে-ও যেন ও বিব্রত হ'য়ে পড়ে। মার্গেরিটা ওর পাশে নিবিড় হ'য়ে ব'সে ওর মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দু'চোখে কি গিলছে, যেন তার মনে পড়েছে কোনো অতীত কথা। মার্গেরিটার এই দৃষ্টিটা ক্লিমকে বিরক্ত ক'রে তোলে। ক্লিম ভয়ে ভয়ে রিটার ঘাড়ে আর স্তনে আস্তে আস্তে টোকা দেয়,—এর বেশি এগোতে সাহস পায় না। দু পেয়ালা পোর্ট শেষ করার পর মার্গেরিটা বলে, 'এবার শুতে যাবে তো?'

মার্গেরিটা উঠে দাঁড়িয়ে পোষাক খুলতে শুরু করে। ক্লিমকে উপদেশ দেয়, 'তুমি-ও একেবারে ল্যাংটো হ'য়ে পড়ো; বেশ হবে।'

ঘণ্টাখানেক বাদে বিছানার এক ধারে ব'সে রিটা ক্লিমের মোজার আঙুলের দিকটা খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর ক্লান্তির সংগে একটা হাই তুলে বললো, 'এটা সেরে নাওনি কেন?'

ক্লিমের-ও ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

এমনি পাঁচ ছ'বার মিলনের পর মার্গেরিটার ঘরখানা ক্লিমের নিজের ঘরের চেয়ে বেশি পরিচিত ও বেশি আপনার হ'য়ে উঠলো। ওর সংগে

থাকার সময় ভব্যতা বজায় রেখে চলতে হয় না। কোনো সংযম বা রুচির বালাই নেই ওখানে; মার্গেরিটা দাবীও করে না কিছু। অথচ যে-সম্পদ সে ক্লিমকে দেয়, ক্লিমের কাছে তা মহামূল্য বলেই মনে হয়।

পরিচিত মেয়েদের নতুন চোখে দেখতে সুরু করছে ক্লিম। ও লক্ষ্য করছে লিউবা সমভের কোমর চুপসানো। ওর স্কার্ট-টা লেপ্টে থাকে ওর দুই জানুর সঙ্গে; ফাঁপানো লাগে পেছনটা। চলে লাফিয়ে লাফিয়ে, কতকটা চড়ুই পাখীর মতো। বেঁটে বেয়াড়া গড়নের মাংসল একটি পদার্থ। তবু প্রায়ই ভালোবাসার বিষয়ে আলাপ করে, নানান প্রেমের কাহিনী বলে। এই সমস্ত কাহিনী প্রায় সর্বদাই বিরক্ত করে লিডিয়াকে, মাঝে মাঝে লিডিয়া হো হো ক'রে হাসেও। উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে লিউবা; নিজের পড়া হ'লে বইগুলো দেয় লিডিয়াকে। লিডিয়ার বিচারশক্তি লিউবার চেয়ে অনেক বেশী। তাই সে মাদাম বোভারি প'ড়ে চ'টে ওঠে ঃ 'এই বইখানিতে সত্য যা আছে সব জঘন্য, আর সুন্দর যা আছে, সবই মিথ্যে।'

আনা কারেনিনা সম্বন্ধেও লিডিয়ার অভিমত কঠিন, কর্কশ ঃ 'এই বই-এ মেয়েপুরুষেরা সবাই যেন এক একটি ঘোড়া—আনা, ভ্রন্স্কি স্বয়ং, এমন কি অন্যান্য পাত্রপাত্রীও সবাই।'

ঘৃণায় কুঁচকে ওঠে লিউবা, বলে, 'কি অজ্ঞ তুমি; শুধু অজ্ঞ নয়, ভয়ানক! অস্বাভাবিক!'

লিডিয়াকে ক্লিমও ভাবে কতকটা অস্বাভাবিক বলে। লিডিয়া যখন ক্লিম আর মাকারভের দিকে তীব্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়, ক্লিম যেন ভয় পেয়ে যায়। সে লক্ষ্য করে, মাকারভের সংগে লিডিয়ার সম্পর্কটা বন্ধু-ভাবাপন্ন হ'য়ে উঠেছে। মাকারভ লিডিয়াকে আর আগের মতো বিদ্রূপের সংগে যুদ্ধে আহ্বান করে না। তবে ক্লিমের চোখে সবচেয়ে বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েছে আলেনা তেলেপ্নেভার সংগে লিডিয়ার বন্ধুতা। আলেনার বয়স বাড়ার সংগে সংগে আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছে সে, আর যতোই সুন্দরী হয়ে উঠছে, ততোই যেন হ'য়ে উঠছে বোকাটে। এই ব্যাপারটা প্রথমে ক্লিমের

কাছে ধরা পড়েনি; একদিন ওর মা বললে, 'মেয়েটার যদি অতো রূপ না থাকতো, তবে মেয়েটা আরো ভালো হতো, বুদ্ধিও বাড়তো।'

কথাটার সত্যতা অবিলম্বে স্বীকার করলো ক্লিম। আলেনার এই রূপ তার ভীতির অফুরন্ত উৎস হ'য়ে উঠেছে তার কাছে। সে বুঝি ভাবে, কেউ সাময়িকভাবে তার কাছে গচ্ছিত রেখেছে এতো রূপের মহার্ঘ সম্পদ; সর্ত, এই রূপের সে এতোটুকুও ক্ষতি করবে না; যদি করে, যে গচ্ছিত রেখেছে সে অবিলম্বে ফিরিয়ে নেবে সবটুকু। তাই এতোটুকু সর্দি-কে পর্যন্ত আলেনার বিষম ভয়, সে অতি কষ্টে প্রশ্ন করে, 'নাকটা কি লাল হ'য়েছে? চোখ দুটো—এ্যাঁ?'

মুখে যদি এতোটুকু একটা ব্রণ দেখা দেয়, কিম্বা মশার কামড়ে এতোটুকু ফুলে ওঠে, তবে সে একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়ে। মোটা হ'য়ে পড়বে, এই তার ভয়; রোগা হ'য়ে যাবে, এই তার চিন্তা। বাজ পড়াকে ভারি ভয় করে আলেনা। বলে, 'বিদ্যুৎ হোক, ক্ষতি নেই। দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু বাজ—উঃ! ওই কড়কড়ানি আমার সয় না।'

চলন-ভংগীটিও ওর সযত্নসাধ্য। হালকা পায়ে তর তর ক'রে এগিয়ে চলে, মাথাটা থাকে সোজা—যেন একটা জলের কলসী অনবরতই ও মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছে।

কথাবার্তায় আলেনা বড়ো একঘেঁয়ে। পোশাক-পরিচ্ছদ, নাচ আর ওর ভক্তদের কথা ভিন্ন সে আর কিছু আলাপ করতে পারে না। আর এসব সম্বন্ধে যখন আলাপ করে, তখনও করে নিতান্ত নির্জীবভাবে। ইতিমধ্যে গোলন্দাজ বাহিনীর এক বিপত্নীক জেনারেল ওর পেছন নিয়েছে। জিলা এটর্নির সহকারী ইপ্পোলীটভও পড়ছে ওর প্রেমে। চটপটে, হাসিখুসী, বেঁটে একটা লোক; লাল মুখে কালো এক জোড়া গোঁফ; আলেনা কাতর-ভাবে জানায়, 'আমি বিয়ে করবো না। আমি হবো অভিনেত্রী।'

মাঝে মাঝে আলেনা প্রশ্ন করে, 'আমাকে রোগা দেখাচ্ছে, না?' ক্লিম বোঝে, কেন এই প্রশ্ন। আলেনা তার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। ক্লিমের মনে হয় এটা ওর পক্ষে স্বাভাবিক, সংগত। ক্লিম দরদী হ'য়ে

ওঠে। এই দরদটা ওর আরো ঘনীভূত হয় মার একটা মন্তব্য শুনে। মা বলেন আলেনার রূপ হোলো তার শাস্তি। এই রূপ অন্ধকার ক'রে তুলেছে আলেনার সমস্ত জীবন; তাই সে প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার আয়নার কাছে ছুটে আসে, আশেপাশের সবার মুখের দিকে তাকায়; ওগুলো যেন মুখ নয়, আয়না; সেখানে নিজের রূপ সম্বন্ধে আলেনা নিঃসংশয় হ'তে চায়। ক্লিমের মনে হয়, ওর সংগে এই মেয়েটার কোথায় কি একটা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে জেনে কোনো লাভ নেই, এই অনুভূতিটাকে তাই ক্লিম প্রশ্রয় দেয় না।

ক্লিম দেখে, আলেনা সম্বন্ধে গভীর মতান্তর ঘটে লিডিয়া আর মাকারভের মধ্যে। লিডিয়া আলেনাকে কতকটা স্নেহ করুণার চোখে দেখে; মাকারভ তাকে নিয়ে করে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ। লিডিয়ার সঙ্গে এ নিয়ে মাকারভের ঝগড়া হয়। লিউবা সমভ এসে ওদের মধ্যে সন্ধি ক'রে দেয়। তারপর ওদের প'ড়ে শোনায় তার পুরুষ বন্ধু ইনকভের লেখা দীর্ঘ চিঠি। ইনকভ এখন টেলিগ্রাফের চাকরি ছেড়ে গেছে কাস্পিয়ান সাগরে জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে।

বাড়িতে একঘেঁয়ে লাগে জীবনটা। মা আর ভারাব্‌কা প্রতি সন্ধ্যায় কি সব হিসেব করে, অঙ্ক কশে, আর চটে। ভারাব্‌কা টেবিলের ওপর সশব্দে চড় ক'শে ব'লে ওঠে, 'যতো সব হতভাগা! কেমন ক'রে চুরি করতে হয়, তাও জানে না!'

মার্গেরিটার ওখানেও লাগে একঘেঁয়ে। তবু সেখানের একঘেঁয়েমিটা ক্লিমের বুক চেপে ধরে না, বরং শান্ত করে, চিন্তার প্রবাহটাকে অলস-মন্থর ক'রে আনে। মার্গেরিটার সম্বন্ধে একটা কৌতূহল-ও ক্রমেই বেড়ে উঠেছে ক্লিমের। তার অনুভূতি ও চিন্তার সহজ ধারাটা ভারি অবাক করে।

রিটা যা জানে, তা সব কিছুই সে স্বেচ্ছায় ক্লিমকে শেখায়। ক্লিমের বেশ লাগে। সব চেয়ে ওর মনে ছাপ রাখে রিটার মায়ের মতো স্নেহ-যত্ন আর নির্লিপ্ত নিরাকাঙ্ক্ষা। ক্লিমের কেমন একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল,

যারাই এই পেশা অবলম্বন করে, তারাই হ'য়ে ওঠে লোভী। কিন্তু ক্লিম যখন কিছু মিষ্টি বা উপহার নিয়ে আসে, রিটা তা নেয়, কিন্তু ওকে বকে, 'তুমি কি বোকা বলো তো? আমার জন্যে কেন এসব নিয়ে আসো? আমার পেছনে তুমি যে পয়সা খরচ করো, তা দিয়ে তুমি আমার চেয়ে রূপসী, আমার চয়ে তরুণী অনেক মেয়েই অবহেলায় পেতে পারো।' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেমাক করে রিটা; নিজের বুকে আর কোমরের মসৃণ চামড়ায় হাত বুলিয়ে বলে, 'দেখেছ? যাই বলো, এমনটি কিন্তু সব বনেদি "মিসের" থাকে না!"

ওদিকের দেওয়ালে ডেস্কের ওপর দু'টো পেরেক ঝোলানো একটা ফটোগ্রাফ। মাঝামাঝি দুটুকরো ক'রে ভাঙা। ফটোটা এক যুবকের। মাথায় চিকন ক'রে চিরুণী-দেওয়া চুল; ঘন ভুরু; পুরু গোঁফ; চোখ-দুটো ছুঁচ দিয়ে ফোটানো।

'কে এ?' ক্লিম প্রশ্ন করে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মার্গেরিটা ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকে, ভ্রূদুটো কুঁচকোয়, যেন মনে করতে চেষ্টা করে। বলে, 'ও ছবি আঁকে।'

'কিন্তু চোখ দুটো অমন ক'রে ছেঁদা-করা কেন?'

'পরে ও অন্ধ হ'য়ে গেল যে!' রিটা জবাব দেয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নোত্তর করতে সে অনিচ্ছুক, বোঝা যায়। মার্গেরিটা প্রস্তাব করে, 'চলো, শোবে যে?'

ক্লিম স্থির করে, সে ওকে ড্রনভের কথা জিজ্ঞাসা করবে। জিজ্ঞাসা করলে রিটা সবিস্ময়ে ভ্রূ-তুলে বললো, 'সে আবার কে?'

'ভাণ কোরো না!' ক্লিম গলার সুরটা রূঢ় ক'রে তুলতে চাইলো। কিন্তু পারলো না, হেসে ফেললো।

রিটা বালিশ থেকে মাথাটা তুলে উঠে বসলো; তারপর সেমিজ প'রে সেমিজের এক কোণে মুখ লুকিয়ে বললো, 'ও, ভানিয়ার কথা বলছ? যে তোমাদের বাড়িতে থাকে? তার সংগে আমার কিছু সম্পর্ক আছে এ ধারণাটা তোমার হোলো কেন শুনি? হওয়াটা কিন্তু খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি।'

তারপর তার শাদা পা দুটোয় মোজা পরতে পরতে বললো, 'ওর জন্যে সত্যি ভারি দুঃখু হয়। সেদিন দেখনা, আমার সুমুখেই ওকে পুরুত ঠাকুর তাড়া ক'রে নিয়ে গেলো। পুরুতদের বাড়ি কাজ করতে গিয়েছিলাম। ভানিয়া সেখানে পুরুতের মেয়েকে পড়াতো। তারপর কি সব দুষ্টুমি ক'রে বসেছে—তাদের বাড়ির ঝিকে চিমটি কেটে দিয়েছিল, না কি যেন। আমাকে-ও ধরতে চেয়েছিল। আমি ধমক দিয়ে দিলাম, খবরদার, অমনটি কোরো না বলছি। নইলে পুরুত গিন্নীকে ব'লে দেবো। সেই থেকে আমার পেছু আর লাগেনি।'

তারপর অকস্মাৎ মার্গেরিটার সুর গেল বদলে, অনেকটা নির্বিকার গলাতেই কাহিনীটা শেষ করলো, 'তাই ওকে ইশ্‌কুল থেকে তাড়িয়ে দিলো। দুটো কাণ ম'লে ছেড়ে দিলেই হোতো।'

ক্লিম মার্গেরিটাকে বিশ্বাস করতে চায়; করে-ও। এমনি ক'রে ইভান ড্রনভের যে-ছায়াটা ওর মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে, তা সরে যায়। ওর মনে হয়, দেওয়াল ঘেঁষে এই ছোট্ট ধবধবে বিছানাটি এই মেয়েটির আত্মোৎসর্গের পূজা-বেদী। মার্গেরিটা এখানে একান্ত ভক্তিভরে দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে বলি দেয় আপনাকে। ড্রনভ সম্বন্ধে এই আলোচনার পর ক্লিমের মানসিক দুর্যোগটা শান্ত হ'য়ে আসে; ক্লিম তার সাধ্য মতো রিটাকে খুশী করতে চায়, যখনই পারে। কিন্তু ক্লিম লক্ষ্য ক'রে দেখে, মাত্র দুটি জিনিষে খুশী হয় রিটা,—মধুতে-ভেজানো চকোলেটে আর চুমুতে। চুমুতে ওর কখনো এতোটুকু আপত্তি নেই।

এমনিভাবে আরো কিছুদিন কাটলো। এখন রিটার 'শুতে যাবে যে' এই আমন্ত্রণটা মাঝে মাঝে বিরক্ত করে ক্লিমকে। মনে হয়, বুঝি বিদ্রূপ করছে মেয়েটা! ক্লিম প্রায় চটে ওঠে; জিজ্ঞাসা করে, রিটা কোনো বই পড়ে না কেন, কেন যায় না থিয়েটারে, বিছানায় শোয়া ছাড়া আর কোন কাজ বা কথা কি তার জানা নেই? কিন্তু রিটা যেন ক্লিমের বিরক্তির সুরটা ধরতে পারে না, চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে বলে, 'জীবনে শোয়া ছাড়া আর সত্যিকারের কি আছে বলো! একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে, আর কিছু নেই!'

ক্লিম মাঝে মাঝে শ্রান্ত, অতৃপ্ত হয়ে ওঠে; নিজেকে প্রশ্ন করে, 'এই কি প্রেম—ভালোবাসা? কিন্তু কেবল এই ভালোবাসার জন্যেই জন্ম হ'য়েছে লিডিয়া ভারাব্‌কার, এই ভালোবাসার ওপর-গ'ড়ে উঠেছে কতো কাব্য কাহিনী, এই ভালোবাসার জন্য জ্বলে মরছে মাকারভ, এ কথা ক্লিম কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু কেন পারে না, তাও বোঝে না।

তারপর এমন একটি সময় এলো, যখন মার্গেরিটার ওখানে এলেই ক্লিমের মনে হয় সে বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে, নির্জীব, নিস্তেজ হ'য়ে পড়েছে। তখন ক্লিম জোর ক'রে ছুটে আসে জ্ঞান-নির্ঝর টমিলিনের কাছে, কিম্বা ওদের বাড়ির বগলে লেখক কাটিনের আসরে। টমিলিনের জীবনে কি যেন ঘটেছে। টমিলিন তাঁর সাদাসিদে পোশাক ছেড়ে পরেছেন রংবেরংএর জামা। গলায় গলবন্ধ নেই, আছে রঙিন একগাছি দড়ি। গায়ে পাঁশুটে রঙের জ্যাকেট আর পুরাণ চওড়া লাল রঙের ট্রাউজার। পোশাকটা নিতান্ত বেমানান লাগে। এই পোশাকে টমিলিনের মাথায় আগুনের মতো লাল চুলগুলো আরো লাল হ'য়ে ওঠে।

টমিলিন আজকাল জোর গলায় কথা বলেন, কিন্তু কথায় সে দৃঢ়তা নেই। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে থেমে যান। মনে হয়, দেহে নতুন পোশাকের সংগে মনেও নতুন ভাব এসেছে। এই নবলব্ধ ভাবগুলির নির্লজ্জ রূঢ় নগ্নতা দেখে টমিলিন যেন ভয় পেয়ে যান। কখনো টমিলিন বলেন, একজন ইতালিয়ান বলেছেন, 'সমস্ত প্রতিভাই হোলো এক প্রকার পাগলামি। কথাটা সম্ভব। সাধারণ মানুষের চেয়ে যে-সব মানুষের ক্ষমতা বেশি, তারা যে স্বাভাবিক একথা স্বীকার করা কঠিন। ধরো, যারা অতিরিক্ত খায় কিম্বা যারা ব্যভিচারী, কিম্বা......যারা চিন্তাশীল! হ্যাঁ, এমন কি চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও। একথা স্বীকার করতেই হবে অত্যন্ত বড়ো পেট বা অত্যন্ত বড়ো যৌন প্রত্যংগের মতোই অত্যন্ত উন্নত মস্তিষ্কও ভয়াবহ। আমরা তাই দেখি, গার্গাণ্ডুয়া, ডন জুয়ান আর দার্শনিক ইম্‌মানুয়েল কাণ্টের মধ্যে একটা সহজ সাদৃশ্য আছে।'

কথাগুলো ক্লিমের বেশ লাগে। সে লক্ষ্য করে, এই আকস্মিক আবিষ্কারে টর্মিলিন নিজেও বিস্মিত হ'য়ে গেছেন।

মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে গেলেই টর্মিলিনের মধ্যে একটা হতাশার ভাব ফুটে ওঠে। অনেক সময় তিনি এমনভাবে নিজের ভাব প্রকাশ ক'রে বসেন যা নিতান্ত লজ্জাকর। কাটিনের বাসায় আলোচনাকালে একবার কাটিন বলেছিলেন, সৌন্দর্যই হোলো সত্য। প্রতিবাদ করেছিলেন টর্মিলিন। তাঁর সুর শুনে মনে হ'য়েছিল, সত্যের অনাবৃত অকৃত্রিম রূপ যেন তাঁর চোখের সুমুখে ফুটে উঠেছেঃ 'সৌন্দর্য একটা মিথ্যা। সৌন্দর্যের সবটুকুই হোলো মানুষের সৃষ্টি। মানুষ মিথ্যা কল্পনার বা সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সান্ত্বনা দেয় আপনাকে। এই ধরুন, দয়া, করুণা,......আরো এমনি অনেক জিনিষ।'

'কিন্তু প্রকৃতি? প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ, তা? ধরুন, হায়েকেল.........' কাটিন বিজয়গর্বে চেঁচিয়ে ওঠেন। প্রতিবাদে আসে শান্ত নির্লিপ্ত উত্তরঃ

'প্রকৃতি হোলো কতকগুলি ভয়াবহ দানবীয় বস্তুর বিশৃঙ্খল সমবায় মাত্র।'

'ধরুন, ফুল!' কাটিন পরাজয় স্বীকার করতে চান না।

'না, প্রকৃতিতে গোলাপ বা ভুঁইচাঁপার মতো এমন কোনো ফুল নেই যেমনটি সৃষ্টি করেছে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বা হল্যাণ্ডের লোকেরা।'

বিতর্কটা ক্রমেই ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। যাঁরা টর্মিলিনের উক্তি মেনে নিতে রাজি নন, তাঁদের গলার সুর যতো চড়তে থাকে, টর্মিলিনের সুর ততোই শান্ত হ'য়ে আসে। অবশেষে টর্মিলিন বলেন, 'পশু যেমন পশুর কাছে যায়, আমরাও যখন তেমনিভাবে মেয়েদের কাছে আসি, তখনি আমাদের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় সৌন্দর্যকে। এখানে সৌন্দর্যের জন্ম হ'য়েছে মানুষের গ্লানি থেকে, ছাগল ভেড়ার সমগোত্র হোতে মানুষের চিরন্তন অনিচ্ছা থেকে।'

আর দু'চারটি রূঢ় অমার্জিত মন্তব্য করেন টর্মিলিন। বিতর্ক পরিণত

হয় বিদ্রূপে। একটা সোফায় শায়িত ছিলেন অসুস্থ জাকোব জেঠা। তিনি বিস্ময়-বিমূঢ় হ'য়ে চুপি চুপি প্রশ্ন করেন, 'লোকটা কি পাগল?'

কার্টিন ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে জাকোব জেঠার কানে কাণে কি বলেন, টাক-পড়া মাথা নেড়ে জাকোব জেঠা বলেন, 'কিন্তু ভদ্রলোক আসরে এসেছেন নিতান্ত অসময়ে! নাইহিলিস্টদের বিচার পদ্ধতি আরো বুদ্ধিমানের মতো ছিল।'

স্পষ্টই বোঝা যায়, জাকোব জেঠা ইদানিং বেশ খুশী হ'য়ে উঠেছেন। তাঁর ঝলসানো মুখখানা ঝিলিক দিয়ে ওঠে, চোখের দৃষ্টিও ভালোর দিকে বদলেছে, মুখে মৃদু হাসি প্রায়ই লেগে আছে। ক্লিম জানে, জেঠা শীঘ্রই সারটোভা যাত্রা করছেন; সেখানে গিয়ে থাকবেন। ওদের বাড়ীর বগলের এই ঘরখানায় ক্লিমের নিজেকে বড়ো বেমানান লাগে। এখানে জনগণ সম্বন্ধে বা জনগণের প্রতি প্রীতি সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হয়, তার সংগে ক্লিম আবাল্য পরিচিত। কথাগুলো ক্লিমের কাছে বড়ো ফাঁকা লাগে, মনে হয় একঘেঁয়ে, অনাবশ্যক।

টমিলিনের প্রতি বিদ্বেষ-বিদ্রূপের ভাবটা ড্রনভের মধ্যে আজকাল বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। ব্যাপারটা ক্লিমের দুর্বোধ্য লাগে। মনে হয়, ড্রনভও যেন বদলে গেছে। গাঢ় নীল জ্যাকেট, কালো ট্রাউজার, আর চওড়া-ডগা জুতোয় ড্রনভকে দেখলে হাসি পায়। কিন্তু ওর মুখখানা গেছে ব'সে, চোখ দুটোর চাঞ্চল্য নেই, চোখের পাতা হ'য়ে উঠেছে আরো কালো; শাদা অংশটায় দেখা দিয়েছে ছোট ছোট লালচে শিরা—যেন নিদ্রাহীনতায় ভুগছে। ওর জিজ্ঞাসায় সে ব্যগ্রতা নেই, কম কথা বলে, শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। চোখাচোখি তাকায় না, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়, বুঝি ক্লান্ত। ওর মুখের কথাগুলো যেন ওর মনের কথা নয়!

রিটার সংগে প্রতিবার সাক্ষাতের পর ক্লিমের খুব ইচ্ছা করে, রিটার সম্বন্ধে ড্রনভকে প্রশ্ন করে এবং তার প্রতারণাটা ধ'রে ফেলে। কিন্তু তা করার অর্থ হবে রিটার সংগে ওর যে সম্পর্কটা আছে, তা প্রকাশ করা। আর ক্লিম জানে, ওর এই প্রথম প্রেমের ব্যাপারে গর্ব করার মতন এমন কিছুই

নেই, যাতে তা প্রকাশ করা চলে। এই সময় হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটল, যাতে অত্যন্ত অবাক হ'য়ে গেল ক্লিম। একদিন সন্ধ্যায় দ্রনভ ওর ঘরে এসে ঢুকলো; তারপর সশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে, বিমর্ষভাবে বলতে লাগলো, 'শোনো দেখি কথা! ভারাবকা আমাকে বদলি ক'রে পাঠাতে চায় রাইয়াজান। কিন্তু তা কেমন ক'রে হয়? রাইয়াজানে পরীক্ষার জন্যে তৈরী হ'তে কেই বা আমাকে সাহায্য করবে—আর তা-ও টমিলিনের মতো বিনি পয়সায়?'

দ্রনভ একটা কাচের পেপার ওয়েট তুলে নিয়ে রোদে ধরলো। বর্ণবিচিত্র আলো ছড়িয়ে পড়লো দেওয়ালে, ছাদে। দ্রনভ সেদিকে তাকিয়ে থেকে আবার বললো, 'তাছাড়া, মার্গেরিটা আছে। তাকে ছেড়ে যাওয়াটাও আমার পক্ষে লাভজনক নয়। শুনি, আমার জন্যেই সে নাকি বাড়ি বাড়ি কাপড় কেচে আর শেলাই ক'রে দিন কাটায়। তাছাড়া, ওর সংগে আমার একটা সম্পর্ক-ও আছে।'

দ্রনভ লজ্জায় মুখ কাঁচুমাচু করলো, তারপর কাচটা ঘুরিয়ে আলো ফেললো দেওয়ালে ঝোলানো ক্লিমের মায়ের মুখে। কাজটা ক্লিম অপমান-জনক ভাবলো। সে টেবিলের ওপর বসেছিল, মেঝেয় নেমে দাঁড়ালো, চোখ কুঁচকে শুকনো গলায় বললো, 'ডেঁপোমি রাখো!'

পেপার ওয়েটটা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে লুফোলুফি করতে লাগলো দ্রনভ। ক্লিম নিজেকে সাধ্য মতো নির্বিকার নিস্পৃহ ক'রে বললো, 'এখনো কি তুমি তার সংগে থাকো?'

'থাকবো না কেন শুনি?'

ক্লিম ফের টেবিলের একধারে এসে বসলো, লক্ষ্য করতে লাগলো দ্রনভকে। দ্রনভের শান্ত কন্ঠস্বরটা ক্লিমকে সন্দিগ্ধ ক'রে তুলেছে। ক্লিম অত্যন্ত অমায়িকভাবে, সারল্যের ভাণ ক'রে মার্গেরিটার সম্বন্ধে দ্রনভকে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করতে লাগলো। দ্রনভের স্বাভাবিক আত্মম্ভরি ভাবটা ফিরে এলো আবার। ক্লিম চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা করলো, 'বেরোও, বেরোও এখান থেকে!'

দ্রনভ বললো, 'মেয়েটা ভারি ভালো।'

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE * BANIPUR *

ক্লিম ওর দিকে পেছন ক'রে দাঁড়ালো। ভ্রূ কুঁচকে অপর একটা বিষয় উত্থাপন করলো ভ্রনভ, 'আর দু'চার দিনেই টর্মিলিনকে আমার অসহ্য হ'য়ে উঠবে। এমন কি এখনই ওর কানে দুটো ঘুঁসি বসিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে করে।'

দাঁত কড়মড় ক'রে ওঠে ক্লিমের। ক্লিম বললো, 'টর্মিলিন খুব বুদ্ধিমান লোক।'

'বুদ্ধিমান!' ভ্রনভের সন্দেহ কণ্ঠস্বরে প্রকট হ'য়ে পড়লো। তারপর সে দেওয়ালে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'আচ্ছা, চলি! তুমি একবার ভারাবকাকে ব'লে দেখো কিন্তু।'

ভ্রনভ চ'লে যাবার পর ঈষৎ শান্তি পেলো ক্লিম। কিন্তু তবু সে তার ক্ষুব্ধ অপমানিত মানসিক অবস্থাটাকে কোনো মতেই শান্ত করতে পারলো না। মুহূর্তের জন্যে খোলা জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো। একটা লতানো বেগোনিয়া গাছের পাতা নিয়ে কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেললো নখ দিয়ে। একটু বাদেই ভারাবকার ঘরে ঢোকার শব্দ পেয়ে ক্লিম ছুটে ভারাবকার কাছে এলো। ভারাবকা একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফদাড়ীতে চিরুণী দিচ্ছিল, ক্লিমের প্রশ্নের জবাবে রেগে উঠে বললো, 'না না, রাইয়াজানেই যেতে হবে ওকে। না পারে, যে-চুলোয় পারে যাক, এ নিয়ে তুমি আমাকে অনুরোধ কোরো না।'

'না—অনুরোধ করার ইচ্ছেও আমার নেই।' আত্মমর্যাদা বজায় রেখে ক্লিম জবাব দিলো।

ভারাবকা ওকে সংগে নিয়ে পড়ার ঘরের দিকে এগোলো, 'এই ছোকরাকে নিয়ে আমি আর পারছি না। কাজকর্ম জানে না, তারপর, অন্যমনস্ক, উদ্ধত। তাছাড়া, আমার এই ভাড়াটেরা, তাদের ওপর পুলিশের নজর। আর তাদেরই সংগে কি ওর যতো আলাপ-গল্প!'

তারপর একটা আরাম চেয়ারে ক্লিমকে বসিয়ে ভারাবকা বললো, 'কিন্তু আমি অবাক হ'য়ে ভাবি, এই সব ভ্রনভ-মাকারভ ধরণের ছেলের সংগে

তোমার এতো বন্ধুত্ব কেন? তুমি কি ওদের স্টাডি করছ?'

কথায় কথায় লিডিয়া আর মাকারভের কথা উঠলো। ভারাবকা একটু অমিষ হাসি হেসে বললো, 'রোমান্টিসিজ্ম্। বয়সের রোগ। ভয় নেই, সেরে যাবে।'

এবার ভারাবকা তার পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোট বের করলো। তাতে পেন্সিল দিয়ে দু'চারটে কি আঁক টানলো। তারপর ক্লিমের পিঠে ঈষৎ চাপড়ে প্রশ্ন করলো, 'তুমিও ভাড়াটেদের ওখানে যাও নাকি?'

জবাব পাবার আগে ফের বললো ভারাবকা, 'আমার মতে, ওখানে তোমার যাওয়া উচিত নয়।'

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো ক্লিমের মা, চাঁপা রঙের পোশাক পরা, গলায় দোলানো লম্বা এক ছড়া মুক্তোর মালা।

ভারাব্কাকে ধমক দিয়ে বললো, 'বারে! এখনো তুমি পোশাক পরোনি? যাবার সময় হোলো যে?

'হাঁ, হোলো।'

এই লোকটাকে তার মা পোষমানা জানোয়ারের মতো শাসন করে, দেখতে বেশ লাগে ক্লিমের। ভারাব্কার যাওয়ার পরে ক্লিমের মা তার যাওয়ার পথের পানে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর সুগন্ধি আঙুল দিয়ে ছেলের ভুরুতে হাত বুলিয়ে বললে, 'তোমরা কিসের গল্প করছিলে?'

'কাজটা খুব সম্ভব বোকার মতো ক'রে বসলাম।' ক্লিম মাকে লিডিয়া আর মাকারভের কথা বললো।

'ভালোই করেছ। ওর বাবাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া দরকার ছিল।'

এমন সময় দোরের সুমুখে এসে দাঁড়ালো ভারাব্কা, 'প্রস্তুত।'

ওরা চলে গেলে জানলা খুলে দিল ক্লিম। ঘরে এসে ঢুকলো সন্ধ্যার ভেজা খানিকটা বাতাস। দায়ের মতো চাঁদের ফালির ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে পায়রা রঙের হাল্কা ধূসর কয়েক টুকরো মেঘ। ক্লিম স্থির করলো, এখুনি সে

মার্গেরিটার কাছে যাবে। কিন্তু অকস্মাৎ তার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল; সে ভয় পেলো। ভয় করলো, নিজেকে সামলাতে না পেরে যদি সে রিটাকে ড্রনভের কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বসে, আর ড্রনভের কথাগুলোই যদি সত্যি ব'লে প্রমাণ হ'য়ে যায়? না, এ ধরণের সত্যের প্রতি ক্লিমের কোনো টান নেই!

ক্লিম জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখলো, বাড়ির বগলের দিক থেকে ছায়া মূর্তির মতো কয়েকটি মানুষ আসছে; তাদের সংগে লটবহর, পোঁটলাপুঁটলি, স্যুটকেশ। জ্যাকোব জেঠাকে নিজের হাতের ওপর ভর করিয়ে নিয়ে চলেছেন লেখক কাটিন। ক্লিমের ছুটে যেতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু গেলো না, তেমনি স্থির হ'য়ে জানালার ওপর দাঁড়িয়ে রইলো। ও জানে, জাকোব জেঠার চোখে ওর অস্তিত্বটা কিছু দিন হোলো নিঃশেষে বিলীন হ'য়ে গেছে। লেখক কাটিন জাকোব জেঠাকে ধরাধরি ক'রে একটা জেহু গাড়িতে তুলে দিলেন। জাকোব জেঠা হাঁকলেন ঃ 'আমার প্যাকেট?'

'এই যে, আমার কাছে।' চেঁচিয়ে জবাব দিলেন লেখক কাটিন।

তারপর রাস্তার অন্ধকারে গাড়ীটা গড়াতে গড়াতে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। লেখকের স্ত্রী, শালী আর অপর দুই ব্যক্তি রুমাল এবং টুপী নাড়তে লাগলো। ক্লিমের মনে হোলো, এমনি একটা বিদায়ের দৃশ্য যেন সে কোনো নভেলে পড়েছে।

ক্লিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দটাকে সম্পূর্ণ গিলে ফেললো সন্ধ্যার নৈঃশব্দ, সে দিকে কান পেতে ক্লিম কয়েক মুহূর্ত শুনলো, তারপর একবার জাকোব জেঠার কথা ভাবতে চাইলো। কিন্তু কেবলই তার মনে পড়তে লাগলো সেই এক প্রশ্ন, 'আর ড্রনভ যদি সত্যি কথা বলে, তবে?'

এই প্রশ্নটা যেমন ওকে মার্গেরিটার কাছে যেতে দিলো না, তেমনি ওকে অন্য কোনো কথাও দিলো না ভাবতে। ক্লিম ঘণ্টা খানেক চুপচাপ অন্ধকারে ব'সে রইলো। তারপর নিজের ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা দেখলো। এ মুখ যেন ওর সম্পূর্ণ অপরিচিত, কতকটা দুর্বোধ্য বিদ্রূপের মতো। ক্লিম এবার আলো নিবিয়ে পোশাক ছেড়ে মাথায় চাদর

ঢেকে শুয়ে পড়লো বিছানায়। কিন্তু শুয়েও থাকতে পারলো না। কয়েক মিনিট বাদেই ওর দৃঢ় ধারণা হোলো, মার্গেরিটার প্রতারণাটা ধ'রে ফেলা ওর একান্ত প্রয়োজন, এবং আজই, এই মুহূর্তে। আলো না জ্বালিয়েই ক্লিম উঠে দাঁড়ালো, পোশাক পরলো, তারপর সটান এসে পৌঁছলো মার্গেরিটার ওখানে। অভ্যস্ত চিরাচরিত গলায় অভ্যর্থনা করলো মার্গেরিটাঃ 'ওঃ! এসেছ?'

এই দুটি কথা ক্লিমের মনটাকে খানিকক্ষণ চেপে ধরলো। ও বোঝে না, এই দুটি কথার অর্থ কি, খুসি কিংবা উদ্বেগ। মার্গেরিটার একঘেঁয়ে সোহাগের ধারাটা ক্লিমের কাছে ক্রমেই বেশী লজ্জাজনক লাগে। অনেক সময় অসহ্য মনে হয়। মাঝে মাঝে ক্লিমের আত্মসম্মানের বনিয়াদও ন'ড়ে ওঠে। কিন্তু আজ এই পরিচিত কথাগুলি ওর কানে অত্যন্ত ফাঁকা শোনালো। সেই সবেমাত্র স্নান সেরে এসেছে মার্গেরিটা। একটা আয়নার সুমুখে টেবিলের ওপর উলংগ হ'য়ে ব'সে তার ভেজা কালো চুলে চিরুণী দিচ্ছে।

পরিহাসের ভংগীতে ক্লিম ওর কাঁধের ওপর একটা চাপড় মারলো। কাঁধটা কুঁচকে নিলো মার্গেরিটা। চটে গিয়ে বললোঃ 'লাগে যে! অমন করছ কেন?'

পর মুহূর্তেই তার সুরটা গেলো বদলে; নিতান্ত কাজের কথা বলার মতন সুরে বললো, 'হ্যাঁ, তোমার জন্যে একটা খবর আছে। আমি একটা ভালো চাকরি পেয়েছি। এক আশ্রমের ইশ্‌কুলে। ওখানে আমি মেয়েদের সেলাই শেখাবো। ওখানেই ওরা আমাকে একটা কামরা ছেড়ে দেবে থাকার জন্যে। অর্থাৎ বিদায়। ওখানে পুরুষদের যাওয়া নিষেধ কি না!'

জানুর ওপর একটা সেমিজ টেনে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে ঘাড় আর বুক মুছে মার্গেরিটা ক্লিমকে হুকুমের ভংগীতেই বললে, 'আমার পিঠটা মুছে দাও তো।'

মার্গেরিটার এই নগ্নতা দেখে ক্লিমের ক্রুদ্ধ ভাবটা মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তার হুকুমের ভাবটা ওকে বিরক্ত করলো। ক্লিম স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলো, নড়লো না। মার্গেরিটা প্রশ্ন করলো, 'কুঁড়েমি?'

অকস্মাৎ ক্লিমের সারা দেহটা বিদ্বেষে ঝলসে গেলো, সে ঘৃণার সংগে বলে উঠলো, 'তুমি আমাকে মিছে কথা বলেছিলে! তোমার ভালোবাসার পাত্র হোলো ড্রনভ!'

কথাটা ব'লে ফেলেই ক্লিম বুঝলো, যে ভাবে, বা যে কথা তার বলা উচিত ছিল, তা সে বলেনি। মার্গেরিটা তার নতুন জুতো জোড়া পায়ে লাগিয়ে ওর দিকে পেছন ফিরে একমুহূর্ত থেমে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো, 'তাহলে এমনি ক'রেই শেষ হোলো?'

ক্লিম জবাব দেওয়ার আগে রিটা ফের প্রশ্ন করলো, 'কে বোললে তোমায়? ফেনিয়া?' মার্গেরিটা আরো কি বলতে চায় শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো ক্লিম। কিন্তু মার্গেরিটা আর কিছুই বললো না, নীরবে জুতোর বোতাম আঁটতে লাগলো। রুক্ষ গলায় ঘোষণা করলো ক্লিম, 'ড্রনভ নিজেই আমাকে বলেছে।'

মার্গেরিটা এবার উঠে দাঁড়ালো, স্কার্টটা ঈষৎ তুলে নিজের পা দুটো দেখলো, তারপর ফের ব'সে প'ড়ে স্বস্তির সংগে বলতে লাগলো, 'এমনিভাবেই তাহলে চুকলো! ভালোই হোলো। আমি ব'সে ব'সে সারা সপ্তাহ ধ'রে কেবলই ভেবেছি, কেমন ক'রে তোমাকে বলবো যে এভাবে আমাদের থাকা চলবে না।'

ক্লিমের মনে হোলো মার্গেরিটা যেন ওকে বোকা বানাতে চায়। কি বলবে প্রথমে ক্লিম খুঁজে পেলো না, তারপর বললো, 'তবে আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলে কেন?'

মার্গেরিটা জানলার বাইরে তাকিয়ে সহজ সরল গলায় জবাব দিলো। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হোলো, সে বলছে এক, ভাবছে আর।

'তোমার মা তো আর তোমাকে সত্যিকথা শোনাবার জন্যে আমাকে টাকা দিচ্ছিলেন না? তুমি যাতে রাস্তায় কোনো মেয়ের সংগে ঘুরে বেড়িয়ে একটা রোগ জড়িয়ে না বসো, দিচ্ছিলেন তাই।'

ক্লিমর সর্বাংগে যেন আগুন ধ'রে গেল, চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'মিছে কথা! মা কখনো—'

রিটা তার খাটের তলা থেকে চটিজোড়া বের ক'রে নির্লিপ্ত গলায় বললো, 'জুতোটা বড়ো লাগছে।'

ক্লিম রাগের মাথায় অস্পষ্ট শুনলো মার্গেরিটা যেন কাকে গাল পাড়ছে, 'শয়তান!' তারপর মার্গেরিটা ওকে হিতোপদেশ শোনাবার ভংগীতে বলতে লাগলো, 'মার ওপর তুমি রাগ কোরো না বাপু। তোমার ভালোর জন্যে ভেবেই তিনি একাজ করেছেন। এই গোটা শহরে আমি মোটে তিনজন মাকে জানি, যারা ছেলেদের জন্যে এতো সাবধান হ'তে জানে।'

ক্লিমের মাথার মধ্যে বন্ বন্ শব্দ হ'চ্চে, সে তারই মধ্যে মার্গেরিটার অসংলগ্ন কথাগুলো আবছা শুনলো। পা কাঁপতে লাগলো। ক্লিম মনে মনে বুঝলো, 'অর্থাৎ আমার জন্যে মা ওকে ভাড়া করেছিল। মা ওকে টাকা দেয় —তাই ছিল মাগীর অতো নিষ্কাম নির্লোভ ভাব।'

ক্লিমের ইচ্ছা করলো, কোমর থেকে বেল্টটা খুলে সে সজোরে মার্গেরিটার মুখের ওপর ক'শে মারে, কিন্তু সে অমন কিছুই করলো না। মার্গেরিটার দিকে আর একটিবারো না তাকিয়ে একটি কথাও না ব'লে ঝড়ের বেগে ঘরের বাইরে চ'লে গেলো।

অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো ক্লিম, তারপর এসে বসলো পার্কের একটা চেয়ারে। বুঝলো না কি করবে। ইচ্ছা করলো, ড্রনভকে বেদম প্রহার দেয়, চেঁচিয়ে চীৎকার ক'রে বলে, মার্গেরিটা একটা বেশ্যা, তার মা তাকে ভাড়ায় খাটিয়েছে। ইচ্ছা করলো, এমন কিছু মাকে বলে, যার আঘাতে বিধ্বস্ত হ'য়ে যায় মা। কিন্তু মার্গেরিটার চিন্তা আচ্ছন্ন ক'রে রইলো ক্লিমের সমগ্র চিত্তকে। এই চিন্তার দুর্বার দুর্গম গতিস্রোতের ওপর অন্যান্য সমস্ত চিন্তাই হালকা পালকের মতো ভেসে গেলো। আজকেই ক্লিম সর্বপ্রথম মার্গেরিটার সম্বন্ধে ভাবলো সত্যিকারের গুরুত্বের সংগে। মার্গেরিটার দুর্বোধ্য দু'টি মূর্তি আজ কেবলই ওর মনের মধ্যে ভিড় ক'রে আসছে। মাঝে মাঝে ক্লিমের মনে পড়ছে রিটার অকৃত্রিম প্রগাঢ় প্রেমনিবিড় স্পর্শ, তার সহৃদয় স্নেহ-সজল কথা, যা ওর কাছে আজ দুর্বোধ্য লাগে। ক্লিমের

জানতে ইচ্ছা করলো, ড্রনভকে রিটা কেমন ক'রে আদর-সোহাগ করে, ভালো-বাসার কি কথা বলে। ক্লিমের মনে পড়লো, ওর দৈহিক তৃপ্তির জন্যে এই মেয়েটি নির্বিবাদে কতো ক্লেশই না সয়েছে, কতো সতর্ক নৈপুণ্যের সংগে বলেছে চতুর মিথ্যা। কিন্তু কেমন ক'রে এ তার পক্ষে সম্ভব হোলো, ক্লিম অবাক হ'য়ে ভাবে। মার্গেরিটা ওই শহরের তিনজন মায়ের সুবুদ্ধির প্রশংসা করেছিল; তবে কি আর দু'টি মায়ের ছেলেরও দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ওরই হাতে?—কথাটা ভাবতেও ভারি বিশ্রী লাগে। ক্লিম ভাবে, 'ও কি বেশ্যা, না, মূর্তিমতী করুণা?'

এই চিন্তাগুলিও ক্লিমের মনে বেশীক্ষণ ঠাঁই পায় না। অবশেষে ক্লিম স্থির করে, মার্গেরিটা ভালোবাসে তার চতুর্থটিকে। এই চতুর্থ হোলো ইভান ড্রনভ।

ক্লিমের মা আর ভারাবকা শহর থেকে নেমে গেছে তাদের পল্লীভবনে। আলেনাও থাকে গ্রামে; লিডিয়া আর লিউবা তারা আছে ক্রিমিয়ায়। শহরের বাড়ী সারানো হচ্ছে, তারই দেখাশোনা করতে আর রেঝিগার কাছে লাতিন পড়তে শহরেই রয়ে গেছে ক্লিম। আশুপ্রাপ্ত মানসিক আঘাতটা আত্মসাৎ ক'রে সে ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। মার্গেরিটার কথা সে প্রায়ই ভাবে, কিন্তু এই চিন্তার মধ্যে বিষাক্ত বিদ্বেষের ভাবটা ক্রমেই তার ক'মে আসছে—, আর ক্রমেই সেগুলি হ'য়ে উঠছে বিভ্রান্ত, জটিল। অকস্মাৎ সে মার্গেরিটাকে দেখতে শুরু করেছে এক নতুন আলোয়। আজকাল মার্গেরিটাকে তার আর হাঁদা-বোকা মনে হয় না। ক্লিমের মনে পড়ে, মার্গেরিটার অধিকাংশ কথা-বার্তাতেই থাকতো নারী-বিদ্বেষের সুর।

সে একবার বিছানা ছেড়ে উঠে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বলেছিল, 'রক্ষে যে, ভালোবাসা সম্বন্ধে তোমার বেশী উত্তাপ আগ্রহ নেই। থাকলে মেয়েরা সে তাপকে তাতিয়ে ক'রে তুলতো আগুন, তারপর পুড়ে ছাই ক'রে দিতো! আমাদের কাছে এসে কতো পুরুষই না ধ্বংস হ'য়ে গেছে।'

আরেক দিন সে বলেছিলঃ

'মেয়েদের ভালোবাসার কথা খবরদার বিশ্বাস কোরো না। মনে রেখো, মেয়েরা তাদের আত্মা দিয়ে ভালোবাসে না, বাসে দেহ দিয়ে। মেয়েরা বড়ো ধূর্ত—না, বদমাস। তাদের নিজেদের মধ্যেও আদৌ সদ্ভাব নেই। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখতে পাবে, ওরা কেমন ক'রে ঈর্ষা-বিদ্বেষের চোখে পরস্পরের দিকে তাকায়! তার একমাত্র কারণ,—ওদের আত্মসাতের লালসা। ওরা বাড়ীর পাশে আর একজন মেয়ে বেঁচে আছে, একথা ভাবলেও পাগল হ'য়ে যায়!'

এই উপদেশগুলো মনে পড়তেই ক্লিম মার্গেরিটার মনের পরিসর আর গভীরতা দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ক্লিম নিজেকে প্রশ্ন করলো, 'আমি কি ওর সাফাই করছি?' সংগে সংগে ওর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো ড্রনভের থ্যাবড়া মুখখানা, মনে পড়লো, তার নোংরা কথা-বার্তা, মার্গেরিটার সম্পর্কে নির্লজ্জ সব কাহিনী। রিটার সম্পর্কে ঘৃণায় বিদ্বেষে পূর্ণ হ'য়ে গেলো ক্লিমের সমগ্র মন। কিন্তু এই ঘৃণা বিদ্বেষ সত্ত্বেও মার্গেরিটার কাছে ছুটে যাওয়ার কুৎসিত প্রবৃত্তিটাকে ক্লিম সহজে দমন করতে পারে না। ফলে, মার্গেরিটার প্রতি সে আরও ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। অবশেষে এই ক্রোধটাকে ঘরামিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ ক'রে খানিকটা হালকা করে নিজেকে।

সামঘিনদের বাড়ির একরকম মুখোমুখি দোতলা একটা বাড়ি, ওটাকে ভেঙে ভূমিসাৎ করছে মজুররা। ক্লিম ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। তার মনে পড়লো, জনগণ সম্পর্কে ভারাবকার ক্রুদ্ধ ব্যংগোক্তিঃ মাতাল, ধূর্ত, অলস ওরা! ক্লিমের মনে হোলো, মার্গেরিটার সংগে ওর সম্পর্ক ঘটার পর থেকে এই জনগণ যেন ওর চোখে আরো হীন, ছোট হ'য়ে গেছে। এই জনগণের প্রতি প্রীতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত আবেগময় বক্তৃতা ও শুনেছে, সেগুলো আজ ওর মনে পড়তেই ক্লিম বিদ্রূপের সংগে না হেসে পারলো না। পরিহাসের সংগে মনে মনে আওড়ালো, 'জনগণ!'

এই জনগণ সম্বন্ধে দু'চারটা আলাপ করতে ক্লিম একদিন টমিলিনের ওখানে এসে পেঁছলো, আশা, টমিলিনের কাছে তার গণ-বিদ্বেষটা সমর্থন

পারে। কিন্তু তামাটে রঙের মাথা নেড়ে টর্মিলিন বললেন, 'কলকারখানার মালিক, শ্রম-শিল্পী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, কিম্বা সোসালিস্ট ছাড়া জনসাধারণ সম্বন্ধে সত্যিকার কৌতূহল আর কারো নেই। তাই আমি-ও ও ব্যাপারে বড়ো মাথা ঘামাই না।'

টর্মিলিনকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর টাকা পয়সা প্রচুর হচ্ছে। পোশাক পরিচ্ছদে ছিমছাম ভাব; দেওয়ালের তাকগুলো সবই প্রায় ভ'রে উঠেছে নতুন নতুন বই-এ ঃ জার্মান, ফ্রেঞ্চ আর ইংরেজী। নতুন বই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ক'রে বলেন টর্মিলিন ঃ 'পড়ার মতন কিছুই নেই রুশ ভাষায়। রুশ ভাষায় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে সুন্দর ভাবে, কিন্তু চিন্তা হয়েছে ব্যর্থ, পরনির্ভরশীল, মৌলিকতাহীন। রুশীয় চিন্তার আবেগ প্রবল,—বুদ্ধি দুর্বল, অপ্রখর। চিন্তা তখনই উর্বর হ'য়ে ওঠে, যখন তার পেছনে থাকে সন্দেহ, অবিশ্বাস। কিন্তু রুশ মনীষীদের কাছে এই অবিশ্বাস অপরিচিত, অবান্তর। ঠিক যেমন হিন্দু-মনীষী কি চীনা-মনীষীদের কাছে। আমাদের এখানে সবাই চাই বিশ্বাসকে জয় করতে, আঁকড়ে ধরতে। চাই বিশ্বাস—হোক তা ক্রাইস্টে, কি কেমিষ্ট্রিতে,—কিম্বা জনগণে। আর এই বিশ্বাসই এনে দেয় শান্তি। চিন্তার অশান্তি অস্থিরতার জন্যে নিজেকে নির্বাসিত করেছে, এমন লোক রুশদেশে জন্মেনি।'

টর্মিলিনের ব্যাপক উক্তিগুলো ভালো লাগে না ক্লিমের; তবু সে নীরবে মনোযোগের সংগে শোনে। টর্মিলিন বলেন, 'পৃথিবীতে এমন মানুষ নেই, যে সত্যকে সত্যের খাতিরেই উপলব্ধি করতে চায়, উপভোগ করতে চায়। মানুষ চায় সত্যকে পেতে শান্তির উপায় হিসাবে।'

প্রায়ই মাকারভ তার অভ্যাসমতো অসময়ে এসে হানা দেয়। সারা গায়ে ধুলো; ক্যানভাসের জ্যাকেট একটা চওড়া বেল্ট দিয়ে কোমরে ক'শে বাঁধা; জুতোহীন মোজা-পরা পা। চুল বেড়ে লম্বা লম্বা গোছায় ঝুলে পড়েছে পেছনে। ওকে দেখে মনে হয় বুঝি কোনো মঠে শিক্ষানবিশী করছে। রোদে পোড়া মুখ, ট্যান করা চমড়ার মতো লাগে। কানে আর নাকে মরা

চামড়া উঠছে মাছের আঁসের মতো। বেদনা ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে দুচোখে; মাঝে মাঝে সেখানে অদ্ভুত অপরিচিত আলোক যেন ঝিলিক দিয়ে যায়। এই আলোর ঝিলিক দেখে অস্পষ্ট আতংক অনুভব করে ক্লিম।

মাকারভ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামে, মঠ থেকে মঠে। সে ক্লিমকে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনাতে লাগলো—এমন একটা ভাব, সে যেন কোনো অজ্ঞাত অদ্ভুত দেশ দেখে ফিরে এসেছে। যাই বকুক, ক্লিম জানে মাকারভ কেবলই কিসের কথা ভাবছে,—মেয়ে আর ভালোবাসা।

'উদ্দেশ্য?' ক্লিম প্রশ্ন করে, 'জনসাধারণকে স্টাডি করা?'

'না, আমি স্টাডি করছি নিজেকে। করছি আত্মোপলব্ধি—প্রাচীন ঋষিদের নির্দেশ অনুসারে।'

ক্লিম ওর কথা বিশ্বাস করলো না। ভাবলো রিটার সংগে ওর নিজের যেমনটি ঘটেছিল, তেমনি সম্পর্ক যদি কোনো মেয়ের সংগে মাকারভের ঘটে, তবে মাকারভের এই সব পাগলামি সেরে যাবে। ক্লিমের অকস্মাৎ মনে হোলো, মাকারভ যদি লিডিয়ার পেছনে ঘোরা ছেড়ে ড্রনভের কাছ থেকে রিটাকে ছিনিয়ে নেয়, সে-ও বেশ হয়। লিডিয়ার কথা মাকারভ একটি বার-ও জিজ্ঞাসা করেনি, কিন্তু ক্লিম লক্ষ্য করেছে, মাকারভ মাঝে মাঝে মাথা তুলে কড়ি-বরগার দিকে তাকিয়ে কান পেতে কি শুনছে। মাকারভ ভাবছে, লিডিয়া এসেছে। কথাটা ভেবে কৌতুক বোধ করলো ক্লিম। চিন্তাজড়িত গলায় বলতে লাগলো মাকারভ, 'মাঝেমাঝে আমার মনে হয়, মানুষের বোধশক্তি কথাটা নিতান্ত বোকামিরই পরিচয়। কয়েক বার আমি রাত্রিতে খোলা মাঠে শুয়ে কাটিয়েছি। চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকো, ঘুম আর আসে না। চোখ মেলে তাকাও, আকাশে অসংখ্য তারা; বইয়ের কথা মনে পড়ে; তারপর অকস্মাৎ তোমার মনে হবে ঃ এই সৃষ্টিলোকের এই বিপুল অনন্ত বৈভব, এই যে নিঃসীম বিশ্ব—এ কেবল মাত্র বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। এ যেন সৃষ্টিকে সহজ সরল সুবোধ্য ক'রে তোলার কার অক্ষমতার পরিচয় মাত্র!'

'কথাগুলো টমিলিনের মতো শোনাচ্ছে।' ক্লিম স্মরণ করিয়ে দেয়।

'শোনাক।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে মাকারভ ঃ 'যার মতোই শোনাক, আসে যায় না। আসল কথা হোলো, মানুষ বুদ্ধিমান; কিন্তু এই বুদ্ধির রূপটা সে দেখতে পায় না। ওখানেই সে অন্ধ।'

দার্শনিকের ভূমিকায় ভারি বেমানান হাস্যকর লাগে মাকারভকে।

তারপর হঠাৎ মাকারভ ক্লিমের কাছে তিন রুবল ধার নিয়ে বিদায় নেয়। ক্লিম ওর চলার পথে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। ইচ্ছা করে, ঘুষি পাকিয়ে মাকারভকে সে একবার ধমক দেয়।

ক্লিম পল্লীভবনের দিকে রওনা হোলো। বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলো, একটা আরাম চেয়ারে ব'সে আছে মা। পাশে লিডিয়া। লিডিয়ার পরণে শাদা পোশাক, গলায় রাস্‌প্‌বেরি রঙের স্কার্ফ। লিডিয়াকে দেখে ক্লিম নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজ্ঞাতে চমকে উঠলো, নিজেকে সামলে সোজা হ'য়ে বসলো। দুলালী চালেই চলছিল গাড়ীর ঘোড়া, তবু ক্লিম গাড়োয়ানকে বললো, 'আস্তে।'

লিডিয়া যখন ওর একখানা হাত হাতে নিয়ে ওর মুখের ওপর দিয়ে চকিতে একবার চোখা দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো, তখন বেশ ঘাবড়ে গেলো ক্লিম। গেলো দু'মাসে লক্ষণীয়ভাবে বদলেছে লিডিয়া। তার লালচে মুখখানা হ'য়েছে আরো লাল, পঞ্চমে চড়া কর্কশ কণ্ঠ হ'য়ে উঠছে পূর্ণ কাংস্য-বিনিন্দিত, সমৃদ্ধ। লিডিয়া ক্লিমের মাকে বলছে, 'আমি যে কথাটি মনে ভেবেছিলাম, সমুদ্র দেখে তার কিছুই পেলাম না। সীমাহীন ক্লান্তিহীন জলের প্রসার ছাড়া আর কিছু না। আর পাহাড়, সে-ও আকাশ দিয়ে ঘেরা পাথরের একঘেঁয়েমি মাত্র। রাত্তিরে ভাবতুম পাহাড়গুলো যেন হামা দিয়ে কেবলই বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। বাড়িগুলোকে ঠেলে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেবে সমুদ্রে। আর সমুদ্রও যেন গিলে খাওয়ার জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে আছে।'

'কিন্তু রাত্রিটা ভাববার জন্যে নয়, ঘুমুবার জন্যে।' ভেরা পেত্রোভ্‌না ওকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'কিন্তু ঘুম কি আসে ছাই?' লিডিয়া বলে, 'ঢেউ যখন বালির চরে আছড়ে পড়ে, তখন পাথরের নুড়িগুলো সব খট খট শব্দ করতে থাকে, যেন দাঁতের কড়মড়। আর ঢেউগুলো যেন লাখো লাখো লকলকে জিভ, কেবলই হাঁ করে গিলে খাচ্ছে।'

'তুমি এখনো আগের মতোই...নার্ভাস আছো দেখছি।' ভেরা পেত্রোভ্না বললে। বলার মধ্যে মার ইতস্তত ভাবটা লক্ষ্য ক'রে ক্লিমের সন্দেহ হোলো, মা যেন আর কিছু বলতে যাচ্ছিল। ক্লিম দেখলো, পূর্ণাবয়ব হ'য়ে উঠেছে লিডিয়া। তার চোখের চাহনি স্থির, নিষ্পলক। তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন সমগ্র দেহমন সজাগ ক'রে কিসের প্রতীক্ষা করছে। তার কথাবার্তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক দ্রুততা, যেন সে তার বক্তব্যটা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলতে চায়। লিডিয়া ফের বলে, 'বুঝি না, লোকে ক্রিমিয়াকে কেন অতো সুন্দর বলে।'

লিডিয়ার বিকৃতরুচি ক্লিমের মাকে বিরক্ত করলো। ক্লিম দেখলো, লাল হ'য়ে গিয়ে ঠোঁট কামড়ালো মা। ক্লিম বললো, 'অধিকাংশ মানুষই হোলো সৌন্দর্যের সন্ধানী। সৌন্দর্যের স্রষ্টা ক্বচিৎ দু' একজন। এমনো হ'তে পারে, প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য ব'লে কিছু নেই, যেমন সত্য ব'লে কিছু নেই জীবনে। সত্য আর সৌন্দর্য, এ দু'টিই মানুষের আপনার সৃষ্টি......'

লিডিয়া শেষ পর্যন্ত ক্লিমের কথা না শুনেই ব'লে উঠলো, 'তুমি কিন্তু বড়ো হ'য়ে উঠেছ অনেক, মানে, পুরুষের মতো।'

ভেরা পেত্রোভ্না উঠে ঘরের ভেতর চ'লে গেলো, যাওয়ার সময় হেঁকে বললো, 'তুমি সৌন্দর্য সম্বন্ধে যা বলেছ, তার মধ্যে তোমার যথেষ্ট স্বকীয়তা আছে, ক্লিম।'

এবার লিডিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি ব'সে ক্লিমের মুখে কোনো ভাষা জোগালো না। ক্লিম বিস্মিত হোলো। লিডিয়া দালানের এদিকে থেকে ওদিকে ঘুরছে। তারপর বনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাবা কি শিকারে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'একা?'

'না, সঙ্গে গেছে—একজন চাষী। গেলো বছর যে-সাতজন চাষীকে গভর্নর বেতানোর হুকুম দিয়েছিলো, তাদেরই একজন।'

'তাই নাকি? এখানে চাষীরা নাকি কোথায় দাঙ্গা-হাঙ্গামাও করেছিল। তারপর তাদের ওপর গুলী চালানো হোলো। যাকগে, আমি এখন চলি: ভারি ক্লান্ত লাগছে।' ব'লেই পা বাড়িয়ে লিডিয়া দালান থেকে বাগানে নেমে গেলো। নামার সময় ক্লিমের দিকে তাকিয়ে বললো, 'একটা কাজ পেয়েছে লিউবা। একটি মেয়ের যক্ষ্মা হ'য়েছে, তারই সঙ্গী হ'য়ে থাকতে হবে।'

তারপর বাগানে লতাকুঞ্জের আড়ালে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। ক্লিমের প্রতি তার ঔদাসীন্যটা বিরক্ত ক'রে তুললো ক্লিমকে। যে চেয়ারটায় তার মা বসেছিল, ক্লিম সেটাতেই এসে বসলো। পাশে ছিল হলদে রঙের একটা বই, মোপাসাঁর লেখা উপন্যাস, 'মৃত্যুর মতো মহীয়ান।' বইটাকে সশব্দে জানুর ওপর রেখে ক্লিম ভাবতে লাগলো, এলোমেলো বিশৃঙ্খল কতো ভাবনা। ক্লিম ভাবলো, রিটার সঙ্গে তার যে ঘটনা ঘটেছে, এমন কোনো ঘটনার জন্যে নিশ্চয় লিডিয়ার সৃষ্টি হয়নি। আলিঙ্গনের আবর্তে লিডিয়ার দেহখানা শিথিল হ'য়ে পড়েছে, এমন কোন কল্পনা করতেও ভারি অসম্ভব লাগে ক্লিমের। ক্লিমের মনে পড়ে লিডিয়ার প্রতি তার মায়ের বিরক্তির কথা। এই ব্যাপারটা থেকে গেলো সপ্তাহের শেষের দিকে ভারাব্‌কা আর মার মধ্যে যে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেছিল, তা ক্লিমের মনে আসে। মা আর ভারাব্‌কা বসেছিল দালানে, ক্লিম ছিল তার নিজের ঘরে। ক্লিমের কানে গেলো, মা একরকম খুশির সঙ্গেই বলছে, 'ও হরি! তোমার মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে যে?'

'তা করেছে। কিন্তু তোমার কপালের দু'দিকে দু'গোছা চুল যে শাদা হ'য়ে গেছে, তা তো আমি কোনো দিন বলিনি? আমার চোখের সৌজন্য আছে।' ভারাব্‌কা জবাব দিলো।

'তুমি রাগ করলে?' অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলো ক্লিমের মা।

'না, রাগ কেন? তবে এমন অনেক জিনিষ আছে, যা মেয়েরা মনে পড়িয়ে দিলে খুব আরাম লাগে না।'

ক্লিমের মনে পড়ে, তার মা সম্বন্ধে মার্গোরিটার কথা। ক্লিম হাতের বইটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লতাকুঞ্জের দিকে একবার তাকালো। লিডিয়ার ঋজু কৃশ দেহ বার্চ গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। ক্লিম ভাবে, ভাবতে ভারি মজা লাগে, 'মাকারভের সংগে লিডিয়ার প্রথম মিলনটা কেমন হবে? আর আমি যে নরনারীর গোপন সম্পর্কের গভীর রহস্য ভেদ করেছি, তাও কি লিডিয়া জানে? দ্রনভ বলতো, কোনো পুরুষ যখন তার কৌমার্য ক্ষুণ্ন করে, তখন মেয়েরা তা বুঝতে পারে। মা একদিন মাকারভ সম্বন্ধে বলেছিল: চোখ দেখেই বোঝা যায়, ছেলেটার চরিত্র খারাপ।'

ক্লিম মার চেয়ারে ব'সে দোল খেতে লাগলো। ক্রমেই সে বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠছে। ক্লিম ভাবলো, লিডিয়াকে প্রথমে দেখে সে অতো বিব্রত হ'য়ে উঠেছিল কেন। অকস্মাৎ বুঝলো, লিডিয়া হয়তো বাড়ীর ঝি ফেনিয়ার কাছ থেকে মার্গোরিটার ব্যাপারটা কোনো রকমে জানতে পেরেছে, এই ছিল তার ভয়। পরমুহূর্তেই চকিতে ক্লিমের মনে পড়লো, মার্গোরিটাকে মা যদি আগে থেকে ঘুষ দিয়ে না রাখতো তবে হয়তো মার্গোরিটা তাকে প্রত্যাখ্যান করতো। ক্লিম ঘুষি পাকিয়ে ওঠে।

সবার অলক্ষ্যে উদ্যানভ্রমণ সেরে লিডিয়া কখন ফিরে এলো কেউ জানলো না। খাবার টেবিলে যখন তার খোঁজ পড়লো, তখন জানা গেল, সে আগেই শুয়ে পড়েছে। পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাটি দিন অশান্ত অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ালো লিডিয়া। নিতান্ত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সংগে ভেরা পেত্রোভ্‌নার কথার জবাব দিলো। যেন যে-কোনো অছিলায় লিডিয়া ক্লিমের মার সংগে একটা বিবাদ বাধাতে চায়।

মোপাসাঁর বইখানা দেখিয়ে ভেরা পেত্রোভ্‌না প্রশ্ন করলো, 'পড়েছ?'

'হ্যাঁ, কী নীরস বই!' লিডিয়া সংক্ষেপে জবাব দিলো।

'বলো কি! আমার তো কই নীরস লাগলো না?'

'পড়ার অভ্যাসটাই ভারি অদ্ভুত লাগে আমার।' লিডিয়া বললো, 'এ যেন অন্যের জীবনের বিনিময়ে খানিকটা বেঁচে নেওয়া।'

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

'ভগবান জানেন, তুমি কী বলতে চাও।' ঈষৎ আহত হ'য়ে বললো ভেরা। লিডিয়া থামলো না। বিদ্রূপের সুরে ব'লে চললো, 'আর কী সব শুকসারীর আলাপ। মৃত্যুর মতো মহীয়ান!...ভালোবাসা যে মৃত্যুর মতো মহীয়ান, একথা সত্যি নয়।'

এবার ভেরা পেত্রোভ্‌না হো হো ক'রে হেসে উঠলো, 'ওঃ, এই কথা? একি তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছো?'

'কেন, দেখতেই পাচ্ছি। মানুষ পাঁচবার প্রেমে পড়ে, কিন্তু তবু মরে না, বেঁচেই থাকে।'

অস্বস্তির সঙ্গে চুপ ক'রে রইলো ক্লিম। প্রতি মুহূর্তে আশা করতে লাগলো এই বুঝি ওদের মধ্যে একটা কলহ বেধে ওঠে। লিডিয়াকে আজ কেবলই ওর ভয় করছে।

. . . . . .

ছয়

'পল্লীভবন' থেকে ফিরে আসবার পর অগাস্ট মাসের এক বাদল-সন্ধ্যায় ক্লিমের ঘরে মাকারভের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো ক্লিমের। মাকারভ মাথা নীচু ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে আছে। দুই হাতের দুই কনুই দুই জানুর ওপর এবং হাতের আঙুলগুলো এলোমেলো চুলের ভেতর। ভাঙা, তোপড়ানো, রঙচটা টুপীটা পায়ের কাছে প'ড়ে আছে। ক্লিম নীরবে ঘরে এসে ঢুকলো। মাকারভ নিশ্চল হ'য়ে রইলো। ক্লিম ভাবলো, মাতাল হয়েছে মাকারভ। তারপর ভর্ৎসনার সুরে বললো, 'আচ্ছা লোক তো!'

মাকারভ তার বিভ্রান্ত চুলগুলোর মধ্যে থেকে আঙুল না সরিয়েই নিতান্ত ক্লান্তির সঙ্গে মাথা তুলে ক্লিমের দিকে তাকালো। মনে হোলো, ওর মুখের অনেকটাই যেন খ'য়ে খ'সে গেছে। গালদুটো উঠেছে ফুলে; চোখের শাদা অংশদুটো হ'য়ে উঠেছে লাল ডগডগে। দৃষ্টিতে সজাগ প্রখরতা।

এবার মাকারভ টুপীটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের হাঁটুর ওপর রাখলো, কনুই দিয়ে টুপীটা জোরে চাপলো। তারপর ফের তার মাথাটা ঝুঁকে পড়লো। ক্লিম মাকারভকে প্রশ্ন করলো, সে য়ুনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছে কিনা। জবাব এলো, 'হ্যাঁ।'

'ডাক্তারি?'

'থাক এখন ওসব কথা।'

মাকারভ কয়েক মুহূর্ত নীরবে ব'সে রইলো; তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অলস মৃদুমন্দ পায়ে এগিয়ে গেলো দোরের দিকে।

'কোথায় চললে? লিডিয়ার কাছে?' ক্লিম দোতলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো। মাকারভ জবাব দিলো : 'না, চলি এখন।'

মাকারভের এই মন্থর অস্থির ভংগীটা লক্ষ্য করলো ক্লিম। একটা চিন্তা অকস্মাৎ তাকে পেয়ে বসলো। কোনো কিছু কুৎসিত রোগ হ'য়েছে নাকি মাকারভের? ক্লিম অনুভব করলো আতংক, করুণামিশ্রিত বীভৎস একটা

আনন্দ।

এমন সময় সবেগে ঘরে এসে ঢুকলো বাড়ীর ঝি ফেনিয়া, ক্লিমকে উদ্দেশ্য ক'রে বললো, 'দিদিমণি বলছে, আপনি ওনাকে একটু নজর রাখবেন। উনি যেন কোথাও চলে না যান।

শুনেই সিঁড়ি বেয়ে ক্লিম উপরে চললো; মাঝপথেই দেখা লিডিয়ার সঙ্গে, সে ছুটে নিচে নামছে। চাপা অথচ উঁচু গলায় প্রশ্ন করলো লিডিয়া, 'কি করলে? তুমি ওকে যেতে দিলে কেন?'

দেওয়ালে টাঙানো বাতির আলোয় ক্লিম দেখলো লিডিয়ার চিবুকটা থরথর ক'রে কাঁপছে। শিথিল হাতে গায়ের শালটা সে কোনো রকমে গায়ের দিকে ঘন ক'রে টেনে নিলো। তারপর যেন হঠাৎ ট'লে পড়লো সামনের দিকে, বুঝি বা প'ড়ে যাবে। কিন্তু পড়লো না, পা ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলো, 'যাও! যাও! ছুটে গিয়ে তুমি ওকে ধ'রে নিয়ে এসো! এক্ষুনি!'

যেন স্বপ্নে ভয় পেয়ে ছুটতে লাগলো ক্লিম। গেট দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসে একটু থেমে দাঁড়িয়ে কান পেতে কি শুনলো। চারিদিক অন্ধকার, নিঝুম নিস্তব্ধ। কারো পায়ের সাড়া পাওয়া গেল না। এক মুহূর্ত ভেবে তারপর ক্লিম মাকারভের বাসার দিকে ছুটলো। বেশি দূর এগোতে হোলো না, ক্লিম দেখলো, গির্জার উঠোনে মেহগনি গাছের তলায় অস্বচ্ছ আলোয় দাঁড়িয়ে আছে মাকারভ। উঠোনের বেড়ায় এক হাত রেখে অপর হাতটা তুলে ধরেছে কপালের কাছে। দেখতে না পেলেও ক্লিম বুঝলো, মাকারভের হাতে রিভলভার, মাকারভ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। ক্লিম চীৎকার ক'রে উঠলো, 'করো কি? করো কি! খবরদার!'

ক্লিম তখনো মাকারভের কাছ থেকে দু পা দূরে ছিল। মাকারভ মাতালের মতোন গলায় বললো, 'বিদায় ভাই! বিদায়!'

ঠিক এই সময়ে ক্লিম কোনো রকমে এসে মাকারভের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলো, কিন্তু তবু গর্জে উঠলো রিভলভারটা; ভয় পেয়ে ক্লিম টলতে টলতে পেছিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে লুটিয়ে পড়লো মাকারভের একখানা হাত; মাকারভ গোঁঙাতে লাগলো। পরে যতোবার ক্লিমের এই দৃশ্যটা মনে

পড়েছে, ততো বারই সে স্মরণ করেছে, মাকারভ কেমন ক'রে টলছিল; যেন ভেবে স্থির করছে, কোন দিক চেপে পড়বে সে। অদ্ভুত ধরণের গোল হ'য়ে উঠেছিল তার ভয়-বিহ্বল দুটো চোখ।

ক্লিম হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধ'রে ওকে ঠেকালো। নিয়ে চললো বাড়ীর দিকে। মাকারভের চলার ভংগীটা বড়ো এলোমেলো; যেন ছুটছে, অথচ ছুটতে পারছে না। বাড়ীর গেট পর্যন্ত পেঁছতে ভয়ানক সময় লাগছে, মনে হোলো ক্লিমের। গেট পার হ'য়ে আসতেই দাঁতে দাঁত চেপে মাকারভ ফিসফিস ক'রে বলতে লাগলো, 'ছাড়ো! ছাড়ো! আমাকে ছেড়ে দাও!'

তিনটি নারী মূর্তি দেখা গেলো দালানে। ওদের দেখেই মাকারভ ফের অস্পষ্ট জড়িত গলায় ব'লে উঠলো, 'আমি জানি, এ আমি ছেলেমানুষি করেছি!'

তানিয়া কুলিকোভা নিজের মাথাটা ভর্ৎসনার ভংগীতে নেড়ে বললো, 'তোমার লজ্জা করা উচিত।'

'চুপ করো, বকতে হবে না!' ধমক দিয়ে উঠলো লিডিয়া। তারপর হুকুম করলো, 'ডাক্তার! একজন ডাক্তার!'

ঘরের মধ্যে এসে আলোয় ক্লিম দেখলো, বাঁ দিকে বগলের কাছের জামাটা রক্তে ভিজে কালো হ'য়ে গেছে। মাকারভকে একটা চেয়ারে বসানো হ'য়েছিল; চেয়ারের গা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা কালো রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মেঝেয়। লিডিয়া মাকারভের সামনে দাঁড়িয়ে মাকারভের মাথাটা নিজের বুকের আশ্রয়ে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লিমের বিছানাটা ঝাড়তে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে তানিয়া।

'পোশাকটা খুলে দাও।' হুকুম করলো লিডিয়া। যেন অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্লিম এগিয়ে এলো। পরক্ষণেই ফের হুকুম হোলো, 'না, থামো, বিছানায় শুইয়ে দিই আগে।'

ক্লিম কোনো রকমে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলো বসবার ঘরে, সেখানে ধপ্ ক'রে বসে পড়লো একটা চেয়ারে।

খানিক বাদে যখন সে আবার ঘরে ফিরে এলো, তখন মাকারভকে বিছানায় শোয়ানো হ'য়েছে। একজন বুড়ো ডাক্তার আস্তিন গুটিয়ে ওর বুকের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে পরীক্ষা করছে, আর বিড়বিড় ক'রে বকছে, 'তোমরা সব ছেলে-ছোকরার দল! কোনো না কোনো দুষ্টুমি তোমাদের লেগেই আছে।'

মাকারভের কপালের দুই দিকে বিন্দু বিন্দু জেগে উঠেছে ঘাম। কপালটা যেন বেরিয়ে আসছে। নাকটা হ'য়ে উঠছে ধারালো, মড়ার নাকের মতো। শক্ত ক'রে চোখ বুজে ঠোঁট কামড়ে প'ড়ে আছে মাকারভ। বিছানার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে ফেনিয়া আর কুলিকোভা। ফেনিয়ার হাতে তামার একটা পাত্র, কুলিকোভার হাতে ব্যাণ্ডেজ্ আর লিণ্ট।

'কিন্তু পুশকিন আর লার্মন্‌টভদের গুলী করার ধারাটা ছিল অন্য রকম,' ডাক্তার টিপ্পনী কাটলেন।

ক্লিম ওখান থেকে বেরিয়ে এলো খাবার ঘরে। এখানে, টেবিলে চুপচাপ ব'সে আছে লিডিয়া বুকের ওপর দুইহাত রেখে, বাতির আলোর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলো লিডিয়া, 'কেমন দেখলে?'

'জানি না।'

'ডাক্তারটাকে ভারি তিরিক্ষে মনে হোলো।'

ক্লিম জবাব দিলো না। একটা গেলাশে খানিকটা জল ঢেলে খেয়ে ফেললো ঢকঢক ক'রে, তারপর বললো, 'দেখলে তো? তোমার জন্যে এরই মধ্যে লোকে আত্মহত্যা করতে সুরু করেছে।'

'চুপ করো।'

এবার কান পেতে নীরব রইলো ওরা, খানিকবাদে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ডাক্তার এসে ঢুকলেন, বললেন, 'যাক্! বিশেষ ভয়ের কিছু নেই। যথা সম্ভব সব ব্যবস্থা করা গেছে। রিভলভারটা খুব ভালো ছিল না, বলতেই হবে। গুলীটা লেগেছে পাঁজরার ওপর; তারপর বাঁ দিকের ফুসফুসটা ভেদ ক'রে পিঠের চামড়ার কাছে পৌঁছে থেমেছে। ওটা আমি কেটে বের ক'রে তোমাদের বীর পুরুষকে উপহার দিয়ে এসেছি।'

কথাগুলো বলবার সময় ডাক্তার লিডিয়াকে বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলেন, আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তাঁর এ হাসি কিন্তু লিডিয়া লক্ষ্য করেনি। সে তখন চায়ের চামচ দিয়ে বাতির ছাই ভাঙছিল। ডাক্তার আরো কয়েকটা টুকরো উপদেশ দিলেন, তারপর লিডিয়াকে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেলেন। এ ব্যাপারগুলোও লক্ষ্য করলো না লিডিয়া। ডাক্তার চ'লে যাবার পর ঘরের একটা কোণের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বললো, 'তানিয়া আর আমি রাত্রিতে জাগবো। তুমি শুতে যাও, ক্লিম।'

ছুটি পেয়ে খুশীই হোলো ক্লিম। কি করবে বা কি বলবে কিছুই তার মাথায় জোগালো না। শুধু মনে হ'তে লাগলো, তার মুখের বেদনার করুণ অভিব্যক্তিটা যেন ক্রমেই ক্লান্ত দুর্বল একটা বিদ্রূপে পরিণত হ'য়ে পড়ছে। সে ওদের সুমুখেই বুঝি একটা ভেংচি কেটে বসবে!

ক্লিমের ঘরে চারদিন শয্যাশায়ী রইলো মাকারভ। পাঁচ দিনের দিন তাকে তার বাসায় পেঁাছে দেওয়ার জন্যে সে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো। এই কয়েক দিনের ঘটনার বিশ্রী কতকগুলো ছাপ ক্লিমের বুকের ওপর যেন চেপে বসেছে। প্রথম দিন সকালেই মাকারভকে দেখার জন্যে রোগীর ঘরে এলো ক্লিম। দেখলো, ওখানে লিডিয়াও আছে। মাকারভের ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে কোটরগত দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছে সে। সে যতোই দেখছে, তার রাঙা চোখ দুটো যেন অদ্ভুত একটা জ্যোতিতে চকচক ক'রে উঠছে ততোই। নীল ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় ক'রে কি বলছে মাকারভ। লিডিয়া ফিসফিস ক'রে বললো, 'প্রলাপ বকছে। তুমি এখন যাও।'

ক্লিম কিন্তু গেলো না। মিনিট খানেক চৌকাঠের ওপর থেমে দাঁড়ালো। ওর কানে এলো মাকারভের ধরা গলায় ছাড়া ছাড়া কয়েকটা কথা ঃ 'আমার কি দোষ!...আমি যে সইতে পারি না! পারি না!'

লিডিয়া ফের হুকুম করলো ক্লিমকে, 'যাও না।'

সন্ধ্যার দিকে অনেকটা সুস্থ বোধ করেছে মাকারভ। আজ তৃতীয় দিনে সে ক্লিমের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলো। তারপর বিব্রত হ'য়ে ক্লিমের

মুখের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। দেখে মনে হোলো, এমন কিছু ব্যাপার তার মনে পড়েছে যা সে আদৌ বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছে না। লিডিয়ার আচার ব্যবহারেও কৃত্রিমতা হ'য়ে উঠছে সুস্পষ্ট, আর এই কৃত্রিমতা সম্বন্ধে সে নিজে সম্পূর্ণ সচেতন। আজেবাজে বকছে, খাপছাড়া ভাবে হো হো ক'রে হাসছে। তার এই অস্বাভাবিক হালকা খেয়ালখুশির ভাব দেখে অবাক হ'য়ে গেছে সবাই। আবার মাঝে মাঝে সে হঠাৎ বিরক্ত হ'য়ে ওঠে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে ক্লিমকে। মাকারভ নীরব থাকে; বিদেশী কিম্বা আগন্তুকের মতো লাজুক চোখে কাড়িবরগার দিকে তাকায়।

ভেরা পেত্রোভ্না আর ভারাব্কা পল্লীভবন থেকে ফিরে ক্লিমের মুখে ঘটনার বিশদ বিবরণ শুনলো। তারপর চাপা গলায় তর্কবিতর্ক শুরু হ'য়ে গেলো তাদের দু'জনের মধ্যে। ক্লিমের মা বললো, 'তোমার লিডিয়া অত্যন্ত বখাটে হ'য়ে গেছে।'

'ওটা তোমার ভুল ধারণা। এতোটুকুও বখাটে নয়।'

'কিন্তু, বখামি অনেক রকমের আছে।'

'তা জানি, তবু.........'

'মাকারভ ছোকরা ভালো চরিত্রের নয়। ক্লিম-ও তা জানে।'

'এটা তোমার লিডিয়ার ওপর অবিচার মাত্র।'

ক্লিম একটি কথা-ও না ব'লে নীরবে শুনে গেলো। মা ক্রমেই রুষ্ট হ'য়ে উঠছে। অবশেষে ভারাব্কাও ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলো, বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে বেরিয়ে গেলো। ক্লিমের মা ক্লিমকে বললো, 'লিডিয়া মেয়েটা ভারি ধূর্ত। লোহার মতো একটা ধাতু দিয়ে তৈরী ওর মন। এই সব নির্লিপ্ত মেয়েরাই পরে বেপরোয়া দুঃসাহসী হ'য়ে ওঠে। ওর সম্বন্ধে তুমি সতর্ক থাকবে, ক্লিম!'

মাথার ওপরে হাতীর মতো পা ঠুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভারাব্কা। তার চাপা চীৎকার শোনা যায়, 'আমি তোমায় নিষেধ করছি! ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না!'

পরক্ষণেই সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এলো লিডিয়া। জানালা দিয়ে ক্লিম

দেখলো, তীরবেগে সে বাগানে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। আরো কয়েক মুহূর্ত মার কয়েকটি মন্তব্য ধৈর্য-সহকারে শুনে ক্লিমও বাগানে এসে পৌঁছলো। অপমানিতা লিডিয়া কান্নায় ভেঙে লুটিয়ে পড়েছে এবং তাকে স্নেহ সান্ত্বনা দেওয়ার একটা সুযোগ মিলবে, এই স্থির আশা নিয়ে ক্লিম এসেছিল, কিন্তু এসে দেখলো, একটা লতাকুঞ্জের পাশে একটা বেঞ্চিতে পায়ের ওপর পা দিয়ে চুপচাপ ব'সে আছে লিডিয়া।

ক্লিম আসতেই লিডিয়া তাকে সপ্রশ্ন অভ্যর্থনা জানালো, 'আচ্ছা, তুমি কি প্রেমে পড়লে গুলী ক'রে আত্মহত্যা করার কথা ভাবতে-ও পারো?'

লিডিয়া কথাগুলো এমন নির্বিকার শান্ত কণ্ঠে বললো যে, ক্লিম তার মায়ের মন্তব্যগুলো স্মরণ না ক'রে পারলো না। তারপর একবার ঘাড় কুঁচকে বললো, 'অবস্থা বিশেষে।'

'না, তুমি কোনো অবস্থাতেই তা করতে না!' বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই লিডিয়া ব'লে উঠলো। তারপর একবার বাঁকা চোখে ক্লিমের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বললো, 'তুমি হয়তো একদিন চরিত্রহীন হ'য়ে উঠবে। কিম্বা আমার মনে হয়, ইতিমধ্যে হ'য়েও উঠছে। কি বলো?'

ক্লিম হতভম্ব হ'য়ে গেলো, প্রথমে জবাব দেওয়ার মতো সে সময় পেলো না। মুহূর্তে লিডিয়ার সারা মুখখানা থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো, বিকৃত হ'য়ে গেলো। সে নিজের মাথাটাকে দুই হাতে চেপে পেছনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একরকম আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'উঃ! কী ভয়ানক! কিন্তু—বলতে পারো, কেন, কেন আমরা জন্মেছিলুম? কি উদ্দেশ্য ছিল আমাদের জন্মের পেছনে?'

ক্লিম একটা দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেওয়ার মতলবে নিজেকে গুছিয়ে নিলো। কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার আগেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো লিডিয়া, 'থাক! তোমায় কিছু বলতে হবে না!'

লিডিয়া ছুটে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ভাবতে লাগলো ক্লিম। হয়তো লিডিয়া, এমন কি মাকারভও, এমন এক প্রেমের সন্ধান পেয়েছে, যা আজো ভারাব্‌কার কিম্বা তার মার কাছে র'য়ে গেছে সম্পূর্ণ

অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত। তাই ওরা হয়তো অতো ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে উঠেছে। ক্লিম ভেবে দেখলো, ভারাব্‌কা কিম্বা ওর মা, দুজনের কেউ-ই একবারটিও রোগীর ঘরে উঁকি পর্যন্ত দেয় নি। ভারাব্‌কা একটা রেডক্রশ এ্যাম্বুল্যান্স ডেকে দিয়েছে, তারাই তুলে নিয়ে গেলো মাকারভকে। দূরে দাঁড়িয়ে ভারাব্‌কা তা দেখেছে। সে লিডিয়াকে রোগীর কাছে পর্যন্ত আসতে দেয়নি। আর ক্লিমের মা—স্পষ্ট বোঝা যায়, ইচ্ছা ক'রেই সে গেছে বাড়ির বাইরে।

উঠানের মাঝে এসেই মাকারভের মুখখানা অকস্মাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠলো, যেন মুহূর্তে তার সর্বাংগে খেলে গেছে প্রাণের তাড়িৎপ্রবাহ। সে নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'অতুলনীয়!'

এ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে আছে মাকারভ। মাঝে মাঝে ঝাঁকানি দিচ্ছে গাড়ীটা। মাকারভ ডান হাতে ক্লিমের জানুর ওপর মৃদু আঘাত ক'রে বললো, 'তোমাকে ভাই, ধন্যবাদ! আর এই যে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে গেল, এতে হয়তো আমার ভালোই হবে। অনেকটা শান্ত হ'য়ে উঠবো।' তারপর দুর্বল শিথিল একটু হাসি হেসে বললো, 'তবে, তুমি যেন এমনটি কোরো না কোনো দিন! এতে ভাই যেমন যন্ত্রণা, তেমনি লজ্জা!'

এক ফালি ঘাসে ঢাকা উঠোন; তারই পাশে খেলনার মতো এতোটুকু একটা বাড়ি। এখানে মাকারভের সংগে প্রথম দেখা হোলো একটি লোকের; —বীভৎস রকমের রোগা লোক। হাতে ঝ্যাটা। তবে স্ট্রেচার নিয়ে এগিয়ে আসতেই লোকটি ঝ্যাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাছে ছুটে এলো, চেঁচাতে লাগলো, 'ও কোস্টিয়া! ও বাবা! কী সর্বনাশ! লিডিয়া টিমোফিয়েভ্‌নার মুখে খবর পেয়ে আমরা তো সবাই বোবা ব'নে গেলাম! তবে মেয়েটির মুখে শুনে খুশি হলাম—ভয়ের কিছু নেই। যাক, ভগবানের কৃপায় এখন সব সেরে যাবে!'

লোকটি হাঁকডাক শুরু ক'রে দিলো, তারপর ক্লিমকে দেখে সে তার লম্বা লম্বা আংগুলগুলো দিয়ে ক্লিমের কনুই চেপে ধ'রে বললো, 'আমার নাম, মশাই, পিটার—পিটার ঝুলবিন। পোস্টাল টেলিগ্রাফে কাজ করি। আপনার

সংগে সাক্ষাৎ ঘটলো, পরম প্রীত হলাম।'

তারপর একটি মোটাসোটা, লাল-গাল আর শাদা-চুলওলা বুড়ী এলেন বেরিয়ে, ওই ছোট্ট ঘরের দোর খুলে। তিনি কষ্টের সংগে কোনো রকমে নুয়ে মাকারভের কপালে চুমু খেলেন। তাঁর চোখ দুটো তখন জলে ভ'রে গেছে।

ক্লিমের মনটাও গ'লে গেলো। কিন্তু হাসি পেলো একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে। এই লম্বা হ্যাংলা শরু লোক আর এই মোটা বিপুলকায় মেয়েটি থাকে কিনা এই খেলনার মতো একরত্তি বাড়ীতে! অদ্ভুত তো! বাড়িটার ছোট ফিটফাট কামরাগুলি ফুল দিয়ে সাজানো। দেওয়ালের গায়ে ডিম্বাকৃতি একটি টেবিলের ওপর সমারোহের সংগে শায়িত আছে বাক্‌সে-ভরা একটি বেহালা। রৌদ্র-ধোয়া আরামী একটি কামরায় শোয়ানো হোলো মাকারভকে। ঝ্‌লাবিন তালগোল পাকিয়ে একটা চেয়ারে এসে ব'সে পড়লো। ঝ্‌লাবিনের বিশালদেহিনী মা কামধেনুর মতো হেলে দুলে জিনিষপত্তর ব'য়ে ঘোরাঘুরি করছেন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। তিনি মাঝে মাঝে মাকারভের বিছানার পাশে এসে থেমে দাঁড়ান, বলেন, 'আচ্ছা বাপ। কী লাভটা হোলো এতে? নিজেকে বোকা বানানো ছাড়া আর কিছু না তো?'

ঝ্‌লাবিনের মা ক্লিমকে চা খেতে বললেন; অত্যন্ত বিনয়ের সংগে ক্লিম নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিলো, তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো মাকারভের দিকে। মাকারভ নীরবে ঝ্‌লাবিনের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল; এবার ক্লিমের হাতটা সে চেপে ধ'রে বললো, 'মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যেও কিন্তু!'

'দয়া ক'রে আসবেন, কেমন?' মিলিত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করলো ঝ্‌লাবিন-ও।

পাষাণের মতো ভারী মন নিয়ে পথে এসে দাঁড়ালো ক্লিম। মাকারভের বন্ধুবান্ধবেরা মাকারভকে খুব ভালোবাসে। এদের সংগে বাস ক'রেও বেশ সহজ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে মাকারভ। সত্যি এদের জীবন যাপনের এই সহজ ধারাটি ক্লিমকে মার্গেরিটার কথা মনে করিয়ে দেয়। মার্গেরিটাই

একমাত্র মেয়ে যার আড়ালে ক্লিম এক' দিনের এই সব দুর্ঘট দুর্যোগের হাত থেকে সহজে আত্মগোপন করতে পারতো। ক্লিম যতোই মার্গেরিটার কথা ভাবে, ততোই দেখে মার্গেরিটা ক্রমেই তার চোখে বড়ো হ'য়ে উঠছে। সে লিডিয়ার মতোই তার সমস্ত চিন্তা যেন ছেয়ে বসছে।

কয়েকদিন বাদে লিডিয়া ক্লিমকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি মাকারভের ওখানে যাও না কেন?' প্রশ্নটা ক'রেই লিডিয়া তার চোখ দুটোকে ঈষৎ সংকীর্ণ ক'রে হেসে বললো, 'তাহ'লে কি বুঝবো, আত্মহত্যার হাত থেকে বন্ধুকে রক্ষা ক'রে তুমি এখন আপশোষ করছ?'

ক্লিমের জবাব দেওয়ার আগেই লিডিয়া ছুটে পালালো। অবিশ্যি ঠাট্টাই করেছিল লিডিয়া। কিন্তু ঠাট্টাচ্ছলেও লিডিয়া যে কথাগুলো ব'লে গেলো, তা খুব দোলা দিলো ক্লিমকে। এই ধরণের অপমানকর একটা ধারণা লিডিয়ার মনে এলো কেন? ক্লিম অনেকক্ষণ নিজেকে যাচাই ক'রে দেখলো, লিডিয়ার ইংগিতই কি তবে ঠিক? সত্যিই কি মাকারভকে বাঁচিয়ে সে খুশী হয়নি? কিন্তু এই আত্মজিজ্ঞাসার কোনো সদুত্তরই মিললো না। অবশেষে ক্লিম স্থির করলো, এই ধরণের ইংগিতের কারণ কি, লিডিয়াকে সে প্রশ্ন করবে। কিন্তু প্রায় দু'দিন ধ'রে লিডিয়াকে একথা জিজ্ঞাসা করার মতো সুযোগ সে পেলো না। অবশেষে তৃতীয় দিনে ক্লিম মাকারভের বাসায় এসে পৌঁছলো। কি কারণে, কেমন ক'রে, ক্লিম তা নিজেও বুঝলো না।

এই খেলনার মতো বাড়ির একটি দরজার ওপর এসে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মৃদু হেসে থেমে দাঁড়ালো ক্লিম। দেওয়ালের গা ঘেসে একটা খাটে মাকারভ শুয়ে আছে। বুক পর্যন্ত সর্বাংগ কম্বলে মোড়া। গলার বোতাম খোলা থাকায় জামার ফাঁকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ঘাড়ের খানিকটা দেখা যায়। ছোট একটি গোলাকৃতি টেবিলের পাশে ব'সে আছে লিডিয়া। টেবিলের ওপর এক রেকাবি আপেল, মাকারভ আর লিডিয়া দুজনেই আপেল খাচ্ছে।

'ও! এযে একেবারে স্বর্গোদ্যান!' ক্লিম বললো।

'আর স্বর্গোদ্যানে তৃতীয় ব্যক্তি হোলো শয়তান!' প্রত্যুত্তরে ঝল্‌সে উঠলো লিডিয়া। তারপর সে তার চেয়ারটাকে খাটের পাশ থেকে একটু

দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বসলো। মাকারভ ক্লিমের একখানা হাত চেপে লিডিয়ার রসিকতাটুকুর অনুবর্তন ক'রে বললো, 'কিন্তু ক্লিমকে যতো না মেফিস্টোফিলিসের মতো দেখায়, তার চেয়ে অনেক বেশি দেখায় ফাউস্টের মতো।'

ওদের দু'জনের এই রসিকতা খোঁচা দিল ক্লিমকে। ক্লিম নিজেকে সতর্ক ক'রে তুললো। মাকারভ আর লিডিয়া দু'জনেই রসিকতা ক'রে চললো একের পরে একে; রসিকতাগুলো ক্লিমের কাছে ক্রমশই প্রখরতর হ'য়ে উঠছে। কারো কাজে বাধা পড়লে তারা যেমন বিরক্ত ও অধীর হ'য়ে ওঠে, ঠিক তেমনি বিরক্তি ও অধৈর্য ধরা পড়ছে ওদের দু'জনের কথার সুরে। একটা অসহ্য হতাশা ও আক্রোশ ক্লিমের বুকের মধ্যে ফুলে ফে'পে ফুঁসিয়ে উঠতে লাগলো। যে লোকটাকে সে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, সেই লোকটাই কিনা আজ হ'য়ে উঠেছে আগের চেয়ে অনেক হাসিখুশী! এমন কি, আগের চেয়ে অনেক সুন্দর! মাকারভের প্রতি লিডিয়ার মনোভাবটাও অস্বাভাবিকভাবে সরল; তার স্বভাবসিদ্ধ রূঢ় ঔদ্ধত্য এতোটুকুও নেই। ক্লিম আবার এ-ও লক্ষ্য করলো, আজ লিডিয়া মাকারভের প্রতি আগের চেয়ে সদয় হ'য়ে উঠেছে বটে, কিন্তু লিডিয়ার মনোভাবের এই পরিবর্তনটুকু খুশী করেনি মাকারভকে। তবু ক্লিমের চোখের সুমুখে ছবির মতো ভেসে উঠলো লিডিয়ার ভবিষ্যৎ। মাকারভের সংগে লিডিয়ার বিয়ে হ'য়েছে। ইতিমধ্যেই তার গর্ভে এসেছে মাকারভের তৃতীয় সন্তান। শুধু পায়জামা প'রে ব্লাউসের হাতা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নোংরা ঝাড়ু নিয়ে চেয়ারগুলোর ধুলো ঝাড়ছে লিডিয়া, বাড়ীর ঝির মতো। ছেলেগুলো হামা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেঝেময়, কাঁদছে, ককাচ্ছে।

মাকারভ প্রশ্ন করলো, 'অমন পেঁচার মতন মুখ ক'রে ব'সে আছ কেন?'

ক্লিম ভাবছে, তাহ'লে ব্যাপারটা এতোদূর এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ লিডিয়া এখানে যখন তখন আসে। মাকারভের সংগে কি তবে সত্যি ওর কোনো সাংসারিক সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে? তবে মাকারভই বা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কেন?

BASIC TRAINING COLLEGE

ক্লিম নিজে মার্গেরিটার সংগে যেমনভাবে কাটিয়েছে, তেমনি ভাবে মাকারভও কাটাচ্ছে লিডিয়ার সংগে, এই চিন্তাটা দুর্দমনীয় ভাবে ওর মাথার মধ্যে কেবলই ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। ক্লিম মনে মনে চীৎকার ক'রে উঠলোঃ মিথ্যাবাদী সব! জুচ্চোর! ধাপ্পাবাজ!

এদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ক্লিমের মনটা এতোই দুর্বল হোলো যে, সে লিডিয়াকে সাথে ক'রে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেও ভুলে গেলো। লিডিয়া বাড়ির গেট পর্যন্ত ছুটে এসে গলাটাকে মিষ্টি ক'রে বললো, 'আমি এখানে এসেছি, এ সম্বন্ধে তুমি বাড়িতে কিছু বলবে না, কেমন?'

ক্লিম মাথা নেড়ে সায় দিলো। তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছাও করছে না। সে আস্তে আস্তে দু'এক পায়ে নদীর ধারের দিকে এগিয়ে চললো।

তারপর যখন বাড়ি ফিরলো ক্লিম, দেখলো, মা আর ভারাবকা খাবার ঘরে ব'সে খাচ্ছে। ক্লিমকে দেখে প্রশ্ন করলো ভারাবকা, 'কি গো, তোমার সেই শিকারী বন্ধুটির খবর কি?'

ক্লিমের জবাব শুনে ভারাব্‌কা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্যে লক্ষ্য ক'রে দেখলো ওকে, তারপর নিজের গেলাশটা ভর্তি ক'রে মদ ঢাললো, অর্ধেকটা এক চুমুকে খেলো, মাংসল ঠোঁটটাকে একবার চেটেপুটে নিলো, বলতে লাগলো, 'এই পৃথিবীর লোকগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক দল, যারা আমার চেয়ে চালাক, যাদের আমি পছন্দ করি না। অপর দল, যারা আমার চেয়ে বোকা, যাদের আমি ঘৃণা করি।'

'হঠাৎ একথা কেন?' প্রশ্নাত্মক দৃষ্টি হেনে ক্লিমের মা প্রশ্ন করলে।

'প্রয়োজন আছে।' ভারাবকা তার কাঁটা দিয়ে এক টুকরো তরমুজ মুখে পুরে জবাব দিলো। তারপর বলে চললো, 'কিন্তু এই দু দল ছাড়া আর এক ধরণের লোক আছে। তাদের আমি ভয় করি। তারা সেই ভালো মানুষ রাশিয়ান, যারা বিশ্বাস করে যে শব্দের লজিক দিয়ে ইতিহাসের লজিককে তারা বদলে ফেলতে পারবে। আমি একান্ত বন্ধুর মতো তোমাকে বলছি ক্লিম, সাবধান, এদের কোনোদিন বিশ্বাস কোরো না। এদের সংগে ভবিষ্যতের কথা ব'লে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানকে এরা আদৌ বোঝে না।

শিশুরা যখন তাদের শৈশব স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে রাস্তায় ঘোরে, তারপর গাড়ীচাপা প'ড়ে মরে, সে যেমন করুণ, তেমনি করুণ এই লোকগুলির ভাগ্যও। ঘোড়ায় টানা ইতিহাসের বিপুল রথ যারা চালিয়ে নিয়ে আসে, তারা অভিজ্ঞ বটে, কিন্তু তারা যে মোটেই বিনয়ী বা অমায়িক নয়, একথা ওরা বোঝে না।'

মা ভারাব্‌কাকে অকস্মাৎ থামিয়ে দিলো, 'কিন্তু, ভেবে দেখো, যীশু খৃষ্টের কথা.........'

'ও একটা অপরিপক্ক প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র। এবং সে কারণে অনিষ্ট-কর-ও।'

আজকে ওদের দুজনের বাগবিতন্ডা দীর্ঘক্ষণ ধ'রে চললো। ভারাব্‌কা তার ওয়েস্ট কোটের তলার দিকের বোতামগুলো পর্যন্ত খুলে দিয়েছে। খাবার সময় সে এমনটি মাঝে মাঝে করে। তার গোঁফ দাড়ীর ভেতর দিয়ে ঝল্‌সে যাচ্ছে চকচকে হাসি। চেয়ারটা কিচমিচ ক'রে উঠছে। ক্লিমের মা কথাগুলি শুনছে গভীর মনোযোগের সংগে। টেবিলের ওপর সে এমন ভাবে ঝুঁকে পড়েছে যে তার অল্পবয়সী মেয়ের মতো কচি মাই দুটো লেগে রয়েছে টেবিলের গায়ে। দৃশ্যটা ক্লিমের বিসদৃশ লাগলো।

ভারাব্‌কা চেঁচাচ্ছে, 'আমাকে বলতে দাও! আমাকে বলতে দাও! মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, এটা আমাদের কল্পনা মাত্র। এটা আমাদের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মানুষের প্রকৃতি চায়, মানুষ মানুষকে ভালোবাসুক, এ নয়,—মানুষ মানুষের সংগে সংগ্রাম করুক, এই।'

এমন সময় বাড়ির ঝি ফেনিয়া এসে জানালো, 'কণ্ট্রাক্টার এসেছে।'

'আঃ!' রেগে উঠলো ভারাব্‌কা। তারপর উঠে বাইরে চ'লে গেলো। ক্লিমও উঠে দাঁড়ালো। মা বললো, 'তোমাকে দেখে মনে হয়, লিডিয়ার ব্যাপারটা তোমাকে একটু বিব্রত করেছে।'

তারপর মা ঘরময় পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলো, চাপা গলায় লিডিয়া ও মাকারভ সম্বন্ধে মন্তব্য করলো দু'চারটা। অকস্মাৎ মনে হোলো, মা

ও ভারাব্‌কার ভালোবাসার সংগে মার্গেরিটার ভালোবাসার কি কোনো পার্থক্য আছে?

মার মুখের দিকে না তাকিয়েই ক্লিম বললো, 'ভয় পাবার কিছু নেই, মা। যাক, আমি এখন যাই, বড়ো ক্লান্ত।'

ক্লিমের কপালে প্রচুর চুম্বন করলো মা। ক্লিম তার নিজের ঘরে এসে জ্যাকেটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তার মনে হোলো, এমনিভাবে সে যদি তার অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তাশক্তি, ভাবপ্রবণতা—সব কিছুকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাধারণ মানুষের মতো নিরুদ্বেগ নির্বুদ্ধিতায় দিনগুলি কাটাতে পারতো, তবে বেশ হোতো, বেশ হোতো!

রাত্রিতে ভালো ঘুম হয়নি। ক্লিম খুব ভোরেই উঠলো। ভারি বিশ্রী লাগছে। খাবার ঘরে এসে দেখলো, ভারাব্‌কা সমস্ত দিনের সংগ্রামের জন্যে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে পোর্টে ভেজানো টোস্টে কামড় দিচ্ছে। ক্লিমের এক-খানা হাত সজোরে চেপে ধ'রে ভারাব্‌কা শান্তভাবে বললো, 'শোনো। কাল তোমাকে ড্রনভ সম্বন্ধে একটা কথা বলিনি। কারণ, ভেরা ছিল, আর এ নিয়ে তাকে বিব্রত করতে চাইনে আমি। বিচারপতি কস্‌মিন্‌ আমাকে জানিয়েছেন, ড্রনভ নাকি কোন্‌ মেয়ের সেভিংস্‌ ব্যাংকের হিসেব থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। তাই অভিযোগ উঠেছে ওর নামে। বিচারপতি কস্‌মিন জানেন না যে ও এখন আমার কাছে নেই। তাই আমাকে সাবধান ক'রে দিতে চেয়েছেন। তোমার সংগে ওর কি সম্পর্ক? ওঃ! এখন আর নেই? যাক, শুনে খুশী হলাম।'

ক্লিম-ও এই সংবাদে খুশী হ'য়েছে। তবে যাতে এই ভাবটা ধরা না পড়ে তাই সে মাথা নীচু ক'রে রইলো। ছোটখাটো অনেক কথা ভীড় ক'রে ছুটে এলো ক্লিমের মনে, তাদের সবার মধ্যে চমক দিয়ে গেলো মার্গেরিটার মিষ্টি চিন্তাটুকু। ভারাব্‌কা ক্লিমের আনন্দটাকে ভয় ভেবে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ইচ্ছায় বললো, 'যাক, তাতে কি হবে? কে লোক কেমন, তা মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। মানুষ তার জুতোটা পছন্দ করতে যতো সাবধান হয়,

বন্ধু পছন্দ করতে তা-ও হয় না। আমার একটা কথা শুনে রাখো ঃ যে মানুষের বন্ধু নেই, সে মানুষ হলো মানুষের বড়ো।.........আমার কোনো বন্ধু নেই।'

ভারাব্কা এখন যে আনন্দ ওকে দিয়েছে, তার প্রতিদানে কিছু দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলো ক্লিম। তাই লিডিয়া যে প্রায়ই মাকারভের বাসায় যায়, এ সংবাদটা সে ভারাব্কাকে জানিয়ে দিলো। কিন্তু বিস্মিত হোলো, ভারাব্কা এতোটুকু-ও রাগ করলো না। সে একবার ভয়ে ভয়ে ক্লিমের মার ঘরের দিকে তাকালো। বললো, 'জানি, ওসব কিছু না। কেবল একটু রোমাণ্টিসিস্ম্। চুলোয় যাক্।.........তুমি একথা তোমার মাকে বলেছ নাকি? বলোনি তো? আমার অনুরোধ, কখনো বোলো না যেন! ওদের দুজনের মধ্যে এমনিতে মিল নেই। আমি এখন চলি।'

ভারাব্কা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিমের আনন্দটা সম্পূর্ণ উবে গেলো। মুহূর্তে বুঝলো, লিডিয়ার কথাটা তার বাবাকে ব'লে ও ভাল কাজ করেনি, করেছে বিশ্বাসঘাতকতা। ক্লিম কোনোদিনই কোনো সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি পেঁাছতে পারে না, তবু সে দ্রুত পায়ে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে লিডিয়ার ঘরে এসে হাজির হোলো। একটা সোফায় ব'সেছিল লিডিয়া। চুলগুলো এলোমেলো। পরণে কমলা রঙের একটা ঢিলে পোশাক, খালি পায়ে একজোড়া চটি। হাতে গানের একটা স্বরলিপি। আস্তে আস্তে পোশাকের প্রান্তভাগ দিয়ে নিজের পায়ের নগ্নতা ঢাকিয়ে লিডিয়া ক্লিমের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকালো, 'হোলো কি আবার? অমন করছ যে?'

'আমাকে মাপ করো লিডিয়া। আমি অসতর্ক মুহূর্তে.........'

'বাবাকে আমাদের কথা ব'লেছ, এই তো? সে আমি জানতুম। তাই বাবাকে কাল আমি নিজেই বলেছি। তোমার বলাটা অত্যন্ত দেরীতে হয়েছে, ক্লিম।'

লিডিয়ার কণ্ঠস্বর ও চোখ দুটো ঘৃণায় ভরা। ক্লিম চুপ ক'রে রইলো। একটা অসহ্য আক্রোশ তার বুকের মধ্যে কেবলই তাল পাকিয়ে উঠছে। লিডিয়া ব'লে চললো, 'এমনিতে তোমাকে বেশ ভালো ব'লেই মনে হয়। কিন্তু

সর্বদাই দেখেছি, কোনো না কোনো রকমে একটা ভুল তুমি করবেই। এর অর্থ কি?'

লিডিয়ার ঘৃণাব্যঞ্জক কথায় সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ক্লিম। পর মুহূর্তে ওদের কলহ শুরু হ'য়ে গেলো। বয়স্ক লোকের সুরে ক্লিম বললো, 'এর অর্থ হোলো, তোমার স্বভাব চরিত্রের মধ্যে ভালো ব'লে কোনো জিনিষ আমি খুঁজে পাই না।'

'তুমি হাসালে।'

'মাকারভের সংগে তোমার সম্পর্কটা.........'

বিদ্যুতের স্পর্শে যেন চমকে উঠলো লিডিয়া ঃ

'সম্পর্ক? তোমার সাহস তো কম না? তুমি কি ভাবো.........'

লিডিয়া চুপ ক'রে গেলো। বোঝা গেলো, সে তার কথাটা শেষ করার মতো শক্তিটুকুও পেলো না। মুখখানা পলকে গাঢ় লাল হ'য়ে উঠলো। টপটপ ক'রে জল গড়িয়ে পড়লো দু' চোখ থেকে। উপুড় হ'য়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগলো, 'তোমরা ভাবো........'

পরক্ষণেই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এলোমেলো একটা শব্দের ঝড় ব'য়ে গেলো ক্লিমের ওপর দিয়ে। লিডিয়ার ক্রোধ দেখে ক্লিম ভয় পেয়ে গেলো। লিডিয়া যে কি বলতে চায়, তা সে ভালো ক'রে বুঝলো না। বুঝতে চাইলো না। সে শুধু একটি জিনিষ চাইলো—এই শব্দের ঝটিকাবর্তটাকে কোনো প্রকারে থামিয়ে দিতে। লিডিয়া তার হাতের আঙ্গুল দিয়ে ক্লিমের নুয়ে পড়া মাথাটাকে সজোরে ওপরের দিকে ঠেলে তার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো, 'এ-ও কি সম্ভব যে, তুমি ভাবো, আমি—আমার আর মাকারভের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ আছে? এ কি তুমি বোঝ না যে, আমি তা চাই না,—আর তা চাই না বলেই সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল?'

নিজের কপালের ওপর লিডিয়ার আঙুলের খোঁচাটা অনুভব করলো ক্লিম। ক্লিমের মনে হলো, জীবনে এতো অপমানিত সে এর আগে কোনোদিন হয়নি। লিডিয়ার বেদনার্ত করুণ মুখখানার দিকে সে একবার তাকালো। ইচ্ছা করলো, কঠিন দু'চারটা কথা সে ওকে

বলে, কিন্তু কোনো কথাই তার মুখে জোগালো না। নীরবে সে নিজের ঘরে ফিরে এলো। গলাটা শুকিয়ে আসছে; অসংলগ্ন রুদ্ধ কথাগুলো ক্রমেই জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। ক্লিম জানলার ধারে এসে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো।

যথা সম্ভব শক্তি সংগ্রহ ক'রে ক্লিম যাচাই ক'রে দেখতে চাইলো লিডিয়ার প্রতি তার মনোভাবটার আসল রূপ কি? অনেক কষ্টে এই জটিল মনোভাবের গ্রন্থিগুলি খুললো ক্লিম। তার মনে হ'তে লাগলো, কি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে; নিজের প্রতি কিসের যেন একটা গভীর অসন্তোষ তার; সেই সঙ্গে এ মেয়েটি যে তাকে অপমান করেছে তারও প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র ইচ্ছা; লিডিয়া সম্বন্ধে তার যৌন কৌতূহলও প্রচুর। সর্বোপরি তার নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে এই মেয়েটিকে বিশ্বাস করাবার তীব্র একটা বাসনা। অবশেষে ক্লিম সিদ্ধান্ত করলো, লিডিয়াকে সে ভালোবাসে, সত্যিকার ভালোবাসা, যেমনটি কাব্যে কাহিনীতে পড়া যায়, যার মধ্যে চাতুর্য নেই, কৌতুক নেই, যা অকৃত্রিম, অচ্ছেদ্য!

লের্মন্টভের কবিতা পড়া শুরু করলো ক্লিম। এই কবিতাগুলির তীব্র তিক্ততা ওকে বেশ সাহায্য করে। আগে ও লিডিয়ার সংগে কথা বলার সময় যেমন নিজের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য বজায় রাখতো, এখনও তেমনি রাখতে চেষ্টা করলো। মা আর ভারাবকার সামনে এই চেষ্টাটা অনেকাংশে সফল হয়, কিন্তু ওরা যখন একা থাকে, এই কৃত্রিম ভাবটা ক্লিম হারিয়ে ফেলে।

মস্কো যাচ্ছে লিডিয়া। কিন্তু কোনো ত্বরা বা উদ্বেগ নেই তার প্রস্তুতির মধ্যে। ভারাবকা যখন ক্লিমের মার সংগে কথা বলে, লিডিয়া তখন খুঁটিনাটি ক'রে শোনে তাদের কথা, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকায়, ওরা যেন তার কাছে আগন্তুক।

মাকারভ সেরে উঠে ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছে, এমন একটা ত্বরার সংগে, যাতে মানুষকে সহজে সন্দিগ্ধ ক'রে তোলে। ক্লিমের কাছে বিদায় লওয়ার সময় মাকারভ ক্লিমের একটা হাত শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে দুটি কথা

মাত্র বলেছিল, 'ধন্যবাদ ভাই।'

মাকারভের চ'লে যাবার পর ক্লিমের মনে হোলো, লিডিয়া যেন মুখোমুখি সহজে পড়তে চায় না, এড়িয়ে চলে। একটা রুদ্ধ ভয়াবহ জ্যোতিতে চক্‌চক্‌ করে ওর চোখদুটো। তবে ক্লিমের মনে হয়, কয়েক সপ্তাহ আগে লিডিয়া যেমনটি ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক ছেলে মানুষ হ'য়ে গেছে। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছে ক্লিম, ওর সংগে মার ব্যবধানটাও কমে এসেছে অনেক। মাঝে মাঝে লিডিয়া ক্লিমের মার ঘরে আসে, তারপর সেখানে দুজনে চুপিচুপি গল্প করে। ব্যাপারটা চঞ্চল ক'রে তোলে ক্লিমকে।

একদিন রাত দুপুর পর্যন্ত ওরা তাস খেলছিল। খেলার পরে নিজের ঘরে এলো ক্লিম। কয়েক মিনিট বাদেই মা এসে ঘরে ঢুকলো। একটা সোফায় বসে পড়ে বললো, 'সারা গ্রীষ্মকালটা ধ'রে দেখছি, তুই যেন কেমন হ'য়ে পড়েছিস; রাত দিন মন শুকনো করে থাকিস। এমন তো তুই ছিলি না?'

ক্লিম চুপ করে রইলো। আন্দাজ করলো, এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা মাত্র। আন্দাজ ভুল হোলো না। সোজাসুজি কতকটা রূঢ়তার সংগেই মা জানালো, লিডিয়ার প্রতি ক্লিমের আসক্তিটা সে লক্ষ্য করেছে। ক্লিম লাল হয়ে গেলো, তবু হেসে বললো, 'কিন্তু সেটা কি তোমার ভুল নয় মা?'

মা যেন ক্লিমের প্রশ্ন শোনেই নি, এমনি ভাবে ব'লে চললো, 'তোদের এ বয়সে ভালোবাসাটা সত্যিকার ভালোবাসাই নয়! না, মোটেই না!'

মুহূর্তকাল নীরব থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের বললো মা, 'আমার বয়স যখন আঠারো বছর, তখন তোর বাবাকে আমি বিয়ে করেছিলুম। কিন্তু দু'বছর বাদেই বুঝেছিলুম, একটা ভুল হ'য়ে গেছে!'

অকস্মাৎ ক্লিম ভ্রূ কুঁচকে ব'লে উঠলো, 'লিডিয়ার প্রতি আমার মনোভাবটা বন্ধুর মতো। মাকারভ ওর আদৌ যোগ্য নয়, তাই মাকারভের সংগে ওর এই সব ব্যাপারে আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এই যা। সেটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক।'

একটু বাদেই ক্লিমের মা চ'লে গেলো। যাওয়ার পথে ছড়িয়ে গেলো সুগন্ধির খানিকটা রেশ। ক্লিমের ঠোঁটে ফুটে উঠলো বিদ্রূপের হাসি।

অবশেষে ক্লিমের হাই ইশ্কুলে পড়া সম্পূর্ণ হোলো। এবার সে পিটার্স-বার্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এমন সময় আবার একবার ওর কক্ষ পথে এসে দাঁড়ালো মার্গেরিটা। এক কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় টমিলিনের কাছে বিদায় নিতে যাচ্ছিল ক্লিম। একটি অতি সাধারণ বাড়ীর সুমুখ দিয়ে যাবার সময় ক্লিম দেখলো, একটি মেয়ে বাড়ীর দাবা থেকে রাস্তার ফুটপাতে এসে নেমে দাঁড়ালো। মার্গেরিটাকে চিনতে ক্লিমের এতটুকুও দেরী হোলো না। এই সাক্ষাতে ক্লিম এতোটুকু বিস্মিত হয়নি। এই মেয়েটির সংগে ক্লিমের সাক্ষাৎ যেন পূর্ব-নির্ধারিত হ'য়েই ছিল। সে শুধু পথ চেয়ে ছিল, কবে অকস্মাৎ অতর্কিতে ওদের ফের দেখা হবে। কিন্তু দেখা হবার পর ক্লিম মার্গেরিটার কাছে নিজের খুশিটা গোপন রাখতে চাইলো।

ওরা দু'জনেই সাবধান হ'য়ে কথা বলছে, নিতান্ত আজেবাজে কথা। মার্গেরিটা ক্লিমকে স্মরণ করিয়ে দিলো, তার প্রতি আচরণটা আদৌ সুজন-সুলভ হয়নি। ওরা দুজনেই ধীরে ধীরে হাঁটছে। মাঝে মাঝে মার্গেরিটা চোখের কোণে ওর দিকে তাকাচ্ছে, ঠোঁট উলটিয়ে ভ্রূ কুঁচকোচ্ছে। ক্লিম মার্গেরিটার প্রতি অমায়িক হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। মার্গেরিটার সোহাগের আদর চুম্বন পেতে ক্লিম ফের একটা তীব্র বাসনা অনুভব করলো। সংগে সংগে তার একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেলো। ড্রনভের চুরির অভিযোগের কথা।

তীক্ষ্ন জবাব দিলো মার্গেরিটা, 'ও রকম কিছুই ঘটেনি। আমার ব্যাংকের পাশ বই কোনো দিন চুরি করেনি ও।'

তারপর শান্ত গলায় সংক্ষিপ্ত ভাবে বললো মার্গেরিটা, 'নিজের নামে টাকা জমাতে ওর লজ্জা করতো, তাই ও আমার নামে আমার পাশবুকে টাকা জমিয়ে ছিল ব্যাংকে। তারপর আমাদের যখন ঝগড়া হ'য়ে গেলো.........'

'কেন ? কি নিয়ে ?'

'পুরুষেরা মেয়েদের সংগে কি নিয়ে আর ঝগড়া করে বলো? পুরুষ নিয়ে, কি মেয়ে নিয়ে, এই তো? ও আমার কাছে টাকা চাইতে লাগলো। আমি একটু তামাসা করার ইচ্ছেয় টাকা দিলুম না। তখন ও পাশবই চুরি ক'রে নিয়ে গেলো। তারপর আমার পাশবই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এই হোলো ব্যাপার।'

কুয়াশার অন্ধকারে অদৃশ্য একটা সংকীর্ণ গলির প্রান্তে এসে মার্গেরিটা বললো, 'আসবে ভেতরে? আমি এখানে নতুন বাসা নিয়েছি। দুজনে একটু চা খাই, এসো।'

একটা ছোট ঘিঞ্জি ঘরে, মার্গেরিটার সংগে প্রায় ঘণ্টা চারেক কাটালো ক্লিম। মার্গেরিটার চুমুগুলো আজ আগের চেয়ে আরো আন্তরিক উত্তপ্ত ও ক্ষুধিত মনে হোলো ক্লিমের। কিন্তু এই সোহাগ চুম্বন ক্লিমকে আদৌ উত্তেজিত ক'রে তুলতে পারলো না। কারণ, একটা প্রশ্ন কেবলই তার মনে পড়তে লাগলো। অবশেষে ক্লিম জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার এখানে চলছে কেমন ক'রে?'

মার্গেরিটাকে বিস্মিত করে তুললো প্রশ্নটা। সে বললো, 'কেন, অন্য সবাই যেমন ক'রে চালায়, তেমনি ক'রে?'

ক্লিম যখন ক্রমাগতই এই প্রশ্নটা করতে লাগলো, মার্গেরিটা তখন ওর পাশ থেকে ঈষৎ দূরে স'রে গেলো, হাই তুললো, মুখের ওপর একবার ক্রশের সংকেত করলো, তারপর বললো,

'সব মেয়েরা যেমন ক'রে চালায়, আমিও তেমনি ক'রে চালাচ্ছি। প্রথমে আমি বুঝতুম না, ব্যাপারটা কি। পরে বুঝলুম, এই পুরুষগুলোকে ভালোবাসা দরকার। উঠে প'ড়ে লাগলুম। পড়লুম-ও একজনের প্রেমে। সে আমাকে বিয়ে করতে চাইলো। তবে, পরে ভেবে চিন্তে মতটা সে বদলে ফেলেছিল।'

নিতান্ত শান্তভাবে কথাগুলি বললো মার্গেরিটা। এর মধ্যে এতোটুকুও বিদ্বেষ বা আক্রোশ ছিল না, মার্গেরিটা কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে ব'সে রইলো। ক্লিম ওর গালে, ঘাড়ে ও কাঁধে আদরের সংগে মৃদু আঘাত করতে

করতে প্রশ্ন করলো, 'কেমন ক'রে নারীত্বটা সম্পূর্ণ হোলো তোমার?'

'সবার যেমন ক'রে হয়।' তখনো চোখ বুজে আছে মার্গেরিটা।

'তোমার—ভয় করেছিল?'

'ভয়? কিসের?'

'প্রথম বারে—প্রথম রাত্রে?'

মার্গেরিটা খানিকক্ষণ ভাবলো, যেন সে স্মরণ করতে চায়। পরে নিজের ঠোঁট দু'টো একবার চেটে নিয়ে বললো, 'না, রাত্রে নয়, হয়েছিল দিনের বেলা। সেদিন ছিল অল্ সেণ্ট্স্-ডে, পবিত্র দিন। স্থানটা ছিল গোরখানা।'

মার্গেরিটা চোখ খুলে, কান ও গালের ওপর ঝুলে-পড়া চুলের গোছা-গুলোকে পেছনের দিকে ঠেলে দিলো। ক্লিম ভাবলো, মার্গেরিটার অংগ-ভংগীতে ত্রস্ততার ত্বরিত ভাব রয়েছে খানিকটা। মার্গেরিটা বললো, 'অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার! তোমার মাথাটা প্রথমে ঘুরে গেলো; কিন্তু তারপর— তার-পর, বিদায়, বন্ধু, বিদায়।'

কেমন ভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল, মার্গেরিটা তার পদ্ধতিটা বললো না, তবে বললো ওর পেছনের মূল সূত্রটি। এমন কি নিজেকে সহজ করার জন্যে সে বিছানার ওপর উঠে বসলো, তারপর হঠাৎ বললো, 'কে যেন আমায় বললে, তোমার বন্ধু নাকি পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। মেয়েছেলে আর মেয়ে মানুষের জন্যে কতো লোকই না আত্মহত্যা ক'রে মরে। মেয়েরা অত্যন্ত নীচ; তাদের আদৌ বিশ্বাস করা যায় না। আর তাদের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে, যা কতোকটা একগুঁয়েমির মতো—আমি ঠিক তোমায় বুঝিয়ে বলতে পাচ্ছি না। পুরুষ আছে, আর তাকে মেয়েরা পছন্দ-ও করে। কিন্তু সে-ই একমাত্র পুরুষ নয়। কোনো মেয়ের জীবনে সে যে একমাত্র নয়, তার কারণ সে গরীব, কিম্বা নিতান্ত ঘরোয়া, তা নয়। সে পুরুষ যদি নিখুঁত হয়—তবু, তবু সে কোনো মেয়ের জীবনে একমাত্র নয়!'

মার্গেরিটা যখন ভাবছিল আর বলছিল, তখন চুপ ক'রে বসেছিল ক্লিম। কিন্তু অকস্মাৎ তার মনে হোলো, মার্গেরিটার কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা

জিনিষ আছে যার সংগে অনেক সাদৃশ্য মেলে এমন কি টার্মালিনের জ্ঞানের॥
ক্লিম ওর কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো, বললো, 'আজ তুমি দার্শনিক ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়েছ দেখছি।'

মার্গোরিটা চকিতে নিজের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। জিজ্ঞাসা করলো, 'কি?'

ক্লিম যখন তার কথার অর্থ সহজ ক'রে বুঝিয়ে বললো, তখন মার্গোরিটা বললে, 'ও, এই কথা? আমি ভেবেছিলুম, তুমি বুঝি রক্ত দেখেছ। এখন আমার—মাসিক চলছে কিনা!'

ঘৃণায় শিউরে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো ক্লিম। এই মেয়েটার সহজ সারল্য আগে ওর কাছে প্রায়ই নির্লজ্জ ও জঘন্য ব'লে মনে হোতো, কিন্তু তবু তখনও তা সহ্য ক'রে এসেছে ও। কিন্তু আজ গভীর ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে ক্লিম ওখান থেকে পালিয়ে এলো। আজকের এই নিষ্ফল নিরর্থক কালক্ষয়টা কেবলই তার মনে খোঁচা দিতে লাগলো—অসহ্য শাস্তির মতো!

সাত

মফঃস্বলের অন্য সবার মতোই পিটার্স্‌বার্গের প্রতি ক্লিমের মনটা ধীরে ধীরে কেমন ক'রে যেন বিরুদ্ধভাবাপন্ন হ'য়ে উঠেছিল। পিটার্স্‌বার্গ শহর অন্যান্য রুশ শহরের মতন নয়। এখানে লোকেরা কঠিন, রূঢ়, অমার্জিত। তারা কাউকে বিশ্বাস করে না। চতুর, চালাক। পিটার্সবার্গ হোলো বিপুলকায় রুশ দেশের মাথা। এখানে রয়েছে তার সমস্ত মস্তিষ্ক. নির্লিপ্ত, নির্দয়, ভয়াবহ সে মস্তিষ্ক। রাত্রিতে রেলগাড়ীর কামরায় ব'সে ব'সে ক্লিমের মনে পড়তে লাগলো গগল্‌ আর ডস্টইয়েভস্কিকে।

ঘন কোয়াশায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে সারা শহর। বিকেল তিনটার বেশী হয়নি। তবু চারিদিকে অসংখ্য বাতির মিটমিটে আলো কোয়াশার অন্ধকারটাকে দূরীভূত করতে চেষ্টা করছে। ক্লিম ভাবলো, ভারাবকার আর মার কথায় সায় দিয়ে সে ভালো কাজ করেনি। এই দম-আটকে-আসা শহরে আসাটা তার কাছে একেবারে অনর্থক, অনাবশ্যক, হ'য়েছে। ভাবতে ভাবতে বিরক্ত হ'য়ে উঠলো ক্লিম, সম্ভবত তাকে পিটার্সবার্গে পাঠানোর মধ্যে তার মার কোনো নিহিত অভিসন্ধি রয়েছে। মা চায় তাকে লিডিয়ার কাছ থেকে দূরে রাখতে। আর তাই যদি সত্যি হয়, তবে ব্যাপারটা নিতান্ত হাস্যকর হ'য়েছে। কারণ তারা তো লিডিয়াকে মাকারভের হাতে তুলেই দিয়েছে!

ক্লিমের গাড়ীর ঘোড়ার খুরগুলো একটা কাঠের পুলের ওপর খটখট শব্দে এগিয়ে চলেছে। পুলের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে নদীর চঞ্চল কালো জল।

একটা বাড়ীর সুমুখে এসে গাড়ীটা থেমে দাঁড়ালো। গাড়োয়ান বললো, 'প্রেমিরোভার বাসা হোলো এই বাড়ীর তিন তলায়। চার নম্বর।'

বাড়ীর এককোণে পাথরের সিঁড়ির ধারে একজন ঝি দাঁড়িয়েছিল। মাংসল চেহারা, বুকের ওপর বড় রুমাল বাঁধা। মেয়েটি যেন খুশিতে ফেটে পড়ছে,

বললো, 'আপনার ঘর এই বারান্দার ওপর, ডানদিকে প্রথম দরজা। আপনার দাদার ঘরও ওই ডানদিকে—কোণেরখানা।'

'দাদা?' ক্লিম বিস্মিত হ'য়ে গেলো।

'দিমিত্রি ইভানোভিচ্।' ঝি বললো, এমন একটা সুরে, যেন সে ক্ষমা চাইছে, 'আপনি মিস্টার সামঘিন তো?'

'হ্যাঁ।' গোঁজ হ'য়ে জবাব দিলো ক্লিম। বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলো, একই বাড়ীতে দাদার সঙ্গে থাকবে, অথচ মা তাকে এই সংবাদটা আগে দেয়নি কেন? ক্লিম নিজের ঘরে যাবার আগে দিমিত্রির ঘরের দোরে এসে ঘা দিলো। ঘরের ভেতর থেকে পুলকিত কণ্ঠের জবাব এলো, 'ভেতরে আসুন।' দিমিত্রি একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছে। তার বাঁ পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। নীল ট্রাউজার আর নক্সা করা ব্লাউসে তাকে য়ুক্রাইনের কোনো অভিনেতা ব'লেই মনে হয়। হাতের ওপর ভর ক'রে দিমিত্রি মাথা তুলে তাকালো, এবং বিস্ময়ে বিব্রত হ'য়ে গেলো, 'তুই—তুই? ক্লিম?'

দিমিত্রি সানন্দে ভাইয়ের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিলো। 'সত্যি, আমাকে তুই চমকে দিয়েছিস্!'

ক্লিম দেখলো একজন অপরিচিত মানুষকে। চার বছর আগে দিমিত্রিকে সে যখন দেখেছিল, তখন দিমিত্রির চোখ দু'টো যেমন ছিল, আজ মনে পড়লো ক্লিমের তেমনি হাস্যোজ্জ্বল দু'টি চোখ, যে চোখ ক্লিমের অনেক সময় মেয়েলি ব'লে মনে হোতো। দিমিত্রির গোল মাংসল তুলতুলে মুখখানির ওপর হালকা গোঁফ দাড়ী গজিয়েছে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। ডগার দিকে কোঁকড়ানো। দিমিত্রি তাড়াতাড়ি ক্লিমকে জানিয়ে দিলো, আজ পাঁচ দিন হোলো সে এখানে এসেছে। তার পা ভেঙে গিয়েছিল, তাই মেরিনা তাকে ছাড়লো না। এখানে ধরে নিয়ে এসেছে।

'কয়েকদিন ধ'রে মেরিনা কেবলই আমাকে ধমক দিচ্ছে,—দাঁড়াও, তোমায় অবাক্ ক'রে দিচ্ছি।...'

'...মেরিনা কে?'

'সে হোলো শ্রীমতী প্রেমিরোভার ভাসুর ঝি। আর এই প্রেমিরোভা

হোলেন ভারাব্‌কার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া।'

মা, ভারাব্‌কা ও লিডিয়ার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে গিয়েই দিমিত্রির সজীবতাটা অকস্মাৎ ফুরিয়ে গেলো।

'হ্যাঁ, তারপর জাকোব জেঠা কেমন আছেন? অসুস্থ? হুঁ।...এই কিছু-দিন আগে এক জলসায় একজন লেখক—তিনি একজন নারোদনিকি—জাকোব জেঠা সম্বন্ধে অনেক মজার খবর দিলেন। জাকোব জেঠা যে কেমন ক'রে টিকে আছেন, তাই ভাবি। সত্যি, এ তো আর বেঁচে থাকা নয়, কোনো রকমে টিকে থাকা। তুই নিশ্চয় শুনেছিস, তিনি আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন?'

ক্লিম শোনেনি, তবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ স্বীকার দিলো।

'এই নারোদনিকিরা ফের আন্দোলন শুরু করছে।' সমর্থনের সঙ্গে বললো দিমিত্রি। ক্লিমের হেসে উঠতে ইচ্ছা করলো। নির্লিপ্তভাবে সে তার ভাইকে লক্ষ্য করছে, যেমনভাবে মানুষ লক্ষ্য ক'রে কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে। দিমিত্রি এবার ওদের বাবার কথা তুললো। তারপর লোকে যেমন কোনো অনাত্মীয় আগন্তুক সম্বন্ধে আলোচনা করে, তেমনিভাবে সে আলোচনা করতে লাগলো বাবার সম্বন্ধে : 'তুই তাকে চিনতেই পারবি না। আজকাল খুব গম্ভীর হ'য়ে গেছে—; চড়া গলায় কথা কয়। কাঠের ব্যবসা চালাচ্ছে ফরাসী আর স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে। সমস্ত ইউরোপে রাতদিন চরকির মতো ঘুরছে। খায়-ও একরাশ। এখানে এই বসন্তকালেই এসেছিল, এখান থেকে সটান গেছে দিমন।'

চেয়ারগুলোর হাতলে ভর ক'রে এক পায়ের ওপর লাফিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো দিমিত্রি। তার নরম পুরু ঠোঁটের ওপর ফুটে উঠলো অমায়িক একটু হাসি। পরে বগলের ভেতর একটা ক্রাচ্ গুঁজে দিয়ে বললো, 'একটু চা খেয়ে আসি, চল্।'

আধো-আলো আধো-অন্ধকার ছোট একটা ঘর। এখানে সামোভারের পাশে ব'সে এক বৃদ্ধা, একরত্তি চেহারা, মাথার চুলগুলো চিকণ ক'রে পেছনের দিকে আঁচড়ানো। গোলাপী রঙের ছোট ধারালো নাকের ওপর চশমা। তিনি ক্লিমের দিকে তাঁর বানরের মতো শাদা একটা থাবা বাড়িয়ে দিলেন।

কাব্জির কাছে হাতে একটুকরো লাল পশম বাঁধা। খুকীর মতো দুলালী সুরে কথা বলেন। ক্লিম তাঁর করমর্দন করতেই যন্ত্রনায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, ব্যাখ্যা ক'রে জানালেন, তিনি বেতো মানুষ। তারপর তাড়াতাড়ি সংবাদ নিতে চাইলেন ভারাব্‌কার। কিন্তু ক্লিমের সংবাদ দেওয়ার আগেই ঘরে এসে ঢুকলো একটি মেয়ে। সে নিজের পরিচয় দিলো, 'মেরিনা প্রেমিরোভা।'

তারপর দিমিত্রির পাশে ব'সে প'ড়ে মেয়েটি বললো, 'উঃ রাস্তায় কি কাদা!'

ক্লিমের অকস্মাৎ মনে হোলো, সারা ঘরখানা লোকারণ্য হ'য়ে গেলো মুহূর্তে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ক্লিম খবর পেলো, মেরিনা এখানে সারা একবছর ধ'রে ধাত্রীবিদ্যা পড়েছে। তারপর এখন শিখছে সংগীত। তার বাবা ছিলেন একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী; তিনি কানারি দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি একটা হাস্যরসাত্মক গীতাভিনয়ও লিখেছেন—'কানারি দ্বীপের রহস্য'। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত এই নাটকখানি মঞ্চস্থ হয় নি। হঠাৎ মেরিনা ব'লে উঠলো; 'আজকে কুটুজভ-ও আসছে। আর তার সঙ্গে আসছে সেই......'

মেরিনা শিলিংএর দিকে তাকালো। দিমিত্রি চোখ কুঁচকে ক্লিমকে বললো, 'একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে আজ তোমার দেখা হবে।'

'কার সঙ্গে?'

'তা এখন বলবো না।'

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মেরিনার সঙ্গে বসেছে দিমিত্রি। মেরিনার দেহ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিপুলায়তন। তার পাশে দিমিত্রিকে বেমানান লাগছে; এতো ছোট যে দেখলে হাসি পায়। দিমিত্রি এখন অবস্থান করছে সপ্তম স্বর্গে। মেরিনা অনবরত লক্ষ্য করছে ক্লিমকে। একটা অস্বস্তিকর অভিব্যক্তি তার মুখে।

এবার একটু সুযোগ পেয়ে ক্লিম জানালো, সে ক্লান্ত, এখন যেতে চায়। ভাইকে এগিয়ে দিতে এসে দিমিত্রি প্রশ্ন করলো, 'এরা মানুষ ভালো, না?'

'হ্যাঁ।'

কিন্তু খাটিয়ায় শুয়েই স্থির করলো ক্লিম, এখানে সে কোনোমতে থাকবে না। ভদ্রতার খাতিরে থাকবে দু'এক সপ্তাহ, তারপর চ'লে যাবে, যেখানে হোক্ অন্য কোথাও।

কয়েক ঘণ্টা বাদে দিমিত্রি এসে ভাইকে জাগালো, এবং তাকে হাতমুখ ধুইয়ে নিয়ে গেলো প্রেমিরোভাদের ওখানে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্লিমকে আসতে হোলো। তবে বিরক্তিটা সে চেষ্টা সহকারে গোপন রাখলো। লোকে ভ'রে গেছে খাবার ঘর। কে একজন পিয়ানো বাজাচ্ছে; আবৃত্তির অজুহাতে পায়ে তাল ঠুকে চেঁচাচ্ছে মেরিনা। একটি যুবকের দিকে ক্লিমের মনোযোগ আকৃষ্ট হোলো। স্পষ্ট বোঝা যায়, লোকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পরণে লম্বা একটা ফ্রক-কোট, কতোকটা চাষাদের অলস্টারের মতো দেখতে। চোখ দুটো কটা; চাষার মতন চৌকশ একমুখ দাড়ী; লোকটি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার সুমুখে কালো রঙের চালবাজী স্যুট্ পরা একটি লোক। মুখখানা ফ্যাকাশে লাগে। গোঁফদাড়ীওয়ালা ছাত্রটির সঙ্গে ক্লিমের চোখা-চোখি হ'তেই ছাত্রটি নিজের চওড়া হাতখানা ক্লিমের দিকে একরকম গুঁজে দিলো। নিজের পরিচয় জানালো, 'কুটুজভ।'

কালো পোশাক-পরা লোকটি মৃদু হাসছিল, বললো, 'আমাকে তুমি চিনতে পারো না, সাম্ঘিন?' হাসিতে ফেটে পড়লো দিমিত্রি, 'চিনতে পারবে না কেন? এতো তুরোবোয়েভ! খুব অবাক হ'য়ে গেছিস, না?'

বিস্ময় প্রকাশের মতো অবকাশ পেলো না ক্লিম, মেরিনা তাকে ঝড়ের বেগে টেনে নিয়ে গেলো। ওধারে একটি লম্বা মেয়ে বসেছিল, মুখখানা তার কতকটা বেড়ালের মতো। তাকে উদ্দেশ ক'রে ঘোষণা করলো মেরিনা, 'এই আমাদের আর একজন, সামঘিন। ভয়ানক কড়া মেজাজী মানুষ।'

তারপর ক্লিমকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালো, 'উনি হলেন এলিজাভেটা লিওয়েভ্না। ওই, ওঁর স্বামী।'

একটি খুদে মানুষ পিয়ানোর সামনে ব'সে গানের স্বরলিপিগুলি গুছিয়ে

তুলছেন। মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুলে নীলের ঝিলিক পাওয়া যায়। ফ্যাকাশে মুখ, জ্বরো রোগীর মুখের মতন মাঝে মাঝে রাঙা হ'য়ে ওঠে। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন, 'স্পাইভাক। আপনি? গাইতে পারেন?'

ক্লিমের নঙর্থক জবাবটা স্পাইভাককে যেন অত্যন্ত বিস্মিত ক'রে দিলো। স্পাইভাক নাক থেকে তাঁর পাঁসনে খুলে ফেললেন, একবার খক্‌খক্ ক'রে কাশলেন, তারপর এমন একটা দৃষ্টিতে ক্লিমের দিকে তাকালেন, যার অর্থ হোলো, 'তবে, তবে আপনি এখানে কেন?'

মেরিনা ক্লিমকে টেনে নিয়ে গেলো, 'চলুন, যাই, উনি গান ছাড়া আর কিছু বোঝেন না।'

ওদিকে সোফায় অর্ধশায়িতা অবস্থায় বসেছিল একটি তন্বী মেয়ে; পরণে কালো পোশাক। দিমিত্রি মেয়েটির ওপর ঝুঁকে প'ড়ে কথা বলছে। মেরিনা বললো, 'রাখো তোমাদের কথা। ইনি হ'লেন সামঘিন। আর ইনি সেরাফিমা নেখায়েভা।'

তারপর মেরিনা ক্লিমকে ওখানে ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেলো পিয়ানোটার কাছে। সেরাফিমা নেখায়েভা মাথা দুলিয়ে তার সরু পা দুটো তুলে পোশাকের তলায় লুকিয়ে ফেললো। ক্লিম বুঝলো, এটা ওর পাশে বসার নিমন্ত্রণ।

সুন্দরী নয় নেখায়েভা। বেয়াড়াভাবে তালগোল পাকিয়ে ব'সে আছে; সুগন্ধির কড়া গন্ধ আসছে গা থেকে। চোখের কোলের কাজলের মতোই ওর গাল আর ঠোঁটের রঙ যে কৃত্রিম, তা সহজেই বোঝা যায়। নেখায়েভার চুলগুলি ঝুলে পড়েছে দু'কান ঢেকে। ফলে বেশ সরু ধারালো লাগছে মুখটা। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে মেয়েটিকে ক্লিমের যতো বিশ্রী লেগেছিল, পরে ততো লাগলো না। ওর করুণ কাকুতিভরা দুটি চোখ এখানের সবাইকে তন্ন তন্ন ক'রে দেখছে, যেন এ ঘরের সবার চেয়ে বয়স্ক এবং প্রাজ্ঞ ও। ক্লিম শুনলো, দিমিত্রি হুড়মুড় ক'রে অনর্গল আওড়ে যাচ্ছে কি সব নাম, যেন কোনো গির্জার নামপঞ্জী থেকে...'মালার্মে, বোলিনাৎ, রেণে, ঘিল, পেলাদাঁ...'

'শ্-শ্!' কুটুজভ দিমিত্রিকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলো। স্পাইভাক

উঠেছেন মোজার্টের একটা গান বাজিয়ে শোনাতে। পা টিপে টিপে তুরো-বোয়েভ ওদের দিকে এগিয়ে এলো, ক্লিমের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো, তারপর বসলো সোফার একটা হাতলে। কাছাকাছি আসতে তুরোবোয়েভকে বয়সের তুলনায় যেন বেশি বয়স্ক লাগলো ক্লিমের। ওর মুখের অদ্ভুত শাদা চামড়ায় হালকা ক'রে পাউডার ছড়ানো রয়েছে; নীলচে ছায়া পড়েছে চোখের কোলে; মুখের কোণ দুটো ঈষৎ ঝুলে এসেছে ক্লান্তিতে। স্পাইভাকের বাজানো শেষ হ'লে তুরোবোয়েভ বললো, 'তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছ সামঘিন। আমার বেশ মনে পড়ে, তুমি ছিলে একটি খুদে পন্ডিত; লোকের ভুল শুধরাতে পটু।'

দাঁতে দাঁত চেপে চুপ ক'রে রইলো ক্লিম। ইচ্ছে করলো, ওকে খুব ক'রে ক'শে একটা কঠিন জবাব দেয়। তুরোবোয়েভের চোখের তীব্র দৃষ্টির তলায় ভারী অস্বস্তি লাগছে তার। দিমিত্রি নেখায়েভার সঙ্গে তর্ক করছে প্রতীকবাদ নিয়ে। নেখায়েভা কতোকটা বিরক্তির সঙ্গে দিমিত্রিকে বোঝাতে চাইছে, 'তুমি সব গুলিয়ে ফেলেছো। প্রতীকবাদ জিনিষটি বুঝতে হলে এগোতে হবে প্লেটোর দৃষ্টি নিয়ে।'

'লিডিয়া ভারাব্‌কাকে তোমার মনে পড়ে?' ক্লিম প্রশ্ন করলো। তুরো-বোয়েভ চট ক'রে কোনো জবাব দিলো না, সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর বললো, 'পড়ে বৈকি! সেই একরত্তি যাযাবর মেয়েটা তো? হ্যাঁ, সে কেমন আছে এখন? সে একদিন অভিনেত্রী হ'তে চেয়েছিল। অভিনয়ই সত্যিকার মেয়েলি পেশা।'

তুরোবোয়েভ এলিজাভেটা স্পাইভাকের দিকে একবার তাকালো। ক্লিম ভাবলো, 'শুধু এই!'

আবার গান শুরু হলো। আবার একবার ক্লিম বিস্মিত হ'য়ে গেলো, এই লালমুখো দাড়ীওয়ালা লোকটার সংগীতে এমন পারদর্শিতা দেখে। মেরিনাও গান গাইলো। মেরিনার গানে আছে উদ্দামতা। সে বিরাট হাঁ করে, তার সোনালি ভ্রূজোড়া আসে কুঁচকে, স্থূল পরিপূর্ণ দু'টি স্তন কাঁপতে থাকে আবেগে।

মাঝ রাত্রির দিকে ক্লিম সবার অলক্ষ্যে কোন রকমে নিজের ঘরে পালিয়ে এলো। অত্যন্ত শ্রান্ত লাগছে। ক্লিম পোশাক ছেড়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। কিন্তু তালা বন্ধ করতে ভুলে আসায়, কয়েক মিনিট বাদে ঘরে এসে ঢুকলো দিমিত্রি, বিছানার ওপর চ'ড়ে ব'সে হাসিমুখে সে বকতে লাগলো, 'প্রতি শনিবারেই এদের এমনি আসর বসে। ওই যে কুটুজভকে দেখলে, লোকটা ভারি চালাক। আর তুরোবোয়েভ, তারও ওরিজিনালিটি আছে, তবে তা অন্য দিকে।'

'ও কি মদ খায়?'

'খায়। এখানের অধিকাংশ লোকেই অত্যন্ত অস্থির, চঞ্চল। এই অস্থিরতা তাদের আত্মার অস্থিরতা।' দিমিত্রি ব'লে চলে, 'আমিও কেবলই অধীর হয়ে উঠছি। কতোকটা ভ্রনভের মতো। সব কিছু জানতে চাই, বুঝতে চাই, কিন্তু পারি না। এখন প্রকৃতি-বিজ্ঞান পড়ছি, আর সেই সংগে ভাষাতত্ত্ব।'

ক্লিম ওকে এলিজাভেটা স্পাইভাকের কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইলো, কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো নেখায়েভার কথা।

'নেখায়েভা? ও মেয়েটা ভারি অদ্ভুত। তবু ওকে বেশ লাগে। ফরাসী ডিকেডেণ্টদের সাহিত্য প'ড়ে শুনে ওর মাথা গেছে বিগড়ে। আর এলিজাভেটা স্পাইভাক? ও ভাই, একটি চরিত্র। ওকে বোঝা দুষ্কর। তুরোবোয়েভ ওর সংগে প্রেম চালাচ্ছে, নিতান্ত নিষ্ফলও হচ্চে মনে হয় না।'

ক্লিম অকস্মাৎ বিরক্ত হ'য়ে উঠলো, 'বড়ো ঘুম পাচ্ছে আমার।'

দিমিত্রি চ'লে গেলে ক্লিম স্থির করলো, কালই সে অন্যত্র বাসার সন্ধান করবে। কিন্তু পরদিন সকালে ক্লিম তার সংকল্পটাকে কাজে লাগাতে পারলো না। কারণ, সে মেরিনার কঠিন পাল্লায় পড়লো, 'চলুন, শহরটা ঘুরে দেখে আসা যাক।'

মেরিনার কথাগুলো আহ্বান মনে হোলো না, মনে হোলো আদেশ। পথ-চলার গতিবেগটাও নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলো মেরিনা। দৃঢ়, দ্রুত তার পদক্ষেপ। কতোকটা সৈনিকের চলার মতো। তবু তার মনের সহজ সারল্য-

টুকু বেশ ভালোই লাগলো ক্লিমের। মেরিনা বললো, 'বহুমুখী শহর এই পিটার্সবার্গ। আজকে দেখুন, রহস্যময়, ভয়াবহ। কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রিতে ওকে দেখবেন, স্বর্গীয়, অনুপম। প্রাণবান এই শহর; এর অনুভূতি আছে, আছে আবেগ।'

'কিন্তু কাল আমার মনে হচ্ছিল, আপনি এ শহরটাকে আদৌ পছন্দ করেন না।'

'হ্যাঁ, কাল ওর সংগে আমার ঝগড়া হয়েছিল। কারো সংগে ঝগড়া করি, তার অর্থ এই নয় যে, তাকে ভালোবাসি না।'

জবাবটা বেশ বুদ্ধিমানের মতোই মনে হোলো ক্লিমের।

একদিন সন্ধ্যায় দিমিত্রির ঘরে ঢুকে দেখলো, কুটুজভ আর তুরোবোয়েভ সেখানে। ওরা একটা টেবিলের পাশে মুখোমুখি ব'সে, যেন দাবা খেলছে। ওদের তর্ক বিতর্ক আলাপ আলোচনা অনেকক্ষণ মনোযোগের সংগে শুনলো ক্লিম। অকস্মাৎ কুটুজভ ক্লিমকে প্রশ্ন ক'রে বসলো, 'আপনি টলস্টয়বাদ সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন?'

জবাব দেওয়ার আগে ক্লিম তুরোবোয়েভের মুখের পানে তাকালো, লক্ষ্য ক'রে দেখলো, মাকারভের আত্মহত্যার চেষ্টার আগেও তার মুখচোখে এমনি একটা ভাব ফুটে উঠেছিল। সাহসের সংগেই জবাব দিলো ক্লিম, 'ও এক রকম নির্বোধের স্বর্গে ফিরে যাবার চেষ্টা মাত্র।'

'বেশ বলেছ! নির্বোধের স্বর্গে ফিরে যাওয়া। কিন্তু ও ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি?' তুরোবোয়েভ বললো, 'টলস্টয় থেকেই শুরু করি, কিম্বা নিকোলাই মিখাইলোভ্স্কি থেকে শুরু করি, ওই আমাদের একই পথ।'

'কিন্তু আমরা যদি শুরু করি মার্ক্স্ থেকে?' খুশীর সংগে প্রশ্ন করলো কুটুজভ।

'না। ফ্যাক্টরির বয়লারের মারফৎ রুশদেশ কোন দিন তার মুক্তি লাভ করবে, একথা আমি বিশ্বাস করি না।' তুরোবোয়েভ প্রতিবাদ করলো।

ক্লিম সবিস্ময়ে কুটুজভের দিকে তাকালো। এই চাষাড়ে লোকটা, সে একজন মার্ক্সিস্ট, এ-ও কি সম্ভব? একটু বাদেই অকস্মাৎ বিদায় নিলো

তুরোবোয়েভ। সে চ'লে গেলে কুট্‌জভ মন্তব্য করলো, 'বুদ্ধিমান, কিন্তু বিষাক্ত।'

কয়েকদিন ধ'রে নেখায়েভাকে ভারি দুর্বোধ্য লাগছে ক্লিমের। কি একটা জিনিষ যেন তার মধ্যে থমথমে, স্তব্ধ হ'য়ে আছে, আর সে তারি তাড়নায় মাঝে মাঝে মরিয়া হ'য়ে উঠছে। কখনো সে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়, এই বুঝি লাফ দিয়ে নিচে পড়ে। সব চেয়ে বিস্মিত করেছে ক্লিমকে, নেখায়েভার মধ্যে তার নারীসুলভ দৈহিক আকর্ষণের অভাব। নারীর প্রতি পুরুষ সাধারণত যে মনোভাব অনুভব করে, তেমন কোনো মনোভাব জাগায় না নেখায়েভা। প্রায়ই ক্লিমের মনে হয়, এখানে যারা এসে জড়ো হয়, নেখায়েভা তাদের সবার চেয়ে বুদ্ধিমান। আর এই কথাটা মনে পড়লেই ক্লিম ভয় পেয়ে যায়, নেখায়েভার পাশ থেকে দূরে পালিয়ে আসে। ভয়, ও যা গোপন রাখতে চায়, এমন কিছু ব্যাপার হয়তো নেখায়েভার সন্ধানী চোখের সুমুখে সুপ্রকাশ হ'য়ে পড়বে।

নেভার তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ক্লিম। হঠাৎ দেখলো, দূরে 'কলানিকেতন' থেকে বেরিয়ে আসছে নেখায়েভা। একটু বাদেই বন্ধুত্বের হাসি হেসে নেখায়েভা ক্লিমকে অভিনন্দন জানালো। তারপর দুর্বল কণ্ঠে বললো, 'ছবি দেখে ফিরছি। অতি সাধারণ সব ছবি! এতোটুকুও ইন্‌স্‌পিরেশন পেলাম না। আপনি শহরে ফিরছেন তো? আমিও ফিরবো।'

নেখায়েভার গায়ে হ্রস্ব একটা ফারের কোট, সন্ধ্যার আকাশের মতো ধূসর। মাথায় নীল রঙের ছোট্ট অদ্ভুত ধরণের একটা টুপি। ওর চলার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই, ওর সংগে পা মিলিয়ে চলতেও কঠিন লাগছে ক্লিমের। নেখায়েভা অস্পষ্ট গলায় বললো, 'এই বরফ-জমা নদীর মতো সমস্ত জীব-জগৎটা যদি একবার জমে গিয়ে থমকে দাঁড়াতো, বেশ হোতো। তবে মানুষ তাদের নিজের কথা শান্ত হয়ে ভেবে দেখার মতন অবকাশ পেতো।'

ক্লিমের বলতে ইচ্ছে করলো, 'কিন্তু বরফের তলা দিয়েও নদী বয়ে চলেছে, তার চলার কোন পরিবর্তন নেই।' কিন্তু বললো, 'রুশদেশের রক্ষণশীল

নেতা লিওনটিয়েভ বলেছিলেন, রুশদেশটার বরফে একটু জমে যাওয়া দরকার।'

'শুধু রুশদেশ কেন? সমস্ত বিশ্বলোকেরই খানিকক্ষণের জন্যে জমাট বেঁধে স্থির হয়ে দাঁড়ানো দরকার। চাই বিশ্রাম।'

নেখায়েভা একটা বিষয় থেকে আর একটা বিষয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলো। বললো, 'তুরোবোয়েভকে আপনার কেমন লাগে?'

পরক্ষণেই এ প্রশ্নের জবাব সে নিজেই দিলো, 'আমি ওকে বুঝিই না। এক রকমের নাইহিলিস্ট; তবে একটু দেরীতে জন্মেছে; সব কিছুর প্রতিই ঔদাসীন্য, এমন কি নিজের প্রতিও। আর ভারি অদ্ভুত লাগে, এলিজাভেটা স্পাইভাক ওর প্রেমে পড়েছে।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়।'

এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর নেখায়েভা প্রশ্ন করলো, ক্লিমের কেমন লাগে মেরিনাকে। কিন্তু জবাবের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই বললো, 'মেয়েরা যাকে সুখ বলে, সে ধরণের সুখী ও হ'তে পারবে। ভালবাসতে পারবে প্রচুর; যখন মানুষকে ভালোবেসে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন ভালোবাসতে শুরু করবে কুকুরকে, বেড়ালকে। ও হোলো সত্যিকার রাশিয়ান। কিন্তু আমি নিজেকে রাশিয়ান ব'লে ভাবতে পারি না। আমি হলাম সেণ্ট পিটার্সবার্গের। মস্কো গিয়ে দেখেছি, সেখানে আমি যেন আমার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলি। রাশিয়াকে ভালো ক'রে জানিও না। সত্যি বলতে, বুঝিও না। রাশিয়াকে দেখে মনে হয়, এ যেন একটা দেশ, অগণিত মানুষে ভরা, অনাবশ্যক, অবান্তর সব মানুষ। কারো প্রয়োজনে আসে না, এমন কি নিজেদের প্রয়োজনেও না। কিন্তু ফরাসীদের ধরুন, কিম্বা ইংরেজদের. ওদের প্রয়োজন সমস্ত সৃষ্টির কাছে। এমন কি জার্মানদেরও,—যদিও জার্মানদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

ব'কে চললো নেখায়েভা; ওর অসাধারণ অভিমতগুলো বিভ্রান্ত ক'রে দিলো ক্লিমকে। অতঃপর ওরা দু'জনে একটা কাফিখানায় এসে বসলো।

বিসকিটে কামড় দিয়ে নেখায়েভা বলতে লাগলো, 'রাশিয়াতে কোনো দরকারী বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না এরা। সত্যিকার জ্ঞানের জন্যে প্রয়োজনীয় কোনো বইও এরা পড়ে না। এদের যা করা উচিত, তাও এরা করে না। আর এরা যা করে, তাতে নিজেদের কোনো উপকার হয় না, হয় চটক দেখানো।

'তা সত্যি।' ক্লিম বললো, 'সর্বদাই দেখছি ওরা প্রশ্নবাণে পরস্পরকে কেবলই জর্জরিত করছে।'

'এই দেখুন না, কুটুজভ হোলো একজন নিখুঁত গাইয়ে, কিন্তু সে পড়তে সুরু করেছে অর্থশাস্ত্র। আর আপনার ভাই, তিনিও—মাপ করবেন,—জানেন অনেক, কিন্তু এতটুকুও জ্ঞান লাভ করেন নি।'

'সত্যি,' ক্লিম সায় দিলো।

কিন্তু অকস্মাৎ নেখায়েভা যেন ক্লান্ত বিমর্ষ হ'য়ে পড়লো। চোখ দু'টো হ'য়ে এলো নিষ্প্রভ। সে যেন স্বপ্ন দেখছে, এমনি সুরে বলতে লাগলো, 'সমগ্র আত্মাকে উপলব্ধি ক'রে বেঁচে থাকা, সে কেবল সম্ভব পারীতে। এবার শীতে আমার থাকার কথা ছিল সুইটসারল্যান্ডে; কিন্তু বাধ্য হোলাম আসতে পিটার্সবার্গে—একটা সম্পত্তির ব্যাপারে।'

নেখায়েভার কফি খাওয়া শেষ হ'লে সে বললো, 'সম্ভবত দু' তিন সপ্তাহ বাদেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।...হয়তো চিরদিনের জন্যে।'

নেখায়েভা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

পথে নেমে সে প্রশ্ন করলো, 'আপনি মায়েতারলিংক পড়েছেন? ও, ভুলবেন না, নিশ্চয় পড়বেন। তাঁর লেখা 'তান্তাগিলসের মৃত্যু' কিম্বা 'দৃষ্টিহীন'। অপূর্ব! মায়েতারলিংক একজন প্রতিভা! বয়স এখনো অল্প; কিন্তু কী প্রগাঢ় জ্ঞান, গভীর অনুভূতি......'

অকস্মাৎ রাস্তার একধারে এসে নেখায়েভা থেমে দাঁড়ালো, হাত একখানা বাড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা, আসি এখন। মাঝে মাঝে দেখা করবেন কিন্তু, কেমন?'

নেখায়েভা ক্লিমকে তার ঠিকানা দিয়ে একটা গাড়ীতে উঠে বসলো! পরমুহূর্তেই গাড়ীটা টলতে টলতে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো সশব্দে।

আট

সেদিন পথে ঘুরতে ঘুরতে ক্লিম এসে পেঁছলো নেখায়েভার বাসার সুমুখে। এর আগেও সে একদিন এখানে এসেছিল। নেখায়েভা ওকে আনন্দে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরের এক কোণ থেকে অন্যকোণে ত্রস্ত চঞ্চলভাবে ছুটোছুটি করতে লাগলো। অভিযোগ করলো, সমস্ত রাত্রি সে ঘুমুতে পারে নি। পুলিশ এসেছিল, কাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেছে। একটা মাতাল মেয়ে চেঁচামেচি করছিল; আর বারান্দায় লোকজনের দাপাদাপি হ'য়েছিল।

'সেপাই?' ক্লিম মুখ কালো ক'রে প্রশ্ন করলো।

'না, পুলিশ। ওরা একটা চোরকে ধ'রে নিয়ে গেলো।'

চা খাবার সময় ক্লিম মায়েতারলিংক সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলো, কিন্তু বেশ সংযমের সঙ্গে। মন্তব্য করলো, 'দৃষ্টিহীনে' অন্তর্গূঢ় সত্যটি স্বতঃপ্রকাশ। আর মায়েতারলিংকের সঙ্গে লিয়েভ টলস্টয়ের সাদৃশ্য-ও আছে কিছু-কিছু, বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে। নেখায়েভা ওর সঙ্গে একমত হ'য়ে গেলো দেখে ক্লিম খুশীই হোলো।

আজকে সন্ধ্যায় নেখায়েভার দৈহিক দারিদ্র্যটা বিশেষ ক'রে আঘাত করলো ক্লিমকে। ফিকে রঙের একটা ভারি পশমী পোশাকে ওর চলন ভংগীটাকে জড়িত ক'রে তুলেছে। অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে বয়সটা। নেখায়েভা এইমাত্র চুলগুলো ধুয়ে এসে মাথায় শক্ত ক'রে একটা খোঁপা বেঁধেছে। ফলে মাথাটাকে বিরাট ও কুৎসিত দেখাচ্ছে। এই মেয়েটার জন্যে আজ ক্লিমের করুণা হোলো।

সেদিন ক্লিম যখন এসেছিল, তখনো যেমনটি করেছিল, এখনো তেমনি নেখায়েভা আলোচনা সুরু করলো জন্ম আর মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে—অবশ্য, ভিন্ন ভাষায়। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে, যেন সে প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছে ক্লিম তার প্রতিবাদ করুক। কিন্তু ক্লিম প্রতিবাদ করলো না, ভাবতে লাগলো,

'এখনো পর্যন্ত ও ভালোবাসা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারছে না। হয়তো ইচ্ছে করছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।'

ভালোবাসা সম্বন্ধে আলোচনাটা নিজ থেকে শুরু করতেও ইচ্ছে করলো না ক্লিমের। হঠাৎ নেখায়েভা তার নিজের সম্বন্ধে বলতে শুরু করলো, 'আমার বাবা ছিলেন একজন অধ্যাপক। দেহবিজ্ঞানী। যখন বয়স চল্লিশ, তখন তিনি বিয়ে করেন। আমিই তাঁর প্রথম সন্তান। আমার প্রায়ই মনে হয়, আমার যেন দু'জন বাবা। আমার বয়স যখন সাত,—তখন পর্যন্ত ছিলেন একজন। তাঁর মুখে সর্বদা হাসি লেগে থাকতো। চেছে-ছুলে কামানো দাড়ী; মুখের ওপর বিরাট গোঁফ। হালকা চঞ্চল দুটো চোখ। ভায়োলনসেলো বাজাতেন চমৎকার। তারপর তিনি হঠাৎ যেন বদলে গেলেন. আর একটি মানুষ! সমস্ত মুখখানা ভ'রে গেলো শাদা দাড়ীতে। কথায় কথায় বিরক্ত হ'য়ে উঠতে লাগলেন। সে চাঞ্চল্য, হাসিখুশী আর রইলো না। চোখদুটোকে তিনি একটা কালো চশমা দিয়ে লুকিয়ে ফেললেন। মদ খেতে লাগলেন, পাঁড় মাতাল না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম মদ খেতেন। তিনি এমনটি করতেন, কারণ, একটা মরা ছেলে প্রসব ক'রে মা আমার মারা যান। মাকে আমার বেশ মনে পড়ে, তিনি শাদা আর ফিকে নীল রঙের পোশাকে সেজে থাকতেন। আদৌ বয়স্ক ব'লে মনে হোতো না। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁকে বেশ ছেলেমানুষ লাগতো। এইটুকু শরীর, কিন্তু প্রাণ শক্তিতে যেন ফেটে পড়তেন। গ্রীষ্মকালে মা মারা যান। আমি গাঁয়ে থাকতাম। তখন আমার বয়স মোটে সাত। বেশ মনে আছে, কী অদ্ভুতই লেগেছিল! আমি বাড়ি এলাম। কিন্তু বাড়িতে মা নেই, আর বাবা,—সেই আগের বাবাও নেই!'

নেখায়েভা তার কাহিনীটা বললো, ধীরে ধীরে, চাপা গলায়। এতোটুকু বেদনা ছিল না বলার মধ্যে। ক্লিম ভাবলো, অদ্ভুত। ক্লিম ওর মুখের দিকে তাকালো। এই সর্ব প্রথম সে লক্ষ্য করলো, নেখায়েভার মুখখানা সত্যিই সুন্দর। কৌতূহলের সঙ্গে ক্লিম ভাবলো, 'ল্যাংটো হ'লে কেমন লাগবে ওকে? খুব সম্ভব, হাস্যকর।'

কিন্তু পরক্ষণেই ক্লিম নিজেকে তার এই কুৎসিত কৌতূহলের জন্য

তিরস্কার না ক'রে পারলো না। একবার ভ্রূ কুঁচকে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে নেখায়েভার কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করলো।

'প্রায় প্রতি রাত্রেই আমার বাবা মাতাল হ'য়ে ভায়োলনসেলো বাজাতেন। ভায়োলনসেলোর ভয়ানক শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যেতো। যে ভায়োলনসেলো তিনি একদিন অতো সুন্দর বাজাতেন, আজ তাঁর হাতে সেই যন্ত্র যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠতো। কী ভয়াবহ সে আর্তনাদ! চারিদিকে রাত্রির নীরবতা, আর অন্ধকার। তারই মাঝে এই শব্দগুলোকে মনে হোতো অন্ধকারের চেয়েও কালো লম্বা এক একটা ফিতে, বিশাল নিস্তব্ধতার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। এ শব্দে আমি ভয় পেতাম না। ভারি একঘেঁয়ে লাগতো। এই একঘেঁয়েমির জন্যেই আমি কেঁদে ফেলতাম। তারপর অকস্মাৎ চারদিনের রোগে ভুগে বাবা মারা গেলেন। সমস্ত দেহটা ফুলে গেলো, নীল হ'য়ে উঠলো। নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হ'তে লাগলো। মরবার পর বাবাকে কফিনে দেখলাম, কি ভয়াবহ, বিরাট চেহারা! চোখদুটো ফেটে বেরিয়ে পড়ছে।'

নেখায়েভা নীরব হোলো। মাথাটা নুইয়ে হাঁটুর স্কার্টের ওপর আঙুল বুলিয়ে সেটাকে মসৃণ করতে লাগলো। নেখায়েভার কাহিনী ক্লিমকে ঈষৎ কাব্যাতুর ক'রে তুললো। ক্লিম বললো, 'হ্যাঁ, আমাদেরই বাবা!......'

'বাবারা খেলো আঙুর, দাঁত টকালো ছেলেদের! কোন ঋষি যেন এই বাণী প্রচার ক'রেছিলেন? ভুলে গেছি।'

'আমি ও!' ক্লিম বললো, যদিও সে কোনদিন ওল্ড টেস্টামেণ্ট পড়েনি।

এবার নেখায়েভা ইতস্তত ক'রে হাত দুটো তুলে তার এলিয়ে পড়া চুলগুলোকে সংযত করতে লাগলো। কিন্তু চুলগুলো অতর্কিতে স্খলিত হয়ে পড়লো নেখায়েভার দুই কাঁধে। স্তব্ধ বিস্মিত হ'য়ে গেলো ক্লিম, কী অজস্র অপূর্ব ওর চুলগুলি! মৃদু হাসলো নেখায়েভা, 'মাপ করবেন।'

ক্লিম ঈষৎ মাথা নত ক'রে সম্মতি জানালো। লক্ষ্য করলো, চুলগুলিকে সংগ্রহ সংযত করতে বিব্রত হয়ে পড়েছে নেখায়েভা। বলবার মতো কিছুই

উপযোগী খুঁজে পেলো না ক্লিম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো, যেন কি একটা বিপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে!

'আমি এখন আসি?' ক্লিম বললো।

'কেন?'

'রাত অনেক হোলো।'

'সত্যি?'

নেখায়েভার হাতদুটো আবার শিথিল হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো। অগোছাল চুলগুলো নেমে এলো বন্যার মতো কাঁধে, মুখে।

'আবার আসবেন—যতো শিগ্‌গির পারেন।' নেখায়েভা বললো। অদ্ভুত অপরিচিত তার কণ্ঠস্বর। এ যেন আমন্ত্রণ নয়, আদেশ।

দু'দিন বাদে সন্ধ্যায় ক্লিমকে ফের নেখায়েভার ঘরে উপবিষ্ট দেখা গেলো। ক্লিম তাড়াতাড়ি এসেছিল, তাই সে নেখায়েভাকে একটু বেড়িয়ে আসার জন্যে ডাকলো। কিন্তু ভ্রমণটা আদৌ জমলো না। সারা রাস্তা নেখায়েভা এক-ঘেঁয়ে চুপচাপ রইলো, অবশেষে অভিযোগ করলো, তার ঠান্ডা লাগছে। বললো, 'চলুন, গাড়ীতে চড়ে আমার বাসায় যাই।'

'কিন্তু গাড়ীতে ঠান্ডা লাগবে আরো বেশী।'

'তাড়াতাড়ি হবে।'

বাড়িতে ফিরেও নেখায়েভাকে নার্ভাস ও বিরক্ত মনে হোলো। পাখীরা যেমন ক'রে ডানার আড়ালে মাথা লুকিয়ে রাখে, তেমনি ক'রে নেখায়েভা ঘাড় বাঁকিয়ে রইলো। সামঘিনের দিকে না তাকিয়ে বললো, 'ছুটির দিনে রাস্তায় লোকজন বেরিয়েছে, আর ভীড় ক'রে হৈ-হল্লা করছে। ও আমার অসহ্য লাগে। প্রতি সপ্তাহের শেষে একদিন মানুষ পরিষ্কার জামা কাপড় প'রে মুখে খুশীর মুখোস এঁটে কেন যে বেরোয়, তার অর্থ আমি ঠিক বুঝি না।'

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ ক্লিম একটু বেশি মাত্রায় পান করেছিল। তাই নিজেকে তার বেশ সহজ লাগছে। কাগজ কাটার একটা ব্রোঞ্জের বাঁকা পাত

নিয়ে সে নাড়াচাড়া করছিল। অকস্মাৎ পাতটা হাত থেকে ফসকে গিয়ে পড়লো নেখায়েভার পায়ের ওপর। ক্লিম ওটাকে তোলার জন্য নুয়ে পড়লো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা গেলো উল্‌টে; নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ক্লিম খপ ক'রে নেখায়েভার হাত একখানা ধ'রে ফেললো। চকিতে নেখায়েভা নিজের হাতখানা নিলো ছিনিয়ে। ক্লিম শেষ আশ্রয় হারিয়ে পরক্ষণেই লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তারপর ঠিক কি কি ঘটেছিল, পরে ভেবেও ক্লিম স্মরণ করতে পারেনি। শুধু মনে পড়ে, তার গালের ওপর উষ্ণ দু'টি হাতের স্পর্শ, মুখে দ্রুত চকিত কয়েকটি চুম্বন, আর কানে আবেগ কম্পিত অস্ফুট কয়েকটি কথা। ক্লিম খুশীর চেয়ে বিস্মিত হোলো বেশি। নেখায়েভা ক্লিমের পাশে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, অস্ফুট অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলছে, 'জীবনটা দুর্বহ; ভালো না বেসে মানুষ তাই বাঁচতে পারে না!'

নেখায়েভার মাথাটা ক্লিম বুকের ওপর তুলে নিয়ে হাত দিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলো। ক্লিমের ইচ্ছা করলো, নেখায়েভার চোখদুটো সে দেখে। এই অপরিচিত উত্তপ্ত দেহের সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে ক্লিমের নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হোলো, অস্বস্তি লাগলো। পাশ ফিরে শুয়েছিল নেখায়েভা, তাই তার ছোট অপুষ্ট দুটো স্তন ঝুলে পড়েছে নতমুখ হ'য়ে। ফিসফিস ক'রে নেখায়েভা বললো 'লক্ষ্মীটি! সোনা আমার!'

নেখায়েভার গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ক্লিমের বুকে গড়িয়ে পড়লো। নীরবে ওর চুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো ক্লিম। ভাবতে লাগলো, এখন কি করবে মেয়েটা? ও কি পিটার্সবার্গে রয়ে যাবে, না আগের ব্যবস্থা মতো স্বাস্থ্য অন্বেষণে যাবে অন্য কোথাও? কারণ, নেখায়েভার সোহাগ ভালোবাসা আদৌ ক্লিম চায়নি, ওর প্রতি শুধু সে করুণা করেছে মাত্র।

অস্বস্তির সংগে সংগে ক্লিম নিজের সম্বন্ধে গর্বও অনুভব করে। এতো পরিচিতের মধ্যে নেখায়েভা কেবল ওকেই বেছে নিয়েছে। নেখায়েভার সোহাগ আদর যতোই প্রগাঢ় হতে লাগলো, ক্লিমের গর্বটুকু-ও হ'য়ে উঠল

ততোই ঘনীভূত। নেখায়েভার উষ্ণ আবেগময় কথাগুলো অনেকটা নির্লজ্জ লাগে ক্লিমের।

'আমি জানি, আমি দেখতে সুন্দরী নয়। তবু ভালোবাসতে এতো ইচ্ছে করে! এই ভালোবাসার জন্যে একাগ্রমনে আমি তৈরী করেছি নিজেকে। আর, আমি ভালোবাসতে পারি-ও—পারি না?'

'পারো বৈকি!' অকপটে ক্লিম বললো, 'তোমাকে ভারি অবাক লাগে আমার।'

নেখায়েভা ক্লিমের কথায় কান দিল না। হাঁপাতে হাঁপাতে, কাশতে কাশতে, ক্লিমের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে তার কাতর দুটি চোখের ওপর নিজের অশ্রুপ্লুত চোখ দুটোকে তুলে ধরলো। ক্ষুদ্র উষ্ণ কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো চোখ থেকে। অশ্রুর ফোঁটাগুলো অযথা, অপ্রাসংগিক মনে হোলো ক্লিমের। কান্নার কি আছে এতে? ক্লিম ওকে কোনো আঘাত দেয় নি, ওকে ভালোবাসতেও অস্বীকার করেনি, তবে? যে-অনুভূতির তাড়নায় নেখায়েভার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, তা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য লাগলো ক্লিমের। ক্লিম ভয় পেয়ে গেলো। সে নেখায়েভার ঠোঁটে চুমু খেতে লাগলো, যাতে নেখায়েভা আর কথা বলতে না পারে। কিন্তু তবু নেখায়েভা ফিসফিসিয়ে বললো, 'ভেবে দেখো, সারা পৃথিবীর অর্ধেকগুলি নরনারী এই মুহূর্তে আমাদেরই মতো ভালোবাসছে পরস্পরকে। লক্ষ লক্ষ প্রাণ জন্মলাভ করছে এই ভালোবাসা থেকে। আর না ভালোবেসে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বরণ করছে মৃত্যুকে.........'

দোরের ওপর কমলা রঙের পর্দাটাকে দেখাচ্ছে মেঘান্তরালবর্তী সূর্যের মতো। যেন স্থির, গতিহীন হ'য়ে গেছে কাল। নেখায়েভা বলছে, 'যে ভয়াবহ দুর্দম প্রবৃত্তির রহস্য সৃষ্টি করেছে আমাদের, তারি কাছে আমরা আজ আত্মসমর্পণ করছি কামনা ভরে, বিনীত ভরে.........'

ক্লিম নিবিড় আলিংগনে জড়িয়ে ধরলো নেখায়েভাকে। তার উত্তপ্ত ওষ্ঠাধরে এঁকে দিল সুদীর্ঘ উষ্ণ একটি চুম্বন। সেদিন বাসায় ফিরতে অনেক রাত হোলো ক্লিমের।

ক্লিম প্রতি সন্ধ্যাতেই নেখায়েভার ওখানে আসতে শুরু করলো। নেখায়েভার প্রগল্‌ভতার নির্ঝরে নিজেকে স্নাত ক'রে সে ক্রমেই পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠলো মনে ও মস্তিষ্কে। অবশ্য, নেখায়েভার সংগে ওর যৌন সম্পর্কটা সবার কছে জানাজানি হ'য়ে গেলো। ফলে ক্লিম লক্ষ্য করেছে, ওর সম্মান ও প্রতিপত্তি আগের চেয়ে বেড়েছে অনেক। নতুন একটা কৌতূহল ও সমর্থনের সংগে ওকে দেখতে শুরু করেছে এলিজাভেটা স্পাইভাক। মেরিনার কথাবার্তায় বন্ধুভাবটা গেছে আরো বেড়ে। স্পষ্টত ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠছে দিমিত্রি। মুখখানা তার ম্লান বিমর্ষ, কথাবার্তা নেই, মিটমিট ক'রে মাঝে মাঝে মেরিনার পানে তাকায়, কেউ ওর প্রতি একটা অন্যায় আচরণ করেছে এমনি ভাব। হাসিখুশী হ'য়ে উঠছে ক্লিম, সবার প্রতি যেন একটা করুণার ভাব। মাঝে মাঝে একটা তীব্র বাসনা তার মনের মধ্যে কেবলই সুড়সুড়ি দিতে থাকে, কুটুজভের পিঠ চাপড়ে' তাকে একটু অভিভাবকত্ব দেখাতে। কিন্তু কুটুজভের এদিকে আদৌ লক্ষ্য নেই, সে তার অবিরাম একগুঁয়েমির সংগে প্রমাণ করার চেষ্টা ক'রে চলেছে মার্ক্‌স আর মুসোর্গ্‌স্কি পড়ার প্রয়োজনীয়তা।

নেখায়েভার জ্বর হ'য়েছিল। এখন সে সেরে উঠেছে। তার গালের লাল দাগগুলো যেন হ'য়ে উঠছে আরো দগদগে, আরো স্পষ্ট। চোখের কোলে পড়েছে কালো ছায়া। গালের হাড় দুটো হ'য়ে উঠেছে আরো ধারালো। ফলে, চোখের জৌলুষটা গেছে আরো বেড়ে। মেরিনার সংগে ওর দেখা হ'লেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'পাগল হয়েছ নাকি? তোমার ডাক্তার কি দেখতে পায় না—অন্ধ? তোমার পক্ষে এ যে আত্মহত্যা!'

নেখায়েভা ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে, শুকনো ঠোঁটদুটো জিব দিয়ে একবার চেটে নিয়ে সোফার একধারে ব'সে পড়ে। দিমিত্রি সামঘিনকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'পন্ডিতেরা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন। ছোট ছেলেরা যেমন তাদের পুতুলগুলিকে ছিঁড়ে টুকুরো ক'রে দেখে, ওর ভেতর কি আছে, তাঁদের এই বিশ্লেষণের চেষ্টাও হ'য়েছে ঠিক তেমনি।'

'কিন্তু উক্তিটা অত্যন্ত পুরাতন নয় কি?' কুটুজভ নিজের দাড়ীতে হাত বুলিয়ে ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলো। নেখায়েভা ওর কথায় কান দিলো না। তুরোবোয়েভ অলসভাবে বললো, হ্যাঁ, পুতুলটা ছিঁড়ে ফেলে ওরা, দেখে, হয় তার মধ্যে আছে দুর্বোধ্য কিছু, না হয় কোনো জঞ্জাল।'

নেখায়েভা আরও ঘণ্টাখানেক হয়তো ওখানে ব'সে থাকে, তারপর বাড়ি ফেরে। বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সাথে যায় ক্লিম।

নেখায়েভা আর পিটার্স্‌বার্গ ছেড়ে গেলো না। ক্লিম দেখলো, তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'চ্ছে। কাশিটা অনেক ক'মে এসেছে, এমনকি মাংসও লেগেছে গায়ে। ব্যাপারটা ক্লিমকে ভয়ানক মুস্‌ড়ে দিলো। সে শুনেছিল, গর্ভাবস্থায় মেয়েদের যক্ষ্মারোগ শুধু যে সাময়িকভাবে বাড়ে না এমন নয়, একেবারে সেরে-ও যায়। এই মেয়েটির গর্ভে তার সন্তান জন্মলাভ করতে পারে, এই কথা ভেবে ক্লিম অত্যন্ত আতংকিত হ'য়ে উঠলো।

ক্রমেই নেখায়েভা শান্ত হ'য়ে আসছে। যে উত্তাপ ও উন্মাদনার সংগে সে আলাপ করতো, সে উত্তাপ উন্মাদনা তার আর নেই। তার স্নেহ-সোহাগের প্রগাঢ় ভাবটাও ক্রমে থিতিয়ে আসছে; চোখে দেখা দিয়েছে শিশু-সুলভ চাহনি।

ক্লিমের ভীতিটা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগলো, প্রতিক্ষণে সে প্রত্যাশা করতে লাগলো, এই বুঝি নেখায়েভা তাকে প্রশ্ন ক'রে বসে, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কি স্থির করেছে। পিটার্সবার্গ শহরটা ক্লিমের কাছে ক্রমেই ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠতে লাগলো, আর তার একমাত্র কারণ, নেখায়েভা এ শহরে থাকে!

তাছাড়া বক্তৃতা, বাগবিতণ্ডা, তর্কবিতর্ক, চুপি চুপি আলাপ—বেঁচে থাকার আর কাজে লাগার জন্যে হাজারো তরুণ তরুণীর এই উন্মত্ত বিশৃঙ্খল কাকুতি—এ যেন ক্লিমকে বধির ক'রে দেয়। সে নিজের মনের কথা আর শুনতে পায় না, নিজের চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলে। তার মনে হয় এখানের লোকগুলো যেন একটা পাগলামির খেলায় মেতে রয়েছে। আর এই খেলাটা

যতো বিপজ্জনক হয়, ততোই তাদের মাতামাতিটা যায় বেড়ে। অকস্মাৎ ক্লিম স্থির করলো, সে পিটার্সবার্গ ছেড়ে মফস্বলের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হবে। সেখানে সম্ভবত লোকে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সহজভাবে জীবন যাপন করে। নেখায়েভার সংগে ওর সম্পর্কটা চুকিয়ে ফেলারও প্রয়োজন আছে। নেখায়েভার কাছে এলে ওর মনে হয়, ও যেন সম্রাট, আর নেখায়েভা ভিখারিনী। ভিখারিনীকে ও দান করছে, কিন্তু দেওয়ার সংগে সংগে তাকে ঘৃণা না ক'রে-ও পারছে না। এখান থেকে আকস্মিক প্রস্থানের অজুহাত স্বরূপ ক্লিম ব্যবহার করলো তার মায়ের চিঠি। চিঠিতে সংবাদ এসেছে, মার শরীর ভাল নেই।

নেখায়েভার কাছে বিদায় নিতে যাবার সময় পথে ক্লিম ভয়ে ভয়ে প্রত্যাশা করতে লাগলো, বহু কাকুতি মিনতি আর কান্না। কিন্তু যখন নেখায়েভা তার ক্ষীণ দুই হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে অস্ফুট গলায় কথা বলতে লাগলো, তখন ক্লিমের নিজেরই কান্না পেয়ে গেল। নেখায়েভা বললো, 'আমি জানি, তুমি আমায় কোনদিন খুব ভালো বাসোনি। আমি জানি! কিন্তু তবু তোমার সংগে যে কয়টি আনন্দের মুহূর্ত আমি কাটিয়েছি, তার জন্যে সমস্ত জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।'

নেখায়েভার কান্না দেখে ক্লিমের মন ভারী হ'য়ে উঠলো না, বরং যদিও একটু করুণ, তবু বেশ ভালোই লাগলো। ক্লিম যখন নেখায়েভার কাছ থেকে চ'লে এলো, তখন তার স্থির বিশ্বাস হোলো, ওর কাছে সে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিয়ে এসেছে। আর এ-ও সে বুঝলো, নেখায়েভার সংগে তার এই সম্পর্কটা তাকে সমৃদ্ধ করেছে প্রভূত ভাবে। সেইদিন রাত্রে ট্রেণে ক্লিম ভাবলো, 'এইবার, লিডিয়া টিমোফেইভ্‌না, মনে রেখো, আমি বর্ম নিয়ে ফিরছি!'

বাড়ি ফেরার পথে ক্লিম দু'একদিন মস্কো-এ থেকে লিডিয়ার সংগে দেখা ক'রে যাবে স্থির করলো।

মস্কো-এ এসে ক্লিম উঠলো একটা হোটেলে। দুপুর বেলা সে লিডিয়ার

সংগে দেখা করতে বেরোলো। আজ রবিবার, লিডিয়া নিশ্চয় বাড়িতে থাকবে, এই আশা। মস্কোএর আঁকাবাঁকা অলিগলির পথ ঘুরে ক্লিম এগিয়ে চললো। কেবলই ভাবতে লাগলো, লিডিয়ার সংগে দেখা হ'লে তাকে সে কি বলবে, এবং কি ভাবে বলবে। পথের দুই দিকের বহু-বিচিত্র রং-বেরং বাড়িগুলোকেও সে বেশ খুঁটিয়ে দেখলো। জানালার চৌকাঠগুলি সব ফুল দিয়ে সাজানো, যেন সমস্ত বাড়িগুলোই আত্মীয়তাভরে ওকে আমন্ত্রণ করছে।

রাস্তার একটা মোড় ফিরে ক্লিম দেখলো, দু'জন ছাত্র আসছে, হাত ধরা-ধরি ক'রে, তালে তালে মার্চের সুরে শিস দিতে দিতে। ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ রাস্তার একপাশে একটু নেমে দাঁড়ালো। ওখানে গ্রামের একটি মেয়ে জানালার কাচ ধুইছিল, ছাত্রটি তার সংগে আলাপ জুড়ে দিলো। সংগীটি তাকে টেনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলো, 'আঃ! করছ কী? যেতে দাও না ভোলোডকা!'

ক্লিম সামঘিন ওদের এড়িয়ে রাস্তার অন্যদিকে চ'লে এলো, কিন্তু পর-ক্ষণেই কাঁধের ওপর শক্ত সবল হাতের চাপ পেয়ে সক্রোধে ঘুরে দাঁড়ালো, দেখলো সম্মুখে মাকারভ।

মাকারভ উল্লাসের সংগে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ক্লিমুশ্‌কা? তুমি? তুমি কোথা থেকে? তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই; সামঘিন,—আর, এ লিউটভ।'

পরক্ষণেই মাকারভ তার সংগীটিকে বললো, 'ভেলোডকা, এই হোলো আমার সেই বন্ধু, যে আমাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।'

'আপনাকে সে জন্যে সত্যি একটা সুবর্ণ পদক দেওয়া উচিত, মিষ্টার সামঘিন। আপনি একে বাঁচিয়ে অংশত রুশদেশটাকে ভাবপ্রবণতার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।' ভোলাডকা হেসে বললো।

মাকারভ আর লিউটভ দু'জনেই চেঁচাচ্ছে, যেন রাস্তায় আর লোকজন নেই। মাকারভের আনন্দ উৎসাহটা কতক পরিমাণে কৃত্রিম ব'লে মনে হোলো ক্লিমের। ওরা পাশাপাশি সারি দিয়ে হেঁটে চললো। ক্লিম মাকারভের

দ্রুত প্রশ্নবাণগুলির প্রত্যুত্তর দিয়ে অবশেষে লিডিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলো।

'কিন্তু, এ-ও কি সম্ভব যে সে তোমাকে জানায় নি?' মাকারভ একরকম চীৎকার ক'রে উঠলো, 'অভিনয় আর নাট্যশাস্ত্র তার পোষালো না। সে অন্য কিছু পড়বে। তাই সপ্তাহ দুয়েক হোলো বাড়ি গেছে।'

মাকারভ কথাগুলো বলতে বলতে ক্লিমের বিস্মিত মুখের দিকে তাকালো. বললো, 'অবশেষে লিডিয়া স্থির বুঝেছে যে, কেমন ক'রে অভিনয় করতে হয়, তা সে আদৌ জানে না।'

'কথাটা নিছক সত্যি। অভিনয় সে আদৌ পারে না।' লিউটভ বললো। 'তেলেপ্‌নেভাও ইশ্‌কুল ছেড়ে দিচ্ছে। শিগ্‌গির বিয়ে করবে। আর আমি হলাম সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ।'

'আমার অভিনন্দন।' ক্লিম বললো।

মাকারভ বললো, 'চলো একটা রেস্তরাঁয় ওঠা যাক।'

'চলো', লিউটভ ক্লিমের একটা হাত ধ'রে একরকম টেনে নিয়ে চললো, 'আসুন; এই একটি মাত্র জিনিষের জন্যেই মস্কো বেঁচে আছে—ভোজন।'

বহুক্ষণ বাদে ভোলোডকা লিউটভ বিদায় নিলে ক্লিম বললো, 'কী—অদ্ভুত লোক!'

মাকারভও একটু চিন্তা ক'রে সায় দিলো, 'হ্যাঁ, অদ্ভুতই বটে।'

'কিন্তু বুঝি না—আলেনা কেমন ক'রে—'

মাকারভ তাড়াতাড়ি একবার ঘাড় ঝেড়ে নিলো, 'না না, তাতে কি? আলেনার যা রূপ, তাতে তার নামকরা কাউকে বিয়ে করা উচিত। আর ভোলোড্‌কা হোলো নাম-করা বড়ো লোক। তাছাড়া, ওকালতি পাশ করেছে। এখন আবার নিয়েছে ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস। যাইহোক পড়াশুনো কিছুই করছে না। প্রেমে পড়েছে, তারপর কেবল তাতে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

মাকারভ একটা সিগারেট ধরালো। দিয়েশলাই-এর কাঠিটাকে শেষপ্রান্ত

পর্যন্ত পুড়িয়ে একটা পিরিচের উপর ফেলে দিলো। স্পষ্টই বোঝা যায়, মাকারভকে নেশায় পেয়েছে। মাকারভের কপালের দুইদিকে জ'মে উঠছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ক্লিম বললো, সে মস্কো দেখতে চায়। মাকারভ ব্যগ্র হয়ে উঠলো, 'বেশ, চলো "চড়ুই পাহাড়" দেখে আসি।'

ওরা রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে চ'ড়ে বসলো। মাকারভ বললো, 'মানুষের মাথা গুলিয়ে দেয় এই মস্কো শহর। আমাকে মুগ্ধ করেছে, পাগল ক'রে দিয়েছে, আবার মাঝে মাঝে মনে হ'য়েছে, আমি বোকা ব'নে গেছি।'

মাকারভ টুপীটা খুলে ফেললো। ওর কপালে একগোছা চুল চামড়ার সংগে এ'টে ব'সে গেছে, কেবল এই গুচ্ছটি ছাড়া আর সব চুলগুলিই ন'ড়ে চ'ড়ে সোজা হয়ে উঠলো। দীর্ঘশ্বাস পড়লো ক্লিমের, সত্যি, মাকারভ অত্যন্ত সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। তেলেপ্‌নেভাকে এরই বিয়ে করা উচিত ছিল। কিন্তু সমস্ত জাগতিক ব্যবস্থাই বোকামিতে ভরপুর।

ক্লিমের মধ্যে বিন্দু মাত্রও পুলক সঞ্চার করলো না মস্কো। এই শহরটাকে তার মনে হোলো একটা ভয়ংকর বিরাট ফোঁপরা পাঁউরুটি। সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। নীরবতাই প্রজ্ঞার লক্ষণ, স্থির করলো ক্লিম। আলোচনার উপজীব্য হিসাবে সৌন্দর্যটা অতি সাধারণ স্তরে নেমে এসেছে, আবহাওয়ার কিম্বা কুশল প্রশ্নের মতো। সর্বজন-স্বীকৃত সৌন্দর্য সম্বন্ধে ক্লিম উদাসীন। কারণ, কোয়াশাচ্ছন্ন রাত্রির কালো ধোঁয়াটে আকাশকে যেমন ওর একঘে'য়ে লাগে, তেমনি একঘে'য়ে লাগে সূর্যাস্ত দৃশ্য। তবে, এ ও জানে, এই ধরণের সৌন্দর্য যে তার অনুভূতিতে কোনো সাড়া জাগায় না, এটা তার মধ্যে একটা অভাব মাত্র। সম্প্রতি, স্বভাব-সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনো শাব্দিক প্রশস্তি শুনলেই ও অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং অবাক হ'য়ে ভাবে যে, কেন এমনটি ঘটে? একি লিডিয়া, আর তার প্রকৃত-বিদ্বেষ, যা তাকে স্বভাব-সৌন্দর্যের প্রতি নির্বিকার নির্লিপ্ত হ'তে উদ্‌বুদ্ধ করেছে?

সেদিন এলিজাভেটা স্পাইভাক ও কুটুজভকে খোঁচা দেওয়ার জন্যে তুরোবোয়েভ হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আচ্ছা, যে সৌন্দর্য সম্বন্ধে তোমরা সবাই

এতো বড়াই করো, সেই সৌন্দর্য যদি হঠাৎ দেখা যায় যে বুদ্ধি ময়ূরের পুচ্ছ ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এই বুদ্ধিটা ময়ূরের মতোই মূঢ়, তবে?'

কথাগুলির ঔদ্ধত্য দেখে চমকে গিয়েছিল ক্লিম। এখনো তার বেশ মনে পড়ে, তুরোবোয়েভ আরো বলেছিল, 'পাখীটা যতো সুন্দর হবে, ততোই বোকা হবে সে। একটা কুকুর, যতোই সাধারণ, ঘরোয়া হয়, ততোই হয় চালাক। মানুষের বেলাতেও এই কথা বলা চলে। পুশ্‌কিন ছিলেন বাঁদরের মতো দেখতে। টলস্টয় আর ডস্টইয়েভস্কি, তাঁরাও দেখতে কার্তিক ছিলেন না। বুদ্ধিমান লোকেরা সাধারণত দেখতে কুচ্ছিতই হয়।'

মাকারভের কাব্যালু স্তব্ধতাটা ক্লিমকে বিরক্ত করলো। ক্লিম প্রশ্ন করলো, 'তোমার পুশ্‌কিনের কবিতা মনে পড়ে?...'

মাকারভ ক্লিমের দিকে তার শান্ত গম্ভীর চোখ তুলে তাকালো, কোনো উত্তর দিল না। ক্লিম আদৌ পছন্দ করলো না, তার কাছে এটা অসৌজন্য মনে হোলো। মাকারভের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে ক্লিম ফের বললো, 'লোকে যখন সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা করে, তখন মনে হয়, তারা আমাকে ঠকাচ্ছে।'

মাকারভ তার চুলের ভেতর থেকে আঙ্গুলগুলো বার ক'রে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, 'কি বলছিলে?'

ক্লিম তার উক্তির পুনরাবৃত্তি ক'রে ব'লে চললো, 'এই যে রাশি রাশি জল হ্রদ থেকে সমুদ্রের দিকে মাইলের পর মাইল পথ ভেঙে এগিয়ে চলেছে, কি সৌন্দর্য আছে এতে? কিন্তু নেভার সৌন্দর্য সর্ববাদীসম্মত। অথচ আমার ওকে সুন্দর লাগে না, লাগে একঘেঁয়ে, অস্বস্তিকর! আর, আমার মনে হয়, এই একঘেঁয়েমিটাকে লুকিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যেই তারা নেভাকে বলে সুন্দর।......প্রকৃতির মধ্যে আমরা সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছি আত্মপ্রতারণার উদ্দেশ্যে। আর কেবল এই আত্মপ্রতারণার মধ্য দিয়েই আমরা বেঁচে থাকতে পারি স্বস্তিতে।'

মাকরভ ক্লিমের কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শুনছে দেখে, আরো প্রায় দশমিনিট কাল সে বকলো। সে আরো বকতো, কিন্তু হঠাৎ মাকারভ ব'লে

উঠলো, 'একটা জিনিষ ভারি মজার লাগছে। তোমার সংগে লিডিয়ার ভাবগুলো মিলে যায় হুবহু।'

পরক্ষণেই মাকারভের চোখ দুটো ক্রোধে চক্‌চক্‌ ক'রে উঠলো; তারপর সে চাপাগলায় আওড়াতে লাগলো তার দর্শনঃ 'এ সমস্ত ব্যাপার আমাকে বড়ো একটা পীড়া দেয় না। আমি ওদের লক্ষ্য করি আর একটা দিক থেকে। দেখি, প্রকৃতির মধ্যে কোনো সৎবুদ্ধি নেই, সমস্তটাই ভয়াবহ শয়তানি। সেদিন একটা মেয়ের লাস চেরাই করছিলাম। মেয়েটা প্রসব করতে পারেনি, মারা গেছে। মেয়েটাকে কিভাবেই যে টুকরো টুকরো ক'রে কাটা ছেঁড়া হ'য়েছে, তা যদি তুমি দেখতে ভাই! শুধু একবার ভেবে দেখো তো, মাছে ডিম পাড়ে, মুরগীতে ডিম পাড়ে, বিনা যন্ত্রণায়। কিন্তু মেয়েরা—তাদের প্রসব যন্ত্রণা, সে কী ভয়াবহ! কেন এমনটি হয়? কেন?'

তারপর লাতিন পরিভাষায় বিভিন্ন প্রত্যংগের বিবরণ শুরু করলো মাকারভ; শূন্যে আঙুল নেড়ে সেগুলোর চেহারাও চিত্রিত করলো। ঘিনঘিন ক'রে উঠলো ক্লিমের গা, সে বিরক্ত হ'য়ে বললো, 'থামো!'

'না! থামো নয়! তুমি একটু ভেবে দেখো, কেন, এর কারণ কি?' মাকারভ একটু থেমে ফের বললো, 'হয়তো আমি কবিত্ব করছি, কিম্বা করছি ভাঁড়ামো। যাই হোক, এছাড়া আমার উপায় নেই।...আমি মেয়েদের শ্রদ্ধা করি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি বুঝি তাদের ভয়ও করি। থামো, পরিহাস রাখো। সত্যি, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি—এমন কি যারা দেহ নিয়ে বেসাতি করে, তাদেরও।...আর মেয়েদের প্রতি এই শ্রদ্ধা আমার মধ্যে কে জাগিয়েছে জানো? লিডিয়া!'

'ও, তাই নাকি?' কথা কটা ক্লিম অস্পষ্টভাবে ব'লে নিজেকে সতর্ক ক'রে তুললো।

'লিডিয়া আর আমি, আমরা বন্ধু।' মাকারভ ব'লে চললো। কৃতজ্ঞতায় হাসতে লাগলো তার চোখদুটো, 'আমরা দু'জনে পরস্পরের অত্যন্ত কাছে এসেছি, কিন্তু প্রেমে পড়িনি। আমি একদা তার প্রেমে পড়েছিলাম সত্যি, কিন্তু আজ সে প্রেম পুড়ে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।...পুরুষ মেয়েদের

যেমনটি ক'রে ভালোবাসে, তেমনিভাবে ওকে ভালোবাসা, অসম্ভব।'

ক্লিম মৃদু হাসলো, 'কিন্তু কেন?'

'হেসো না। আমি অনুভব করি, এ অসম্ভব। সত্যি, ওর মধ্যে আমি দেখেছি অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব।'

নিবিড় মনোযোগের সংগে ক্লিম মাকারভের কথাগুলি শুনলো, কিন্তু বুঝতে পারলো না। তা ছাড়া, ওর কথা সে বিশেষ বিশ্বাস করেনি। নেখায়েভাও তো তার অনিবার্য পথ অনুসরণ করার আগে এমনি দার্শনিক-য়ানাই করেছিল। লিডিয়ার বেলাতেও এমনি ঘটবে। তাই ক্লিম মেয়েদের প্রতি মাকারভের মনোভাব এবং লিডিয়ার সংগে তার বন্ধুত্বের কথা আদৌ বিশ্বাস করলো না। ভাবলো, 'এ হোলো বুদ্ধি ময়ূরের পুচ্ছ। স্পষ্টই বোঝা যায়, লিডিয়াকে ও ভালোবাসে।'

ফেরার পথে ওরা দু'জনে হেঁটে চললো। ক্লিম যাবে স্টেশনে, দেশের ট্রেণ ধরবে। মাকারভ বললো, 'পরীক্ষা হ'য়ে গেলে আমিও দেশে ফিরবো। ওখানে একটা টুইসানি পাব। স্টীমার কোম্পানির মালিক রাডিইভ, চেনো তাকে? তারই পোষ্যপুত্তুরকে পড়াবো। লিউটভও আসছে।'

'সত্যি? কিন্তু লিউবা কোথায়?'

'সে একটা গ্রামের ইশ্‌কুলে মাষ্টারি করে।'

চকচকে ধুলোর মেঘাবরণ ভেদ ক'রে হঠাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ী ওদের সম্মুখে বেরিয়ে এলো। ওরা দু'জনে গাড়ীতে উঠে বসলো। কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই গাড়ীটা গড়াতে লাগলো শহরের পথ ধ'রে। পথের দু'দিকের চলমান লোক-গুলোকে লক্ষ্য ক'রে দেখলো ক্লিম। এরা পিটার্সবার্গের লোকদের চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট বেশী, মুখজোড়া গোঁফ থাকা সত্ত্বেও কতকটা গ্রামের মেয়ের মতন লাগে। সারাপথ মাকারভ চুপচাপ রইলো। গাড়ীটা স্টেশনে এসে পোঁছলে হঠাৎ তার কি যেন মনে পড়লো, তাই সে তাড়াতাড়ি করতে লাগলো। ক্লিমকে আলিংগন ক'রে বললো, 'শিগ্‌গির আবার দেখা হবে।'

মাকারভ বিদায় নিলো। তখনো ট্রেণ ছাড়তে ঘণ্টাখানেক দেরি।

নয়

জানালার পাৎলা পর্দার ফাঁকে ঘরময় এসে পড়ছে অপ্রখর সূর্যরশ্মি। বসন্ত মধ্যাহ্নের সুকোমল সুবাসিত উষ্ণতায় ঘরখানা গেছে ভ'রে। এই শান্ত ভাবটুকু বেশ লাগলো ক্লিমের। ভেরা পেত্রোভ্না প্রায় তৃতীয়বার পুনরাবৃত্তি করলো, 'তুই অনেক বড়োটি হ'য়েছিস। এমন কি তোর চোখদুটোও আগের চেয়ে ঢের কালো হ'য়েছে।'

মা এমন সুপ্রচুর আনন্দের সংগে ছেলেকে গ্রহণ করলো যে, ক্লিমের কাছে তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত লাগলো।

'হ্যাঁরে, দিমিত্রির খবর কি? সে নাকি শ্রমিক সমস্যা নিয়ে খুব পড়াশুনো করছে? ও হরি! আমি চিরকালই ভেবে এসেছি, এমনি কিছু একটা সে করবেই। টিমেফেই স্টেপানোভিচ কিন্তু বলে, শ্রমিক সমস্যাটাকে আমাদের দেশের লোকে জোর ক'রে কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে তুলছে। অনেকের নাকি ধারণা, আমাদের দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতি দেখে জার্মানি ভয় পেয়ে গেছে, তাই তারা সোস্যালিস্‌ম্‌ রফ্‌তানি করেছে আমাদের দেশে।...দিমিত্রি তার বাবার কথা কিছু বললো না রে? আজ আটমাস হোলো—না, আরো বেশি—তোর বাবাব চিঠি পত্তর কিছু পাই নি।'

ছুটির দিনের মতন সাজগোজ করছে মা, যেন বাড়িতে কেউ আসবে, কি ওরা কোথাও বেড়াতে যাবে। মা বললো, 'তুই হয়তো শুনেছিস, লেণ্টের সময় আমাকে একবার সারাটোভা যেতে হয়েছিল—তোর জাকোব জেঠার ব্যাপারে। পথে ভয়াবহ কষ্ট, তার ওপর ওখানে কাউকে চিনি না। গিয়ে তো পড়লাম স্থানীয় র‍্যাডিক্যালদের পাল্লায়। তারা ব্যাপারটাকে আমার পক্ষে আরো জটিল ক'রে তুললো। এমন কি জাকোব আকিমোভিচের সঙ্গে দেখা-ও করতে পারলাম না।'

মার প্রাণখোলা আলাপের ভংগীটা ক্লিমকে যেন বিব্রত ক'রে তুললো। তবু সে এই সুযোগে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো, লিডিয়া কোথায়।

'লিডিয়া গেছে আলেনা তেলেপ্‌নেভার সঙ্গে এক আশ্রমে। সেই আশ্রমের বুড়ি-মা হ'লেন আলেনার পিসীমা। ভালোই। কিন্তু, শিগ্‌গির বুঝবে, এ-ও ওর ধাতে সইবে না। তা-ও ওর পক্ষে মঙ্গলের বিষয়ই হবে। কারণ, যখন বুঝবে সে, কোনো কিছু করার মতো ক্ষমতা তার নেই, সে নিজে অসাধারণ কিছু নয়, তখনই সে অপর সবাইকে সম্মান-শ্রদ্ধা করতে শিখবে।'

ভেরা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে, হাত-ঘড়ির দিকে তাকালো। বললো, 'আলেনা একটি বর খুঁজে বের করেছে, শুনেছিস বুঝি?'

'হ্যাঁ, মস্কো-এ তার সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছে।'

'তাই নাকি? কেমন ছোকরা?'

'ভাঁড় বিশেষ।' ক্লিম ঘাড় কুঁচকে বললো।

এমন সময় ভারাব্‌কা এসে ঢুকলো ঘরে।

'এই যে, আমাদের উকিল! এসে গেছো? কেমনটি হ'য়েছ, দেখি!'

সঙ্গে সঙ্গেই ঘরখানা নতুন জুতোর মচমচি ও সরায়মান চেয়ারের কচকচিতে ভ'রে গেলো।

'ভেরা, একটু চা করো, লক্ষ্মীটি। আমাদের অধিবেশন বসছে সাড়ে আটটায়। হ্যাঁ, একটা শুভ সংবাদ আছে তোমার জন্যে। টাউন থেকে তোমাকে তোমার ইশ্‌কুলের জন্যে কিছু সাহায্য দিতে চায়।'

কিন্তু ভেরা ততোক্ষণে ঘরের বাইরে। ভারাব্‌কা একবার দোরের দিকে তাকিয়ে নিজের দাড়ি নিয়ে ঈষৎ নাড়াচাড়া ক'রে ক্লিমকে বললো, 'আমি একটা কাগজ বের করতে চাই—খবরের কাগজ।'

কয়েক মিনিট বাদে ভারাব্‌কা তার গোলাকার মাংসরাশিটাকে টেনে নিয়ে পোঁছলো খাবার ঘরে, তারপর চায়ের গেলাশে চামচ দিয়ে ত্বরিত হাতে চা গুলতে গুলতে একরকম চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমাদের রুশদের কাছে সমাজ বিপ্লবের অর্থ বা কি? এ যেন তার সনাতন প্যাণ্ট্‌ ছাড়িয়ে তাকে নতুন ব্রিচেস পরানো।'

ক্লিমের মনে হোলো, ওর মা ভারাব্‌কার দিকে তাকাচ্ছে, শহিদ-সুলভ আনুগত্যের সংগে। যেন তার কোনো অনুযোগ আছে, যা সে সম্পূর্ণ গোপন

করতে পারছে না বা চাইছে না। তিন গেলাশ চা গেলার পরে আধ ঘণ্টা খানেক চেঁচামিচি ক'রে ভারাব্‌কা অন্তর্হিত হোলো। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'কাজ আর কাজ। সর্বদা কাজ নিয়ে পাগল। ঘরে এক রকম থাকেই না।' ভেরা পেত্রোভ্‌না আরো অনেকক্ষণ ধ'রে বকলো।

চতুর্থ দিনে এসে পেঁছিলো লিডিয়া।

'তুমি?' বিস্ময়ে লিডিয়ার ভ্রূ জোড়া ওপরের দিকে উঠলো।

লিডিয়ার এই বিস্ময়, তার হাত বাড়ানোর মধ্যে ইতস্তত ভাব, এবং ক্লিমের মুখের ওপর দিয়ে চকিতে বুলিয়ে নেওয়া তার ত্বরিত দৃষ্টি, সবই যেন ক্লিমকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলো। গায়ে মাংস লেগেছে লিডিয়ার, চোখের কোণে কালি পড়েছে, চোখদুটো গেছে ব'সে, সারা মুখে অসুস্থতার ছাপ। ভেরা পেত্রোভ্‌নাকে সে অভিবাদন কর্‌লো নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল ধ'রে চল্‌লো অভিযোগ, আশ্রমের বৈচিত্র্যহীনতা, পথের ধূলি ও কর্দম সম্পর্কে। তারপর সে পোশাক বদলাতে গেলো। মা প্রশ্ন করলো, 'ওকে দেখে কেমন মনে হোলো?'

'ইতিমধ্যেই একটু আধটু অভিনয়ের ভংগী ধরেছে। ওটা ইশ্‌কুলের প্রভাব।'

সন্ধ্যায় চা খেতে এলো আলেনা। ক্লিম সামঘিনের স্তুতিগুলো সে পূর্ণবয়স্ক মেয়ের মতো সহজভাবে গ্রহণ করলো। বললো, 'আমার বাক্‌দত্তটির সংগে তোমার আলাপ হ'য়েছে তাহ'লে; চমৎকার লোক, না?' পরে আঙুল মটকে জুড়ে দিলো, 'চালাক, বাঁকা চোখে চায়। আমি কারো সঙ্গে মেলামেশা করি, তা সইতে পারে না। বেশ লাগে।'

'বড়লোক।'

'হ্যাঁ, তা সত্যি। আমার সব চেয়ে ভালো লাগে তার বড়োলোকামি, অর্থাৎ, তার অর্থ।' আলেনা বলতে থাকে, 'আমার বন্ধুবান্ধবরা সবাই আমার নিন্দে করে, মেয়েটা টাকার লোভেই মোলো। লিডিয়াই হলো কটুভাষিণীদের অগ্রণী। তার মতে, মন যাকে চাইবে, তাকে নিয়ে থাকতে হবে, হোক তা

দৈন্য-দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু অতো কঠিন ভূমিকা আমার সয় না। সাধারণ ভূমিকাই ভালো। ভালো বাড়ী, ভালো গাড়ী, দুটো আমার চাই-ই।'

এক কাপ চা খেয়ে ভেরা পেত্রোভ্না উঠে গেছে। লিডিয়া মন দিয়ে শুনছে বন্ধুর মুখের মিষ্টি কথাগুলো। তার পাতলা ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির আভাস পাওয়া যায়। আলেনা একটা নাটকীয় ঘটনা বলতে সুরু করেছে, হাই ইশ্‌কুলের একটি মেয়ে একটি দপ্তরির প্রেমে পড়েছিল—এক মনীষী দপ্তরির।

'সত্যিকার মনীষী, চোখে চশমা, চিবুকে এক চুটকি দাড়ী। পায়জামা থলের মতো ঢিলে হ'য়ে থাকে হাঁটুর কাছে। কবি নাড্‌সনের ভক্ত।'

কিন্তু গল্প শেষ করার আগেই আলেনা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'ও লিডুশা! তোকে ভাই বলতে ভুলে গেছি, আজ মস্কো থেকে আমার নামে কতকগুলো কবিতা এসেছে। একজন উদীয়মান কবির লেখা—ব্রুসড, ব্রোসড। কবিতাগুলো একটু—অশ্লীল। তাহোক, কিন্তু কী ভাষা, আর কী মিষ্টি!'

এমন সময় কলকণ্ঠে আবার ঘরে এসে ঢুকলো লিউবা সমভ। ওর পেছনে নীল ট্রাউজার-পরা একটি দীর্ঘকায় তরুণ, যেন নুড়ির পথ ভেঙে নদীর জলে হেঁটে চলেছে, এমনি ভংগীতে আসছে। গায়ে কোরা কাপড়ের ব্লাউজ, আর মোজাবিহীন পায়ে অদ্ভুত একজোড়া চটি। লিউবা চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ তোমাদের ভারি অন্যায়। তোমরা ফিরেছ, কিন্তু একটু খবরও দাওনি। অথচ জানো যে, তোমাদের ছেড়ে আমি থাকতে পারি না।'

'আমাকে ছেড়েও পারো না।' যুবকটি জড়িত কণ্ঠে বললো।

'হ্যাঁ, তোমাকে ছেড়েও পারি না।' লিউবা বললো, 'তোমাদের সংগে ভাই এ'র পরিচয় করিয়ে দিই; ইনি হলেন ইনকভ, একজন ভবঘুরে। হবু লেখক।'

ইনকভ ধপাস ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। চেয়ারটাকে ক্লিমের পাশ থেকে একটু সরিয়ে নিয়ে লম্বা লালচে চুলগুলোকে আঙুল দিয়ে যথা-

স্থানে গর্নছিয়ে তার নীল চোখ দর্টো নিবদ্ধ করলো আলেনার ওপর। ক্লিম আজ তিন বছরেরও বেশী হোলো লিউবাকে দেখেনি। এই সময়ের মধ্যে লিউবা কিশোরী থেকে বেড়ে উঠেছে এক গ্রাম্য যুবতীতে।

ইনকভের মধ্যে আছে কতকটা মেষপালকের ভাব। ক্লিমের মনে হয়, হাই ইশ্‌কুলের খানিকটা এখনো রয়েছে তার মধ্যে। ইনকভ ক্লিমকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলো, 'এখানে সিগারেট খেতে পারি?'

ক্লিম জানালো যে বাগানের দিকের জানালাটার কাছে গিয়ে পারে। ক্লিম ওকে সংগে নিয়ে জানালার কাছে গেলো। ইনকভ বললো, 'তোমার হাতে ভালো একটি মেয়ে আছে দেখছি।'

'মানে?'

ইনকভ চোখের ইসারায় আলেনাকে দেখালো, 'ওই মেয়েটি। মেয়ে নয়, স্বপ্ন!'

ক্লিম হাসি চেপে প্রশ্ন করলো, 'এখন তুমি কি কর?'

'বিশেষ কিছুই না। কাস্পিয়ান হ্রদে মাছ ধরি। বেশ লাগে। আর খবরের কাগজের জন্যে সংবাদ পাঠাই, মাঝে মাঝে।'

'ওরা ছাপে?'

'বেশি না। আর খুব যে আমি লিখি, তাও নয়।...ভাবছি মাছের ব্যবসাটা মন দিয়ে করবো—মানে, মৎস্যপালন।' ইনকভ তার অসমাপ্ত সিগারেটটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, ফের টেবিলে গিয়ে ব'সে বললো, 'লিখতেই যদি হয়, তবে লেখা দরকার ফ্লবেরের মতো, নইলে না লেখাই ভালো।...রাশিয়ায় যে পরিমাণ মাছ আছে, এতো মাছ ইউরোপের আর কোথাও নেই। কিন্তু তবু আমাদের দেশে মাছের ব্যবসা এখনো সেই আদিম বর্বর যুগেই রয়েছে। এক অধ্যাপক, মৎস্যবিজ্ঞানী, তিনি এসেছিলেন অস্ত্রাখানে। তাঁর সংগে আমি ফিশারিগুলো সব ঘুরে দেখলাম। কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। লোকটা অন্ধ—মানসিক অন্ধতা।'

'কিন্তু তোমার এই মাছ কি জনগণের একান্তই প্রয়োজন?' লিউবা চেঁচিয়ে উঠলো।

হোহো ক'রে হেসে উঠলো আলেনা, আড়চোখে দেখতে লাগলো ইনকভকে। লিডিয়াও তার চোখদুটো সংকীর্ণ ক'রে ইনকভকে দেখছে, দূরস্থ কোনো দুর্দৃশ্য বস্তুকে লোকে লক্ষ্য করে যে ভাবে। তারপর লিডিয়া উঠে দাঁড়িয়ে ওদের সবাইকে দোতলায় নিমন্ত্রণ করলো। সবাই গেলো ওপরে। ক্লিম মিনিট খানেক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ঠোঁটের ওপরের একটা চুলকনা লক্ষ্য করছিল, মা ঘরে ঢুকলো, ক্লিমের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আলেনাকে কেমন লাগলো তোর?'

'চোখ ঝলসে দেয়।'

'একটু দুষ্টু হ'লেও বোকাটে নয়। কি বলিস?' তারপর ক্লিমের ঘাড়ে মৃদু চাপ দিয়ে শান্তকণ্ঠে মা বললো, 'ও যদি ক'নে হয়, কেমন লাগে?'

'না, মা!—ও একটা পুতুল!' ক্লিম মৃদু হেসে বললো, 'ওই পুতুলকে ঠিক মতো সাজাতে হ'লে বছরে লাখ লাখ টাকা আয় থাকা দরকার। তাই কি না, বলো?'

'সে কথা ঠিক।' মা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

লিডিয়ার ঘরে বহু আলাপ আলোচনা, আবৃত্তি ও তর্কবিতর্কের পর বিদায় নিলো সবাই। গেল না কেবল ক্লিম। খোলা জানালার মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। লিডিয়া তার চেয়ারটাকে জানালার ধারে টেনে নিয়ে এসে বসলো। পাশে দাঁড়িয়ে রইলো ক্লিম। নীল আঁধারে লিডিয়ার অংগের প্রান্ত রেখাগুলি হ'য়ে উঠেছে স্পষ্ট, চোখদু'টি উজ্জ্বল। লিডিয়া বললো, 'হুড়মুড় ক'রে প্রেম সম্বন্ধে অনেক কথাই আওড়ালো আলেনা। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সবই ওর দিবা-স্বপ্ন; এ সম্বন্ধে ও বাস্তবিক কিছুই বোঝে না। মাকারভও এমনি জাঁকজমকের সংগে প্রেমের কথা বলে, কিন্তু কোনো কারণে ঠিক বক্তব্যটিতে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু ভালোবাসা কি, জানে লিউটভ। ভালোবাসায় ও যেন পুড়েছে, তাই ভয় পায়। মাঝে মাঝে ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

ক্লিমের দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো বললো লিডিয়া, শান্তভাবে, যেন নিজের চিন্তাগুলিকে যাচাই ক'রে দেখে। লিডিয়া মাথার পেছনে দুই হাত

রেখে খাড়া হ'য়ে বসলো; ব্লাউসের পাৎলা আবরণের তলে উঁচু হ'য়ে উঠলো সুচালো দু'টি স্তন। ক্লিম নীরব হ'য়ে রইলো, প্রত্যাশায়।

'ভারি অদ্ভুত লাগে। জানো, ইশ্‌কুলের সবাই ওর চেয়ে আমারই প্রেমে পড়তো বেশী। অথচ, ওর রূপের পাশে আমাকে রাক্ষুসী মনে হয়। আমার ভয়ানক কষ্ট হোতো—নিজের জন্যে নয়, ওর রূপের জন্যে। একজন লোক—নাম ডিওমিডভ—একদিন ব'লেই বসলো, আলেনার রূপ দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। অদ্ভুত লোক। বেশ লাগতো তার কথাগুলো, যদি-ও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল।' লিডিয়া মুহূর্তের জন্যে নীরব হোলো, কিন্তু ক্লিমের কিছু বলার আগেই ফের বললো, 'আমার মনে হয়, এমন এক রকম রূপ আছে মানুষের, যা দেখলে যৌনকামনার উদ্রেক হয় না। তাই না কি?'

'নিঃসন্দেহে।' ক্লিম বললো, 'রূপ যে ওই ধরণের কোনো অনুভূতির উদ্রেক করবেই, এ কথা তুমি ভাবছ কেন?'

পরক্ষণেই লিডিয়া অন্য কথা পাড়লো, 'দৃষ্টিহীনের' লেখকের কি নাম যেন বলেছিলে তুমি? মায়েতারলিংক? আমাকে বইখানা দিও, কেমন? আজকে যখন তুমি পৃথিবীর চিরকালের সবচেয়ে বড়ো দুটি জিনিষ নিয়ে আলোচনা করছিলে—ভালোবাসা আর মৃত্যু—ভারি অসাধারণ লাগছিল তোমাকে।'

লিডিয়া আকাশের পানে তাকিয়ে বললো, 'এই সব প্রশ্ন আমাকে বড়ো ব্যাকুল করে। গত ক্রিশ্‌মাসের সময় ড্রনভ আমাকে টমিলিনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। টমিলিন বলতে এখন লোকে অজ্ঞান। বড়ো বড়ো শিক্ষিত লোকের বাড়িতেও টমিলিনকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে ডেকে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার কাছে মনে হোলো, টমিলিন পৃথিবীর সব কিছুকে শব্দে পরিণত ক'রে বসেন। এর পর আমি একাও একদিন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। লোকে যেমন ক'রে বেড়ালবাচ্চাকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে, তিনি তেমনি ক'রে আমাকে ছুঁড়ে ফেললেন তাঁর কথার হিম সমুদ্রে।'

লিডিয়া কথাগুলি বললো বিনা অভিযোগে, কতকটা পরিহাসের সংগে;

কিন্তু তবু ক্লিম যেন আহত হোলো। ওর অকস্মাৎ ইচ্ছা করলো, ও লিডিয়ার হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে আদর ক'রে তাকে সান্ত্বনা দেয়। ক্লিম ওকে তুরোবোয়েভ সম্বন্ধে বলতে সুরু করলো। লিডিয়া মিনিটখানেক শুনে বললো, 'থাক। ও সব শুনতে আমার ভালো লাগে না।'

কিন্তু প্রায় পরক্ষণেই নির্লিপ্ত ভাবে প্রশ্ন করলো, 'তার নাকি খুব কঠিন অসুখ?'

ক্লিম বিস্মিত হ'য়ে উত্তর দিলো, 'জানি না তো!'

'আমি শুনেছিলুম, তার নাকি ক্ষয়রোগ হয়েছে?'

'কিন্তু তাকে দেখে তো তেমন মনে হোলো না।'

লিডিয়া চুপ ক'রে গেলো। তারপর রুমালে ঠোঁট আর গাল মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'তুরোবোয়েভের এক বন্ধু পড়তো ইশ্‌কুলে, আমাদের সঙ্গে। লোকটা বর্বর, সহ্যের অতীত। কিন্তু অসাধারণ শক্তিশালী।'

লিডিয়া শিউরে উঠে দাঁড়ালো, ওদিকের সোফায় গিয়ে নিজেকে শাল মুড়ি দিয়ে ঘৃণায় ঠোঁট দুটোকে উল্‌টে বললো, 'কিন্তু ভেবে দেখো, কী ভয়ানক! মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কুৎসিত রোগ এলো তার—কোনো মেয়ের কাছ থেকে। কি জঘন্য! গা ঘিন ঘিন করে। ভালোবাসা—আর, তারপর এই?'

লিডিয়া ক্লান্তির সংগে সোফার ওপর ব'সে পড়লো।

'কিন্তু, সে আবার কেমন ভালোবাসা?' অস্পষ্ট গলায় বললো ক্লিম। লিডিয়া রুষ্ট হ'য়ে উঠলো, 'থাক ও কথা! ও তুমি বুঝবে না! কোনো ব্যাধি, কোনো যন্ত্রণা—কোনো কদর্য কিছু থাকবে না ভালোবাসায়।'

লিডিয়া নিজের অবনত দেহটাকে দোলাতে দোলাতে বললো, 'পৃথিবীতে সব কিছুই যেন দেখছি পাশবিক। তুমি জানো, এই শীতকালে বাবা একজন অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছিল। অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে। তোমার মার সংগে আমার ভালো ভাব নেই সত্যি, কিন্তু তবু ওঁর জন্যে আমার বড়ো কষ্ট হোলো। ঈর্ষায় যেন পাগল হ'য়ে গেলেন। মাথার চুলগুলো কয়েকদিন

গেলো পেকে। কী বর্বর আর ভয়াবহ, ভেবে দেখো! মানুষ মানুষকে পায়ের তলায় দ'লে পিষে দিতেই যেন ভালোবাসে। সত্যি ক্লিম, আমি বাঁচতে চাই; কিন্তু জানি না, কেমন ক'রে বাঁচতে হয়। বলতে পারো, কেমন ক'রে মানুষ বাঁচতে পারে?'

'ভালোবাসো।' শান্তভাবে ক্লিম জবাব দিলো, 'যেদিন ভালোবাসবে, সেদিন সবই তোমার কাছে স্বচ্ছ, সহজ হ'য়ে যাবে।'

'আমি-ও জানি, ভালোবাসা দরকার। কিন্তু এ-ও জানি, আমি কোনো-দিন সফল হবো না।'

'কিন্তু হবে না কেন?'

কয়েক মিনিট ওরা দুজনে নীরব রইলো। তারপর লিডিয়া কোমল কণ্ঠে বললো, 'চলো, রাত হোলো।'

দু তিন বার ইনকভ লিউবা সমভের সংগে ওখানে এসেছে। ক্লিম লক্ষ্য করেছে, খোঁচার মতো এই ছেলেটি লিডিয়ার এখানে অনাহূত অনুভব করে। তার চোখদুটোর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। স্পষ্ট বোঝা যায়, লিডিয়া ওকে খুশি করেনি, সে যেন ওর কাছে এখনো বিবেচ্য আছে। মাঝে মাঝে ইনকভ অকস্মাৎ লিডিয়ার কাছে এগিয়ে আসে, ভ্রূ দুটো ওপরের দিকে তুলে চোখ ডাগর ক'রে প্রশ্ন করে, 'টুর্গেনেভ আপনার কেমন লাগে?'

'মাঝে মাঝে পড়ি।' লিডিয়া মৃদু হাসলো।

ইনকভ ওকে মাস্টারির ভংগীতে স্মরণ করিয়ে দিলো, 'লোকে বাইবেল, পুশ্‌কিন আর শেক্‌স্‌পীয়র পড়ে, কিন্তু টুর্গেনেভকে পড়ে আগা গোড়া। এ হোল রুশ সাহিত্যের প্রতি তাদের বিনীত কর্তব্য।'

তারপরেই শুরু হোলো ইনকভের বুদ্ধিহীন স্পর্ধিত মন্তব্য, 'টুর্গেনেভ হোলেন ময়রা। তাঁর লেখাগুলো আর্ট নয়, মিষ্টান্ন। সত্যিকার আর্ট কখনও মধুর হয় না। আর্টের মধ্যে থাকবে তিক্ততা।'

বক্তব্য শেষ ক'রে ইনকভ চলে গেলো। আরো একবার সে অপ্রত্যাশিত-ভাবে লিডিয়ার পেছন থেকে তার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে তাকে প্রশ্ন করেছিল,

'আপনি 'নীরস কাহিনী' পড়েছেন—চেকভের লেখা নীরস কাহিনী?'

লিডিয়া কৌতূহলের সংগে ওকে লক্ষ্য করছিল। ইনকভ আঙুল দিয়ে ওর ঘাড়ে একটু ছোঁয়া দিলো। সরে বসলো লিডিয়া। ইনকভ ফের বললো, 'হ্যাঁ, আজ আপনার রূপসী বন্ধুটি কোথা?'

'খুব সম্ভব বাড়িতে। আপনার কি দেখা করা দরকার নাকি?' লিডিয়া হাসলো।

ইনকভের মুখখানাও হাসিতে ছোট ছেলের মুখের মতো প্রসারিত হোলো। লিউবা সমভ ইনকভের দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে বললো, 'উনি তার প্রেমে পড়েছেন। আমার এই বন্ধুটি একটি লোভী মানুষ। চকচকে জিনিষ দেখলেই উনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন।'

'বাজে বোকো না!' ইনকভ প্রতিবাদ করলো।

লিউবা আর ইনকভ চ'লে গেলে, ক্লিম লিডিয়াকে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, তুমি ওই লোকটার সঙ্গে অমন বেগমী চালে কথা কও কেন, বলো তো?'

লিডিয়া হো হো ক'রে হেসে উঠলো, তারপর ব্যাখ্যা ক'রে বললো, 'আমার নিজের কাছে-ও এটা বিসদৃশ লাগে। কিন্তু উপায় নেই। আমার মনে হয়, আমি যদি ওর সংগে অন্য কোনো সুরে কথা বলি, তবে একটু বাদেই ও আমাকে কোলে বসিয়ে আদর-সোহাগ করতে সুরু করবে!'

ক্লিম একটু ভেবে বললো, 'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। সকল রকম স্পর্ধাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক।'

দশ

কয়েকদিন গ্রামে গিয়েছিল ক্লিম। লিডিয়া আর আলেনাও গেছে। সেই সংগে মস্কো থেকে এসেছে মাকারভ আর লিউটভ; তারপর দু এক দিন বাদেই তুরোবোয়েভ। এমন সময় শহর থেকে সংবাদ এলো, ক্লিমকে অবিলম্বে শহরে ফিরতে হবে, মার হুকুম; কারণ, মা যে গানের ইশ্‌কুল খুলতে চান, তার জন্যে লোকেরা সব এসে পেঁাছেছে। ক্লিমের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, এতো শীঘ্র শহরে ফেরবার। সে কৌতূহলের সংগে লক্ষ্য করতে চায়, তুরোবোয়েভকে লিডিয়া কেমনভাবে গ্রহণ করে, লিডিয়ার সংগে মাকারভের সম্পর্কটা কোনো বিশেষ পরিণতির দিকে এগোয় কিনা। তাছাড়া এ-ও ক্লিম লক্ষ্য করেছে, তুরোবোয়েভের সংগে লিউটভের খুব বনছে না, প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক চলছে তাদের; আর আলেনা প্রচুর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে তুরোবোয়েভকে। বহুদিন বাদে তুরোবোয়েভকে দেখে সে যেন বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছে। যাই হোক, অবশেষে ক্লিমকে ফিরতেই হোলো।

গানের ইশ্‌কুল উপলক্ষে আসছেন স্পাইভাক দম্পতি। তাঁদের এসে পেঁাছানোর প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ী পেঁাছলো ক্লিম।

বিপুল গরিমার সঙ্গে ভেরা পেত্রোভ্‌না ওঁদের সঙ্গে দেখা করলো, ওঁরা যেন তার অধীনস্থ আমলা, ও তাঁদের নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারে। দু'চারটে কথা বললো, গম্ভীরভাবে, আনুনাসিক সুরে উচ্চারণ করলো কয়েকটা ফরাসী শব্দ; পুরু পাউডার মাখা মুখের ওপর চশমাটাকে করলো দু'চার বার নাড়াচাড়া, অতিথিদের বসতে বলার আগে নিজেই আরাম ক'রে বসলো। ক্লিম লক্ষ্য ক'রে দেখলো, তার মায়ের এই উন্নাসিক ভাব দেখে এলিজাভেটা স্পাইভাক রীতিমতো কৌতুক অনুভব করছে। তার চোখ দুটোতে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে বিদ্রূপের আভাস; এলিজাভেটা একটা নিবিড় কালো রংএর পোশাক পরেছে; দেখতে আগের চেয়ে বয়স্ক লাগে; আশ্রমবাসিনীর শুদ্ধি ও সততার একটা ইংগিতও যেন রয়েছে তার মধ্যে।

ক্লিমের নাকটা একটা সুগন্ধির আমেজে সুড় সুড় ক'রে উঠলো। এ গন্ধ ক্লিমের অত্যন্ত পরিচিত, তাকে পিটার্সবার্গের দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পিয়ানো-বাদক খুদে ভদ্রলোকটির গায়ে গ্রীষ্মকালীন একটা কোর্তা। তিনি চেয়ার আঁকড়ে নীরবে ব'সে আছেন, ঠিক বাদুড়ের মতো। মেয়েদের কথার মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে সায় দিচ্ছেন।

সৌজন্যসূচক দু'চারটা শব্দ-বিনিময়ের পর এলিজাভেটা লওভ্না একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, বললো, 'দেখুন, ভেরা পেত্রোভ্না, সত্যি আমি বড়ো দুঃখ অনুভব করছি। আপনার সংগে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিনে আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ ব'য়ে নিয়ে আসতে হ'লো। দিমিত্রি ইভানোভিচ্ গ্রেপ্তার হয়েছেন।'

'ভগবান!' ভেরা পেত্রোভ্না চেঁচিয়ে উঠে চেয়ারে এলিয়ে পড়লো। চোখের পাতাগুলো কাঁপতে লাগলো, মুখখানা হ'য়ে গেলো লাল। স্পাইভাক চেঁচিয়ে বললো, 'তারা একদিন রাত্রে এসে তাকে ধ'রে নিয়ে গেলো।'

'আর কুটুজভ?' সক্রোধে প্রশ্ন করলো ক্লিম।

এলিজাভেটা উত্তরে জানালো, 'দিমিত্রির গ্রেপ্তারের তিন সপ্তাহ আগে কুটুজভ বাড়ী যান, তাঁর বাবাকে কবর দিতে।'

ক্লিমের মা অতি সাবধানে, যাতে মুখের পাউডারের কোনো রকম ক্ষতি না হয় এমনি ভাবে চোখে একটা রুমাল চাপা দিলো। কিন্তু ক্লিম দেখলো, রুমালের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, সম্পূর্ণ শুকনো ছিল চোখ দুটো।

'ও ভগবান! কিন্তু, কেন, কেন ওরা গ্রেপ্তার করলো তাকে?' ভেরা প্রশ্ন করলো নাটকীয় ভংগীতে।

'আমার বিশ্বাস, বিশেষ কিছুই না।' এলিজাভেটা সান্ত্বনা দিতে চাইলো, 'দিমিত্রি ইভানোভিচের পরিচিত এক বন্ধুকে ওরা আগে গ্রেপ্তার করে। সে ভদ্রলোক ছিলেন এক ফ্যাক্‌ট্রি ইশ্‌কুলের মাস্টার। তাঁর ভাই, কলেজের ছাত্র, নাম পপভ, তাঁকেও পুলিশে ধরে। তাঁর সঙ্গে আপনারও খুব সম্ভব পরিচয় আছে, মিস্টার সামঘিন?'

এলিজাভেটা ক্লিমকে প্রশ্ন করলো।

'না!' বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করলো ক্লিম।

প্রায় মিনিট পনেরো বাদে ক্লিমের মা স্পষ্টই ভাবলো, পুত্রের জন্যে দুঃখটা যথেষ্ট বিশ্বাস্য ভংগীতেই প্রকাশ করা হ'য়েছে। তাই সে অতিথিদের বাগানে চা খেতে ডাকলো। আনন্দে কিচমিচ করছে পাখীগুলো। অজস্র ফুলের ভারে নুয়ে পড়ছে গাছগুলি। চকচকে আকাশের নীল রং যেন উপচে' এসে পড়ছে বাগানময়। এখানে বেদনার কোনো বিষয় আলোচনা করা অসভ্যতা হবে। ভেরা পেত্রোভ্না মিস্টার স্পাইভাককে গান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। অবিলম্বে সজীব হ'য়ে উঠলো স্পাইভাক। ক্লিমের মা ক্লিমকে বললো, 'তুমি এলিজাভেটা স্পাইভাককে বাড়ির বগলটা দেখিয়ে নিয়ে এসো তো!'

এলিজাভেটা ক্লিমের হাত ধ'রে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চললো বাগানের পথ দিয়ে, বলতে লাগলো, 'অদ্ভুত এই শহরটা। প্রথম যখন স্টেশনে নামলাম তখন সব চেয়ে আমার কাছে বড়ো হ'য়ে দেখা দিলো, এই শহরের তন্দ্রালু একটা ভাব। ভারি নির্জন লাগলো, ভারি নিঃসংগ, একটানা, একঘেঁয়ে। এখানে বুঝি যখন তখন বাড়িতে আগুন লাগে? আগুন লাগাকে আমার ভারি ভয়।'

যে-ঘরে লেখক কাটিন থাকতেন, সেই ঘরে এসে পৌঁছলো ওরা। স্তূপীকৃত কাগজের জঞ্জাল দেখে, ক্লিমের মনে পড়লো কাটিনকে। জঞ্জালের দিকে তাকিয়ে এলিজাভেটা বললো, 'বেশ একটি নীড় বেঁধে তোলা যায় এখানে। বাগানের দিকে জানালা-ও আছে দেখছি একটি। জানালা দিয়ে আপেল গাছ থেকে শুঁয়োপোকাগুলো ঘরে এসে ঢোকে না তো? বাপ্‌প্‌!'

'ঘরখানা আপনার মনের মতো হোলো না বুঝি?' ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ক্লিম প্রশ্ন করলো।

মিষ্টি ক'রে ঘাড় বাঁকিয়ে মৃদু হাসলো এলিজাভেটা, 'না, না,—তা কেন? অবিবাহিতা দু বোনের পক্ষে, কিম্বা নববিবাহিত দম্পতির পক্ষে চমৎকার। আসুন, আমরা দু'জনে এখানে একটু বসি। ওঁরা ততোক্ষণ ঘরের ভাড়া নিয়ে

দাম কষাকষি করুন।'

চারিদিকে একবার তাকিয়ে এলিজাভেটা ফের ব'লে চললো, 'চমৎকার বাগানটি। বাগানের ঘরখানাও বেশ। নবদম্পতিদের জন্যেই যেন লাগসই ক'রে তৈরী। এই নীরব নির্জনতায় তারা তাদের নতুন প্রেমের আস্বাদটুকু গ্রহণ করবে, পরিপূর্ণভাবে। তারপর—যাকগে, ওসব আপনি বুঝবেন না।'

ঈষৎ হেসে এলিজাভেটা হঠাৎ উপসংহার করলো। বিব্রত হ'য়ে পড়লো ক্লিম, একি প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ, না, আহবান?

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে চেরিগাছের ডাল থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এলিজা প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, শীতকালেও কি লোকে এখানে থাকে? থিয়েটার, তাস, তারপর ছোটখাটো প্রেমঘটিত ব্যাপার—যা স্নায়ুর দুর্বলতা থেকে ঘটে, কিম্বা গল্পগুজব, সবই এখানে চলে? আমার নিজের মস্কোএ থাকতে বেশ লাগে। এখানে থাকতে যে খুব শিগ্‌গির অভ্যস্ত হ'তে পারবো, এমনটি মনে হয় না।'

ক্লিম অবাক হয়ে গেলো। এই মেয়েটি এতো সরল ও সহজ ভাবে কথা বলতে পারে, ক্লিম কোনদিন বিন্দুমাত্র সন্দেহও করেনি। পিটার্সবার্গে ও যেন নিজেকে তালা বন্ধ ক'রে গুরুতর সব চিন্তার কক্ষে আগ্‌লে রাখতো। আজ ওকে পুরাতন বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করতে দেখে ভারি ভালো লাগলো ক্লিমের।

ক্লিম ওর মুখের দিকে মনোযোগের সংগে তাকিয়ে থেকে জানালো, 'তুরোবোয়েভ-ও খুব শিগ্‌গির এখানে এসে পেঁছবে।'

'সত্যি?'

'সে তার বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রি ক'রে দিচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

এলিজাভেটার শান্ত স্বর ক্লিমকে খুশী করলো। এলিজাভেটা একবার তার কনুই দিয়ে ওকে ঠেলা দিয়ে যখন মাপ চাইলো না, তখন আবার খুশী হ'লো ক্লিম।

কয়েক মিনিট বাদে ক্লিম যখন স্পাইভাকদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলো,

তখনো দেখলো মা বাগানে চেরী গাছের তলায় চুপচাপ বসে আছে। মা বললো, 'ও হরি! মেয়েটাকে আদৌ ভালো লাগলো না। দেখলি না, দিমিত্রির খবরটা দেওয়ার সময় ও যেন বেশ আনন্দ উপভোগ করছিল। অনেক লোক আছে, যারা দুঃসংবাদ দিতে ভারি ভালোবাসে।'

একটু বাদে মা ফের প্রশ্ন করলো, 'তোর দাদাকে ধরেছে; এ-ব্যাপারে তুই জড়িয়ে পড়বি না তো?'

'তা পড়বো কেন?'

'কিন্তু তোরা একসংগে থাকতিস।'

'একসংগে থাকলেই মানে হয় না যে, আমাদের দু'জনের মতামত এক।'

'তা বটে। কিন্তু, তবু...'

মা চুপ ক'রে গেলো। কপালের পাশে যেখানে ছোট্ট গোটাকয় ভাঁজ পড়েছে, সেখানটা রগড়াতে রগড়াতে অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'মেয়েটার চেহারা বেশ। পোয়াতি হ'য়েছে, তবু এতোটুকু খারাপ দেখাচ্ছে না।'

ক্লিম চমকে উঠলো। 'মেয়েটা পোয়াতি? তাই বললো বুঝি?'

'বলতে হবে কি? দেখতেই পাচ্ছি। ওর সংগে তোর খুব ঘনিষ্ঠতা আছে নাকি?'

'না!' ক্লিম বললো। তারপর চোখ থেকে চশমাটা খুলে মাথা নীচু ক'রে মুছতে লাগলো। ওর মুখের ওপর যে-ক্রোধ ও বিরক্তি ফুটে উঠেছে, ও চায় না তা মার চোখে পড়ুক। ওর মনে হোলো ও প্রতারিত হয়েছে। সবাই ঠকাচ্ছে ওকে, পণ্যা মার্গেরিটা, যক্ষ্মারোগগ্রস্তা নেখায়েভা, সবাই, এমন কি লিডিয়া-ও নিজেকে ওর কাছে মিথ্যার আড়ালে গোপন করছে। অবশেষে, এই এলিজাভেটা স্পাইভাক, সে-ও! ক্লিমের মা ক্লান্তিভরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ক্লিম তাকালো মার দিকে। দেখলো, মা সোজা হ'য়ে ব'সে আছে; বহু রেখায় কুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে সারা মুখ; এ মুখ বৃদ্ধার। চোখদুটো প্রসারিত হ'য়েছে, দাঁতে ঠোঁট চেপে যেন বেদনার্ত একটা কান্নাকে সে চাপতে চায়।

ক্লিম শান্তভাবে মাকে প্রশ্ন করলো, 'তোমার মনটা আজ খারাপ, না, মা?'

'আমাদের এ বয়সে মন ভালো থাকারই বা কি কারণ আছে, বল্?'

যে মাকে ক্লিম চিরদিন উদ্ধত ও সংযত দেখে এসেছে, আজ মনে হোলো, সে বুঝি যে কোনো মুহূর্তে হাউমাউ ক'রে কেঁদে ফেলবে। মা কাঁদছে, একথা ক্লিম কল্পনাও করতে পারে না। মা ফের বললো, 'ভারি একা লাগে মেয়েদের। এ তাদের রোগ; এ রোগ তাদের কোনোদিন সারে না। কেবল এই জন্যেই তারা মাঝে মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করে, করে আরো কতো অপরাধ। কিন্তু পুরুষরা কোনোদিন তাদের বোঝে না। মানুষের অন্তরংগতার তৃষ্ণায় মেয়েরা যেমন ক'রে পাগল হ'য়ে ওঠে, পুরুষে তেমনটি ভাবতেও পারে না!'

হঠাৎ মা চুপ ক'রে গেলো। তারপর ছেলের কাছ থেকে স'রে গিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইলো গাছগুলির শাখাপ্রশাখার জটিলতার দিকে। ক্লিম ভাবলো, 'মা বুড়ো হ'য়ে পড়েছে; তাই ওর ঈর্ষা। তাই অমন আবোল-তাবোল বকছে।'

এগারো

পরদিন প্রত্যুষেই ভারাবকা আবির্ভূত হোলো, অপ্রত্যাশিত ভাবে। চুলগুলো এলোমেলো, চোখ জ্বলজ্বল করছে সজীবতায়। তার উদ্দেশ্যে ভেরা পেত্রোভ্‌নার প্রথম বাণী হোলো, 'হ্যাঁগা, ওই মেয়েটা কি বাড়ি ভাড়া নিয়েছে?'

'কোন্ মেয়েটা?'

'লিউটভের সেই বন্ধু, না কি।'

'না, কই, অমন কাউকে দেখলাম না তো!, ওখানে দু'টি মেয়ে আছে; লিডিয়া আর আলেনা। আর তিনজন বীরপুরুষ—জাহান্নামে যান তাঁরা!'

ভারাবকার ভারি শক্ত চেহারাটার সংগে চীনা দেবতার দানবীয় মহিমার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাড়াতাড়ি, বুভুক্ষু ভংগীতে কয়েক টুকরো মাংস গলাধঃকরণ ক'রে ভারাবকা বললো, 'এই তুরোবোয়েভ ছেলেটা হোলো প্রকৃতির একটি খেয়াল। কি যেন বলে ওকে?—ক্ষয়িষ্ণু, ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্‌ল্! কেমন ক'রে জিনিষ বিক্রি করতে হয় তাও পর্যন্ত জানে না। ওর গ্রামের বাড়িটা আমি কিনে নিলাম। ওটাতে আমরা একটা টেক্‌নিক্যাল ইশ্‌কুল খুলবো। সত্যি এতো সস্তায় বাড়িটা বিক্রি করলো যে, যেন চোরাই মাল। আসলে, ও হোলো উচ্চবংশজাত একটি গর্দভ। লিউটভ আলেনার জন্যে ওর কাছ থেকে জমি কিনে ওকে ঠকিয়ে দিতে চায়। ঠকাতোও; কিন্তু আমি দিলাম না। ঠকাতে হ'লে, আমি নিজেই ঠকাবো!'

'কী যে বকো!' মিষ্টি গলায় ভেরা পেত্রোভ্‌না ওকে ধমক দিলো।

'সত্যি বলছি, কেমন ক'রে নিতে হয়, লোকের সেইটুকু জানতে হয়। বিশেষত, বোকা লোকদের কাছ থেকে।'

ভারাব্‌কা অনেকটা শান্ত হ'য়ে এলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমেজে চোখ বন্ধ করলো এবং খেলো কয়েক গেলাশ মদ। তারপর একটা তোয়ালে নেড়ে মুখে হাওয়া করতে করতে বললো, 'কিন্তু, এই লিউটভ, উঃ কী ধূর্ত ছেলে। তুমি ওর সম্বন্ধে সাবধান থাকবে, ক্লিম।'

এই সময় ভেরা পেত্রোভ্না ওকে দিমিত্রির গ্রেপ্তারের কথা জানালো। ভারাব্কা নিজের দাড়িটাকে হাতের চেটোর ওপর রেখে দাড়িতে একবার ফু' দিলো, বললো, 'আচ্ছা, এটা কি? এ কি সামঘিন বংশের রক্ত থেকে পাওয়া জেলে যাওয়ার নেশা?

'আমাকে একবার পিটার্সবার্গ যেতে হবে।'

'তা তো হবে।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে উঠলো ভারাব্কা। তারপর প্রস্তাব করলো যে ক্লিমের একবার গ্রামের বাড়িতে যাওয়া উচিত।

'ওখানে আমাদের কারো থাকা দরকার। ভাবছি, ড্রনভকে ওখানে নিয়ে যাবো কেরানি ক'রে। যাক, এখন ফের আমাকে একবার এটর্ণির বাড়ি যেতে হবে।'

ভারাব্কা বাড়ির বাইরে চ'লে গেলো; ক্লিমের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'উঃ! কী খাটতেই না পারে! আর কী বুদ্ধি!'

সন্ধ্যার দিকে গ্রামে গিয়ে পেঁাছল ক্লিম। বালির রাস্তা দিয়ে না যাবার ইচ্ছায় স্টেশন থেকে যে পথটি পাইন বনের ধার দিয়ে গেছে, সেই পথটি ধ'রে চললো সে। নীরবতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে বেশ লাগছে। কচি পাইনের বাতির মতন পত্রাংকুরগুলি থেকে ধুনোর মতো গন্ধ আসছে। অরণ্যের সারি সারি গাছের ডালগুলির মাঝপথে ঝ'রে পড়ছে ফিতের মতন দীর্ঘ ঋজু সূর্যরশ্মি। পাইনগাছের ছালগুলি ব্রোঞ্জের মতো চকচক্ করছে, যেন সোনার কাপড়।

অকস্মাৎ, বনের ধারে, একটা ছোট্ট পাহাড়ের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো লাল রঙের মেয়েলি একটা ছাতা, যেন বিরাট ব্যাংএর ছাতি। ছাতাটা লিডিয়া বা আলেনার ছাতার মতো নয়। ছাতার নিচে ক্লিম দেখলো একটি মেয়ের হলদে ব্লাউস-পরা খানিকটা পিঠ, আর লিউটভের অনাবৃত উঁচু মাথা।

'এই কি সেই মেয়ে, যার কথা মা জিজ্ঞাসা করেছিল? লিউটভের উপপত্নী? এই কি তবে ওদের শেষ দেখা?'

ক্লিম ওদের এতো কাছে এসে পড়লো যে, মেয়েটির সহজ কণ্ঠ ও

লিউটভের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি ওর কানে এলো। এবার ক্লিম ঘুরে বনের দিকে যেতে চাইলো, কিন্তু লিউটভ চেঁচিয়ে উঠলো, 'দেখে ফেলেছি। আর লুকিয়ে লাভ নেই।'

চীৎকারটা বিদ্রূপের মতো শোনালো। এগিয়ে এলো ক্লিম। অস্বস্তিকর একটা ভংগীতে দন্তপংক্তি বিকশিত ক'রে হাসলো। ক্লিম রুষ্টভাবে প্রশ্ন করলো, 'আমি লুকোচ্ছি, একথা ভাবার কারণ?'

'সৌজন্য। এর সংগে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।'

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিলো। হাতের চেটোটা অত্যন্ত শক্ত। ওর মুখের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, তাই স্মরণ রাখা কষ্টসাধ্য। মেয়েটি মনোযোগের সংগে ক্লিমের মুখের দিকে তাকিয়ে জড়িত গলায় নিজের নামটি উচ্চারণ করলো। নামটা প্রায় সংগে সংগেই ভুলে গেলো ক্লিম।

লিউটভ একটু কাঁচুমাচু ক'রে বললো, 'আপনি একটা উপকার করুন। ও ট্রেণ ফেল করেছে। আজকের রাত্রিটার মতো আপনাদের ওখানে ওকে একটু থাকতে দেন। তবে, কেউ যেন না জানে। লোকে আগেই ওকে দেখে ফেলেছে। ও এখানে একটা বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছিল। যাক, আর যেন ওকে কেউ না দেখে।'

'সম্ভবত, আগে থেকে এতো সাবধান হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।' মেয়েটি চুপিচুপি বললো।

'কিন্তু আমার মতে, আছে।' লিউটভ থামিয়ে দিলো।

মেয়েটি ছাতার বাঁট দিয়ে বালির ওপর রেখা টানতে টানতে মৃদু হাসলো। অদ্ভুত হাসি।

লিউটভ হুকুম করলো মেয়েটাকে, 'আচ্ছা, তুমি একটু ঘুরে এসো।'

পরক্ষণেই সে ক্লিমের হাত ধ'রে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো। ক্লিম গম্ভীরভাবে বললো, 'কিন্তু, মেয়েটির সংগে আপনি খুব ভদ্রতা করলেন না।'

'যাক্‌গে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই।'

'হ্যাঁ, আগে আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমার দাদা পিটার্সবার্গে গ্রেপ্তার হয়েছে!'

'নারোদোপ্রাভৎসি ?'*

'না, মার্ক্সিস্ট।'

লিউটভ টুপিটা খুলে' নিজের আরক্তিম মুখে হাওয়া করতে লাগলো, বললো, 'বিপ্লবের শক্তি আবার পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছে।'

ক্লিম মনে মনে লিউটভের ওপর চ'টে গেছে। এই মেয়েটিকে নিয়ে হঠাৎ কি বিপদের মধ্যে ওকে সে টেনে নিয়ে আসছে, কে জানে! নিজের ওপরও তার রাগ হোলো, কেন এ দায়িত্ব সে ঘাড়ে নিলো এতো সহজে! কিন্তু ক্রোধের চেয়ে কৌতূহল ও বিস্ময়টা ওকে বেশী পেয়ে বসলো। লিউটভ বকর বকর করছে ; ক্লিম বিরক্ত হোলো, কিন্তু তবু নীরবে কান পেতে শুনতে লাগলো কথাগুলি। লিউটভ ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মাঝে পেছন পানে তাকাচ্ছে। তখন লাল ছাতি সহ অদৃশ্য হ'য়ে গেছে মেয়েটি।

'আবার শুরু হয়ে গেছে! স্মোলনস্কে আমার এক বন্ধুও গ্রেপ্তার হ'য়েছে। সেই সংবাদ নিয়েই এসেছে এই মেয়েটি। তার একটা ছাপাখানা ছিল —মরুক গে, চুলোয় যাক। চারদিকে গ্রেপ্তার আর গ্রেপ্তার,—খার্কভে, পিটার্সবার্গে, ওরেলে!'

লিউটভের সুরে বিরক্তি সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

'কিন্তু এই বিপ্লবের সংগে আপনার—আপনার কি সম্পর্ক ?' ক্লিম প্রশ্ন করলো।

'আপনার দাদা গ্রেপ্তার হয়েছেন। নইলে, তিনিই আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন।'

এমন সময় একজন চাষার সংগে দেখা হোলো লিউটভের। ক্লিম একাই এগিয়ে চললো বাড়ির দিকে। ওর কানে এলো, চাষাটা লিউটভকে বলছে, 'মেয়ে চাই আপনার ? এখানে একজন সেপাইএর বউ আছে।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ বাবু, সত্যি। একলা থাকে মেয়েটা। বড়ো একলা।'

'ভারাব্কার কথাই ঠিক—ভয়ানক ছোকরা এই লিউটভ।' ক্লিম ভাবলো।

* লোকাধিকার দলের সদস্য।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

বাড়ি ফিরে চাকরদের খাবার দিয়ে শুতে যাবার হুকুম দিয়ে সামঘিন বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ওখানে দাঁড়িয়ে ক্লিম নদীর পানে তাকিয়ে রইলো, তেলেপ্নেভাদের বাড়ির বাতায়ন পথে অস্পষ্ট আলোর সোনালি আভাস পাওয়া যায়। ওখানে যাবে, ভাবলো ক্লিম। কিন্তু পরমুহূর্তে তার মনে পড়লো, সেই রহস্যময়ী মেয়েটি না আসা পর্যন্ত ওর কোথাও বেরোনো সম্ভব নয়।

বালির ওপর পদধ্বনি শোনার প্রতীক্ষায় কান পেতে রইলা ক্লিম, কল্পনা করতে লাগলো, তুরোবোয়েভ ও মাকারভের সংগে লিডিয়া কেমন ক'রে কি কথা বলছে সেই ছবি। লিউটভও হয়তো ওখানে গেছে। বহু দূরে একটা বাজ পড়লো। নদীর ওপর মেঘের আড়ালে লুপ্ত হ'য়ে গেলো চাঁদ।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এই অবাঞ্ছিত অতিথিটির জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে অবশেষে ক্লিম সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে গিয়ে শুলো, ভাবলো, সম্ভবত লিউটভ তার বাগদত্তার ওখানে যায়নি, বনে কোথাও ওই মেয়েটিকে নিয়ে আরামে রাত কাটাচ্ছে। সম্ভবত, এই নারোদোপ্রাভংসি, ছাপাখানা আর গ্রেপ্তারের কাহিনী-গুলো, সমস্তই তার কল্পনা।

তারপর ক্লিম ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙলো ঝড়ের শব্দে। তরংগায়িত হ'য়ে উঠলো ঝঞ্ঝামুখরিত পাইনের বন, কম্পিত কুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে নদীর আনীল পটভূমি। নদীর ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে ঘন কালো মেঘ।

স্নানের বাড়িতে চেঁচামেচি করছে আলেনা। ক্লিম স্নান সেরে পোশাক প'রে খেতে বসেছে, এমন সময় ভয়াবহ বৃষ্টি নামলো। মিনিট খানেক বাদে ঘরে এসে ঢুকলো মাকারভ। চুল থেকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, 'কিন্তু ভ্লাদিমির গেল কোথা? সে আজ শুতে যায়নি। তার বিছানায় ভাঁজ পড়ে নি দেখলাম।'

ক্লিম হাসলো, ভাবলো লিউটভ সম্বন্ধে চোখা চোখা দু চারটা কথা সে মাকারভকে শোনায়। কিন্তু শোনাবার আগেই ঝড়ের মতন ঘরে এসে ঢুকলো আলেনা, 'ক্লিম, জলদি—এক কাপ কফি!'

আলেনার ভেজা পোশাকটা তার গায়ের সংগে লেপ্‌টে গেছে, ফলে তার আবরণের তলায় দেহটা হ'য়ে উঠেছে স্পষ্ট। সে চুল নিংড়ে জল বের ক'রে ঘরময় ছড়াতে লাগলো, চেঁচিয়ে বললো, 'লিড্‌কা একটা পাগল! বৃষ্টিতে ভিজে সে আমার বাসায় গেলো পোশাক আনতে। নিশ্চয় বাজ প'ড়ে মরবে মেয়েটা।'

মাকারভ গম্ভীর হ'য়ে প্রশ্ন করলো, 'তোমার ওখানে লিউটভ ছিল কাল রাত্তিরে?'

'সেই তো মুশকিল! ও তো অন্তর্ধান ক'রেছে দেখছি, আর এদিকে আমি সর্দি কি ব্রংকাইটিসে মরি।...ক্লিম! ছি! অমন নির্লজ্জের মতো আমার দিকে তুমি তাকিয়ো না!'

'কাল একটা চাষী ওঁকে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গেলো।' ক্লিম আলেনাকে বললো। আলেনা ইতিমধ্যে তপ্ত কফিতে চুমুক দিয়ে নিজেকে তাড়াতাড়ি তাতিয়ে নিচ্ছে। মাকারভ তার অর্ধনিঃশেষিত গেলাশটা টেবিলের ওপর রেখে দোরের কাছে উঠে গেলো, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় শিস দিতে লাগলো। আলেনা জিজ্ঞাসা করলো, 'আমার কি সর্দি হবে?'

ঘরে এসে ঢুকলো তুরোবোয়েভ, একবার চকিতে আলেনার দিকে তাকালো, তারপর অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। পরক্ষণে নিজের কোট হাতে নিয়ে ফিরে এলো, এবং কোটটা আলেনার ঘাড়ের ওপর ফেলে দিয়ে বললো, 'বৃষ্টি হচ্চে; চাষের পক্ষে এ ভালোই হোলো।'

আলেনার ঘাড়ের ওপর থেকে পিছলে গেলো কোটটা। প্রকাশ হ'য়ে পড়লো তার ভেজা সাটিনের বডিসে আঁটসাট বুক। কিন্তু সে জন্যে আলেনা আদৌ বিব্রত হোলো না। তুরোবোয়েভ ফের কোটটাকে ওর ঘাড়ের ওপর টেনে তুলে দিলো। সামঘিন লক্ষ্য করলো, আলেনা এতে খুশীই হোলো। ক্লিম ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠলো, এই চালবাজ লোকটা যা পারে, সে তা করতে কোনোদিন কল্পনা-ও করেনা।

এমন সময় দোরের ওপর এসে দাঁড়ালো লিডিয়া, চেঁচিয়ে বললো, 'আলেনা, পোশাক বদলাবে এসো।' পরণে ছাই রঙের পোশাক, মাথায়

তোয়ালেটা পাগড়ির মতন বাঁধা; লিডিয়াকে দেখে মনে হয়, সে যেন কোনো ছবি থেকে সদ্য বেরিয়ে এসেছে!

আলেনা উঠে গেলো। বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে দিলো ক্লিম। ঘরে এসে ঢুকলো এক ঝলক তাজা সিক্ত হাওয়া, আর সূর্যের আলো।

খোলা জানালার চৌকাঠের ওপর ব'সে রয়েছে লিডিয়া, ঘরের দিকে পেছন, আর বারান্দার দিকে মুখ ক'রে। সে যেন চৌকাঠের ফ্রেমে আঁটা একখানা ছবি। যাযাবরের মতো চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে গালে, ঘাড়ে। হাত দুটি বুকের ওপর ভাঁজ ক'রে রাখা। চওড়া, রঙিন স্কার্টের তলায় দেখা যায়, বাদামী রঙের অনাবৃত দুটি পা। ঠোঁট কামড়ে লিডিয়া বললো, 'লিউটভকে নিয়ে আর পারা যায় না। ও কেবলই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর সারা জীবনটা যেন একটা পলায়ন। আলেনাকে কেন্দ্র ক'রে-ও ও যেন এমনি পালিয়েই বেড়াচ্ছে।'

'শুনলাম, উনি নাকি গ্রামের কলে কাল সারারাত্রি মদ খেয়েছেন। তারপর এখন ঘুমোচ্ছেন মড়ার মতো।' ক্লিম কঠিনভাবে জবাব দিলো।

লিডিয়া নিরীক্ষণ ক'রে ক্লিমকে একবার দেখলো, বললো, 'তুমি অতো রাগছ কেন? লিউটভ মদ খায়, ও অসুখী ব'লে। আমার মনে হয়, আমরা বড়ো দুঃখী, আর এ দুঃখের বুঝি সীমা নেই, শেষ নেই। যখন বেশি লোকের মাঝে থাকি, তখনই বিশেষ ক'রে এই কথাটা আমার মনে পড়ে।'

দেওয়ালের ওপর ,গোড়ালি ঠুকে মৃদু হাসলো লিডিয়া, ফের বললো 'কাল আমরা মেলায় গিয়েছিলাম। লিউটভ চাষাদের নেক্রাশভের কবিতা প'ড়ে শোনাচ্ছিল। চমৎকার পড়ে। আলেনার মতন অতো সুন্দর নয় বটে, কিন্তু তবু চমৎকার।' লোক-গুলো খুব মন দিয়ে শুনলো, তারপর টেকো-মাথা একটা লোক বললো, "বাবু, আপনি বুঝি যাত্রার দলের লোক? বাবু, আপনি নাচতে পারো?"...'

ক্লিম কোনো জবাব দিলো না। 'আমরা সবাই বড়ো দুঃখী' লিডিয়ার এই ক'টি কথা ওর মধ্যে একটা তোলপাড় ঘটিয়ে দিয়েছে। ক্লিমের মনে

পড়লো, সে নিজেও একদিন ছিল এমনি অসুখী, এমনি একা, আর সেদিনও তাকে কেউ বুঝতে চায় নি।

লিডিয়া ব'লে চললো, 'সন্ধ্যায় আমরা ঘোড়ায় চ'ড়ে বাড়ি ফিরছিলাম। পথে আমাদের ছোট বেলার কতো কথাই না আমরা আলোচনা করলাম!'

'তোমরা? তুমি আর তুরোবোয়েভ?'

'হ্যাঁ। আর আলেনা। কনস্টানটিন তার মা আর তার ছোটবেলা সম্বন্ধে কতো ভয়ানক সব গল্প করলো! অদ্ভুত লাগলো ভারি। আমাদের প্রত্যেকের মনে পড়লো নিজদের ছোটবেলার কথা। কিন্তু মনে হোলো, সে যেন আমাদের ছোটবেলা নয়, অন্য কারো।'

কোমল আর মধুর শোনালো লিডিয়ার কথাগুলি। তার কালো গভীর দুটি চোখ বুঝি ওর কাছে কিছু প্রত্যাশা করে, কিছু প্রশ্ন করে। অকস্মাৎ একটা পুলকের বন্যা ছড়িয়ে পড়লো ক্লিমের সর্বাংগে, ক্লিম পলকে আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে গেলো, অননুভূতপূর্ব এক আবেগের মধ্যে সে হারিয়ে ফেললো নিজেকে। ক্লিম নতজানু হ'য়ে মাটিতে ব'সে প'ড়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো লিডিয়ার পা দুটো।

'খবরদার!' কঠিন হ'য়ে উঠলো লিডিয়া। নিজের হাঁটুর ওপর থেকে ক্লিমের মুখটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো।

ক্লিম সহজ অথচ আবেগময় গলায় বললো, 'আমি তোমায় ভালোবাসি লিডিয়া!'

লিডিয়া জানালার চৌকাঠের ওপর থেকে লাফিয়ে নামলো, নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় ক্লিমের বুকের ওপর শক্ত ক'রে হাঁটুর ঠেলা দিলো। এক রকম ট'লে পড়লো ক্লিম।

'সত্যি, লিডিয়া, সত্যি!—সত্যি আমি তোমায় ভালোবাসি!'

'তার কারণ, আমার গায়ে বেশি পোশাক নেই, আমি একরকম উলংগ আছি।' ঘৃণা ভরে লিডিয়া চ'লে গেলো। দোরের ওপরে একবার থমকে দাঁড়ালো, বললো, 'তোমার এতোটুকু লজ্জাও করলো না, ক্লিম? আমি ..'

কথাটা শেষ করার আগেই লিডিয়া ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে অদৃশ্য

হ'য়ে গেলো।

অক্ষম, অশক্তের মতো দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কয়েক মুহূর্ত ব'সে রইলো ক্লিম। বুঝলো না, কোন দুর্বোধ দুর্দম শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে আজ এমন ভাবে সে এই মেয়েটির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু তবু, এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা, ওই ক'টি মুহূর্ত কী অপরিসীম আনন্দেই না ভ'রে উঠেছিল! ক্লিম আজ নিজের মধ্যে এমন একটি বিস্ময়কর অনুভূতি আবিষ্কার ক'রেছে, যার শক্তি অমোঘ, যা অন্যের অনধিগম্য, যা কেবল তার পক্ষেই স্বাভাবিক। ক্লিমের ভয় করতে লাগলো। সে বুঝি অধীর আনন্দে কেঁদে ফেলবে।

এই অপূর্ব অনুভূতির মধ্য দিয়ে ক্লিমের সমস্ত দিনটি কাটলো। সে কারো সংগে দেখা করতে চাইলো না, একা একা ঘুরে বেড়ালো বনে বনে। কেবলই তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠতে লাগলো, সে লিডিয়ার পায়ের তলায় বসেছে। জড়িয়ে ধরেছে তার উষ্ণ দুটি পা; ওষ্ঠে, চিবুকে, গণ্ডে অনুভব করছে তার চিকণ ত্বকের মসৃণ স্পর্শ। কেবল শুনছে, তার নিজের কটি কথাঃ 'আমি তোমায় ভালোবাসি, ভালোবাসি, লিডিয়া!'

পরদিন সকালে লিডিয়ার সংগে ক্লিমের দেখা হোলো। লিডিয়া স্নানের বাড়িতে যাচ্ছে, আর ক্লিম স্নান সেরে ফিরছে সবেমাত্র। অকস্মাৎ ক্লিমের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো লিডিয়া, যেন আকাশ থেকে। আবহাওয়া ও জলের উত্তাপ সম্বন্ধে দু'চারটা বাক্যবিনিময়ের পর লিডিয়া জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি রাগ করেছ?'

'না।' ক্লিম অকপটে জানালো।

'রাগ কোরো না। জানোই তো, জীবনটা খেলা নয়।'

'জানি।' ফের অকপটে জানালো ক্লিম।

লিডিয়ার স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর ক্লিমকে আদৌ বিস্মিত করলো না, আনন্দিতও করলো না। কারণ সে আগেই জানতো, এই ধরনের কিছু বলতে লিডিয়া বাধ্য। এর চেয়ে বেশি আদরের, সোহাগের কিছু সে বলতে পারতো। লিডিয়ার কথা ভেবে ক্লিমের মনে হোলো, এ যেন আজ স্থির নিশ্চিত, লিডিয়া একদিন তাকে ধরা দেবেই। ত্বরার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন প্রতীক্ষার।

বারো

শহরে ফিরে বাড়ীর উঠোনে ঢুকে ক্লিম দেখলো, এলিজাভেটা স্পাইভাক দাবায় ব'সে আছে। গায়ে ছাই রংএর একটা লম্বা এপ্রন। ক্লিমকে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই যে, ছোট বাবু! এদিকে আসুন!' ব'লেই সে ক্লিমের একটা হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরলো, অভিযোগ করলো, 'এ রকম ঘর ভাড়ায় দেওয়া উচিত নয়। দোরগুলো সব ক্যাঁকোরকোঁকর করছে, জানালা বন্ধ হয় না, তারপর চুলো থেকে যা ধোঁয়া বেরোয়!'

'এ ঘরে একজন লেখক থাকতেন।' ক্লিম বললো। কিন্তু ব'লেই নিজের উক্তির অর্থহীনতায় ঘাবড়ে' গলো। মাদাম স্পাইভাক সবিস্ময়ে ক্লিমের পানে একবার তাকালো। ক্লিম বিব্রত হ'য়ে গেলো আরো। মাদাম স্পাইভাক ওকে ঘরের ভেতরে ডাকলো। এখানে একটি মেয়ে ঘূর্ণীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে! মেয়েটির গালে বসন্তের দাগ। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন স্পাইভাক, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, হাতে হাতুড়ি।

'আমরা নীড় বাঁধছি।' মৃদু হেসে তিনি ব্যাখ্যা করলেন। এবং যে হাতে হাতুড়ি ধরা ছিল সেই হাতখানা ক্লিমের দিকে এগিয়ে দিলেন।

এলিজাভেটা স্পাইভাক ক্লিমকে সংগে নিয়ে কামরাগুলো ঘুরে এলো। চারিদিকে স্তূপীকৃত আসবাব।

এলিজাভেটাকে এই লম্বা এপ্রনে খুব ভালো দেখাচ্ছে না। ক্লিম বিরক্ত হ'য়ে আড় চোখে একবার ওর উঁচু পেটের দিকে তাকালো।

কয়েক মিনিট বাদেই দেখা গেল, ক্লিম তার জ্যাকেট খুলে ফেলেছে, এবং দেওয়ালে পেরেক পুঁতে ছবি ঝোলাচ্ছে, কিম্বা তাকে গুছিয়ে তুলছে বই। এলিজাভেটা স্পাইভাক নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্লিমকে অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো, 'আপনার কি মনে হয় না যে, জীবনে অনেক জিনিষ আছে, যা অবান্তর?'

ক্লিম স্বীকার করলো, হয়। এলিজাভেটা তার চোখদুটোকে বারেক

সংকীর্ণ ক'রে বাইরের দিকে তাকালো, বললো, 'যা যা প্রয়োজন, তা আমার অসহ্য। প্রয়োজনীয়তার কাছে আমরা নিজেদের বিকিয়ে ফেলি! এই সব ট্রাংক, সুটকেশ......সত্যি ভয়াবহ!'

তারপর সে ঘোষণা করলো, 'আমার ভালো লাগে, এই ধরুণ, পুরোনো পর্শেলেনের বাসন, কিম্বা সুন্দর বাঁধানো বই। রামোর, মোজার্টের গান। ঝড়ের আগের মুহূর্তটি। তখন মন হয়, আমার চারিদিকে, আমার নিজের মধ্যে, সমস্ত কিছু স্থির থমথমে হয়ে আছে, যেন হুড়মুড় ক'রে ধ্বসে ভেঙে পড়ার চরম ক্ষণটির জন্যে উদগ্র আগ্রহে। বেশ লাগে!'

এলিজাভেটা স্পাইভাককে ক্লিম এর আগে কোনো দিন এতো সজীব দেখেনি। পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি ঝ'রে পড়ছে ওর দু'চোখে। ওর আগের সে সৌন্দর্য নেই, হলদেটে কয়েকটা দাগ কুচ্ছিত ক'রে দিয়েছে ওর সারা মুখ। তবু এই মেয়েটি ক্লিমের মধ্যে একটা সতর্ক কৌতূহলের ভাব জাগালো। আর সেই সংগে আশা—মেয়েরা দাক্ষিণ্যের দৃষ্টি দিয়ে পুরুষের পানে তাকালে যে আশা পুরুষের মধ্যে স্বতই জগে ওঠে। এলিজাভেটা বললো, 'কুটুজভ গ্রেপ্তার হয়েছে, বলেছি কি আপনাকে? হ্যাঁ, সামারাতে, ইস্টিমার ঘাটে। ওর গলাটি কিন্তু ভারি সুন্দর!'

'তা সত্যি। ওর বিপ্লবী না হ'য়ে, থিয়েটারের গাইয়ে হওয়াই উচিত ছিল।'

এক ঘণ্টারও বেশী কাজ ক'রে বিদায় নিলো ক্লিম। পরদিন সকালে সে আবার এলিজাভেটার ঘর-গোছানোর কাজে সাহায্য করতে এলো। তারপর ওর সংগে গেলো একটা রেস্তরাঁয়, মধ্যাহ্ন ভোজনটা সেরে নিতে। সন্ধ্যাতেও সে চা খেলো, এলিজাভেটার সংগে।

ওরা দু'জনে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে ঘুরে বেড়ালো বাগানের রাস্তা ধ'রে, আজেবাজে দু'চারটা কথা বললো। ক্লিম নিজের মধ্যে অদ্ভুত একটা সতর্কতার ভাব অনুভব করছে, যেন এতোটুকু-ও অসাবধানে নড়াচড়ার উপায় নেই, সে হে'টে চলেছে একটা গভীর স্রোতের খাড়া পাড় দিয়ে। এলিজাভেটা স্পাইভাকও আস্তে আস্তে হাঁটছে, কোনো রকমে উদরের ভারী বোঝাটাকে

এক পা থেকে অন্য পায়ের ওপর নেড়ে। কিন্তু এলিজাভেটার চলার ধরণটা অশোভন হ'লেও, সে যে যথেষ্ট গৌরব ও গর্ব অনুভব করছে, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। ক্লিম ভাবলো, এ-ও ওর আত্মতৃপ্তি। এলিজাভেটার চরিত্রের এই দিকটা কিন্তু পিটার্সবার্গে সে লক্ষ্য করে নি। তাছাড়া, তার মধ্য থেকে এমন একটা উচ্চতর শক্তির স্ফুরণ হচ্ছে, যার পাশে এলে ক্লিম ভয় পায়। ও যেন তাকে কেবলই বাধ্য করছে লিডিয়াকে ভুলতে।

'আসুন, বসি।' এলিজাভেটা প্রস্তাব করলো।

ওরা বসলে সে ফের বলতে শুরু করলো, সে আর তার স্বামী দু'জনে তিন দিন আগে এক উকিল বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল।

'স্পষ্টই বোঝা গেল, সেই ভদ্রলোক আর্ট ও বিজ্ঞানের একজন স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক। তাঁর বাড়িতে এক ব্যক্তি একটি প্রবন্ধ পড়লেন। লোকটির মাথার চুল লাল। প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কি একটা বিষয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মানুষের তৃতীয় প্রবৃত্তি। এই তৃতীয় প্রবৃত্তি হোলো, জানার প্রবৃত্তি। দর্শন আমি বুঝি না, ভালোও লাগে না। তবে, তিনি প্রমাণ ক'রে দেখালেন, ক্ষুধার কিম্বা ভালোবাসার প্রবৃত্তির তাড়না যেমন তীব্র, জানবার প্রবৃত্তিও মানুষের মধ্যে ঠিক তেমনি। এর আগে একথা এমন ভাবে আমি কারো কাছে শুনি নি।'

কথাগুলো বলার সময় মনে হোলো, এলিজাভেটা তার নিজের কথাগুলো মনোযোগের সংগে শুনছে।

'কুচ্ছিত, জড় লোকটি, দেখলে আশ্চর্য হ'তে হয়। কিন্তু এই সব ব্যর্থ প্রেমিক লোকেরা যখন ভালোবাসা সম্বন্ধে আলাপ করে, তখন তাদের অনুভূতির গভীরতা ও অকাপট্য সম্বন্ধে বিশ্বাস না ক'রে পারি না। মেয়ে আর ভালোবাসা সম্বন্ধে সব চেয়ে সুন্দরভাবে আমি আলাপ করতে শুনেছিলাম, একটি কুচ্ছিত কুঁজো লোককে। পুরুষ যতোই সুন্দর হয়, স্বামী বা সন্তানের বাবা হিসাবে হয় সে ততোই নির্ভরের অযোগ্য। সৌন্দর্যে সৌষ্ঠব নেই; রূপ দুর্নীতিপরায়ণ।' এলিজাভেটা মৃদু হাসলো। আবার বললো, 'হয়তো এই হোলো প্রকৃতির নিয়ম। সৌন্দর্যের প্রতি তার অসীম কার্পণ্য।...আচ্ছা,

আপনি অমন চুপ ক'রে আছেন কেন, বলুন তো?'

ক্লিম চুপ করেছিল, যেন কিসের প্রত্যাশায়। এলিজাভেটার প্রশ্নে সে চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি বললো, 'সেই লালচুলো দার্শনিকটি আমার মাস্টার।'

'সত্যি?' এলিজাভেটা ক্লিমের মুখের দিকে কৌতূহলের সংগে তাকালো।

ক্লিম বললো, 'প্রায় বার বছর আগে, তিনি আমার মার প্রেমে পড়েছিলেন।'

কথা কটা ব'লেই ক্লিমের নিজেকে বাচাল মনে হোলো। এক রকম ভয়ের সংগে সে এই মেয়েটির পরবর্তী প্রশ্নের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু একটু ক্ষণ চুপ থাকার পর এলিজাভেটা বললো, 'চলুন, ভেতরে যাই।'

ভেতরে যাবার পথে এলিজাভেটা চুপি চুপি ক্লিমকে বললো, 'আপনি বড়ো একা।'

কথাগুলো প্রশ্নের মতো শোনালো না। ক্লিম মুহূর্তের জন্যে এই মেয়েটির কাছে কৃতজ্ঞ রইলো, এবং নিজেকে আরো সতর্ক ক'রে তুললো।

একটু বাদেই বাড়ির ঝি এসে খবর দিলো, 'আপনার মা বাড়ি এসেছেন।' ভেরা কয়েকদিনের জন্যে পিটার্সবার্গে গিয়েছিল।

ক্লিম আশা করেছিল, মাকে সে খুব ক্লান্ত ও বিরক্ত দেখবে। কিন্তু দেখে অবাক হয়ে গেলো, মাকে বেশ চঞ্চল লাগছে; বেশ সজাগ, সজীব। এই কয়েক দিনের অনুপস্থিতিতে যেন তার বয়স অনেক ক'মে গেছে। মা অবিলম্বে দিমিত্রি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলো। তারা ওকে খুব শীঘ্রই ছেড়ে দেবে, তবে য়ুনিভারসিটিতে পড়তে দেবে না।

'এতে যে দিমিত্রির খুব ক্ষতি হবে, আমি মনে করি না। চিরদিনই আমার মনে হয়েছে, ডাক্তারিতে ওর কিছু হবে না। ওখানে যিনি অফিসার-ইন-চার্জ আছেন, ভারি ভদ্রলোক। তিনি অভিযোগ করলেন, সওয়ালের সময় দিমিত্রি ভালো ব্যবহার করে নি। এই ব্যাপারে কে ওকে জড়িয়েছে, তার নাম ও কিছুতেই বলবে না। ফলে ওর পক্ষে জিনিষটা আরো ঘোরালো হ'য়ে

দাঁড়িয়েছে। অফিসার ভদ্রলোক ছেলেছোকরাদের প্রতি খুব ভালো ব্যবহার করছেন দেখলাম।'

মার চোখ দুটো চক চক করছে। পরণে হাল ফ্যাশানের নতুন গাউন, দু ঠোঁটের মাঝখানে একটা সিগারেট। দেখে মনে হয়, একজন অভিনেত্রী, সাফল্যের সংগে এক দৃশ্য অভিনয় ক'রে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

'ওরা আমাকে দিমিত্রির সংগে দেখা করতে দিলে। দেখলাম, জেলে বসে আছে, স্বাস্থ্য ভালোই; গোঁফদাড়ি গজিয়েছে; বেশ শান্ত, গম্ভীর। এমনকি, খুশীও। নিজেকে বীর পুরুষ ভাবছে, এমনি একটা ভাব।'

তারপর মা প্রচুর উৎসাহের সংগে পিটার্সবার্গের প্রশস্তি করলো। তার শৈশবের, কৈশোরের স্মৃতি, তাও বাদ গেলো না।

'বুড়ি প্রেমিরোভার সংগে দেখা হোলো। বুড়ি মানুষ ভালো। কিন্তু তার ভাসুরঝিটা—ওঃ! ভয়ানক মেয়ে! ও কি সব সময় এমনি বদমেজাজী থাকে? কথা বলে না তো, বন্দুক ছোঁড়ে! হ্যাঁ, ওর কথা বলতে মনে পড়লো —সে তোকে একটা চিঠি দিয়েছে।'

তারপর মা ঘোষণা করলো, অবিলম্বে স্নানে যাবে। কিন্তু একটু গিয়েই ঘরের মাঝখানে থেমে দাঁড়িয়ে বললো, 'ও হরি! ভাবতে পারিস, আমাদের মারিয়া রোমানোভ্না, মনে পড়ে তাকে?—সেও গ্রেপ্তার হ'য়েছে। কিছুদিন জেলে ছিল। এখন সর্তাধীনে খালাস পেয়ে আছে পুলিসের হেপাজতে। ভাব একবার! আমার চেয়ে ছ'বছরের বড়ো, কিন্তু তবুও—আমার মনে হয় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই যে যুদ্ধ, এতে মারিয়ার মতো লোকদের প্রধান লক্ষ্য হোলো, তাদের নষ্ট জীবনের প্রতিশোধ নেওয়া।'

'সম্ভবত তাই', ক্লিম বললো।

মা চ'লে গেলে ক্লিম চিঠিটা খুলে পড়লো। লিখেছে মেরিনা নয়, নেখায়েভা।

রাত্রে খাবার ঘরে বাগানের ধারের খোলা জানলার পাশে ব'সে গল্প করছিল ক্লিমের মা আর এলিজাভেটা স্পাইভাক। ক্লিম এসে ঢুকলো। মা একখানা

টেলিগ্রাম হাতে দিয়ে বললো, 'তোর জাকোব জেঠা মারা গেছেন।'

তারপর সিগারেটটা জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'জেলেই।' ভেরা পেত্রোভ্না ফের মুহূর্তের জন্যে থামলো, 'গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এটা চরম নিষ্ঠুরতা হোলো। একটা লোক যে মরছে, তাতে ওদের কিছু আসে যায় না। তবু তাকে কয়েদে আটক রাখা চাই।' ক্লিম দেখলো, মার কথাগুলো বেশ যত্নসাধ্য। এই অতিথির সম্মুখে সে বিব্রত হ'য়ে পড়ছে। মাদাম স্পাইভাক মার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালো, কোন প্রকার শোক প্রকাশ করলো না, বোঝা গেল সময়োপযোগী হবে না ভেবে। একটু বাদে সে চ'লে গেলে, তাকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে মা বললো, 'মেয়েটিকে আমার ভালোই লাগছে। সহজে মেলামেশা করতে পারে। ঘরখানাকেও সাজিয়েছে বেশ। রুচির পরিচয় আছে।'

ক্লিমের মনে হোলো, জাকোব জেঠার ব্যাপারটা মা যেন অশোভন ত্বরার সংগে চুকিয়ে ফেলেছে। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্যে বললো, 'সৎকার হয়েছে তো?'

মা সবিস্ময়ে ক্লিমের মুখের দিকে তাকালো, 'কেন, সে কথা টেলিগ্রামে লেখা নেই? এই যে ঃ তেরোই মৃত, সৎকার গতকল্য!'

তারপর মা আয়নার কাছে গিয়ে আয়নায় নিজের কানের পাশের একটা চুলকণা দেখতে লাগলো, বললো, 'এখুনি এ সম্বন্ধে তোর বাবাকে একটা চিঠি লিখে দি। সে কোথা আছে বল দেখি? হামবুর্গে?'

'জানি না।'

'অনেক দিন চিঠিপত্তর লিখিস না বুঝি?'

ক্লিম কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু বিরক্তির কারণটা স্পষ্ট বুঝলো না। বললো, 'শরীরটা খারাপ লাগছে।'

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লিম বিছানা নিলো। বরফ দেওয়া চললো মাথায়। ডাক্তার বললেন, 'অন্ত্রের পীড়া।'

রোগটা প্রথমে ঠিকমতো নির্ণয় হোলো না। আলেনা, লিউটভ, লিডিয়া

আর তুরোবোয়েভ, ওরা বেড়াতে গেছে ককেসাসে। ভল্‌গা নদীর পথে, স্টীমারে। ওখান থেকে যাবে ক্রিমিয়া, তারপর সটান মস্কো। এই শফরটাকে ক্লিম নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে নিলো। মনে মনে ভাবলো, 'আমার হিংসে করার কিছু নেই। তুরোবোয়েভকে আমি ভয় করি না! লিডিয়া তার জন্যে নয়!'

রোগ শয্যার পাশে মাঝে মাঝে ভারাব্‌কা এসে বসে। অবিরাম অনর্গল বকতে থাকে। মাও আসে মাঝে মাঝে। সংগে আনে এলিজাভেটা স্পাইভাককে। ক্লিম লক্ষ্য করে, এই মেয়েটির প্রতি ভারাব্‌কা অত্যন্ত মনোযোগী, এমন কি প্রকাশ্যে প্রশংসাও করে। এলিজাভেটাও ভারাব্‌কার দিকে তাকিয়ে হাসে, মৃদু হাসি।

কোনো কোনোদিন এই মেয়েটি সম্বন্ধে ভারাব্‌কাকে অভিযোগ করতেও শোনা যায় ঃ

'অতি বেশী কৌতূহলী এই মেয়েটা। সব কিছু তার জানা চাই-ই। এমন কি কেমন ক'রে স্টীমার তৈরী করে, কিভাবে বন চাষ করা হয়, সব। গ্রন্থকীট। বই মেয়েদের নষ্ট ক'রে দেয়।'

ভারাব্‌কার পায়ে ব্যথা ধরেছে; সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লাঠির ওপর ভর ক'রে চলে। ড্রনভকে একটা চাকরি দিয়েছে দেশের বাড়িতে। ইভান ড্রনভ তার ধনুকের মতো বাঁকা পা দুটোকে বালির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়, এবং বুড়ো থেকে ছেলে পর্যন্ত সবার দিকে কুটিল চোখে তাকায়। বাড়ির ঝি আর রাঁধুনী মেয়েদের সংগে প্রায়ই চেঁচামেচি করে।

এই সময়ের মধ্যে দুবার এসেছে ইনকভ। ওর মুখে ক্ষুধা ও কৃচ্ছ্র সাধনার ছাপ। একদিন সারা সন্ধ্যা সে রূঢ় রোষের সংগে দেশের যতো মঠ ও সন্ন্যাসীদের কঠিন সমালোচনা ক'রে কাটালো।

'ক্যাথলিকদের কাছে আমরা পেয়েছি ক্যাম্পানেল্লা, মেনডেল, আরো কতো পণ্ডিত, কতো ঐতিহাসিক। কিন্তু আমাদের এই মঠগুলি, শুধু মূর্খের আবাস। রুশদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটা চলনসই ইতিহাস পর্যন্ত তারা লিখতে জানে না।'

এলিজাভেটা স্পাইভাক ওর কথাগুলো শুনে বলেছে, 'লোকটার মৌলিকতা আছে।'

ভারাবকা ইনকভকে চাকরি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু বিনা ধন্যবাদেই সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে, 'না, আমি দেখতে চাই।'

'কি?' ক্লিম প্রশ্ন করলো।

'জীবন।' বিন্দুমাত্র না হেসেই উত্তর দিলো ইনকভ।

সেদিন রাত্রেই সে আবার নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলো। জন-সমুদ্রে একটা মানুষের নুড়ি।

এলিজাভেটা স্পাইভাকের প্রতি তার মনোভাবটা যে ঠিক কি, তা আদৌ বুঝতে পারে না ক্লিম সামঘিন। কেবল নিজের মনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, সে যেন ওর মানসিক অবস্থাটাকে ক্রমেই জটিলতর ক'রে তুলছে, অসুস্থতাটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এলিজাভেটা ওকে যেমনি করে মুগ্ধ তেমনি করে বিরক্ত। ক্লিম লক্ষ্য করেছে, বেড়ালের মতো তার চোখ দু'টোর গভীরে কী যেন আলোর বিন্দু একটা চকমক করে। ক্লিমের মনে হয়, পেট-ফোলা এই মেয়েটা কেবলই ওর মধ্যে কিসের সন্ধান করছে। সে প্রত্যাশী, কিছু পেতে চায়।

কখনো বা মিষ্টি গলায় এলিজাভেটা বলে, 'সমালোচকের মতো তৈরী আপনার মন। পড়েন-ও খুব। অথচ আপনি কিছু লিখতে চেষ্টা করছেন না কেন? গোড়ায়, ধরুন, লিখলেন পুস্তক-পরিচয়। তারপর যখন হাত পাকা হ'য়ে যাবে—আর ভারাব্কাও তো একটা কাগজ বের করছেন, এই বছরের গোড়া থেকে?'

'কিন্তু আমি পুস্তক পরিচয় লিখি, এই মেয়েটা বা তা চায় কেন?' ক্লিম আপন মনে নিজের সংগে ঝগড়া করে। তারপর হেসে ফেলে; সত্যি, ভারি ঝগড়াটে সে!

লিডিয়া তার বাবাকে একটা চিঠি দিয়েছে। লিখেছে, সে ক্রিমিয়া থেকে যাচ্ছে মস্কো। এবং স্থির করেছে অভিনয় ও নাট্যকলা পড়বে। ক্লিমকেও

লিখেছে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি। তাতে জানিয়েছে, আলেনা লিউটভের সংগে বিবাহের প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে, শীঘ্রই বিয়ে করছে তুরোবোয়েভকে।

'যা আশা করেছিলম।' ক্লিম ভাবলো।

যন্ত্রণাকাতর লিউটভের মুখখানা ভেসে উঠলো ওর চোখের সম্মুখে।

ক্লিম মুখ টিপে হাসলো।

তেরো

অসুস্থতা এবং আনুসংগিক আলস্যের জন্যে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার ব্যাপারটা ক্লিমকে স্থগিত রাখতে হোলো। সর্বদিক ভেবে চিন্তে, ক্লিম ঐ বছর না পড়াই স্থির করলো। কিন্তু দেখলো, বাড়িতে জীবনটা ভারি একঘেঁয়ে, দুর্বহ লাগছে। তাই সে তাড়াতাড়ি মস্কো যেতে সংকল্প করলো এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে এক ঝোড়ো সকালে ক্লিমকে দেখা গেলো, সে মস্কো শহরের এ-গলি ও-গলি ঘুরে লিডিয়ার বাসা খুঁজছে।

একটা জবড়জং বাড়ীর তিন তলায় পাশের দিকের একখানা ঘরে নাগাল মিললো লিডিয়ার। লিডিয়া ক্লিমের সংগে দেখা করলো উল্লাসের সংগে। ঘরে আরও কয়েকটি নরনারীর সমাগম হ'য়েছিল। লিডিয়া ক্লিমকে তাদের সংগে পরিচিত ক'রে দিলো ঃ 'সামঘিন,—আমার ছোট বেলার সাথী ও বন্ধু।'

খাটো চেহারার একটি লোক চট ক'রে এগিয়ে এসে ক্লিমের একখানা হাত ধরলো। হাতখানা প্রবলভাবে নেড়ে নিজের পরিচয় দিলো এমন সুরে, যেন মাপ চাইছেঃ 'সিমিয়ন ডিওমিডভ।'

একটি মেয়ে, নাকটা ধারালো, মাথায় একরাশ চুল, নিজের নাম জানালো ঃ 'বার্‌বারা আন্তিপোভা।'

'স্তেপান মারাকুয়েভ।' কোঁকড়ান-চুলওয়ালা আর একটি ছাত্র উঠে দাঁড়ালো। তারপর উঠলেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, মাথায় টাক, একটু খুঁড়িয়ে চলেনঃ 'ক্রিসান্থ খুড়ো।...ভারিয়া, ভদ্রলোকের জন্যে বসার একটু জায়গা ক'রে দাও, মা! দেখো, অতিথির যেন অসম্মান না হয়।'

তিনি ক্লিমকে এমনভাবে হাত ধ'রে এগিয়ে নিয়ে চললেন ক্লিম যেন অসমর্থ। তারপর তাকে একটা সোফায় বসিয়ে দিলেন।

মিনিট পাঁচেক বাদেই ক্লিমের ধারণা হোলো, ক্রিসান্থ খুড়ো তার পথ চেয়ে অধৈর্যের সংগে কাটিয়েছেন কতো দীর্ঘ কাল, এবং অবশেষে সে আজ উপস্থিত হয়েছে দেখে পরম প্রীত হ'য়েছেন। ক্রিসান্থ খুড়ো বললেন, 'আমি

বাবু, মস্কোর বড়ো ভক্ত। মস্কোওয়ালা ব'লে পরিচিত দিতেও আমার গর্ব হয়! ভেবে দেখুন দিকিনি, আমি যে পথ দিয়ে যাই, সেই পথে যান রাশিয়ার সেরা যতো সাহিত্যিক আর শিল্পীরা! দু দুবার আমার দেখা হ'য়েছে, টলস্টয়ের সংগে। লিও—লিও, সার! লিও টলস্টয়!'

লিডিয়ার পরণে লাল ব্লাউস, কালো স্কার্ট, আর বার্‌বারার কালো ব্লাউজ, সবুজ স্কার্ট। পাশের ঘরে ওরা দুজনে ভয়ানক ব্যস্ত। ছাত্র মারাকুয়েভকে ক্লিম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না, তবে সে হো হো ক'রে হাসছে। লম্বায় যেন ছোটো হ'য়ে গেছে লিডিয়া, এমন যাযাবরের মতো ওকে আর কখনো দেখায় নি। আরো মুটিয়েছে; তার তন্বী একরত্তি চেহারার মধ্যে এককালে যে অপার্থিব অধরার ভাবটুকু ছিল, তা আর নেই। ব্যাপারটা ক্লিমকে একটু বিরক্ত করলো। ক্রিসান্থ খুড়োর বাক্যস্রোত অনর্গল ব'য়ে চলেছে। ওদিকে বিশেষ কান না দিয়ে ক্লিম লক্ষ্য করতে লাগলো ডিওমিডভকে। ডিওমিডভ নিঃশব্দে পায়চারি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে।

প্রথম দৃষ্টিতে ডিওমিডভের মুখখানা ক্লিমকে মুগ্ধ করলো। উঁচুতে মাঝারি চেহারার মানুষ; দেখতে খুব সুন্দর। লিডিয়া ওদের সবাইকে চা খেতে ডাকার পরেও ক্রিসান্থ খুড়োর মস্কো সংক্রান্ত সুদীর্ঘ বক্তৃতা চলতে থাকলো ঃ 'সমস্ত রাশিয়ার মস্তিষ্ক আর মন আছে এই মস্কো-এ!'

তীক্ষ্ণনাসা বার্‌বারা মাথাটাকে সদর্পে সোজা ক'রে বসেছে। ওর কানে কানে ফিসফিস ক'রে কি বলছে মারাকুয়েভ। বার্‌বারার সবুজাভ চোখে চকচক করছে হাসি।

ক্রিসান্থ খুড়ো এবার সন্তর্পণে একখানি হাত ক্লিমের কাঁধে রেখে বললেন, 'পিটার্সবার্গ বুঝি আপনার সব চেয়ে প্রিয়?'

ক্লিমের কানে প্রশ্নটা কতোকটা বিদ্রূপের মতো শোনালো। তবু ক্লিম এই মস্কোওয়ালার সংগে দ্বিমত হ'য়ে তাঁকে আঘাত করতে চাইলো না। কিন্তু তার উত্তর দেওয়ার আগেই ডিওমিডভ বললো, 'পিটার্সবার্গে লোকের
ঘুম হয় ভারি। সব স্যাঁৎসেতে জায়গাতেই যেমন হয়। তবে পিটার্সবার্গে

লোকে যে সব স্বপ্ন দেখে, সেগুলো এক বিশেষ শ্রেণীর। এ রকম ভয়াবহ স্বপ্ন আপনি ওরেলে কোনো দিন দেখতে পাবেন না।' তারপর ক্লিমের দিকে একবার তাকিয়ে জুড়ে দিলো, 'আমার বাড়ি ওরেলে।'

ক্লিম ক্রিসান্থ খুড়োর বাচন ভংগীটা আত্মসাৎ ক'রে মস্কোর প্রশস্তি শুরু করলো, 'পক্‌লোনায়া পাহাড় থেকে দেখলে মস্কোটাকে মনে হয়, বিচিত্রবর্ণ বহু জঞ্জালের একটা বিশৃঙ্খল স্তূপ। এ জঞ্জাল যেন সারা রুশদেশ থেকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে এসে এখানে জড়ো করা হয়েছে। কিন্তু যখনই ওর সংখ্যাহীন গির্জার সোনালি চূড়োগুলো চোখে পড়ে, তখনি বুঝি এগুলি জঞ্জাল নয় —বহুমূল্য জহর!'

'চমৎকার বলেছেন!' তৃপ্ত হাসিতে খুড়োর মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

যেন কিছু একটা কামড়ে দিয়েছে, কিম্বা জরুরি কোনো কিছু মনে পড়েছে, এমনিভাবে ডিওমিডভ চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠলো এবং সবার দিকে ডান হাতখানা গুঁজে দিতে লাগলো। ক্লিম হিসাব ক'রে দেখলো, ডিওমিডভের শাদা হাতখানাকে লিডিয়া যতোক্ষণ উচিত তার চেয়ে কয়েক সেকেণ্ড বেশি নিজের হাতের মধ্যে ধ'রে রাখলো। মারাকুয়েভ-ও বিদায় নিলো। এবার লিডিয়া ক্লিমকে ডাকলো, 'আমার ঘরে যাবে? এসো।'

লিডিয়ার ঘরে এলো ক্লিম। জানালায় এসে আছড়ে' পড়ছে বৃষ্টির ঝাপটা। রাস্তায় গ্যাসের বাতিগুলো মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে। এই বাতির বিবর্ণ আলোয় ছোট ছোট বৃষ্টির ফোঁটাগুলি উঠছে ঝলমল ক'রে। লিডিয়া বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়িভাবে রেখে চুপচাপ ব'সে রইলো। ক্লিম প্রশ্ন করলো, 'এই ক্রিসান্থ খুড়ো লোকটি কেমন?'

'ভারি ভাল মানুষ। আমার বিশ্বাস, সত্যি উনি মস্কোকে ভালোবাসেন, আর মস্কোর লোকদের। তবে, সত্যি কথা বলতে, উনি যাকে ভালোবাসেন না, এমন বস্তুর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। আমার জীবনে এমন দুটি মানুষ আমি দেখিনি। অসহ্য লাগে; তবু ওঁর জীবন কাটাবার ধারাটি দেখলে ওঁকে

হিংসা না ক'রে উপায় নেই।'

লিডিয়া বলতে লাগলো, 'যৌবনে ক্রিসান্থ খুড়ো রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন ধনী জমিদার। তিনি এসব বরদাস্ত করলেন না। ছেলেকে দিলেন তাড়িয়ে। খুড়ো কখনো প্রুফরিডারি করে, কখনো বা থিয়েটারের প্রম্‌টার হ'য়ে কাটাতে লাগলেন। পরে বাবা মারা গেলে মফস্বলে থিয়েটারের কারবার করেন। ব্যবসাতে দেউলিয়া হন। দেনার দায়ে কিছু-দিন জেল-ও খাটেন। পরে এমেচার থিয়েটারে অভিনয় শেখাতেন; এমন সময় এক ধনী বিধবার সংগে ওঁর বিয়ে হয়। এই স্ত্রী মারা যাবার সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি তাঁর প্রথম পক্ষের মেয়ে বার্‌বারাকে দিয়ে যান। এখন ক্রিসান্থ খুড়ো তাঁর এই সৎমেয়ের কাছে থাকেন। আর একটা অভিনয়ের ইশ্‌কুলে অভিনয় শেখান।'

'আর বার্‌বারা?'

'বার্‌বারা মেয়েটার খুব ক্ষমতা আছে।'

লিডিয়া চুপ করে গেলো। এই সুযোগে ক্লিম প্রশ্ন করলো, ডিওমিডভের কথা। ডিওমিডভ সম্বন্ধে ওর কৌতূহল সবচেয়ে বেশী। লিডিয়া আবার সজীব হয়ে উঠলো, 'অদ্ভুত মানুষ। তাই না?'

তারপর লিডিয়া জানালো, ডিওমিডভের বাপ মা মারা যান তার অতি অল্প বয়সে। ন বছর বয়স পর্যন্ত ওকে লেখাপড়া শেখান একটি আজীবন কুমারী, এক ইতিহাসের অধ্যাপকের বোন। এই মেয়েটিও মারা যান। তখন অধ্যাপক ভদ্রলোক অতি মাত্রায় মদ খাওয়া শুরু করেন। ফলে, স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। দুবছর বাদে তিনিও মারা যান। এই সময় এক ছুতার ডিওমিডভকে শিক্ষানবীশ ক'রে নিজের কাছে রাখে। ওখানে পাঁচ বছর থাকার পর ডিওমিডভ যায় তার ভাইয়ের কাছে। ভাইও বিয়ে থা করে নি, নেশা করে। তারই কাছে এখন থাকে। ক্রিসান্থ খুড়ো ওকে থিয়েটারে ঢোকার জন্য দিন-রাত বলছে।

ক্লিম মৃদু হেসে বললো, 'ও তোমার প্রেমে পড়েছে।'

সংগে সংগে আপনা থেকে প্রতিধ্বনি করলো লিডিয়া, 'ও আমার প্রেমে

পড়েছে।'

'আর তুমি?'

লিডিয়া জবাব দিলো না। ক্লিম দেখলো, ওর লালচে মুখখানা আরো লাল হ'য়ে গেলো। একটু চুপচাপ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'কতো অদ্ভুত মানুষই না দেখলাম। ভারি অদ্ভুত। আর, সাধারণত, ওদের বোঝা দুষ্কর।'

ক্লিম-ও সায় দিলো। কারো সম্বন্ধে কোনো ধারণা যখন সে তাড়াতাড়ি ক'রে উঠতে পারে না, তখনই ক্লিম ভাবে, এ লোকটা তার পক্ষে বড়ো ভয়ানক। ক্লিমের চারিদিকে এই ভয়ানক লোকগুলো ক্রমেই সংখ্যায় বাড়ছে, আর তার সব চেয়ে কাছের ভয়ানক লোকটি হোলো এই লিডিয়া। ক্লিম যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বিদায় নিলো। লিডিয়া বললো, 'তাড়াতাড়ি আবার এসো কিন্তু। কাল তো ছুটি। কালই এসো, কেমন?'

এ বছর শীতকালে য়ুনিভারসিটিতে ভর্তি না হওয়ার সিদ্ধান্ত ক'রে ক্লিম সামঘিন খুশীই হোলো। সমস্ত য়ুনিভারসিটি-টা আতংকগ্রস্ত হ'য়ে রয়েছে। ঐতিহাসিক ক্লুচেভ্স্কিকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে ছাত্ররা। তাছাড়া, অন্যান্য কয়েকজন প্রফেসারকে-ও তারা অপমান করেছে। পুলিশ চারিদিকে সভাসমিতি ভেঙে দিচ্ছে। মোটামুটি জীবনটা হ'য়ে উঠছে জটিল।

একদিন ক্রেমলিনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ক্লিম। শীতের দুপুর। শহরটাকে বিশৃঙ্খল ভাবে কতোকগুলো বাড়ির স্তূপ মনে হচ্চে। ঝলমল করছে রোদে, আলোর সমারোহ চলছে চারিদিকে।

'নমস্কার!' ডিওমিডভ ক্লিমের একটা কনুই-এ হাত দিয়ে বলছে। 'কী বিশ্রী এই শহরটা! তবু শীতকালে খুব খারাপ লাগে না। কিন্তু গ্রীষ্ম-কালে, এখানে টেঁকা অসম্ভব। রাস্তায় চলবেন, কেবলই মনে হবে, কি যেন একটা গুঁড়ি দিয়ে পেছন থেকে আপনার গায়ে উঠছে, কিম্বা যেন আপনার গায়ে এই পড়লো ব'লে! আর এখানের লোকগুলো, সব কশাই, আর ধাপ্পাবাজ!'

কুয়াশা প'ড়ে ডিওমিডভের মুখখানা গোলাপী হ'য়ে উঠছে, দেখাচ্ছে

ছবির মতন! পুরাতন শীলমাছের চামড়ার টুপীটা ওর ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুলের পক্ষে অত্যন্ত ছোট হ'য়ে গেছে। ওভারকোটের অতি দুরবস্থা, বোতামগুলো পর্যন্ত ঠিক জায়গায় নেই, পকেটগুলো গেছে ছিঁড়ে বেরিয়ে। ক্লিম জিজ্ঞাসা করলো, 'কোথায় যাবেন আপনি?'

'খেতে।' ডিওমিডভ আঙুল দিয়ে একটা গির্জা দেখিয়ে দিলো, 'ওখানে আমি ঠাকুরের সিংহাসন সারাচ্ছি।'

'তাই নাকি? আপনি তাহলে থিয়েটারে কাজ করেন, আবার গির্জাতে-ও কাজ করেন?'

'তাতে কি? কাজ তো? আমার পরিচিত এক ছুতার মিস্ত্রি ভদ্রলোক, তিনি আমাকে ডেকেছিলেন। চমৎকার লোক।' ডিওমিডভ ভ্রূ কুঁচকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চুপ ক'রে গেলো, পরে বললো, 'চলুন, একটা রেস্তরাঁয় যাই। আপনার হয়তো পছন্দ হবে না, কিন্তু বেশ ভালো চা করে।'

ডিওমিডভের সংগে কথা বলতে ক্লিমের ইচ্ছা করছিল। কিন্তু এই ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা লোকটার সংগ সে মোটেই পছন্দ করলো না, রেস্তরাঁয় যেতে আপত্তি করলো। ডিওমিডভ তার হিমে জমাট বাঁধা কান দুটো ক'শে দ'লে বললো, 'আমি প্রচুর কাজ করি। আমি চাই অনেক টাকা জমাতে।'

তারপর অকস্মাৎ সে জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা, আপনি কি লিডিয়া টিমোফেইভ্‌নার থিয়েটারে অভিনয় করা পছন্দ করেন?'

ক্লিমের জবাবের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে বললো, 'অভিনয় নয় তো, এ-যেন রাস্তায় উলংগ হ'য়ে বেড়ানো।'

'কিন্তু লিডিয়ার বয়স হ'য়েছে।' ক্লিম শান্তভাবে বললো।

ডিওমিডভ স্বীকার ক'রে মাথা নাড়লো। তারপর বললো, 'কিন্তু, আমার মতে, বুদ্ধিমান লোকেরাই নিজেদের সম্বন্ধে ভুল করে বেশি।'

'আপনি একথা কেন ভাবেন?'

'কি আর ভাববো বলুন? প'ড়ে শুনে এই রকমই দেখছি।'

কথাটা সামঘিনের কাছে স্পর্ধার মতো শুনালো।

'কি বই পড়েন?'

'সব রকম বই।' তারপর প্রশ্ন করলো, 'এই বিপ্লবের সংগে আপনি জড়িত আছেন?'

'না।' ক্লিম জবাব দিলো। ডিওমিডভের চোখের দিকে তাকিয়ে ক্লিম দেখলো, তার চোখের নীলটা আরো গাঢ় লাগছে।

'কিন্তু আপনার চালচলন দেখে মনে হয়, আছেন। আপনি বেশ চাপা।'

ক্লিম ভয়ে ভয়ে ডিওমিডভের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কিন্তু সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ বিপ্লব সম্বন্ধে আলাপ করে না।'

'না, সদর রাস্তা আর কই? যাক, এক ভদ্রলোকের সংগে আমি আপনার আলাপ ক'রে দিতে চাই। করবেন?'

'কে ভদ্রলোক?'

'দেখবেন। চমৎকার মানুষ। প্রত্যেক শনিবারে আসর বসে।'

'বিপ্লব সম্পর্কে?'

'আমার মতে, বিপ্লবের চেয়ে কিছু খারাপ সম্পর্কে।' একটু থেমে ডিওমিডভ জবাব দিলো। হাসলো ক্লিম।

'চলুন যাই।' ডিওমিডভ একরকম অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো। 'আজ শনিবার। তবে, পোশাকটা যতো সাদাসিদে পরতে পারেন, ততো ভালো। আপনার মতো পোশাকে লোক যে যায় না, এমনো নয়। জিলা পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর নিজেও থাকবেন। তাছাড়া, একজন উকীল।'

ডিওমিডভের কথা, সুর ও চোখের দৃষ্টি দেখে ক্লিম বুঝলো, ওকে নিয়ে যেতে ডিওমিডভের খুব ইচ্ছা, এবং সে ধ'রে নিয়েছে যে ক্লিম যাবে।

'খুব চমৎকার বিষয়; প্রত্যেক লোকেরই জানা দরকার। তবে আপনার চশমাটা খুলে রাখবেন। চশমা-পরা লোকদের ওরা ভালো চোখে দেখে না।'

জিলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারির সংগে একই আসরে গিয়ে বসতে ক্লিম আপত্তি করতে চাইলো। কিন্তু সতর্কতার চেয়ে তার কৌতূহলটা হোলো বড়ো। কানে এলো, সে নিজে বলছে, 'আচ্ছা, ঠিকানাটা দিয়ে যান। সম্ভবত, আসবো।'

'তার চেয়ে আমি আপনাকে সংগে নিয়ে যাবো।'

'না, না। দরকার হবে না। আমি নিজেই যেতে পারবো।'

সন্ধ্যায় ক্লিম সুখারেবায়া টাওয়ারের আশেপাশে গলিগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। প্রচুর জ্যোৎস্না, তবে কুয়াশা-ও বেড়েছে। কালো মানুষের মূর্তিগুলো পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ক্লিমের পাশ দিয়ে উধাও হ'য়ে যাচ্ছে ত্রস্ত বেগে। ওদের ছায়াগুলো কাঁপছে বরফের ওপর। উপাসনায় আমন্ত্রণ ক'রে বাজছে সন্ধ্যার অসংখ্য ঘণ্টা; তাদের ধ্বনিতে আকাশটা শিউরে শিউরে উঠছে।

অবশেষে, ক্লিম পুরাতন একটা গেটের ওপর একটা সাইনবোর্ড দেখলো, 'কাফিখানা।' গেটের ভেতরে উঠোনে ঢুকে পড়লো ক্লিম। উঠোনটায় ঢিপির মতো প'ড়ে রয়েছে বহু ঝুড়ি—বরফে ঢাকা। মাঝে মাঝে বরফের ফাঁকে অনেক বোতলের তলা ও মুখ উঁকি দিচ্ছে। বোতলের কালো কাচের ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, ফলে সেগুলো চকমক করছে, যেন হাজারো চোখ।

উঠানের পারে একটা ইঁটের বাড়ি। এককালে এই বাড়িটা দোতলা ছিল, কিম্বা হ'তে চেষ্টা ক'রেছিল। এখন দোতলার দুয়ের তিনভাগ হয় ভেঙে পড়েছে, নয় কোনোদিন তৈরী হয় নি। নিচের তলার গেটটা চাওড়া, তাই বাড়িটাকে খামারের মতো দেখায়। ক্লিম তার পা দিয়ে দোরের ওপর ঘা দিতে লাগলো, কোনো রকমে উঠোন থেকে স'রে যেতে পারলে যেন সে বাঁচে। অদৃশ্য গর্তের মতো ছোট একটা দরজা খুলে গেলো। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। কেবল শোনা গেল, 'সাবধানে আসবেন। চারটে ধাপ আছে।'

অবিলম্বে ক্লিম একটা চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়ালো। দেখলো, একটা উনুনে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে আগুন। আলোয় চোখ ঝলসে যায়। বিরাট উনুন, দুটো কড়াই চড়েছে।

একটি মোটা মেয়েকে দেখা গেলো। তার ঠোঁটে ও চিবুকে প্রচুর কালো চুল। মেয়েটি দু'হাত এপ্রনে মুছে বললো, 'এবার ভেতরে চ'লে আসুন।'

ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার, ভ্যাপ্‌সা গরম। দম-আটকে-আসা গন্ধ আসছে পচা মাংস আর গলিত গোবরের। উনুনের কাছে একটা কাপড় জামা

ধোয়ার কাঠের বারকোসে কিছু কিছু মাংসের শুকো ভেজানো রয়েছে। আরেকটা বারকোসে কিছু কলিজা আর যকৃত। দেওয়ালের গায়ে ছ'টা তাক। এই তাকগুলোর শেষে এককোণে রয়েছে একটা বাক্স; এই বাক্সের ওপর ব'সে রয়েছেন এক ভদ্রলোক। তিনি ক্লিমকে দেখে তাঁর লম্বা ঘাড়খানাকে সোজা ক'রে তুললেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'কম্পাউন্ডার?'

ক্লিম বিরক্ত হোলো, 'আমাকে কম্পাউন্ডার ব'লে ভাবলেন কেন?'

'না, বাইরের চেহারাটা দেখে। বসুন—এই যে, এখানে।'

ঠিক তাঁর সম্মুখে একটি কাঠের তক্তাপোষে বসলো ক্লিম। চারখানা তক্তাকে কোনো রকমে ঠুকে এক জায়গায় করা হয়েছে। এই তক্তাপোষের এক কোণে গুটোনো রয়েছে স্তূপীকৃত জিনিষপত্র—কার বিছানার সরঞ্জাম। এই তক্তাপোষের পাশে বিরাট একটা টেবিল—পচা মদের গন্ধে দুর্গন্ধ। একটা বেড়া রয়েছে পেছনে, তার ছিদ্রপথে দেখা যায়, ওদিকে একটা আলো জ্বলছে। ওখানে কে খক্‌খক্ ক'রে কাশছে, আর খসখস ক'রে কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছে। গোঁফওয়ালী একটা টিনের ডিবা জ্বালিয়ে টেবিলের ওপর রাখলো, ক্লিমের দিকে একবার তাকিয়ে ডীকনকে বললো, 'নতুন লোক।'

ডীকন একটুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'আপনাকে কে নিয়ে এলো এখানে?'

'ডিওমিডভ।'

'ও! সানিয়া?'

মেয়েটি উনুনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, তরপর নিজের হাত দুটো শুঁকলো, একটু থেমে বললো, 'কিন্তু সানিয়া যেন বলছিল, যে-লোকটি আসবেন, তাঁর চশমা থাকবে?'

'চশমা আমার সাথে আছে।'

'বেশ, বেশ!'

ক্লিম পকেট থেকে ওর চশমাটা বের ক'রে পরলো। দেখলো, ডীকনের বয়স চল্লিশ পার হ'য়ে গেছে, মরুবাসী মুনিঋষিদের মুখে যেমন পুতুলের মতো ভাব থাকে, তেমনি একটি ভাব ওঁর মুখে।

আরো দু'জন লোক ঢুকলো। তারপর একটি তরুণী। মেয়েটির মাথায় ভ্রূ পর্যন্ত একটা রুমাল জড়ানো ছিল, রুমালটা স'রে গেলো। তারপর একের পর একে এলো আরো চারজন লোক। ওরা সবাই এসে উনুনটার চার দিকে ভিড় ক'রে বসলো। আবছা অন্ধকারে ওদের চেনাই কঠিন। সবাই চুপচাপ। ইঁটের মেঝের ওপর কেবল পায়ের শব্দ শোনা যায়।

ক্লিমের মনে হ'তে লাগলো, এখানের বিষাক্ত বাতাসে ওর দম আটকে আসছে। ইচ্ছা করলো ও পালিয়ে যায়। অবশেষে ছুটতে ছুটতে এলো ডিওমিডভ, সবাইকে যাচাই ক'রে দেখলো। তারপর ক্লিমকে দেখতে পেয়ে বললো, 'আঃ! আপনি এসেছেন?'

ব'লেই আবার অদৃশ্য হোলো বেড়ার ওদিকে।

মিনিট খানেক বাদে বেঁটে চেহারার একটি লোক গুরু গম্ভীরভাবে বেড়ার ওদিক থেকে বেরিয়ে এলেন। ছোট এতোটুকু একটা গোঁফ মুখে, তাও এলোমেলো। ঘোলাটে বৈশিষ্ট্যহীন মুখ। গায়ে একটি মেয়েলি বালাপোশ। হাঁটু পর্যন্ত ফেলটের জুতো। তেল চটচটে মাথার আধপাকা চুলগুলো মসৃণভাবে মাথার সংগে মেখে আছে। একহাতে লম্বা সরু এক-খানা খাতা। তিনি এসে বসলেন, খাতাটা খুলে ক্লিমের দিকে তাকিয়ে ডিওমিডভকে প্রশ্ন করলেন, 'ইনিই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। নমস্কার।'

সুরে ঝংকার আছে, আর আছে অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা। ও'র বাঁ হাতের অর্ধেকটা নেই। হাতের চেটোয় তিনটে আঙ্গুল মাত্র অবশিষ্ট আছে—বৃদ্ধা, তর্জনী, মধ্যমা। হাবভাবের মধ্যে একটা ত্রস্ত চঞ্চলতা, যার সংগে প্রশান্ত কণ্ঠস্বরের কোনো সংগতি নেই।

'আজ সন্ধ্যায় আমি নতুন বক্তৃতা দেব স্থির করেছিলাম। কিন্তু এখানে নতুন লোক আসায়, সংক্ষেপে তাঁকে আমার পূর্ববর্তী মতামতগুলি জানানো দরকার বোধ করি।'

বক্তা তাঁর খাতার দিকে একবার তাকালেন, তারপর অত্যন্ত শান্তভাবে,

TRAINING COLL

যেন অতি সাধারণ সবার সুপরিচিত একটা বিষয় বলছেন, এমনি ভাবে বলতে লাগলেন, 'আমার বক্তব্যের সংগে বিজ্ঞান ও লিও টলস্টয়ের পূর্ণ সংগতি রয়েছে। আমার বক্তব্যের মধ্যে অনিষ্টকর কিছুই নেই। অতি সহজ কথা। আমাদের এই সারা দুনিয়া, এ হোলো মানুষের হাতে গড়া বস্তু। আমাদের হাতগুলি খুব চালাক, চতুর; কিন্তু বোকা হোলো আমাদের মুণ্ডু। তার ফলেই আমাদের জীবনে যতো দুঃখ।'

ক্লিম আশপাশে সবার দিকে তাকালো। সবাই চুপচাপ। পাশের লোকটি নুয়ে প'ড়ে একটি সিগারেট পাকাচ্ছে। ডিওমিডভ ইতিমধ্যে ফের অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। কড়াইএ জল ফুটতে সুরু করেছে টগবগ ক'রে। আবছা অন্ধকারে লোকগুলোকে অবাস্তব ও অস্বাভাবিকভাবে বড়ো লাগছে।

'এই দুনিয়ার দিকে নির্ভুলভাবে তাকালে এর কি অর্থ আমাদের চোখে পড়ে? এই দুনিয়া হোলো, মাটি, বাতাস, জল, পাথর, গাছ। কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে কী প্রয়োজন ছিল এদের অস্তিত্বের?'

ক্লিমের পড়শী সিগারেটটায় আগুন দিয়ে বললেন, 'কিন্তু ইয়াকভ প্লাতোনিচ, আপনি কি ক'রে জানলেন যে এটার প্রয়োজন আছে, ওটার নেই?'

'তা না জানলে, আমি বলতাম না। আর, আপনি এভাবে কথার মাঝে কথা কইবেন না। আপনারা সবাই যদি আমাকে শেখাতে ওঠেন, তবে ব্যাপারটা মন্দ হবে না, ভালই লাগবে। কিন্তু তখন শিক্ষকের সংখ্যা হবে অনেক, এবং ছাত্রের সংখ্যা হবে মাত্র এক।'

আবার তিনি শান্ত মাপ-করা গলায় ব'লে চললেন, 'পাথরের বুদ্ধি নেই; গাছেরও বুদ্ধি নেই; মানুষ যদি না থাকতো, তবে এদের সবার পরিণতি হ'তো নিষ্ফল শূন্যতায়। কিন্তু যখনই এই নির্জীব পাথরে আমাদের হাতের ছোঁয়া লাগে, তখনই গড়ে ওঠে আমাদের বাসের উপযোগী গৃহ, তখনি গড়ে ওঠে পথ, সেতু, সমস্ত প্রকার বস্তু, মেসিন, দাবার গুটি, বাদ্যযন্ত্র। এই হোলো আসল ব্যাপার।'

ঘরের অস্পষ্ট অন্ধকারে ক্লিম একটি মুখ দেখলো। সারা মুখে চাকা চাকা বসন্তের দাগ। গলার স্বর রুক্ষ, যেন গলা ধরেছে। লোকটি বললো,

'এবার যদি ভগবান সম্বন্ধে কিছু বলেন।'

ইয়াকভ প্লাতোনোভিচ আড় চোখে একবার প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালেন, বললেন, 'আমি বক্তৃতা করছি এখানে। সুতরাং কখন ভগবানের পালা পড়বে, না পড়বে, তা আমি বুঝবো।'

আবার তিনি ক্লিমের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, 'পণ্ডিতেরা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন, ভগবান বস্তুটির সৃষ্টি নির্ভর করেছে বিশেষ জলবায়ু ও আবহাওয়ার ওপর। যেখানে জলবায়ু ভালো, সেখানে ভগবান-ও হ'য়েছেন পরম কারুণিক। আর যেখানে জলবায়ু, হয় খুব গরম, নয় খুব ঠাণ্ডা, সেখানে ভগবান-ও হয়েছেন তেমনি রুদ্র। এ-টা বোঝা অবশ্যই দরকার। আজকে এ সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

তারপর দার্শনিক বারেক তাঁর খাতার মধ্যে ডুব দিলেন, এবং কয়েকটা পাতা উল্টে গেলেন।

ক্লিম সামঘিনের নিজেকে অসুস্থ মনে হোলো। সে বুদ্ধিবিবেচনা হারিয়ে ফেলছে; কে তাকে ঠেলে দিয়েছে এক দুঃস্বপ্নের দেশে। ও যা দেখছে, শুনছে, একথা যদি কাহিনীচ্ছলে কেউ ওকে বলতো, তবে ও তা বিশ্বাস করতো না। কেৎলিতে জল ফুটছে, ফুঁসছে, তা থেকে উদ্‌গীর্ণ বাষ্পের ভ্যাপসা গন্ধে সমস্ত ঘরের দম আটকে আসছে। গোঁফওয়ালী মেয়েটা ওদিকে বারকোসে কলিজা আর যকৃতের কালো কালো টুকরোগুলোকে কচলে ধুইছে। এদিকে উনুনের পাশে ডাকছে কার নাক।

বক্তৃতা চলছেঃ 'এখন আমরা বৈকুণ্ঠের রাজ্য থেকে নেমে আসবো পার্থিব ...'এক মুহূর্তের নীরবতা; বক্তা একবার গোঁফ চুলকোলেন, অবশেষে বললেন, '—...বিষয়ে।'

এক মুহূর্ত বাদেঃ 'ব্যাপারটা চক্ষু-কর্ণের কাছে সহজ ক'রে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ধরা যাক একটা উদাহরণ। এই যে আমাদের তরুণ জার, এ'র কাছে কয়েকজন লোক সরল মনে গিয়ে বলেছিলেন, "সদাশয় সম্রাট! আপনার উচিত, জনসাধারণের মধ্য থেকে কয়েকজন বুদ্ধিমান লোককে আপনার পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করা। জনসাধারণের জীবনযাত্রার কি ভাবে উন্নতি করা যায়,

সে সম্বন্ধে আপনি তাঁদের সংগে আলাপ আলোচনা করতে পারেন।" জবাবে সম্রাট বললেন, "না হে না, এ সবের কোন অর্থ হয় না।" ধরুন এই মদের ব্যবসা। সমস্ত কিছুই সম্রাটের হাতে। শুধু মদের ব্যবসা কেন, সব ব্যবসাই, সব রকম ট্যাক্সো।'

ক্লিমের পড়শী বললেন, 'বেশ বলে, না?'

'আপনারা সবাই বিশ্বাস করেন?'

'করবো না কেন? হাতেকলমে সত্যি কথাগুলো বলছে, আর বিশ্বাস করবো না?'

আরো দশ মিনিট কাল বক্তৃতা দেওয়ার পর বক্তা পকেট থেকে তাঁর কালো ঘড়িটা বের ক'রে দেখে বললেন, 'আজকের মতো এখানেই শেষ করি। আপনারা এ বিষয়ে চিন্তা ক'রে দেখবেন।'

ক্লিম রাস্তার ভয়াবহ হিমের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধ্যমতো গভীর একটা নিশ্বাস নিলো। মাথা ঘুরছে, চোখের সামনে সমস্ত জিনিষ হ'য়ে উঠছে সবুজ। উবু হ'য়ে বসে থাকা ছোট ছোট বাড়ি, বরফের স্তূপ, আর তাদের মাথার ওপর নির্জন পরিত্যক্ত আকাশে হিমেল চাঁদ, সমস্তই কয়েক মুহূর্তের জন্যে সবুজাভ হ'য়ে উঠেছে। সব যেন পচা, শেওলা-পড়া। ক্লিম হন হন ক'রে এগিয়ে চললো, পচা মাংসের ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধটা ওকে ঠেলে নিয়ে গেলো। তখনো রাত খুব বেশী হয়নি। সবে মাত্র নৈশ উপাসনা শেষ হয়েছে। ক্লিম স্থির করলো, সে একবার লিডিয়ার ওখানে গিয়ে তাকে ব্যাপারটা সব খুলে বলে। কি ধরণের সংসর্গে ডিওমিডভ থাকে এবং তার সংগে বন্ধুত্বটা আদৌ নিরাপদ নয়, একথা লিডিয়ার জানা দরকার। কিন্তু লিডিয়ার ঘরে ব'সে ক্লিম যখন বিদ্রূপের সংগে তার মতামত প্রকাশ করতে লাগলো, লিডিয়া তখন কতোকটা বিস্ময়ের সংগে হঠাৎ রুক্ষভাবে ওকে থামিয়ে দিলো, 'ও আমি সব জানি। ওখানে গিয়েছি-ও। আমার মনে পড়ে, তোমাকে এ সম্বন্ধে একদিন বলেছিলাম। আর ডিওমিডভ তো ওখানেই থাকে। ঠিক ওরই ওপরে।'

তারপর লিডিয়া তার মাথার একটা কাঁটা নিয়ে সেটাকে বাঁকাতে ও সোজা করতে লাগলো। চিন্তা জড়িত গলায় বললো, 'অবিশ্যি, সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে অতি পুরাতন এবং দ্বন্দ্বমূলক মনে হোলো। কিন্তু তাতেই বা কি? আমার মতে, যা কিছু দেখছ, সবের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ।'

মাথার কাঁটাটা ভেঙে গেলো। লিডিয়া শান্ত কণ্ঠে বললো, 'ওপরের যারা, তারা চেঁচায়; নিচের যারা, তারা শোনে, আর নিজেদের ইচ্ছামতো করে তার ব্যাখ্যা। এই তো ব্যাপার। আমি তো বুঝি না, তুমি এ নিয়ে এতো ব্যস্ত হ'য়ে উঠছ কেন?'

লিডিয়ার গলার শান্ত অবিচলিত কণ্ঠস্বরে ক্লিমের ঘৃণাটা অনেক পরিমাণে নিভে এসেছে। ক্লিম বললো, 'আর এ আমিও বুঝি না, ওই ডিওমিডভ লোকটার মধ্যে এমন কি পেলে যাতে তুমি অমন গলে গেলে?'

লিডিয়া ক্লিমের দিকে সচকিতে একবার তাকালো। ভ্রূ কুঁচকে বললো, 'আমার ওকে বেশ লাগে।'

ক্লিম চুপ ক'রে রইলো, নিজের বুকের মধ্যে কান পেতে। লিডিয়া বলতে লাগলো, 'মাঝে মাঝে আমার দুঃখু হয়, ও বয়সে আমার চেয়ে দু'বছরের বড়ো। ও আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট হ'লেই বেশ হোতো। কেন যে এমন লাগে, ঠিক বুঝি না।' একটু থেমে লিডিয়া ফের বললো, 'তুমি দেখেছ, আমি সব সময় চুপচাপ থাকি। আমার মনে হয়, আমি যা বলতে চাই, তা যদি আমি বলি, লোকে শিউরে উঠবে। হাসবে। আমাকে সমাজ থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু ডিওমিডভের কাছে কোনো কথা বলতে আমার বাধে না।'

'আর, আমার কাছে?' ক্লিম প্রশ্ন করলো।

চোখ বুজে দীর্ঘশ্বাস ফেললো লিডিয়া, বললো, 'তোমার বুদ্ধি আছে, কিন্তু তুমি বোঝো না। যারা বোঝে, তাদের চেয়ে আমার ভালো লাগে তাদেরকে, যারা বোঝে না। কিন্তু তোমার বেলা, আলাদা। তুমি সমালোচনা করো চমৎকার। আর ওটাই তোমার পেশা হয়ে উঠছে। তাই তোমাকে একঘেঁয়ে লাগে। তোমার নিজেরও শিগ্‌গির লাগবে, দেখো।'

ক্লিম অনুভব করলো, লিডিয়ার সামনে আগে সে যে-সংকোচ অনুভব করতো, এখন তা ক্রমেই ক'মে আসছে। তাই সে বয়স্ক লোকের মতো গম্ভীরভাবে বললো, 'আমি বেশ বুঝেছি, তোমার ভালোবাসার সময় হ'য়েছে। কিন্তু প্রেম একটা বাস্তব অনুভূতি। আর, এই ছোকরা, ও তোমার কল্পিত সৃষ্টি মাত্র।'

লিডিয়ার বিরক্তি সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, 'ইশকুল-মাস্টারি করাটা তোমার স্বভাব। সেদিন যখন তুমি বলেছিলে, "আমি তোমাকে ভালোবাসি," তখন তোমার কথাগুলো শুনে মনে হ'য়েছিল, তুমি বলতে চাও, "আমি তোমায় শেখাতে ভালোবাসি।"

'হয়তো তাই।' ক্লিম হাসতে চেষ্টা ক'রে বললো, 'কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি ডিওমিডভের প্রতি যে ব্যবহার করো, সেটাও কতোকটা ইশ্‌কুল-মাস্টারি। ওকে শেখাতে তোমার ভালো লাগে।'

লিডিয়া জবাব দিলো না। ক্লিম কয়েক মিনিট স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো, তারপর বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। ওর ভেতরে একটা প্রবল আলোড়ন ঘটে গেছে। কিন্তু ওর মনে হোলো, এর চেয়ে প্রবলতর একটা আলোড়নে ওর ভেতরটা যদি বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, তবেই বুঝি ওর বেশ আরাম লাগতো।

বাসায় ফিরে ক্লিম তার টেবিলের ওপর দেখলো পুরু একখানা চিঠি, না আছে ডাক-টিকিট, না আছে ঠিকানা। কেবল খামের ওপর সংক্ষিপ্ত লেখন সি, আই, সামঘিন। চিঠিতে দাদা দিমিত্রি ওকে জানাচ্ছে যে, তাকে উস্তাগে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। তার কাছে কয়েকখানা বই পাঠাবার অনুরোধ করেছে। সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা, আজে বাজে কথা একটিও নেই। অবশেষে বইএর একখানা সুদীর্ঘ তালিকা; নির্ভুল ও বিস্তারিতভাবে দেওয়া বই-এর নাম, প্রকাশকের নাম, বছর, কোথা থেকে বেরিয়েছে, তার বিবরণ। অধিকাংশ বই-ই জার্মান ভাষায়।

বিদ্রূপের সঙ্গে ক্লিম ভাবলো, 'দাদা একটা খাজাঞ্চি।' কিন্তু পর মুহূর্তে

আয়নায় চোখ পড়ায় মুখের ওপর থেকে বিদ্রূপের ভাবটাকে সে সম্পূর্ণ মুছে নিলো। তারপর এক গেলাশ দুধ খেয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে ধীরে-সুস্থে পোশাক ছেড়ে বিছানায় গিয়ে শুলো। অকস্মাৎ ওর যেন নিজের জন্যে দুঃখ হোলো। কিন্তু পরক্ষণেই সান্ত্বনা দিলো নিজেকে, 'না, আমি রোমান্সধর্মী নই। কোন মেয়ে যদি আমার ভালোবাসার কদর দিতে না পারে, তাতে মেয়েটার ওপর রাগ করার কিছু নেই। সে তার প্রেমের নায়ক পেয়েছে একটা হতভাগাকে। এতে তার কোন লাভ হবে না। হয়তো এই ভুলের জন্যে সে উপযুক্ত শাস্তিও পাবে। তখন আমি......'

নিজের চিন্তাটাকে ক্লিম শেষ করতে পারলো না। লিডিয়ার প্রতি একটা অস্পষ্ট ঘৃণায় তার মন ছেয়ে গেলো। তারপর যখন সে ঘুমুলো তখন তার মনে হোলো, লিডিয়ার সঙ্গে যে গ্রন্থির বন্ধনে সে বাঁধা পড়েছিল, সে গ্রন্থি যেন শিথিল হ'য়ে গেছে।

কিন্তু পরদিন সকালে ক্লিম বুঝলো, ব্যাপারটা সে যেমনটি ভেবেছিল, আসলে তেমনটি নয়। জানালার বাইরে সূর্যালোকের সমারোহ; উৎসবের ঘণ্টা বাজছে গির্জায় গির্জায়। দিনের আলোয় স্পষ্ট হ'য়ে বন্যার মতো ভেসে এলো স্মৃতি; লিডিয়া ভারাবকা ব'সে আছে জানালার চৌকাঠে আর ও নতজানু হ'য়ে ব'সে তার পায়ে চুম্বন করছে। তখন লিডিয়ার মুখখানা হয়ে উঠেছিল কঠিন, চোখদুটো ভরে গিয়েছিল বিস্ময়কর এক জ্যোতিতে। কিন্তু সেই মুহূর্তে কী অপরূপ দুর্বার সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে! এ-কথা ভাবতেও আজ ওর অপমান বোধ হয় যে, ডিওমিডভ......

সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এই মর্যাদাহীন চিন্তার জটে ক্লিম নিজেকে কেবলই জড়িয়ে মারতে লাগলো। তারপর দৈবাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পৌঁছলো মাকারভ, বিধ্বস্ত, বিশৃঙ্খল বেশভূষা; জামায় বোতাম লাগানো নেই, ফুলে উঠেছে মুখখানা, চোখ দু'টো লাল। শুঁড়ীর দোকানের গন্ধ আসছে গা থেকে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ।

মাকারভ তার কপালের পাশের দিকে ঝুলে পড়া একগোছা চুলকে গুছিয়ে নিয়ে বললো, 'কুবান থেকে ভোলোড্‌কা এসে পৌঁচেছে। আজ তিন দিন

ধ'রে কেবলই মদ গিলছে, মাছের মতো। ওর জন্যে আমার সত্যি দুঃখু হয়, কিন্তু এভাবে আর পারি না। কাল একজন ডীকন, ভোলোড্‌কার বন্ধু হন, তিনি এসেছিলেন। তখনই আমি চ'লে এসেছি। যাবে আমার সঙ্গে? ও খুব খুশী হবে। ডীকনের সংগেও আলাপ করবে। খুব মজার মানুষ। আর ভোলোডকাকে একটু শান্তও করতে পার। যাবে?'

যে লোকটাকে সে অপছন্দ করে, তার যন্ত্রণার কাতরতা দেখতে ক্লিমের কৌতূহল হোলো। কিন্তু ভাবলো, 'যদি মাতাল হ'য়ে পড়ি? আর সে সংবাদ যদি মাকারভ লিডিয়াকে দেয়?'

তবু ক্লিম মাকারভের সঙ্গে লিউটভের ওখানে এলো। দেখলো, ডীকন ভদ্রলোক, কালকের সভার সেই ডীকন।

চোদ্দ

তরুণ সম্রাটকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে সমারোহের সঙ্গে সজ্জিত হ'চ্ছে মস্কো শহর। এ-যেন কোনো বৃদ্ধা বিধবার আসন্ন পরিণয়ের পূর্বক্ষণে লোল কুঞ্চিত কুৎসিত মুখে প্রসাধনের পারিপাট্য। মস্কো-বাসীরা তাদের কদর্য বাড়িগুলোকে রঙে ছেয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে। এই চেষ্টার মধ্যে রয়েছে একটা উন্মত্ততার ভাব। দৈবাৎ যেন তিমিরবিদারী আলোক এসেছে ওদের ঘরে, ওরা ঝলসে গেছে, চমকে গেছে, ঘরের প্রত্যেকটি ফাটল, প্রত্যেকটি দাগ, প্রত্যেকটি নোংরামি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে ওদের চোখে। বারান্দা থেকে, বাতায়ন থেকে ঝোলানো হয়েছে হাজারো বর্ণবিচিত্র কাশ্মিরী শালের ঝালর। চারিদিকে সজ্জিত ফ্রেমে আঁটা জারের ছবি, আবক্ষ প্রতিকৃতি। অসংখ্য মালা আর জাতীয় পতাকা; মুকুট আর সোনালি অক্ষরে লেখা অভ্যর্থনার বাণী। লাল রঙটারই দাপট বেশী, সব কিছুকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে চোখ দুটোকে বিরক্ত ক'রে দেয়। রাস্তার ওপরে জানালাগুলো থেকে এখানে ওখানে ঝুলছে অজস্র রঙিন কাপড়ের ফালি। জানালাগুলোকে তাই ভারি অদ্ভুত লাগে, ওগুলো যেন জানালা নয়, চার-কোণা সব মুখ, লকলকে লাল জিভ বের ক'রে রয়েছে। অনেক বাড়িতে সজ্জার আধিক্য এতোই বেশী যে, মনে হয়, ভেতরটাকে যেন উলটে বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দেখানো হচ্চে। সূর্য ওঠার সময় থেকে দুপুর পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় লোকজনের হন্তদন্ত আনাগোনার আর বিরাম নেই। কিন্তু পাখীগুলো হন্তদন্ত হ'য়ে উঠেছে আরো বেশি। ঝাঁকে ঝাঁকে কাক আর পায়রা মস্কো শহরের ওপর অশ্রান্তভাবে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওরা যেন হাজারো অদৃশ্য মাকু, বুনে চলেছে অদৃশ্য অসংখ্য জাল। পুলিশ সতর্কতার সংগে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের শহর থেকে সরিয়ে ফেলছে। এমন কি যে পথ দিয়ে সম্রাট আসছেন, সে পথের দুই দিকের বাড়িগুলোও সব তল্লাস করা হ'য়েছে। মারাকুয়েভ সংবাদ নিয়ে এসেছে, ক্রেমলিনের

আলোক-সজ্জার ভার পেয়েছে কবোজেভ। সেই মাখন-ওয়ালা কবোজেভ, পিটার্সবার্গে সাডোভা স্ট্রীটে যার দোকান থেকে দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে উড়িয়ে দেবার জন্যে মাইন পোঁতা হয়েছিল! কবোজেভ মস্কো-এ এসেছে এক আতসবাজী কোম্পানির প্রতিনিধি হ'য়ে এবং সে নাকি সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের দিন ক্রেমলিন উড়িয়ে দেবে। অবশেষে মৃদু হেসে মারাকুয়েভ বলেছে, 'অবশ্যি, ব্যাপারটা রূপকথার গল্পের মতনই শোনাচ্ছে।' মুখে বললেও, সে এমন একটা দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে তাকালো যে. রূপকথাটা হয়তো সত্যিই হ'য়ে যেতে পারে! লিডিয়া সক্রোধে ওকে সতর্ক ক'রে দিলো, 'খবরদার, মারাকুয়েভ, ক্লিসান্থ খুড়োর সুমুখে অমন আজে-বাজে কথা বলবে না!'

সত্যই, ক্লিসান্থ খুড়োর সাজ-পোশাকে উৎসবের হাওয়া লেগেছে। তাঁর বুটের পেটেণ্ট চামড়া যেমন চকচক্ করছে, তেমনি ঝক্ঝক্ করছে মাথার মাঝখানকার টাকটা। চেপটা মুখখানার ওপর হর্ষ ও বিভ্রান্তির জড়িত হাসি ছড়িয়ে পড়ছে পলকে পলকে। খুদে চকচকে চোখদুটো জ্বলছে, যেন পবিত্র দুটি দীপ, আর তারই আলোয় প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে খুড়োর উদার বিপুল আত্মাটি।

জানালা ও বারান্দাগুলিতে প্ল্যাস্টারের তৈরী জারের দৃষ্টিহীন মুখের ওপর আলো ঠিকরে পড়ছে। মারাকুয়েভ আবিষ্কার করেছে জারের নাকটা খাঁদা। কিন্তু ক্লিসান্থ খুড়ো মন্তব্য করেছেন, 'যৌবনে সক্রেতিস যেমন ছিলেন দেখতে, অবিকল তেমনি।'

নতুন আমদানী সব পুলিশ কর্ম্মচারীরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর কারিগর ও ঝাড়ুদারদের উদ্দেশে হাঁকছে। অতিকায় ঘোড়ায় চ'ড়ে চলেছে অতিকায় সব শওয়ার। মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে পেতলের তাফ্তি। ওদের সবার মুখ গোল, যেন পাথর খুদে তৈরী। ঘোড়ার পিঠে ওদের পা দু'টোকে অবান্তর মনে হয়। পেছনে ছুটে চলেছে বালখিল্যের দল হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে। বড়োরাও যে চীৎকার করছে না এমন নয়।

রাজকীয় গাড়িতে চ'ড়ে চলেছে চারজন মোঙ্গল। পরণে সুবর্ণখচিত

পরিচ্ছদ; স্থির, যেন পুতুল। ওরা গাড়ীতে ব'সে আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। ওদের মধ্যে একজন হাঁ ক'রে মৃদু হাসছে। বেরিয়ে পড়েছে একটা শাদা দাঁত। হলদে মুখখানা তামা দিয়ে তৈরি মনে হয়। ডিওমিডভের উদ্দেশে ক্রিসান্থ খুড়ো বলে ওঠেন, 'দেখো, দেখো! ওদের পূর্বপুরুষরা একদিন এই মস্কো শহরে আগুন দিয়েছিল, লুট করেছিল, আর আজ তাদের বংশধররা তার কাছে মাথা নত করেছে।'

'কিসের মাথা নত করেছে! দিনের বেলায় পেঁচাগুলো যেমন ব'সে থাকে, ঠিক তেমনি ব'সে আছে দেখছি,' ডিওমিডভ অস্ফুটকণ্ঠে বললো। তার বেশভূষায় কোনো শৃঙ্খলা নেই। মুখে ঝুলকালি লেগেছে, হাতে ব্রোঞ্জের গুঁড়ো। আজ সকালেই মাত্র সে ক্রেমলিন সাজাবার কাজ শেষ করেছে।

ফরাসী দূত যখন তাঁর জমকালো পারিষদ ও অনুচরবর্গ সংগে নিয়ে পোক্‌লোনায়া পাহাড়ের দিকে চ'লে গেলেন, তখনো আবার একবার হর্ষের তুমুল রোল উঠলো। ক্রিসান্থ খুড়ো ফের বললেন, 'দেখেছ? এই ফরাসীরা; এরা একদিন ধ্বংস করেছিল মস্কোকে, আগুন দিয়েছিল। কিন্তু তবু আজ ওদের প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই।'

এবার এলো একদল বৃটিশ কর্মচারী। ওদের পুরোভাগে অস্বাভাবিক লম্বা একটি লোক, মুখখানা যেন তিনটে হাড় দিয়ে তৈরী। দীর্ঘায়িত মাথায় শাদা পাগড়ি, বুকে অসংখ্য পদক। ক্রিসান্থ খুড়ো বললেন, 'বৃটিশারদের আমি মোটেই পছন্দ করি না।'

এলেন পুলিশের সর্বময় কর্তা ভ্লাসোস্কি। তিনি যেন উড়েই গেলেন। তারপর এলেন শোভাযাত্রার মধ্যমণি হ'য়ে সম্রাটের খুল্লতাত গ্রান্ড ডিউক সার্গেই। ক্রিসান্থ খুড়ো ও ডিওমিডভ, দুজনেই মাথার টুপী খুললো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্লিম হাত দিলো টুপীতে। কিন্তু মারাকুয়েভ মুখ ফিরিয়ে ক্রিসান্থ খুড়োকে বকতে লাগলো, 'ছি ছি। ওই ছোকরা-পাগলা লোকটাকে আপনি নমস্কার করলেন?' হর্ষধ্বনিতে মারাকুয়েভের কথা-গুলো তলিয়ে গেলো।

এই উৎসবঝঞ্ঝার মধ্যে ক্লিম যা দেখতে পেলো, তার অধিকাংশ ব্যাপারেই সে বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু তবু তার চেতনার মধ্যে একটা উত্তেজনা নাড়াচাড়া দিয়ে উঠছে, কেবলই যেন সে প্রত্যাশা করছে, এই জনরুদ্ধ অসংখ্য পথগুলি থেকে কখন কোন্ অতর্কিত মুহূর্তে কে আবির্ভূত হ'য়ে পড়বে! সম্রাটকে দেখতে চায়, এ-কথা নিজের কাছে স্বীকার করতে-ও ক্লিমের যেন লজ্জা করে। কিন্তু এই বাসনাটা লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রম ও কোটি কোটি অর্থ ব্যয়ের মারফত ওর মধ্যে ক্রমেই প্রবলতর হ'য়ে উঠছে। এতো মানুষের এত শ্রম এত যত্ন, এই সংকোচবিহীন অর্থব্যয় ক্লিমের মনে এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে, অনন্যসাধারণ কেউ আসছে। শুধু জার বা সম্রাট ব'লেই যে তিনি অনন্যসাধারণ, তা নয়; সমগ্র মস্কো আজ তাঁর মধ্যে যে গুণ ও শক্তির প্রত্যাশা করছে, তিনি তারই প্রতীক ও মূর্ত প্রকাশ ব'লে।

জারের পেত্রোভ্স্কি প্রাসাদ থেকে ক্রেমলিনে যাত্রার দিন সমস্ত মস্কো শহর যেন দম আটকে স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। প্রতি রাস্তার দুই দিকে দুই সারি সৈন্য লোকগুলোকে বাড়ির দেওয়ালের সংগে চেপে চেপ্‌টে দিচ্ছে। তাদের সংগে রয়েছে দুই দল স্বেচ্ছাসেবক, শহরের রাজভক্ত অধিবাসীদের মধ্য থেকে বেছে-নেওয়া। সৈন্যরা দক্ষতার সংগে কাজ করছে, যেন ইস্পাতের তৈরী সব মেশিন। স্বেচ্ছাসেবকদের অধিকাংশই চাপদাড়ীওয়ালা লোক। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে বকের মতো ঘাড় উঁচু ক'রে তাকাচ্ছে চারদিকে, সন্দেহের চোখে।

কখনো বা অশান্ত উত্তেজিত কোনো লোক কনুই দিয়ে গুঁতোগুঁতি ক'রে কোনো রকমে কায়ক্লেশে মাঠের মধ্যে এসে পড়ছে। ক্লিমের ভাগ্যেও একবার এমনি ঘটলো। একজন কালো গোঁফওয়ালা স্বেচ্ছাসেবক ওর দিকে তাকালো মুখ গোমরা করে। মিনিট খানেক বাদে লোকটা জুতোর গোড়ালি দিয়ে ক্লিমের পায়ের আঙুলগুলো দিলো মাড়িয়ে। ক্লিম হেঁচ্‌কা টান দিয়ে পাটা সরিয়ে নিতে গিয়ে হাঁটু দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকটির পিঠে এক ধাক্কা দিলো। লোকটা ফোঁস ক'রে ঘুরে দাঁড়ালো, 'কী মশাই, ব্যাপার কি? চোখে তো চশমাও আছে, দেখছি।'

অতঃপর ক্লিমের কাছ থেকে কোনো জবাব বা কৈফিয়ত না নিয়েই দুজন স্বেচ্ছাসেবক ওকে একটা ঘেরা জায়গায় নিয়ে এসে পৌঁছলো। ওখানে তিনজন সামরিক পুলিশ আছে ব'সে। দোরের পাশে একটা লোক মাটিতে প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছে। গায়ে নোংরা সামান্য পোশাক, মাতাল ব'লেই মনে হয়। কয়েক মিনিট বাদে হাল্কা স্যুটপরা মুখে-ভাঁজ-পড়া একটি যুবককে তারা ওখানে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো। কে চিৎকার করে বললো, 'ধ'রে রাখুন, লোকটা পকেটমার।'

দুজন পুলিশ লোকটাকে মাঠের পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে গেলো। তৃতীয়জন বললো, 'এই পাজীলোকগুলো যেন আজ খাজনা আদায় করতে বেরিয়েছে।'

তারপর ওরা একটা লোককে ঠেলে নিয়ে ঢুকলো। লোকটার হাতে এ্যালবাম। লোকটা পা ঠুকে, হাতের পেনসিল দিয়ে পুলিশের বুকে একটা খোঁচা দিয়ে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ আপনাদের অন্যায়! বেআইনী।'

লোকটি জার্মানিতে, ফ্রেঞ্চে এবং রুমানীয়ান ভাষায় গাল পাড়তে লাগলো। পুলিশটা লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে তার ডান হাত থেকে নতুন দস্তানা একটা ছিনিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে গেলো।

পরক্ষণেই ঝড়ের বেগে এসে ঢুকলো বুড়ো এক বেলুনের ফিরিওয়ালা। তার মাথার ওপরে উড়ন্ত বেলুনের বিরাট একটা থোকা। তারপর এলেন এক ভদ্রলোক, সজ্জার পারিপাট্য আছে, কালো রুমাল দিয়ে গালটা বাঁধা। তিনি এখানে ক্রমেই বিব্রত হ'য়ে পড়লেন, তারপর কারো দিকে না তাকিয়েই আত্মগোপন করলেন এক কোণে গিয়ে। ওঁর অনুভূতিটা ক্লিম বুঝলো। তারও এমনি বিব্রত ও বুদ্ধিহীন লাগছে নিজেকে। তাই রাশীকৃত প্যাকিং বাক্সের পেছনে স্তব্ধ হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

বহুক্ষণ বাদে সংখ্যাহীন গির্জার ঘণ্টাগুলি ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো যুগপৎ। হাজারো কণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে বিদীর্ণ হ'য়ে গেলো আকাশ। শোভাযাত্রীদের মিলিত কণ্ঠের সংগীত শোনা যাচ্ছে। ঐক্যতানের বাঁশীগুলো ধরেছে সুর। বাজছে দামামা।

আবার কিন্তু কোলাহল ক্রমেই ক'মে এলো। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের সহকারী ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। সংগে এক ভদ্রলোক, চাঁছা-ছোলা দাড়ি, চোখে কালো চশমা। তিনি ক্লিমের কাগজপত্র দেখতে চাইলেন। তারপর কাগজপত্রের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে শুকনো গলায় ক্লিমকে বললেন, 'তুমি যেতে পারো।'

'আমি বুঝতে পারছি না—' ক্লিম ঘৃণায় ও রোষে শুরু করলো।

'তোমায় বুঝতে কেউ অনুরোধ করছে না তো!' কালো চশমা-পরা লোকটি এক রকম ধমক দিয়ে উঠলো।

ক্লিম অপমানিত হ'য়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে নামলো রাস্তায়। তারপর জনতার আবর্তে প'ড়ে অসহায়ের মতো ভেসে চললো জনস্রোতে। অকস্মাৎ দেখলো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লিউটভ।

ভ্লাদিমির পেত্রোভিচ লিউটভের অবস্থাটা অর্ধমাতালের অবস্থা। সে সোজা খাড়া হ'য়ে হাঁটছে, যেন সেপাই। কিন্তু পা দুটো টলছে। লিউটভ পাশের লোকদের মাঝে মাঝে ধাক্কা দিচ্ছে, মেয়েদের দিকে নিতান্ত নির্লজ্জের মতন তাকাচ্ছে। হঠাৎ সে ক্লিমের একখানা হাত চেপে ধ'রে একরকম চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'আজ আমার ওখানে আপনার নেমন্তন্ন, মিঃ সামঘিন। চলুন, একটু নেশা করা যাক। নেশা করতেই হবে। আমরা হলুম সিরিয়াস মানুষ; আমাদের আত্মার পাঁচ ভাগের চার ভাগ অন্ততপক্ষে মদে ডুবিয়ে রাখা দরকার।'

লিউটভের ওখানে লিউটভের জন্যে কয়েকজন অতিথি অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে সেদিনকার গাঁয়ে-দেখা সেই মেয়েটিও আছে। আর আছে এক সুপুরুষ ভদ্রলোক, চোখে চশমা, চিবুকে এক চুটকি দাড়ি।

'আমার নাম ক্রাফ্‌ট্‌।' ভদ্রলোক ক্লিমের একখানা হাত সাদরে নিংড়ে নিলেন। মেয়েটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসলো। তারপর নিজের প্রথম ও দ্বিতীয়, দুটি নামই উচ্চারণ করলো, যে নাম রুশ মেয়েদের হাজারে হাজারে থাকে ঃ 'মারিয়া ইভানোভা।'

'আমার বিশ্বাস, এর আগেও আমাদের দেখা হ'য়েছিল।' ক্লিম বললো, কিন্তু মেয়েটি কোনো জবাব দিলো না।

লিউটভ যেন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে উঠেছে। সে একবার ভ্রূ কুঁচকালো, তারপর খাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো অতিথিদের।

ওরা কে, আন্দাজ ক'রে ক্লিম গোপনে লোকটিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। পরিপূর্ণ কেতাদুরস্থ লোকটি, মুখে হাসি সর্বদা লেগেই আছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, লোকটি লিউটভকে অত্যন্ত বিব্রত ক'রে তুলেছে। লিউটভ তার সহাস্য মন্তব্যগুলির জবাব দিচ্ছে, সংক্ষেপে, শুষ্কভাবে। সারা খাবার বেলা ধ'রে মেয়েটির আলাপ 'ধন্যবাদ' এবং 'ধন্যবাদ আপনাকে' শব্দ কটিতে সীমাবদ্ধ রইলো।

খাওয়া শেষ হ'লেই লিউটভ তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, প্রশ্ন করলো, 'কি বলতে চান আপনারা?'

'আপনি যদি দয়া ক'রে শোনেন', ভদ্রলোক সৌজন্যের সংগে জানালেন।

তারপর তাঁরা সারবন্দী হ'য়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। সবার আগে লিউটভ, তার পেছনে ভদ্রলোক ও সবার পেছনে মেয়েটি।

ক্লিম ব'সে রইলো একা। বিস্মিত হ'য়ে ভাবলো, কেমন ক'রে এতো অল্প সময়ের মধ্যে এমনভাবে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে উঠলো লিউটভ? তবে ওর মাতলামি কি অভিনয় মাত্র? আর, এই সমস্ত বিপ্লবীদের সংগে এমন ঘনিষ্ঠতার উদ্দেশ্যই বা কী?

প্রায় বিশ মিনিট বাদে ফিরে এলো লিউটভ। দুই পকেটে দুই হাত গুঁজে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মুখখানা বিকৃত হ'য়ে উঠেছে।

'নারোদনিকি?' প্রশ্ন করলো ক্লিম।

'হ্যাঁ, ওই ধরণের কিছু।'

'আপনি কি ওদের সাহায্য করছেন?'

'উপায় নেই। আমাদের বাবারা দান পাঠাতেন গির্জায়; আমরা পাঠাই বিপ্লবীদের ভাণ্ডারে।'

তারপর ঘরের মাঝখানে সে থেমে গিয়ে হোহো ক'রে খুব খানিকটা

হাসলো। বললো, 'ইস্, এমন আবহাওয়াটা একদম মাটি ক'রে দিলে! ডীকন ঠিকই বলেছিলেন—যাক্ সব রসাতলে। মরুকগে, আসুন এখন একটু খাওয়া যাক। বোর্দো আছে, আপনাকে একেবারে কাঁপিয়ে দেবে, দেখবেন। দুনিয়া!'

লিউটভ টেবিলে এসে বসলো, হাত দুটি রগড়ে' একবার ঠোঁট কামড়ালো। তারপর কি কি মদ আনতে হবে নির্দেশ দিয়ে বলতে লাগলো, 'ভারি ভালো লাগে আমার ওই ডীকন ভদ্রলোককে। চমৎকার মানুষ। আর কী সাহস। দুঃখও হয় ও'র জন্যে। তিন দিন আগে তিনি তাঁর ছেলেকে হাসপাতালে রেখে এসেছেন। আর এ-ও তিনি জানেন যে, হাসপাতাল থেকে তাকে শিগ্গির রেখে আসতে হবে কবরে। কিন্তু তবু ছেলেকে কী ভালোবাসেন! আর ছেলেটিকেও আমি দেখেছি—সুন্দর ছেলে।'

ক্লিম বিস্মিত হ'য়ে লিউটভের কথাগুলো শুনতে লাগলো। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হোলো, লিউটভ তার বড়ো আপনার।

মাকারভ এসে পেঁ'ছলো, ক্লান্ত ও বিমর্ষ। তারপর একটা টেবিলের পাশে ব'সে প'ড়ে এক চুমুকে খেয়ে ফেললো এক গেলাশ মদ। বলতে লাগলো, 'আজ একটা মেয়েকে চেরাই করছিলাম। এক বাড়ির ঝি। বাড়ি সাজাতে গিয়ে ট'লে জানলার বাইরে প'ড়ে গেছে। পেল্‌ভিক বোন্-গুলো গেছে ভেঙে, একদম চুরমার হ'য়ে—দেখবার মতো।'

'থাক, মরা মানুষের গল্প শুনতে ভালো লাগে না।' লিউটভ বললো।

ওরা ক'য়াক্ খেলো। তারপর ডীকন আর মাকারভ বসলো খেলতে। লিউটভ আবার ঘুরে বেড়াতে লাগলো ঘরময়। কোথাও যেন স্থির হ'য়ে সে বসতে পারছে না। মাঝে মাঝে জানলার কাছে উঠে এসে সাবধানতার সংগে উঁকি দিয়ে দেখলো, অস্পষ্ট গলায় বললো, 'সবাই যাচ্ছে। সবাই।'

অবশেষে লিউটভও এসে পাশে বসলো। তারপর আলোর দম কমিয়ে দিয়ে রইলো চোখ বুজে। ক্লিমের মনে হোলো, লিউটভের মানসিক অবস্থাটা

ওকে সংক্রামিত করছে। ক্লিম বাসায় ফিরে আসতে চাইলো, কিন্তু লিউটভ অনুরোধ করতে লাগলো, সে যেন না ফেরে এবং রাত্রিটা ওখানেই কাটায়।

'সকালে আমরা খোডিংকা যাবো। যতোই হোক, মজার জিনিষ তো! ছাদ থেকে যদি-ও দেখা যায়। হ্যাঁ কোস্‌টিয়া, আমাদের সেই দূরবীণটা গেল কোথা?'

সুতরাং ক্লিম রয়ে গেলো। শুরু হোলো লাল মদ খাওয়া। কিন্তু অকস্মাৎ সবার অতর্কিতে ডীকন আর লিউটভ কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। মাকারভ একটু গীটার সাধলো। ক্লিম নিজেকে বেসামাল বুঝে ওপরে গিয়ে শুলো এবং ঘুমিয়ে পড়লো। সকালে দূরবীণে সজ্জিত হ'য়ে এসে পেঁছিলো মাকারভ; ক্লিমকে জাগিয়ে বললো, 'খোডিংকায় কি যেন ঘটেছে। লোকজন সব ছুটে পালাচ্ছে। ছাদে গিয়ে দেখি। আসতে চাও তো, এসো।'

সামঘিনের তখনো ঘুমের নেশা ছোটে নি। অনিচ্ছা সত্ত্বে সে উঠে ছাদে গেলো। ওখান থেকে, খালি চোখেও দেখা যায় মাঠের ওপর ধূসর হলদে কুয়াশার মেঘ। মাকারভ দূরবীণ দিয়ে দেখলো। তারপর দূরবীণটা দিলো ক্লিমকে। দূরে মাঠটাকে অস্পষ্ট কুয়াশার মরীচিকা মনে হয়। তাল তাল কালো কালো অন্ধকার; তারই ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে ছোট ছোট গোল গোল শাদা আর লালের বিন্দু। মাকারভ বললো, 'ওই লাল জামাগুলোকে দেখে আমার ক্ষত ব'লে মনে হ'চ্চে। হয়তো সবই মিছেকথা, ওখানে কিছুই ঘটেনি।'

তারপর মাকারভ নিজের উশকো-খুশকো চুলগুলোকে গুছিয়ে একটা চিমনির পাশে গিয়ে বসলো। বললো, 'হ্যাঁ, ভোলোড্‌কা কাল রাত্তিরে বাড়িতে ছিল না। এই মাত্র ফিরলো। কিন্তু, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ।'

কোনো পাগলের হাতের নক্‌শাকরা কাঁথার মতো লাগছে এই বিপুল শহরটাকে। গুঞ্জন আর কলরব। শত শত গির্জার ঘণ্টা বাজছে অবিশ্রান্ত। শান-বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে হুড়মুড় ক'রে গড়িয়ে চলেছে দ্রুত গাড়ির চাকাগুলো। সমস্ত শব্দের হ'য়েছে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ, তা যেন একটি

মাত্র ভয়াবহ শব্দ। সশব্দ পাখীর পাখার কালো জালে ছেয়ে গেছে শহরের আকাশটা। একটি পাখীও খোডিংকার দিকে যাচ্ছে না। বহুদূরে দেখা যায় কুয়াশার নোংরা টুপী-পরা ময়দান। অজস্র মানুষ ওখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন হাজারো মানুষের একটা মাত্র দেহ। বহু চেষ্টা ক'রে দেখলে বোঝা যায়, প্রাণ-বিন্দুগুলি নড়ছে, কাঁপছে। দূরবীণটা চোখে এ'টে সামঘিন ওদিকে তাকিয়ে যেন মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। ওর মনে হোলো, এই জনতার পায়ের চাপে পৃথিবীটা কাঁপছে, কাতরাচ্ছে, এ'কে-বে'কে উঠছে। অকস্মাৎ ক্লিমের মনে হোলো, এই অগণিত মানুষের বন্যা যদি সহসা শহরের দিকে এগিয়ে আসে, তবে এই জনস্রোতকে রাজপথগুলি কোনোমতেই সামলে উঠ্‌তে পারবে না। ওরা ভেঙেচুরে ফেলবে শহরের বাড়িগুলিকে, পায়ের চাপে ছাদগুলি পর্যন্ত যাবে গুঁড়িয়ে, ধুলো হ'য়ে। নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে সমস্ত শহর, সম্মার্জনীর আঘাতে নিশ্চিহ্ন জঞ্জালের মতো।

ক্লিম বললো, 'সত্যি, সমস্ত শহরটা বড়ো নিরুপায়, নিঃসহায়। ওকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থাই নেই।'

কথাগুলো ক্লিম মাকারভের উদ্দেশ্যে বললে-ও, মাকারভ তখন নিচে চলে গেছে।

সবুজ রঙের গাড়ীতে জোড়া কালো কালো ঘোড়াগুলি ঝড়ের মতো উড়ে গেলো। পেতলের টুপী-পরা দমকলের লোকদের মাথাগুলো ঝলকে দিয়ে গেলো পলকের জন্য চোখের সুমুখ দিয়ে। ক্লিমের মনে হোলো, এ সব কিছুই সত্যি নয়। যেন স্বপ্নে দেখা কোনো দৃশ্য। সে ছাদ থেকে নেমে ঘরের ভেতরে এলো।

মাকারভ একটা টেবিলের পাশে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছে আর চুমুক দিচ্ছে কড়া চায়ে।

'কি দেখলে?' মুখ না তুলেই সে ক্লিমকে প্রশ্ন করলো।

'বুঝতে পারছিনা। তবে মনে হয়...'

'সম্ভবত লড়াই।'

মাকারভ খবরের কাগজটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, 'এই অশ্লীল মিথ্যা-

গ্নলোকে কেমন ক'রে যে ওরা লেখে?'

প্রায় পাঁচ মিনিট কাল ধ'রে ওরা নীরবে চা খেতে লাগলো। ক্লিম শ্ননতে লাগলো, রাস্তায় লোকজনের পায়ের দাপাদাপি আর উল্লসিত কলরব। কিন্তু অকস্মাৎ সব কিছ্ন স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। যেন একটা ঝড় এসে রাস্তার লোক-গ্নলোকে এক নিমিষে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। যেন সমস্ত রাস্তা হয়ে গেছে জনমানবহীন, কেবল গাড়ীর ঘড়ঘড় আর ঘণ্টার টুংটুাং ধ্বনি ছাড়া আর কিছ্নই শোনা যাচ্ছে না। চেঁচিয়ে বললে, 'ব্নঝলাম ব্যাপারটা কি। দেখবে এসো।'

একটা বিরাট গাড়ি পতাকাপ্নর্ণ পথ ভেঙে এগিয়ে চলেছে। ওর বিরাটকায় ঘোড়াটা ব্যথাতুর মাথা নেড়ে প্রতি পদক্ষেপে সবাইকে যেন সেলাম জানাচ্ছে। ঘোড়ার পাশে চলেছে গাড়োয়ান। চওড়া কাঁধ, ম্নখে গোঁফদাড়ি, লাগামের একটা অংশ কাঁধের ওপর ঝোলানো, মাথা নিচু ক'রে হেঁটে চলেছে সে। টাকপড়া মাথায় তার ট্নপী নেই; চোখদ্নটো মাটিতে নিবদ্ধ। গাড়িটা পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকে ট্নপী খ্নলে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। গাড়ির নতুন তেরপলের ফাঁকে একটা হাত বেরিয়ে এসেছে। হাতে কাঁধ পর্যন্ত কোনো আবরণ নেই; হাতটা এমনভাবে মেলা রয়েছে, ও যেন ভিক্ষার জন্যে কাকুতি ক'রছে। একটা আঙ্নলে চকচক করছে সোণার আংটি। হাতের পাশ দিয়ে ঝ্নলে পড়েছে লালচে এলোমেলো একগোছা চুল। গাড়ির পেছন থেকে ঝ্নলছে ময়লা ব্নট-পরা একটা পা।

অস্পষ্ট গলায় মাকারভ বললো, 'প্রায় ছ জন লোক। বেশ বোঝা যায়, লড়াই!'

আরো যেন কিছ্ন বললো মাকারভ, কিন্তু ক্লিম একমনে গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকায় কথাগ্নলো ব্নঝলো না। গাড়িটা ধীর গতিতে এগোচ্ছে। তাই রাস্তার দ্ন দিকের লোকদের মাথায় টুপী খ্নলে দাঁড়িয়ে থাকতে হোলো অনেকক্ষণ। তাদের সবার ম্নখে নেমে এসেছে আতংকের কালো ছায়া।

আর একটা ছোট গাড়ী-ও এলো। ভাঙা-চোরা, দ্নমড়ানো মোচড়ানো সব দেহে ভর্তি। আবরণের বালাই নেই। ওদের পরণের পোশাকগ্নলোও ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। দেহের অনাবৃত অংশগ্নলিতে লেগেছে

ধুলো আর কাদা। তারপর এই গাড়িগুলির পেছনে এলো এক বিরাট জনতা; ভিখারীর মতো দেখতে সবাইকে; পরণের পোশাক ছিন্নভিন্ন, মাথার চুল এলোমেলো, মুখগুলো সব কালো। ওরা শান্তভাবে এগিয়ে চলেছে; নিতান্ত অনিচ্ছার সংগে সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছে প্রশ্নের। অনেকে খোঁড়াচ্ছে। এই আহত ব্যক্তিদের জনতাটা রাস্তার যে দিকে ছায়া আছে, কেবলই সে দিকে স'রে যাচ্ছে, যেন ওরা ভয় করছে রোদকে, লজ্জা পাচ্ছে। ওরা সবাই কর্দমাক্ত জলে সপসপে হ'য়ে আছে মনে হয়। ক্লিমের প্রতি মুহূর্তে মনে হ'তে লাগলো এই বুঝি লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কিন্তু পড়লো না কেউ; এগিয়েই চললো। আর ওরা যেমন এগিয়ে চললো, ক্লিম দেখলো, ওদের পেছনে পেছনে চললো সবাই। মাকারভ বললো, 'আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।'

মাকারভের সুরটা অস্বাভাবিক মনে হোলো।

ক্লিম-ও ওর সংগে গেলো। ওরা যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, তখন বিরাট চেহারার ভুঁড়িওলা একটি লোক টলতে টলতে গেট পার হচ্ছে। তার গায়ে ছাতাপড়া একটা ওয়েস্টকোট, পরণে হাঁটু অবধি-ছেঁড়া একটা ট্রাউজার্স। হাতে দুমড়ানো টুপী। টুপীটাকে সে কম্পিত আঙুলগুলো দিয়ে মসৃণ করার চেষ্টা করছে। মাকারভ লোকটার কনুই চেপে ধরলো, 'কি হয়েছে?'

লোকটা তার লোমশ মুখখানাকে ব্যাদন ক'রে লাল চোখে মাকারভ ও ক্লিমের দিকে তাকালো। তারপর, একটা হতাশার ভংগী ক'রে চ'লে গেলো। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'সবার দোষ! দোষ সবার!'

উত্তেজিত, মুখর জনতার স্রোত ওদের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। কিন্তু তাদের কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গও ওরা বুঝলো না। সবাই চেঁচাচ্ছে, চিল্লাচ্ছে, হাউ মাউ করছে, কিন্তু কিছুই বোধগম্য হচ্চে না। এমন কি অনেকে আবার মুখ লুকিয়ে হাসছে-ও।

একটা দমকলের সবুজ গাড়ি গেলো। গাড়ির ওপর স্তূপীকৃত মড়া, চটে ঢাকা। গাড়ির ঘোড়ার ঘণ্টিগুলি টুংটাং বাজছে খুশিতে। গাড়োয়ানের পেতলে-ঢাকা মাথাটা ঝকঝক করছে। ওদের পেছনে এলো আরো একটা

গাড়ি, তারপর আরো একটা, আরো একটা; সবগুলোর ওপর একজন ক'রে গাড়োয়ান, সবার মাথায় পেতলের টুপী।

ক্লিম অভিভূতের মতো পেছনের গাড়িটার দিকে এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। মড়ার রাশির ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা হ'য়েছে আর একটা মড়া। ওটা যেন ফাউ। ক্লিম অকস্মাৎ ব'লে উঠলো, 'না, এ অসহ্য!'

ব'লেই সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলো উঠোনে। গেটের এদিকে এসে থেমে দাঁড়ালো; চশমা খুলে চোখ মিটমিটিয়ে তাকালো। মাকারভ গেটের ওদিক থেকে চেঁচাচ্ছে, 'কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও!'

মাকারভ এসে পেঁছিলো, সঙ্গে মারাকুয়েভ। মারাকুয়েভকে সে এক রকম ক্লিমের সামনে উঠোনের মধ্যে ঠেলে দিলো। মারাকুয়েভের মাথায় টুপী নেই। অত্যন্ত ক্লান্ত সে; এলোমেলো; একটা রক্তাক্ত আঁচড় তার কান থেকে নাক পর্যন্ত এসে পেঁাচেছে। সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে নিজেকে সোজা রেখেছে। মাকারভের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দাঁত চেপে সে বললো, 'তুমি, তুমি কোথা ছিলে? দেখো নি?'

মারাকুয়েভের স্থির স্থবির দুটো চোখে এমন কিছু ছিল, যা ভয়াবহ, অপ্রকৃতিস্থ। তার ঘাড়ের ওপর থেকে এক টুকরো ছাই রংয়ের ভাঁজপড়া জ্যাকেট ঝুলছে। পকেট দুটো গেছে উড়ে। জ্যাকেটটা নিশ্চয় আর কারো, ছিঁড়ে ওর গায়ে এসে চড়েছে। ওর ঝলমল ক্যালিকোর জামাটা বুকের কাছে ছেঁড়া; ট্রাউজার্সে লেগেছে সবুজ রঙ। ক্লিমের কাছে সব চেয়ে ভয়ানক লাগলো, মারাকুয়েভের নিশ্চল অসাড় ভাবটা। মারাকুয়েভকে দেখলে মনে হয়, সে যদি তার পকেট থেকে হাত একটা বের করে, কিম্বা মাথাটা একটু নাড়ে, কিম্বা পেছনে ঈষৎ বাঁকে, তবে তার সমস্ত দেহটা হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়বে, আর এই ভয়ে সে স্থির স্তব্ধ হ'য়ে আছে। ফের প্রশ্ন করলো মারাকুয়েভ। সেই এক প্রশ্ন : 'কোথায় ছিলে?'

মাকারভ এক রকম মারাকুয়েভকে বয়ে নিয়েই ঘরের মধ্যে এলো।

তারপর ওকে ঠেলে ড্রেশিং রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে কোমর পর্যন্ত ওর সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে ওর গা রগড়াতে লাগলো। বেসিনের নলের তলে

১৭

মারাকুয়েভের মাথাটা নিয়ে আসা একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে উঠলো। এই ছাত্রটি, যে সাধারণত হাসি খুশী থাকতো, হ'য়ে উঠেছে অত্যন্ত একগুঁয়ে। সে ক্রমাগতই মাকারভকে ঘাড় দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। কোনো মতেই মাথা নোয়াবে না। অবশেষে সে একবার সোজা হ'য়ে গর্জে উঠলো, 'দাঁড়াও! আমি নিজে করছি। তোমাকে করতে হবে না!'

মনে হোলো, হন্নে কুকুর-কামড়ানো মানুষের মতো ও জলকে ভয় করছে। মাকারভ হুকুম করলো, 'দ্যাখো দিকি, ঝিটা কোথায় গেল। ওর কাছ থেকে কিছু ন্যাকড়া চেয়ে নিয়ে এসো।'

মারাকুয়েভকে আহত অবস্থায় দেখতে ক্লিমের ভালো লাগছিলো না। মাকারভের হুকুম পেয়ে তাই সে বর্তে গেলো। ঝি-র খোঁজে ঘুরতে লাগলো এঘর থেকে ওঘরে। দেখলো, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে লিউটভ। খালি পা, পরণে ঘুমোবার পোশাক। পায়ের শব্দ পেয়ে সে ঘুরে দাঁড়ালো, কিছুই-বুঝতে-পারছে না এমনি দৃষ্টিতে মিটমিটিয়ে তাকালো, তারপর রাস্তার উদ্দেশ্যে হতাশের মতো ভংগী ক'রে বললো, 'কি, এ সমস্ত কি!'

'কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।' ক্লিম জবাব দিলো।

তারপর যখন সে আর লিউটভ খাবার ঘরে এসে ঢুকলো, তখন একটা সোফার ওপর মারাকুয়েভকে শোয়ান হ'য়েছে, সম্পূর্ণ উলংগ। মাকারভ তার আস্তিন গুটিয়ে ডলা দিচ্ছে মারাকুয়েভের বুকে, পেটে আর পাঁজরায়। মারাকুয়েভ তার ভেজা মাথাটাকে এদিক থেকে ওদিকে গড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে খাপছাড়াভাবে ধরা গলায় বলছে, 'মানুষ মানুষকে মাড়াচ্ছে। কী ভয়াবহ দৃশ্য! সে তোমরা দেখনি? ময়দান থেকে লোকগুলো পেছনে অসংখ্য মরা মানুষকে ফেলে হামা দিয়ে পালাচ্ছে।'

মারাকুয়েভের কণ্ঠস্বর থেমে গেলো। সে মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজে ফের শুরু করলো, 'ভাবটা হোলো, ওরা যেন এখনো তোমাকে পায়ের তলায় পিষে মারছে। মানুষকে মানুষ পায়ের তলায় পিষে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অবাক—কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। চলছেই, ওরা যেন মানুষের ওপর দিয়ে হাঁটছে না, হাঁটছে পাথরের ওপর দিয়ে। আমারও ওপর দিয়ে ওরা—'

মারাকুয়েভ মাথাটা একবার তুলে' সোফার উপর হাতের ভর ক'রে সাবধানে একটু সোজা হয়ে বসলো। একটা অবিশ্বাস্য হাসির ভংগীতে তার সারা মুখখানা গেলো কুঁচকে। দায়ের ফলার মতো বেঁকে গেলো মুখের হাঁ; মুখের রক্তাক্ত ঘা-টা কান পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে পড়লো।

হ্যাঁ, আমার ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে চললো। বুঝতে পারছ? না, বুঝতে হ'লে চাই অভিজ্ঞতা! একটা মানুষ শুয়ে আছে, আর তার ওপর দিয়ে লোকগুলো হেঁটে চলেছে, মানুষ নয়, যেন ঘাসের আঁটি। দলে' পিষে দিচ্ছে! দলে' দিচ্ছে একটা জীবন্ত মানুষকে। কল্পনা-ও করা যায় না!'

'নাও, পোশাক পরো।' মাকারভ ওকে জামা-কাপড় দিলো।

জামার মধ্যে মাথা গলিয়ে মারাকুয়েভ ব'লে চললো, 'মড়া আর মড়া, হাজারে হাজারে। অনেকগুলো মাটিতে পোতা হ'য়ে গেছে, কেউ যেন পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছে তাদের। দেখলাম, একটা মেয়ের মাথা ঢুকে গেছে একটা গর্তে।'

'আপনি ওখানে গিয়েছিলেন কেন?' ক্লিম রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করলো।

'গল্পসল্প করতে—দেখতে।'

মারাকুয়েভ উঠে দাঁড়ালো, এক দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকালো। তার মুখখানা আবার একবার ফাঁক হোলো নিরানন্দ হাসিতে। মাকারভ তাকে ধ'রে টেবিলে নিয়ে এসে বসালো। লিউটভ আধ গেলাশ মদ ঢেলে মারাকুয়েভের হাতে দিয়ে বললো, 'খেয়ে ফেলো।'

এইমাত্র প্রথম কথা বললো লিউটভ। এতোক্ষণ সে নীরবে বসেছিল টেবিলের ওপর দু কনুই ও দু হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে, নিষ্পলক চোখে মারাকুয়েভের দিকে তাকিয়ে। মারাকুয়েভ যেন মানুষ নয়, আলোর উজ্জ্বল একটা শিখা।

ডীকন এসে পেঁছিলেন। এই মাত্র তিনি গা-হাত ধুয়েছেন। দাড়িটা এখনো ভিজে রয়েছে। ডীকন কথা বলার জন্যে মুখটা ঈষৎ খুললেন, কিন্তু লিউটভ ইশারায় মারাকুয়েভকে দেখিয়ে তাঁকে থামালো। মারাকুয়েভ টেবিলের

ওপর নুয়ে প'ড়ে নীরবে চা গিলছে। ক্লিম সামঘিন সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে বসলো, 'কিন্তু এখন জারের মানসিক অবস্থাটা কি ভয়ানক হয়েছে!'

'করুণা দেখাবার জন্যে আচ্ছা একটি লোক খুঁজে বের করলেন তো।' লিউটভ বিদ্রূপ করলো। অপর তিন জনের কেউ ক্লিমের কথায় কান দিলো না। মাকারভ ডীকনকে একপাশে টেনে নিয়ে চুপি চুপি তাঁকে দুর্ঘটনা সম্বন্ধে বলছে। লিউটভের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ক্লিম বলতে লাগলো, 'তবু তাঁর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। আচ্ছা, ভাবুন তো, আপনার বিয়ের দিন যদি এমনি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তবে আপনার মনের অবস্থা কেমন হবে?'

কথাগুলো যে বুদ্ধিমানের মতো হয়নি, বুঝলো ক্লিম। লিউটভ কি বলবে ভেবে ভয়ে ভয়ে চুপ ক'রে গেলো। লিউটভ কিন্তু কিছুই বললো না, বললো মারাকুয়েভ, 'অদ্ভুত চেহারার একটা লোক কবর খোঁড়ার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করছে, দেখলাম। লোকটা আমাকেও ডেকেছিল। তার হাবভাবে এতোটুকু দুঃখ বা বেদনা নেই। যেন বহুদিন ধ'রে সে কবর খোঁড়ার এই সুযোগটির প্রতীক্ষা ক'রে এসেছে। বেশ বড়ো কবর, অনেক লোকের জন্যে।'

মারাকুয়েভ সামান্য একটু খাবার মুখে দিলো এবং একটু চা ও ক'য়াক খেলো। ওর বাদামী চুলগুলো মুখের ওপর শুকনো হ'য়ে ব'সে গেছে, চোখ দুটো হয়েছে আগের চেয়ে স্বচ্ছ। শূন্য গেলাশটার দিকে মনোযোগের সংগে তাকিয়ে থেকে মারাকুয়েভ বললো, 'এক একটা লোকের কী সে দানবীয় শক্তি! একটা হাত আর হাতের আঙুলগুলো দিয়ে কোনো মানুষের মাথার খুলি খুলে' ফেলা কি সম্ভব, মাকারভ? মানে, আমি চুল বা চামড়ার কথা বলছি না, বলছি খুলির কথা।'

'অসম্ভব।' মাকারভ জোরের সংগে সায় দিলো।

'কিন্তু আমি তাই স্বচক্ষে দেখে এলাম। আমারই পাশে একটা লোক তার নখগুলো দিয়ে আর একটা লোকের গর্দানের পেছনটা সজোরে চেপে ধরলো। তারপর তুলে নিয়ে এলো এক চাকলা মাংস। শাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। ওই লোকটাই আমাকে প্রথমে ধাক্কা দেয়।'

'তোমার এখন ঘুমোনো দরকার।' মাকারভ বললো, 'চলো, শোবে

চলো।'

'মানুষের ক্ষমতার এই বিস্ময়কর প্রকাশ, এর আগে আমি দেখিনি।' ফের বললো মারাকুয়েভ। তারপর সে মাকারভের পিছু-পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

'কিন্তু কেমন ক'রে এ ব্যাপারটা ঘটলো?' ডীকন প্রশ্ন করলেন।

কেউ তাঁর কথার জবাব দিলো না। ক্লিম অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলো, জার এখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। ক্লিম এই সর্বপ্রথম অনুভব করলো, জার একটা সত্যিকার মানুষ। ডীকন পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আমরা এখন কি করবো?'

'কবর—কবর খুঁড়বো!' বিরক্ত হ'য়ে উঠলো লিউটভ।

একটু বাদেই মাকারভ ছুটে ঘরে ঢুকলো, ক্লিমকে ডেকে বললো, 'মারাকুয়েভ বলছে, ও নাকি ক্রিসান্থ খুড়োকেও ওখানে দেখেছে। আর ডিওমিডভ, তাকেও, বুঝলে?'

'খোঁজ নেওয়া দরকার। চলো—'

'লিডিয়ার ওখানে।' ক্লিম শেষ করলো।

'চলো, একসংগেই যাই। হ্যাঁ ভ্ল্যাদিমির, তুমি কাউকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাও। মারাকুয়েভ রক্ত বমি করছে।'

পথে ভীড় আর কোলাহল। কিন্তু ওরা যখন তেরস্কায়াতে এসে পৌঁছলো, তখন ব্যাপারটা আরো মন্দের দিকে গড়িয়েছে। ছিন্নভিন্ন-পোশাক-পরা, এলোমেলো, নোংরা মানুষগুলো পিল পিল ক'রে চলেছে। সীমা নেই, সংখ্যা নেই। ওদের কথাবার্তার গুঞ্জনধ্বনি উচ্চ নয়, কিন্তু অবিরাম, তাতে আকাশ বাতাস ভরপুর। মাঝে মাঝে মেয়েদের উন্মত্ত আর্তনাদে এই বাতাস ছিঁড়ে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে। ক্লিম ভাবলো, 'আজ যারা মরলো, তাদের পরিবারকে জার নিশ্চয় অকৃপণ হাতে ক্ষতিপূরণ দেবেন।' মাকারভ ওদের গাড়ির গাড়োয়ানকে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে বললো। সে ক্লিমকে স্মরণ

করিয়ে দিলো, মেরী এণ্টওনেটের বিয়ের সময়ও এমনি একটা দুর্ঘটনা

ঘটেছিল। ক্লিম ভাবলো, 'ঠিক মাকারভের সমস্ত চিন্তার পটভূমিতে মেয়ে-মানুষ থাকবেই। মেরি এণ্টিওনেটের বিয়ে, আর লুই লোকটা যেন দুনিয়ায় তখন ছিলই না!'

ক্রিসান্থ খুড়োর বাসায় দেখা গেলো, তালাবন্ধ। রান্নাঘরের দিকে যে দরজাটা, তাতেও একটা বিরাট তালা ঝুলছে। মাকারভ তালাটা একবার নেড়ে দেখলো, তারপর মাথার টুপী খুলে কপাল থেকে ঘামের ফোঁটাগুলো মুছলো। দোরের বন্ধ তালাটা ওর কাছে মনে হোলো একটা অশুভ সংকেতের মতো। মাকারভ যখন অন্ধকার দালান থেকে রাস্তায় এসে নামলো, তখন তার মুখখানা বিবর্ণ ও বিকৃত হ'য়ে গেছে।

'ওরা আহতদের কোথা রেখেছে, খোঁজ নিয়ে সমস্ত হাসপাতালগুলো একবার ঘুরে দেখতে হবে। চলো।'

'তুমি কি ভাবো...'

ক্লিমকে কথাটা শেষ করার মতন সুযোগ দিলো না মাকারভ; রুক্ষ গলায় বললো, 'এসো!'

সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়িতে আর পায়ে ওরা দু জনে প্রায় দশটা হাসপাতাল ঘুরে এলো। ক্রিসান্থ খুড়োর তালাবন্ধ বাসায়-ও গেলো দুবার। অন্ধকার হ'য়ে গেছে। ক্লিম চুপি চুপি বললো, 'চলো, একবার শ্মশানগুলোয় খোঁজ নিয়ে আসি।'

'চুপ করো! যত সব বাজে কথা!' মাকারভ খেঁকিয়ে উঠলো। কিন্তু একমুহূর্ত বাদে বললো, 'না, তা হতে পারে না। অসম্ভব!'

মাকারভের মুখে গালের হাড়দুটো খাড়া হ'য়ে উঠলো। চোয়াল দুটো নড়তে লাগলো, ও বুঝি দাঁতে দাঁত চাপছে। চারিদিকে মাথা ঘুরিয়ে ভীড়ের লোকগুলোকে খুঁটিয়ে দেখছে। পথে জনতা ক্রমেই শান্ত হ'য়ে আসছে, কোলাহলে-ও ভাটা প'ড়ে তা চাপা গলার গুঞ্জনে পরিণত হ'য়েছে।

ওরা পায়ে হেঁটে বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ একটা গলি থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি বেরিয়ে এলো। এলোমেলো বারবারা সুমুখের দিকে উঁচু হ'য়ে বসে আছে। টুপী আর ছাতিটা দুই জানুর মধ্যে চাপা। বারবারা চেঁচিয়ে

উঠলো, 'ওরা বাবাকে মাড়িয়ে মেরে ফেলেছে!'

ক্লিমের মনে হোলো, বারবারার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ গর্বের ছোঁয়া। সংগে সংগে প্রশ্ন করলো মাকারভ, 'লিডিয়া কই?'

গাড়ী থেকে এক লাফে ফুটপাতে নেমে বারবারা গাড়োয়ানটার হাতে পয়সা গ‍ুঁজে দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো। ক্ষিপ্তের মতো বলতে লাগলো, 'একেবারে চেনা যায় না! পায়ের জ‍ুতো আর হাতের আংটি দেখেই চিনলাম। কী ভয়ানক! ম‍ুখটা একেবারে নেই!'

বার্‌বারার ম‍ুখে অশ্র‍ুর দাগ। চিব‍ুকটা কাঁপছে। কিন্তু তব‍ু ক্লিমের মনে হোলো, ওর সব‍ুজাভ চোখের তারায় চকমক করছে একটা দ‍ুষ্টামির ঝিলিক।

আবার একবার ক্লিমকে থামিয়ে মারাকভ প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু লিডিয়া কই?'

'সে ডিওমিডভকে খ‍ুঁজে বেড়াচ্ছে। একজন অভিনেতা ভদ্রলোক বললেন, আলেকজান্দ্রোভ্‌স্কি ডিপোর কাছে তাকে দেখেছেন। তার নাকি মাথার ঠিক নেই।'

বার্‌বারার উঁচু গলা শ‍ুনে ভিড় জমতে শ‍ুর‍ু করেছিল। একটি লোক, মাথায় স্ট্র-হ্যাট, হাতে একখানি ছোট বেত, ক্লিমকে পাশের দিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বার্‌বারার ম‍ুখের পানে তাকিয়ে বললো, 'নাকি দশ হাজার লোক জখম হ'য়েছে? আর বহ‍ু লোক পাগল?' লোকটি মাথার টুপী খ‍ুলে ফেলে ব'লে উঠলো, যেন অনেকটা উল্লাসের সংগেই, 'কী ভয়ংকর দ‍ুর্ঘটনা মশাই!'

ক্লিম বিরক্ত হ'য়ে ফিরে দাঁড়ালো, মাকারভ এই ইডিয়ট-টাকে ভাগাচ্ছে না কেন? কিন্তু মাকারভ ইতিপ‍ূর্বেই কখন অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হ'য়েছে। বারবারার ওখানে ছ‍ুটে ঘরে ঢুকলো লিডিয়া। পেছনে ডিওমিডভকে হাতের ওপর ভর করিয়ে নিয়ে আসছে মাকারভ। সামঘিনের মনে হোলো, ঘরের সব কিছ‍ুই ব‍ুঝি শিউরে উঠলো, ঘরের ছাদটা অনেকখানি নেমে এলো। ডিওমিডভ খোঁড়াচ্ছে। তার বাঁ হাতটা মাকারভের

টুপী দিয়ে মোড়া, ঘাড়ের কাছ থেকে কোনোরকমে ঝুলছে। ডিওমিডভ বলতে লাগলো, গলার স্বরটা যেন তার নিজের নয়, আমি জানতাম, আমি চাইনি যে...'

ডিওমিডভের হালকা চুলগুলো তার মাথায় ভেড়ার লোমের মতো জট পাকিয়ে গেছে। ফুলে' বন্ধ হ'য়ে গেছে একটা চোখ; আর একটা চোখ বড়ো হ'য়ে উঠেছে, দেখলে ভয় করে। সর্বাংগে ছেঁড়া পোশাক। ট্রাউজার্সের একটা পা একেবারে লম্বা হ'য়ে ছিঁড়ে গেছে। অনাবৃত হাঁটুটা কাঁপছে থরথর ক'রে।

মাকারভ চেষ্টা সহকারে ডিওমিডভকে দোরের কাছে একটা চেয়ারে বসালো। লিডিয়াকে খাপছাড়াভাবে জিজ্ঞাসা করলো, 'আমরা কি করি এখন? গরম জল চাই, ন্যাকড়া চাই। ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেই ছিল ভালো। এখানে...'

'চুপ করো, নইলে বেরিয়ে যাও!' লিডিয়া চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর ছুটে রান্নাঘরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

ডিওমিডভের হাঁটুটা এবার ঘোড়ার মতো লাফাতে শুরু করেছে। মাকারভ ওকে ঘাড়ে ধ'রে চেপে বসিয়ে রেখেছে। লিডিয়া ছুটে ঘরে এসে ঢুকলো। মাকারভকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অবলীলায় সে ডিওমিডভকে ধ'রে পায়ের ওপর দাঁড় করালো, তারপর তাকে নিয়ে চললো হেঁসেলে। ক্লিম চমকে উঠে বললো, 'লিডিয়া কি নিজেই ধোয়াবে না কি?'

বারবারা একবার মাথাটা ঝেড়ে তার মাথার অজস্র লালচে চুলগুলোকে ঘাড়ের ওপর এলিয়ে দিলো, তারপর ত্রস্ত পা ফেলে গেলো তার সংবাবার ঘরে। ক্লিম ওর যাবার পথের পানে তাকিয়ে থেকে ভাবলো, বারবারা তার চুলগুলিকে আরো আগে আল্‌গা করলে পারতো, কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে কেন। জানালাগুলো খুলে দিলো মাকারভ, কতোকটা নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগলো, 'দেখলাম, বড়ো রাস্তার ওপর ওরা দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা চিৎকার করছে, বলছে ঃ ভাগাও! ভাগাও সবাইকে এখান থেকে! আর লিডিয়া ওকে চ'লে আসার জন্যে কেবলই অনুনয়-বিনয় করছে।'

শহরে একটা বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেলো, সেই সংগে মানুষের হৈ-হল্লা, যেন বিরাট একটা চুলোয় ভেজা জ্বালানিগুলো অকস্মাৎ সশব্দে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। ক্লিম জিজ্ঞাসা করলো, 'আজকে শহরে আতসবাজি পোড়ানো হবে নাকি?'

'নিশ্চয় না। কয়েকদিন স্থগিত থাকবে।' মাকারভ রুষ্ট হ'য়ে উঠলো।

'কিন্তু এটা হোলো উৎসব। এটাকে স্থগিত রাখা বোকামি হবে।'

মাকারভ কোনো জবাব দিলো না। জানালার চৌকাঠের ওপর ব'সে গোঁফের চুল ছিঁড়তে লাগলো। আবার প্রশ্ন করলো সামঘিন, 'হ্যাঁ' উত্তর পাবার আশায়ঃ 'ডিওমিডভ কি পাগল হ'য়ে গেছে?'

মাকারভ সহজে উত্তর দিল না, তারপর যখন দিলো, তাও খুব প্রীতিকর হোলো না ক্লিমের।

'না। ও সেই ধরণের মানুষ, যারা তাদের সমস্ত জীবন পাগলামির প্রান্ত দেশে ঘর বেঁধে থাকে।'

লিডিয়া এসে দোরের ওপর দাঁড়ালো। টলছে, যেন দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়েছে। তার জামার হাতদুটো কনুই পর্যন্ত গুটানো। ভিজে স্কার্ট থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে মেঝেতে। অপরাধীর মতো লিডিয়া বললো, 'আমি পারলুম না। যাও, ওকে ধুইয়ে দাও।'

লিডিয়ার কন্ঠস্বরে কাকুতি। সে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললো। মাকারভ ক্লিমকে বললো, 'এসো, সাহায্য করবে।'

বিবস্ত্র ডিওমিডভ হেঁসেলের মেঝেয় একটা বেসিনের তলায় ব'সে আছে। বাঁ হাতটা বুকের ওপর চাপা। জল গড়িয়ে পড়ছে তার ভেজা চুল ব'য়ে। গায়ের অতি শাদা চামড়াটা ঘামে আর কাদায় নোংরা হ'য়ে গেছে; সারা গায়ে নীল আর কালো দাগ; আর ক্ষতের চিহ্ন।

ডিওমিডভ বিড়বিড় ক'রে বকছে, 'প্রত্যেক মানুষের নিজের মতন একটু ঠাঁই চাই। চাই ফাঁক! আমরা তো পুতুল নই...'

রাঁধুনী-বুড়ী আন্‌ফিমিয়েভ্‌না চুলোর পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে আড় চোখে একবার ডিওমিডভের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাছার আমার মাথার ঠিক

নেই গো। এমন মন আর হয় না। কী সরল মানুষ! তবে অনেক রকম বদ্‌খেয়াল-ও আছে। এই এক্ষুণি এক কলসী জল নিয়ে লিডোচ্‌কার গায়ে ঢেলে দিলো।'

অদ্ভুত ধরণের একটা শব্দ এলো ক্লিমের কানে, কে বুঝি দাঁত কড়মড় করছে। মাকারভ মাথার টুপীটা খুলে ফেলে হাঁটু গেড়ে ব'সে সতর্ক নৈপুণ্যের সংগে ডিওমিডভকে ধোয়াতে লাগালো। যেন কোন মেয়ে তার ছোট্ট ছেলেটাকে ধোয়াচ্ছে। অকস্মাৎ অসহ্য ঘৃণায় ও বিদ্বেষে ক্লিমের সমস্ত মনটা ছেয়ে গেলো ঃ এই নোংরা দেহটাকে লিডিয়া বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে? হয়তো ইতিমধ্যে ধরেছে-ও, কে জানে! ক্লিম তাড়াতাড়ি বার্‌বারার ঘরে পালিয়ে গেলো।

লিডিয়া ওখানে এক হাতে বার্‌বারাকে জড়িয়ে বিছানার ওপর ব'সে আছে, আর একটা শিশিতে কি শুঁক্‌ছে। বাতির আলোয় বর্ণবিচিত্র হ'য়ে উঠেছে শিশিটা।

'কি?' লিডিয়া শুধালো।

'মাকারভ ওকে ধোয়াচ্ছে।' ক্লিম শুকনো গলায় জানালো।

'ওর কষ্ট হচ্ছে নাকি?'

'না ব'লেই তো মনে হয়।'

লিডিয়া বললো, 'ভাই ভারিয়া, কাকে যে কি ব'লে সান্ত্বনা দেব, আমি জানি না। আর, আজ কাউকে সান্ত্বনা দেওয়ার কি দরকারই বা আছে? জানি না...'

বারবারা বিছানায় এলিয়ে প'ড়ে বললো, 'আপনি এখন আসুন, সামঘিন।' ক্লিম লিডিয়াকে একটি কথা-ও না ব'লে চ'লে গেলো। ভাবলো, 'লিডিয়ার সারা মুখে আজ বেদনার ছাপ। হয়তো...হয়তো এবার সে সেরে উঠবে।'

পনেরো

দাউ দাউ ক'রে জবলছে মশালের শিখাগুলো। ধোঁয়া উঠছে, কালো, চটচটে ধোঁয়া। ক্লিমের মনে হোলো, শহরের আলোক-সজ্জার মধ্যে একটা শৈথিল্য র'য়ে গেছে। এমন কি, আলোগুলোও জবলছে যেন নিতান্ত ইতস্তত ক'রে। শহরের কোলাহলে আনন্দের কোনো লক্ষণ নেই; গম্ভীর, বিরক্ত গুঞ্জন। ত্বেরস্কি পার্কের আশেপাশে লোক জমা হ'য়েছে ছোট-খাটো দলে। একটা দলের মধ্যে বিতর্ক বেধে গেছে। প্রশ্নটা হোলো আতসবাজি হবে, কি, হবে না। একজন লোক বেশ দৃঢ়তার সংগেই বলছে, হবে। একজন লম্বা লোক, মাথায় ছাই রঙের টুপী, দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে বলছে, 'মহামহিম সম্রাট এ সমস্ত ক্যাবলামি কোনোমতেই সহ্য করবেন না।'

তৃতীয় এক ব্যক্তি দুই বিভিন্ন মতের একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করছে, 'আতসবাজি সাময়িকভাবে স্থগিত আছে। আগামী কাল পর্যন্ত।'

'মহামহিম সম্রাট...'

গাছগুলোর অন্তরাল থেকে কার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হোলো, 'তিনি সিটি হলে এখন বল নাচ নাচতে গেছেন, এই মহামহিম সম্রাট বাহাদুর।'

সবাই এই কণ্ঠস্বরের উদ্দেশে তাকালো। দুজন লোক ওদিকে গটগট ক'রে এগিয়েও গেলো। ক্লিম স্থির করলো, এখন এখান থেকে সরে পড়াই ভালো। ভাবলো, 'জার যদি নাচতে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁর বুকের পাটা আছে বলতে হবে। ডিওমিডভের কথাই তবে ঠিক...'

মানুষের ভনভনানি ও ভিড় ঠেলে ক্লিম স্ত্রস্তো স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে চললো। কানে আসতে লাগলো দুচারটা ভাঙাচুরো কথা। এদিকে কে চীৎকার ক'রে বলছে, 'ভাবলাম, আমি কোনো মতেই মরছি না বাপু!'

ক্লিমের কেমন যেন মনে হোলো, সম্ভবত এই লোকটা কোনো লোককে মাড়িয়ে দিয়ে এসেছে। কে জানে, হয়তো মারাকুয়েভকেই।

কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই ক্লিমের কোনো চিন্তা যেন মাথায় আসছে না।

চারিদিকের অসংখ্য দৃশ্যের ছাপ তার সমস্ত মনটাকে বোঝার মতো চেপে ধরেছে। এই বোঝার ভারে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার সকল চিন্তা, সকল ভাব। ক্ষিদে পেয়েছে, তেষ্টা লেগেছে।

ক্লিম ঘুরতে ঘুরতে একটা রেস্তরাঁয় এসে উঠলো। এখানে সে ঠান্ডা মাংসকে বিয়ারে ধুয়ে খেয়ে ফেললো। এখনো তার কানে আসছে ভাঙা-চোরা কথাগুলো। একটু বাদেই টেবিলে এসে আবির্ভূত হোলো মারাকুয়েভ। একটা শাদা রুমালে বাঁধা গাল।

মারাকুয়েভ বললো, 'মিঃ সামঘিন। আপনি লিউটভকে ভালো ক'রে জানেন। ভারি মজার লোক। আর তেমনি মজার লোক ওই ডীকন। কিন্তু কী ভয়াবহ রকম মদ খায় ওরা। আমি সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলাম। ওরা আমাকে ধ'রে তুলে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলো। তারপর দু'জনে শুরু করলো খুনসুটি। আমি সটান ছুটে পালিয়ে এলাম। সারা মস্কো শহর ঘুরে বেড়িয়েছি। দু-দুবার এসেছি এখানে।'

মারাকুয়েভকে দমকা কাশিতে পেয়ে বসলো। সে মুখ বাঁকিয়ে পাঁজরা চেপে কাশতে লাগলো, পরে বললো, 'পেট ভ'রে ধুলো খেয়েছি কিনা—যথেষ্ট, সমস্ত জীবন চলে যাবে।'

পরক্ষণেই সে প্রস্তাব ক'রে বসলো, 'চলুন, বেরিয়ে পড়ি। এখানটা বড়ো গুমট।'

ক্লিমের ঘুম পাচ্ছে না। কিন্তু তবু সে চায়, এই সমস্ত বেদনাবিমর্ষ দৃশ্য-গুলির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে। বললো, 'চলুন, গাড়িতে ক'রে "চড়ুই পাহাড়" থেকে ঘুরে আসা যাক।'

মারাকুয়েভ নীরবে সম্মতি জানালো। গাড়িতে ব'সে বললো, 'কিন্তু জানেন, যে-সমস্ত লোক দম আটকে কিম্বা পায়ের তলায় পিষে মরেছে, তাদের অধিকাংশই হোলো ভদ্রসন্তান, শহরের লোক। হ্যাঁ, আমার আত্মীয় এক সার্জেন, তিনি বলেছিলেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্র বন্ধুরাও তাই বললো। আর আমি নিজেও ত দেখে এলাম স্বচক্ষে। জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধে তারাই জিতলো, যারা সরল সহজ মানুষ, যাদের মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না

প্রবল...'

মারাকুয়েভ যেন আরো কি বিড়বিড় ক'রে বললো, পুরানো ঝরঝরে গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দে ক্লিমের বোধগম্য হোলো না। মাকারভ আবার কাশলো, তারপর নাক ঝেড়ে পাশের দিকে মুখ ক'রে চুপচাপ ব'সে রইলো। গাড়ি যখন শহরের বাইরে এলো, তখন বললো, 'চলুন, পায়ে হে'টে যাই।'

সম্মুখে কালো পাহাড়ের চূড়াগুলোর ওপর ঝিকমিক করছে সরাইখানার আলো। ক্লিমের অকস্মাৎ মনে পড়লো, কই, মারাকুয়েভ তো তাকে ক্রিসান্থ খুড়ো সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করছে না? অথচ সে-ই বলেছিল ভিড়ের মধ্যে তাঁকে সে দেখে এসেছে। ক্লিম সময়োপযোগী গোটাকয় জমকালো কথা খুঁজতে লাগলো, কিন্তু পেলো না, অবশেষে বললো, 'ক্রিসান্থ খুড়ো পেষা হ'য়ে মারা গেছেন। আর ডিওমিডভ ভয়ানক ভাবে আহত হ'য়েছে। তার মাথার ঠিক নেই।'

'মিছে কথা!' মারাকুয়েভ শান্তভাবে বললো। একটু নীরব থেকে ক্লিমের মুখ পানে তাকিয়ে রইলো। ভয়ে চোখ মিটমিট ক'রে বললো, 'আঘাত মারাত্মক—মারাত্মক নাকি?'

ক্লিম কেবল মাথা নাড়লো। অকস্মাৎ বিবর্ণ ও দুর্বল হ'য়ে গেলো মারাকুয়েভ। সে টলতে টলতে রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা গাছের দিকে এগিয়ে গেলো। গাছে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'আমি আর যেতে পারবো না—পারবো না।'

'আপনি কি অসুস্থ?'

'না, আপনি শুনলে হয়তো হাসবেন।' মারাকুয়েভ বলতে লাগলো, 'কিন্তু আমি অনেক দেখেছি। অনেক। কিন্তু কেন এমন হয়? বড়ো দুর্বোধ্য লাগে! বড়ো জঘন্য! মানুষ কতো ভয়ানক হ'তে পারে, কতো নৃশংস!'

মারাকুয়েভ যেন ভেঙে পড়লো। পাছে ওর পা দুটো ওর ভার আর না বইতে পারে, তাই ক্লিম ওকে ধ'রে রাখলো। মারাকুয়েভ মুখ থেকে সজোরে ব্যাণ্ডেজটা ছি'ড়ে ফেলে, তা' দিয়ে কপাল, কপালের দুই দিক. গাল আর চোখ মুছতে লাগলো। ক্লিম মনে মনে বললো, 'কাঁদছে। কাঁদছে।

নিতান্ত ছেলেমানুষ!'

কিন্তু তবু ব্যাপারটা বড়ো অপ্রত্যাশিত ও অনধিগম্য লাগলো ক্লিমের। ও যেন বোকা ব'নে গেলো। এই সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেটি, যে সর্বদা হাসিখুশী থাকতো, বকর বকর করতো, তর্কবিতর্ক চালাতো, সে কিনা একটা গাছে ঠেস দিয়ে রাস্তার লোকের সামনে মেয়েমানুষের মতো কাঁদছে? একটা রোগা চেহারার লোক পেচ্ছাব করার জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল, সে মারাকুয়েভকে লক্ষ্য ক'রে হেসে বললো, 'কি, ছাত্রবাবু! গরম জিনিষ একটু বেশী মাত্রায় চড়িয়ে ফেলেছেন বুঝি? নইলে চোখ দিয়ে জল আসবে কেন?...আমারও ভারি ইচ্ছা করছে...'

অস্পষ্টকণ্ঠে মারাকুয়েভ বললো, 'আমি জানি, এ আমি পাগলামি কচ্ছি। কিন্তু উপায় কি?'

অল্প দূরে একটা হাউই শোঁ ক'রে আকাশে উঠে ফেটে পড়লো। ছেলেমেয়েদের হর্ষধ্বনিতে ডুবে গেলো বিস্ফোরণের শব্দ। তারাবাজী ফাটলো আকাশে, চারিদিক আলো হ'য়ে গেলো। মারাকুয়েভের মুখখানা ছিল অস্বাভাবিক শাদা, কতকটা পারার মতন! তারাবাজীর আলোয় একবার সে-মুখখানা সবুজ হয়ে গেলো; তারপর হোলো গাঢ় লাল, কে যেন ওর মুখ থেকে চামড়া তুলে নিয়েছে।

'অবশ্যি, এ আমার পাগলামি।' ফের বললো মারাকুয়েভ। তারপর তাড়াতাড়ি গালদুটো মুছে ফেললো, 'ওই দেখুন, আলোকসজ্জা হ'য়েছে। চলছে উৎসব। ওরা সবাই শিশু! হ্যাঁ, শিশু! কেউ কিছু বোঝে না। কিচ্ছু বোঝে না!'

মাটি থেকে একটা ন্যাকড়া পরা মানুষ ক্লিমের পাশেই লাফিয়ে উঠলো, 'না, না, ওরা সব বোঝে। বোঝে, আমরা হলুম এক একটি গর্দভ।'

লোকটি কথাগুলো চাপা গলায় বললো। তার কোঁকড়ানো গোঁফের তলায় খেলে গেলো খানিকটা শাণিত হাসি। সে আবার বললো, 'ওরা হোলো ডাক্তার। আমাদের কোন্ রোগের কি ওষুধ, তা ওরা ভালো ক'রেই জানে।'

মারাকুয়েভ চকিতে এগিয়ে এলো, বুঝি লোকটাকে ক'ষে একটা চড়

মেরে বসে।

'ওরা আমাদের ওষুধ জানে? কে ওরা শুনি?' মারাকুয়েভ বলতে শুরু করলো। সে যেন ক্রিসান্থ খুড়োর বসবার ঘরে ব'সে আলাপ করছে। দু তিন মিনিটের মধ্যেই প্রায় পাঁচ ছ' জন লোক ছায়া মূর্তির মতো তার চার-দিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

ক্লিমের পেছন থেকে কে একজন মন্তব্য করলো, 'লোকটার সাহস আছে।'

অপর একজন নির্বিকার গলায় বললো, 'আরে, শোনো কেন ওসব? কলেজের ছাত্র তো! চলো।'

ক্লিম পাশের দিকে স'রে গেলো। তার ভয় করছে, মারাকুয়েভের এই শ্রোতাদের মধ্যে কেউ হয়তো তার জামার কলারে ধ'রে তাকে পুলিশে চালান ক'রে দেবে। ক্লিম বুঝলো, মারাকুয়েভের চোখের জলের মধ্যে এমন কিছু একটা জিনিষ আছে, যা তাকে গভীর আত্মতৃপ্তি দিয়েছে!

পরদিন সন্ধ্যায় লিডিয়া তার ঘরে বসেছিল। ক্লিম তার কাছে হালকা বিদ্রূপের সংগে গত রাত্রিতে সে যা দেখেছে, সব বর্ণনা ক'রে গেল। লিডিয়া অসুস্থ। জ্বরজ্বর ভাব। ওর লালচে কপালের পাশদুটোতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, তবু ও একটা তুলতুলে পশমী শালে নিজেকে ঘাড় পর্যন্ত জড়িয়ে রেখেছে। ওর কালো দুটি চোখের তারায় আতংক আর বিস্ময়। মাঝে মাঝে, ও যেন চেষ্টা ক'রে নিজের দৃষ্টিটাকে ওর বিছানার কাছে নিয়ে যায়। বিছানায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে ডিওমিডভ, ভ্রূ দুটোকে কপালে তুলে' কড়িবরগার দিকে তাকিয়ে। তার যে হাতটা জখম হয়নি, সেটাতে আশ্রয় নিয়েছে মাথা। কম্পিত দুর্বল হাতে তালুর হলদে চুলগুলোকে মুঠো ক'রে সে ছিঁড়তে চেষ্টা করছে। চুপচাপ, তবু মুখটা খোলা; এমন একটা আর্ত ভাব, যেন চিৎকার করছে। গায়ে ঢিলে নাইট শার্ট; হাতদুটো গুটিয়ে ঘাড় অবধি পৌঁচেছে। বোতামগুলো খোলা, তাই বুকের খানিকটা দেখা যায়। ঘাড়ে গভীর একটা ক্ষত, মাছের কানকোর মতো দেখতে।

বারবারা এসে ঘরে ঢুকলো। পায়ে নাইট স্লিপার। গায়ে মুচড়ানো ভাঁজপড়া ব্লাউস। এলোমেলো অবস্থা, চোখদুটো স্তব্ধ, গম্ভীর। মুহূর্তের জন্যে সে ক্লিমের কাহিনী শুনলো, তারপর অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, কিন্তু ফের ফিরে এলো এক মুহূর্ত বাদে। বললো, 'আমি যে কী করি, কিছু বুঝতে পারছি না! সৎকার করার মতন যথেষ্ট পয়সা-ও আমার হাতে নেই।...'

ডিওমিডভ মাথাটা ঈষৎ তুলে কান্না শুরু ক'রে দিলো, 'আমি তবে ম'রে যাবো?' পরক্ষণেই হাত নেড়ে চিৎকার করতে লাগলো, 'না না, আমি মরবো না! কক্‌খনো না! তোমরা সবাই ভাগো এখান থেকে! ভাগো! ভাগো!'

বারবারা ও ক্লিম ঘর থেকে বাইরে গেলো। রইলো লিডিয়া। সে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। ক্লিম খাওয়ার ঘরে পৌঁছার পরও শুনতে পেলো, ডিওমিডভ চিৎকার করছে, 'আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল,—হাসপাতালে...'

বারবারা বড়ো গলাতেই বললো, 'আমি বিশ্বাস করি না যে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আমি ও-লোকটাকে দেখতে পারি না।'

লিডিয়া এলো। জানলার ধারে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো চুপচাপ। ক্লিম জিজ্ঞাসা করলো, 'ডাক্তার কি ব'লে গেছে?' লিডিয়া ওর মুখের দিকে বোকার মতন তাকিয়ে রইলো। ক্লিম পুনরাবৃত্তি করলো তার প্রশ্নের। লিডিয়া বললো, 'পাঁজরাগুলো গুঁড়িয়ে গেছে। হাতের হাড় গেছে সরে। তবে প্রধান ব্যাপার হচ্ছে নার্ভাস শক। সমস্ত রাত্রি ধ'রে প্রলাপ বকছে ঃ আঃ! আমাকে মাড়িও না! আর কেবলই বলছে যে, লোকগুলোকে ফাঁকা ক'রে দাও...'

'ফিক্‌স্‌ড আইডিয়া। একটা ধারণা ওর মধ্যে বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে।'

লিডিয়া পুনরায় ক্লিমের দিকে তাকালো, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। তারপর বললো, 'না না, আমি ওর কথা বলছি না। কি যে বলছি, আমি নিজে-ও বুঝি না।'

'আগে-ও ও স্বাভাবিক ছিল না।' ক্লিম মন্তব্য করলো।

'কিন্তু, কী-ই বা স্বাভাবিক? মানুষ মানুষকে পায়ে দ'লে পিষে মারছে, তারপর বেহালা বাজিয়ে গান করছে, এ-ও কি স্বাভাবিক? আজ সকাল

পর্যন্ত সমস্ত রাত্রিই লোকগুলো আমাদের বাড়ির বাইরে বেহালা বাজিয়েছে।'

মাকারভ এসে ঢুকলো, তার সমস্ত শরীরে ব্যাণ্ডেজের বোঝা। সে লিডিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে বললো, 'সারারাত্রি ঘুমোও নি?'

লিডিয়া মাকারভের দিকে তাকালো না, জবাব-ও দিলো না, অপেক্ষাকৃত চাপা গলায় বলতে লাগলো, 'স্বাভাবিক মানে হোলো সব কিছু শান্ত, তাই না? কিন্তু মানুষের জীবন যেন ক্রমেই অশান্ত হ'য়ে উঠছে,—অশান্ত, অধীর।'

মাকারভ ব্যাণ্ডেজ আর তুলোর প্যাকেটগুলো খুলতে খুলতে রুষ্টভাবে বলতে লাগলো, 'মানুষের অঙ্গপ্রত্যংগ চায় অস্বাস্থ্যকর ও অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে। এই হোলো জীবতত্ত্বের নিয়ম। কিন্তু মানুষ, নিজের স্নায়বিক দুর্বলতার জন্যেই হোক, কিম্বা কাজ নেই ব'লেই হোক, এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থাটাকেই আনন্দের সংগে নেয়। এ যেন তাদের ছুটি।'

লিডিয়া লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠলো, 'খবরদার! আমি ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না!'

তারপর সে ছুটে বারবারার ঘরে পালিয়ে গেলো। মাকারভ বললো, 'হিষ্টিরিয়ার পূর্ব লক্ষণ। চলো ক্লিম, ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিয়ে আসি।'

ডিওমিডভ ওদের হাতের মধ্যে নীরবে নিরীহভাবে আপনাকে ছেড়ে দিলো। কিন্তু ক্লিম লক্ষ্য ক'রে দেখলো, ডিওমিডভ মাকারভের চোখের দিকে কোনোমতেই তাকাচ্ছে না, কেবলই এড়িয়ে যাচ্ছে। তারপর মাকারভ যখন তাকে এক চামচ ব্রোমাইড খাবার জন্যে বললো, তখন ডিওমিডভ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলো, 'না খাবো না! তোমরা ভাগো এখান থেকে!'

মাকারভ ডিওমিডভকে অনুরোধ করতে লাগলো। কিন্তু সে অনুরোধের মধ্যে আগ্রহ ছিল না যথেষ্ট। সে জানলার বাইরে তাকিয়ে অছে, চামচ থেকে তরল ঔষুধটা যে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে ডিওমিডভের ঘাড়ের ওপর গড়িয়ে পড়ছে, সেদিকে লক্ষ্যই নেই। ডিওমিডভ মাথা তুলে ফোলা মুখখানাকে বিকৃত ক'রে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন, কেন তোমরা জ্বালাচ্ছ বলো তো?'

মাকারভ নির্লিপ্তভাবে বললো, 'তোমার এটা খাওয়া দরকার।'

ডিওমিডভের চোখে ছোটো একটু সবুজের ঝিলিক লাগলো। সে ঔষধটা ঢক ঢক ক'রে গিলে ফেলে দেওয়ালের গায়ে থুতু ফেললো। মাকারভ ওর পাশে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে একবার পিঠ বাঁকিয়ে ঘাড় কুঁচকালো, আঙুল মটকালো, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লিমকে বললো, 'লিডিয়াকে বোলো, আজ রাত্তিরে আমি জাগবো।'

মাকারভ চ'লে গেলো। ডিওমিডভ চোখ বুজে শুয়ে আছে। কিন্তু মুখটা খোলা, ওর সারা মুখখানা যেন নীরবে চিৎকার করছে। কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে, মুখটাকে ও ইচ্ছা ক'রেই খুলে রেখেছে। কারণ, ও জানে যে, হাঁ ক'রে থাকলে ওর মুখটা মড়ার মতো বীভৎস লাগে। রাস্তায় অবিরাম ড্রাম বাজছে। কানে তালা লাগে। সেই সংগে মাটি কাঁপিয়ে হাজারো সেপাইএর তালে তালে পা ফেলা। একটা কুকুর অবিশ্রান্ত ঘেউ ঘেউ করছে যেন খেপে গেছে। ঘরের ভেতরে ভালো লাগছে না; নোংরা; তা ছাড়া অ্যালকোহলের গুমট গন্ধ। লিডিয়ার বিছানায় শুয়ে আছে ওই ক্যাবলাটা। ক্লিম ভাবলো, 'যখন লোকটা সুস্থ ছিল, তখনো হয়তো ও ওখানে শুয়েছে।'

এই লোকটার অদ্ভুত ধরণের শাদা ঠাণ্ডা দুই বাহুর মধ্যে লিডিয়াকে কল্পনা ক'রেই ক্লিম চমকে উঠলো। উঠে দাঁড়িয়ে পা ঠুকে ঠুকে পায়চারি করতে লাগলো ঘরময়। পা ঠোকাটা ক্রমেই বেড়ে চলছিল; এমন সময় ডিওমিডভ তার নীলাভ নাকটা ক্লিমের পানে ফিরিয়ে চোখ মেলে তাকালো, বললো, 'না না, ও জাগে, এ আমি চাই না। লিডিয়া জাগুক। আমার ওকে একদম ভালো লাগে না...'

ক্লিম ওর দিকে এগিয়ে এলো; ঘাড় সোজা ক'রে ঘুষি পাকিয়ে বললো, 'খবরদার, ঠাণ্ডা হ'য়ে শুয়ে থাকুন!'

তারপর এলো খাবার ঘরে। ওখানে লিডিয়া একটা সোফায় ব'সে আছে। হাতে খবরের কাগজ, কিন্তু দৃষ্টিটা রয়েছে মেঝের দিকে।

'কেমন আছে?'

'প্রলাপ বকছে।' ক্লিম বললো, 'ও যেন কেবলই কাকে ভয় পাচ্ছে। আর, উকুন ও ছারপোকা নিয়েও ঝগড়া করছে।'

একটা দুর্বল মানুষকে শাসন ক'রে এসে ক্লিম যেন নিজেকে বেশ সবল অনুভব করলো। সে লিডিয়ার পাশে ব'সে তাই সাহসের সংগে বলতে শুরু করলো, 'লিডিয়া লক্ষ্মীটি, এ সব তুমি ছাড়ো। এ সমস্তই তোমার মনগড়া, অনাবশ্যক। এতে তোমার ক্ষতি বই লাভ হবে না।'

'স্‌স্‌।' সভয়ে দোরের দিকে তাকিয়ে একটা হাত তুলে লিডিয়া ফিস-ফিসিয়ে উঠলো। ওর ক্লান্ত মুখখানার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ব'লে চললো ক্লিম, 'সরল জীবন, সহজ ভালোবাসার জন্যে এই অসুস্থ নষ্ট থিয়েটারী ঢংএর লোকগুলোকে তুমি ছাড়ো।'

আরো অনেকক্ষণ ধ'রে ক্লিম বকলো; নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে কোনো অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা তার ছিল না। লিডিয়ার চোখ দেখে ক্লিম বুঝলো, তার কথাগুলি লিডিয়া বিশ্বাস ও মনোযোগের সংগে শুনছে। নিজের অজ্ঞাতেই যেন লিডিয়া একবার মাথা নেড়ে সায়ও দিলো। তার দুটি গণ্ডের ওপর একটা রক্তিম আভা চকিতে খেলে নিভে গেলো। মাঝে মাঝে সে অপরাধীর মতো চোখ দুটো নামিয়ে নিলো। এ সমস্ত ব্যাপার ক্লিমের দুঃসাহসটাকে আরো বাড়িয়ে দিলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' লিডিয়া ফিসফিস ক'রে বললো, 'একটু আস্তে। প্রথমে ওকে আমার মনে হয়েছিল অসাধারণ ব'লে। কিন্তু কাল ওই নোংরার মধ্যে ...আমি জানতুম না যে ও এতো ভীরু। হ্যাঁ, ও ভীরু, কাপুরুষ। ওর জন্যে আমার দুঃখু হয়, করুণা হয়...কিন্তু দুঃখ, করুণা, সে হোলো আলাদা জিনিষ। আজ আমার ভারি লজ্জা করে। অবশ্য, আমি জানি, এ আমারই দোষ।'

অস্থিরতার সংগে ক্লিমের কাঁধের ওপর লিডিয়া তার একটা হাত রাখলো, 'আমি চিরকালটা ভুল ক'রে আসছি। ভুলের পর ভুল। এমন কি তোমাকেও আমি যেমনটি ভেবে এসেছি, তুমি তেমনটি নও।'

ক্লিম ওকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলো। কিন্তু লিডিয়া ক্লিমের আলিংগন এড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো, খবরের কাগজটাকে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে-

দোরটা বারবারার ঘরে গেছে, তার চৌকাঠের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো। শুনতে লাগলো কান পেতে।

খোলা জানলার পথে তখন ব্যাগপাইপের পাইপগুলো থেকে ভেসে আসছে একটানা ভয়াবহ শব্দ।

ডিওমিডভকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত এই কথাটা নিতান্ত ব্যবহারিক গলায় ঘোষণা ক'রে ক্লিম ব'লে চললো, 'আর তুমি, লিডিয়া, এই ইশকুল ছেড়ে ফেলো। কারণ, তুমি কোথাও কিছু পড়ছ না। রেগুলার কোর্স নিয়ে পড়াই তোমার পক্ষে ভালো। আমাদের দেশে অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রয়োজন নেই, আছে প্রয়োজন শিক্ষিত লোকের। তুমি তো দেখেছ, কী বর্বর দেশে আমরা বাস করি।'

লিডিয়া নীরবে ভাবতে লাগলো। ওর কাছে বিদায় নিয়ে ক্লিম বললো, 'যাই হোক, একথা মনে রেখো, আমি তোমায় ভালবাসি। অবশ্য, এর জন্যে তোমার কোনো কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে, বলছি না। বলছি, এ ব্যাপারটার গভীর তাৎপর্য আছে।'

সেদিন দুপুর বেলা মারাকুয়েভ ও ক্লিমের মধ্যে ঘোরতর বাগযুদ্ধ চলছিল। তারপর ওরা দু'জনে লিডিয়া ও বারবারার কয়েকটি সালিশী মন্তব্য শুনে স্থির হয়েছে। মারাকুয়েভ ও বারবারা কোথায় চ'লে গেলো, ক্লিম লিডিয়াকে বললো, 'আচ্ছা, বারবারা কি পরোভ্স্কায়ার ভূমিকায় নামতে চায় নাকি?'

'থামো, লোকের নিন্দে ক'রো না।' জানলার বাইরে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে লিডিয়া জবাব দিলো, 'মারাকুয়েভের কথাগুলোই ঠিক; বাঁচবার জন্যেও বীরের প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে। এমন কি এ-জিনিষটা কনস্টান্টিনও বোঝে। সে বলতো, দানা বেঁধে ওঠার মতন একটা পাত্র না থাকলে কোনো জিনিষ দানা বেঁধে ওঠে না।'

লিডিয়ার দিকে ক্লিম এগিয়ে এলো, 'ও কিন্তু তোমাকে এখনো ভালোবাসে।'

'কিন্তু বুঝি না কেন। এটা ওর স্বভাব। এর জন্যেই সৃষ্টি হ'য়েছে

ও।...না, আমাকে ছুঁয়ো না।' ক্লিম লিডিয়াকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলে লিডিয়া বললো 'না, ছুঁয়ো না। ওর জন্যে আমার ভারি দুঃখু হয়। তাই মাঝে মাঝে ওকে আমি ঘৃণা ক'রে বসি। কারণ, ওর জন্যে করুণা ছাড়া আর কিছুরই উদ্রেক হয় না।'

লিডিয়া আয়নার দিকে এগিয়ে গেলো; সে নিজের মুখখানাকে এমনভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখলো যে ক্লিমের কাছে তা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য লাগলো। শান্ত গলায় ব'লে চললো লিডিয়া, ভালোবাসাতেও বীরত্বের দরকার। কিন্তু আমি কোনো দিন বীরাংগনা হয়ে উঠতে পারবো না। পারে বারবারা। প্রেম ওর কাছে আর একটা থিয়েটার। কেউ কোনো অদৃশ্য দর্শক যেন আড়ালে থেকে দেখছে, মানুষ কেমন ক'রে ভালোবাসছে পরস্পরকে, কেমন ক'রে ভালোবাসার ইচ্ছায় জ্বলে মরছে তারা,—আর তাই দেখে নীরবে তারিফ করছে। মারাকুয়েভের মতে, এই দর্শকটি হ'লো প্রকৃতি। বুঝি না। মারাকুয়েভও যেন কিছু বোঝে না। সে কেবল বোঝে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন আছে ভালোবাসার।'

লিডিয়ার দেহটা ছুঁতে ক্লিমের আর ইচ্ছা রইলো না। সে বেশ ভয় পেয়ে গেছে।

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। সবে মাত্র সূর্য অস্ত গেছে; গির্জার গম্বুজে গম্বুজে রক্তিম রশ্মিগুলি তখনো নিঃশেষে মরেনি। একখানা মেঘ উত্তর থেকে ভেসে এলো। ক্লিমের কানে গেলো বাজ পড়ার শব্দ। মনে হোলো, লোহার ছাদে একটা ভালুক বুঝি তার নরম থাবা দিয়ে আলস্যভরে আঁচড় কাটছে। ক্লিমের কানে এলো, লিডিয়া বলছে, 'বহুদিন হোলো, আমি ভগবানে বিশ্বাস করা বন্ধ করেছি। কিন্তু প্রতিবারে, যখনি আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করেছি, যখনই আমার চোখে পড়েছে অশুভ কিছু, তখনই তাঁকে স্মরণ না ক'রে পারি নি।'

ক্লিম কি জবাব দেবে খুঁজে পেলো না।

দিন দুই বাদে ক্লিম আবার লিডিয়ার বাসায় যাচ্ছিল, পার্কে দেখা বারবারার সংগে। বারবারার পরণে শাদা রঙের স্কার্ট, গায়ে বেগনি রঙের ছোটো একটা ব্লাউস আর মাথায় লাল পালকের টুপী। বারবারা প্রশ্ন

করলো, 'আমাদের ওখানে যাচ্ছেন বুঝি?'

ক্লিম লক্ষ্য ক'রে দেখলো, একটা বিদ্রূপের চকিত-বিদ্যুৎ খেলে গেলো বারবারার দুচোখে। বারবারা বললো, 'আমি এখন একবার সকলনিকি অঞ্চলে যাচ্ছি। যাবেন আমার সংগে? লিডিয়া? কেন, সে তো কাল—বাড়ি চ'লে গেছে—জানেন না আপনি?'

'এরই মধ্যে?' ক্লিম নৈপুণ্যের সংগে তার বিরক্তি ও বিস্ময়টাকে লুকিয়ে ফেললো, 'কিন্তু ওর তো আগামী কাল যাবার কথা ছিল?'

'ওর যাবার যে আদবে ইচ্ছে ছিল, আমার মনে হয় না। ডিওমিডভের ছোটখাটো সব অভিযোগ-অনুযোগ ওর অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল, তাই চ'লে গেলো।...আপনি-ও বুঝি শিগ্‌গির যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ—পরশু।'

'যাওয়ার আগে আমাদের ওখানে বিদায় নিতে আসবেন না?'

'নিশ্চয় আসবো।' ক্লিম মুখে বললো, কিন্তু মনে মনে ভাবলো, 'তোমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিতে পারলে-ই আমি বাঁচি। বুঝলে, জমকালো-পোশাক-পরা গর্দভ?'

বাস্তবিক, বাড়ি যাবার সময় হ'য়েছে। ওর মা অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সব চিঠি লিখছে। একটা চিঠিতে এলিজাভেটা স্পাইভাকের উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সে সতর্ক ভাষায় করেছে সুখ্যাতি। জানিয়েছে, ভারাব্‌কা এখন একটা খবরের কাগজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। চিঠির শেষাংশে অভিযোগ করেছে, 'তানিয়া কুলিকোভার মৃত্যুর পর থেকে ঘরের কাজকর্ম বেড়েছে। তানিয়া কুলিকোভা মরলো, অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে। মরার আগে সে গির্জায় গিয়ে কোনোমতে "স্বীকৃতি" করতে চাইলো না। ওদের মতো মানুষের মধ্যেই থাকে বহু কুসংস্কার।'

ক্লিমের স্মৃতিপথে ভেসে উঠলো বৈচিত্র্যহীন একরত্তি ছোটো একটি মানুষের মূর্তি। এই মানুষটি তার সমস্ত জীবন কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না ক'রে, কোনো কিছুর দাবী না জানিয়ে, অম্লান বদনে সেবা ক'রে

গেছে মানুষদের, যারা ছিল তার সম্পূর্ণ পর। তানিয়া কুলিকোভার সম্বন্ধে আর একটা কথা ভাবলে-ও মনটা ভারী হ'য়ে ওঠে। এই অদ্ভুত মানুষটি দার্শনিক তথ্য না আওড়ে, শব্দের জাল না বুনে স্বার্থলালসাকে বিসর্জন দিয়ে কেবল একটি মাত্র জিনিষ নিয়ে সমস্ত জীবন নিজেকে ব্যস্ত রেখে গেছে—দেখিয়েছে, মানুষ কেমন ক'রে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে পারে।

'এই হোলো খৃস্টান প্রকৃতি।' ক্লিম ভাবলো, 'সত্যিকার খৃস্টানের আদর্শ।'

কিন্তু পরক্ষণে ফের ভাবলো, এই প্রশস্তি-ই চূড়ান্ত নয়। কারণ, পশুরা-ও—যেমন, কুকুর—মনে প্রাণে মানুষের সেবা করে। এটা স্বাভাবিক যে, যারা নোংরা ঘরে ব'সে কাঠ আর পাথরের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়, কিম্বা ডিওমিডভের মতন অর্ধ-মূঢ় যারা, তাদের চেয়ে তানিয়া কুলিকোভার মতো মানুষেরই প্রয়োজন আমাদের কাছে বেশি। কিন্তু...

এই চিন্তার ধারাটিকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করার মতো অবসর পেলো না ক্লিম। কারণ, বারান্দা থেকে ওর পাশের ঘরের বাসিন্দার ভারি জুতোর শব্দ এবং মোলায়েম কণ্ঠের কাকলি ভেসে এলো। প্রতিবেশীটির বয়স হবে ত্রিশ; মেদবহুল দেহ; সর্বদা কালো পোশাক পরেন; চোখের রং কালো, গালের রং নীল; কালো ঘন গোঁফ ছোট ক'রে ছাঁটা; চকচকে পুরু ঠোঁটের পাশে বেশি স্পষ্ট লাগে। নিজের পরিচয় দেন 'যন্ত্রশিল্পী' ব'লে, যদি-ও কোনো যন্ত্রের সংগে তাঁর কোনো সম্পর্ক ঘটতে ক্লিম কোনোদিন দেখেনি। একটা রহস্যময় নৈশ জীবন যাপন করেন। দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকেন, তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত টেবিলে ব'সে তাস পেটেন, এবং গুনগুনিয়ে গান করেন একটানা।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি একটা মোটা বেত হাতে নিয়ে ডার্বি টুপীটাকে চোখের ওপর নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কি বারান্দায়, কি রাস্তায়, যখন তাঁর সংগে ক্লিমের দেখা হয়, তখনি ক্লিম তাঁকে গোয়েন্দা কিম্বা তাসের জুয়াড়ি ব'লে ভাবে। এখন ঈষৎ-খোলা দরজাটার ফাঁকে তাকিয়ে ক্লিম দেখলো, ভদ্রলোক বাড়িউলীর ফুটন্ত ছোটো বোনটিকে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢোকাচ্ছেন,

যেমন ক'রে স্যুটকেশের ভেতর লোকে বালিশ ঢোকায়। আর নাকি-সুরে চাপা গলায় বলছেন, 'আমার কাছ থেকে অমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছ, তার মানে? এ্যাঁ?'

ক্লিম সামঘিন প্রতিবাদে দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলো। তারপর বিদ্রুপের সংগে এসে বসলো বিছানায়। অকস্মাৎ মিষ্টি একটা চিন্তা ওর মনে ভেসে উঠে ওর সারা মনটাকে আলো ক'রে দিলো। যন্ত্র-শিল্পীর কথাগুলো ও আপনার মনে আওড়ালো একবার, 'আমার কাছ থেকে অমন ক'রে পালিয়ে বেড়াচ্ছ, তার মানে?' ক্লিমের দৃঢ় ধারণা জন্মালো লিডিয়ার সংগে ব্যবহারটা সে বোকার মতন করেছে—ঠিক ইশ্‌কুলের ছেলের মতন। পরদিনই সে বাড়ির ট্রেন ধ'রে দেশে রওনা হোলো।

'প্রেমে প্রয়োজন প্রকাশ-ভংগির।' ক্লিম ভাবলো।

লিডিয়া যে ওর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে, এ কথাটা ক্লিম বুঝলো নিঃসন্দেহে, নইলে তার এই আকস্মিক প্রস্থানের আর কোনো অর্থ হয় না।

বাড়ীতে মার সংগে ক্লিমের দেখা হ'লে মা ওকে ত্বরিত আলিংগনের সংগে গ্রহণ করলো, তারপর তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে বসলো। সংগে সুসজ্জিতা মাদাম স্পাইভাক। মা ব্যাখ্যা ক'রে জানালো, সে ইশ্‌কুলের উদ্বোধনের জন্যে গভর্ণরকে নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছে।

খাবার ঘরে প্রাতরাশের টেবিলে ব'সে ভারাব্‌কা। পরণে তার সোনালি-ঝালর-লাগানো নীল রঙের চীনা পোশাক; মাথায় লাল রঙের তাতারি টুপী। দাড়িটাকে নেড়ে খেলাচ্ছলে নাড়াচাড়া করছে। ভারাব্‌কা বললো, 'আমরা এখন ত্রিবিধ চরমপন্থীদের নিয়ে গঠিত একটি ত্রিভুজের মধ্যে বাস করছি।'

ঠিক তার সম্মুখে জাঁকিয়ে বসেছেন টাকপড়া এক ভদ্রলোক; মুখখানা বেশ বড়ো; মাংসল নাকের ওপর মোটা চশমা; গায়ে রং-বেরংএর শার্ট আর ধূসর রংএর ফ্রক কোট। গলায় নেক-টাইএর বদলে কালো দড়ির মতন একটা পদার্থ। তাঁর কনুই দুটো টেবিলময় ছড়ানো। তিনি নীরবে মনোযোগের সংগে খাচ্ছেন। ভারাব্‌কা লম্বা দো-নলা একটা নাম উল্লেখ ক'রে বললো, 'আমাদের

সম্পাদক।' শব্দ-সন্ধানের জন্যে ভারাব্‌কা চিরদিন যেমন কোনো অসুবিধায় পড়ে না, তেমনি সে আজো পড়লো না, বললো, 'এই ত্রিভূজের তিন দিক হোলো আমলাতন্ত্র, নবজাগ্রত নারোদনিকি, আর শ্রমিক সমস্যার ব্যাপারে মার্কস্‌বাদ।'

'আপনার সংগে আমি সম্পূর্ণ একমত।' মাথাটা নুইয়ে সম্পাদক বললেন।

প্রচুর শক্তি ও সতর্কতার সংগে খেয়ে চলেছেন তিনি। শশাগুলোকে পর্যন্ত অতিশয় সাবধানতার সংগে খাচ্ছেন, এমন একটা ভাব, ওগুলো যেন মাছ, যে কোনো মুহূর্তে ওগুলোর ভেতর থেকে কাঁটা বেরিয়ে পড়তে পারে। আস্তে আস্তে চিবোচ্ছেন। গালের হাড়ের ওপরকার শাদা চুলগুলো খাড়া হ'য়ে উঠেছে। থুৎনিতে কোঁকড়ানো কচি দাড়িটা চিবানোর সংগে সংগে উঠছে আর নাবছে। তাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি একজন সহনশীল নির্ভরযোগ্য মানুষ, এই খাওয়ার মতোই প্রতিটি কাজ তিনি সাবধানতা ও স্থির নিশ্চয়তার সংগে করতে অভ্যস্ত।

অদূরে কোথা-ও কাণে-তালা-লাগানো শব্দে একটা বাজ পড়লো। কেউ যেন একটা কাঠের বাড়ি লক্ষ্য ক'রে কামান ছুঁড়ছে। সম্পাদক ভদ্রলোক অসমর্থনের ভংগিতে জানলার বাইরে একবার দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে ওদের জানালেন, 'এবার গ্রীষ্মকালে ভয়ানক বর্ষা নেমেছে।'

ক্লিম উঠে জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিলো। জানলার শার্সিগুলোর ওপর চাবুকের মতো পড়তে লাগলো উন্মত্ত বর্ষার জল। বর্ষণ-সিক্ত শব্দের ফাঁকে ফাঁকে ক্লিম শুনলো ভাঙা ভাঙা কথাগুলো ঃ 'আমাদের যিনি প্রবন্ধ লিখবেন, তিনি একজন অভিজ্ঞ লোক। মিঃ রবিনসন। খুব নাম করেছেন। এখন আমাদের দরকার একজন সাহিত্য-সমালোচকের—চলনসই বিদ্যাবুদ্ধি থাকলেই যথেষ্ট হবে। আজকের সাহিত্যে যে অস্বাস্থ্যকর মনোভাব দেখা দিয়েছে, তার প্রতিরোধের জন্যে আমাদের লড়াই করতে হবে। কিন্তু এরকম কোনো লেখক তো আমার কই চোখে পড়ে না।'

ভারাব্‌কা একবার ক্লিমের দিকে চোখ টিপে বললো, 'তুমি কি বলো, ক্লিম?'

ক্লিম নীরবে কাঁধ কুঁচকালো।

কফি দেওয়া হোলো। জলের ঝাপটায় ও কলরবে ওপর-থেকে-ভেসে-আসা পিয়ানোর শব্দটা কেবলই ডুবে যেতে লাগলো। ভারাব্‌কা বললো, 'চেষ্টা ক'রে দেখোই না।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখবো।' ক্লিম শান্তভাবে জবাব দিলো।'

আগে থেকেই সব কিছু যেন ক্লিমের কাছে নীরস ও অবান্তর লাগছিল। ভারাব্‌কা, সম্পাদক, বৃষ্টি, বজ্র, সব। কি একটা শক্তি যেন ওকে তুলে' সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে ক্রমাগত আকর্ষণ করছে। ক্লিম ওখান থেকে বাইরে এসে আয়নায় দেখলো, নিজের মুখটাকে অত্যন্ত কঠিন ও ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। তাই সে চশমা খুলে গাল দুটোকে হাতের চেটো দিয়ে বেশ শক্ত ক'রে রগড়ে নিলো। মুখখানা আবার নরম হ'য়ে উঠলো, আবার কাব্যালু।

লিডিয়া পিয়ানোয় ব'সে বাজাচ্ছিল, 'সলভিগের গান।' সে হাত একখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ও, এসেছ তুমি?'

মৃদু হাসছে সে; সারা গায়ে শাদা পোশাকে অদ্ভুত রকমের ছোটো লাগছে তাকে। ক্লিম অনুভব করলো, লিডিয়ার হাতখানা অস্বাভাবিক উষ্ণ, কাঁপছে। তার ধূসর দুটি চোখে স্নেহের দৃষ্টি। ব্লাউসের কলার আলগা, সেই ফাঁকে বুকের অনেকখানি উঁকি দিচ্ছে।

লিডিয়া ক্লিমের হাত থেকে হাতখানা সরিয়ে না নিয়ে বললো, 'বিশেষত এই ঝড়-বৃষ্টির সময়টিতে গান মানুষের ভেতরে একটা তোলপাড়ের সৃষ্টি করে।'

আরো কি সব বললো লিডিয়া, কিন্তু ক্লিম সে-দিকে কান দিলো না। সে অবলীলায় লিডিয়াকে তার চেয়ার থেকে তুলে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। রুক্ষ নীরস গলায় প্রশ্ন করলো, 'তুমি হঠাৎ চলে এলে-যে?'

সম্পূর্ণ অন্য ধরণের কিছু বলতে চেয়েছিল ক্লিম, কিন্তু কথাগুলো মুখে

যোগালো না। মনে হোলো, ও একটা ঘন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। লিডিয়া টলতে টলতে পৌছিয়ে গেলো। কিন্তু ক্লিম ওকে আরো নিবিড় ভাবে চেপে ধরলো বুকের মধ্যে, চুমু খেতে লাগলো তার কাঁধে, তার বুকে।

'খবরদার! খবরদার!' লিডিয়া ক্লিমকে তার দুই হাত ও জানু দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলো। তারপর ছিনিয়ে মুক্ত করলো নিজেকে। ক্লিম ট'লে পিয়ানোর পাশে ব'সে পড়লো। একটা শিহরণের স্রোত বয়ে গেলো তার সর্বাংগে। সমস্ত দেহ কাঁপছে, তার মনে হোলো, এই বুঝি সে মূর্ছিত হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ওর পেছনে বহু দূরে কোথাও লিডিয়া দাঁড়িয়ে আছে, তার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ও টেবিলের ওপর মুষ্ট্যাঘাতের শব্দ ওর কানে আসে।

ক্লিম নিজেকে বোঝাতে চাইলো, 'আমি ওকে পাগলের মতো ভালোবাসি।' সে যেন কারো সংগে তর্ক করছে, এমনি ভাবে আবার নিজেকে বোঝাতে লাগলো, 'হ্যাঁ, পাগলের মতো।'

তারপর ক্লিম নিজের মাথার ওপর অনুভব করলো লিডিয়ার হাতের হালকা স্পর্শ, কানে এলো তার ভয়ার্ত প্রশ্ন, 'কি হোলো তোমার?'

ক্লিম দুই হাতে লিডিয়ার কোমর জড়িয়ে ধ'রে নিজের গলাটাকে তার পাছার ওপর চেপে ধ'রে বললো, 'জানি না।'

লিডিয়া আর নিজেকে মুক্ত ক'রে নেওয়ার জন্যে চেষ্টা করলো না। যদি-ও আরো কাছে এগিয়ে আসার মতো স্থান ছিল না, তবু লিডিয়া ক্লিমের দিকে নিবিড় হ'য়ে এলো। ক্লিম জিজ্ঞাসা করলো, 'আমরা কি করবো লিডিয়া?'

সাবধানে ক্লিমের হাতদুটির আবেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে লিডিয়া চ'লে গেলো। ক্লিমের মাতালের মতো চোখ দুটো যেন কুয়াশা ভেদ ক'রে অনুসরণ করলো ওকে। ক্লিমের মার ঘরে এসে লিডিয়া থমকে দাঁড়ালো, হাতদুটো দেহের দুদিকে ঝুলে পড়লো, মাথা নত হোলো, যেন সে প্রার্থনা করছে। আগের চেয়ে তীব্রতর আক্রোশে চাবুকের মতো জানলার ওপর এসে পড়ছে বৃষ্টির ধারা। নল ব'য়ে জল গড়িয়ে পড়ার ঝরঝর শব্দ কানে আসে।

ফিরে এসে লিডিয়া বললো, 'তুমি এখান থেকে যাও।'

ক্লিম উঠে দাঁড়িয়ে লিডিয়ার দিকে এগিয়ে গেলো। মনে হোলো, লিডিয়া যাকে এখান থকে চ'লে যেতে বলছে, সে ক্লিম নয়, সে অন্য কেউ।

'তুমি যাও! আমি ভিক্কে চাইছি, তুমি যাও!'

এই কথাথগুলির পরে যা ঘটলো, তা সহজ, সংক্ষিপ্ত,—আশ্চর্য রকমের স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘটে' গেলো, যেন মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ক্লিমের মনে পড়তে লাগলো, সে কেমন ক'রে লিডিয়াকে কোলে তুলে নিয়েছিল, তারপর কেমন ক'রে লিডিয়া বিছানায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে ওর দুটো কান আর কপালের দুই দিকে দুই হাতের চেটো দিয়ে চেপে ধ'রে ওর দু চোখের দিকে তাকিয়েছিল চোখ ঝলসানো দৃষ্টিতে, কি যেন ব'লে-ও ছিল।

এখন লিডিয়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোশাক ও মাথার খোঁপাটাকে গুছিয়ে নিচ্ছে। হাতদুটো কাঁপছে; তার দুটি চোখ, আর আয়নায় দুটি চোখের প্রতিবিম্ব, বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে; সেখানে ভালোবাসার বিন্দুমাত্র নেই, শুধু ভয়। লিডিয়া একবার ঠোঁট কামড়ালো, যে বুঝি যন্ত্রণা বা চোখের জলকে বাধা মানাতে চায়।

ক্লিম নিজের মধ্যে আনন্দ বা গর্ব কিছুই খুঁজে পেলো না। এমনো মনে হোলো না যে, লিডিয়া তার নিকটতর হয়েছে। বুঝলো না, এখন সে কী করবে, এখন তার কী বলা উচিত। ক্লিম অস্ফুটকণ্ঠে আয়নার পাশে গিয়ে বললো,—'লিডিয়া! সোণাটি!'

ক্লিম এখন দেখলো, না, সে ভুল বুঝেছিল। লিডিয়ার দৃষ্টিতে আতংক নেই, আছে বিস্ময়, আছে জিজ্ঞাসা। ক্লিম ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো।

'ছাড়ো।' লিডিয়া বিশৃংখল বালিশগুলোকে সরিয়ে রাখতে লাগলো।

ক্লিম আবার একবার জানলার পাশে ফিরে এলো। বৃষ্টির জলের পুরু পর্দা ভেদ ক'রে দৃষ্টি চালিয়ে দেখলো বাইরে। গাছের পাতাগুলো থর থর ক'রে কাঁপছে, ওদিকে ছাদের টিনের ওপর বৃষ্টির গোলাকার ফোঁটাগুলো ঠিকরে পড়ছে। ক্লিম ভাবছিল, যেন কোনো কারণে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে

চায়, 'আমি নাছোড়বান্দা; আমি চেয়েছিলুম, আমি পেয়েছি।'

আগের মতোই বিছানার দিকে লিডিয়া ভীত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো, 'এখন যাও।'

ক্লিম নীরবে লিডিয়ার হাতে চুমু খেয়ে চ'লে গেলো। ক্লিম যেমনটি হবে আশা করেছিল, তেমনটি কিছুই ঘটলো না। যা ঘটলো, তা সম্পূর্ণ পৃথক। ক্লিমের মনে হোলো, তাকে যেন কে ঠকিয়েছে। সে নিজেকে প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু, কি-ই বা আমি আশা ক'রেছিলাম? মার্গারিটা বা নেখায়েভার সংগে আমার যে অভিজ্ঞতা ঘটেছে, তার সংগে এর পার্থক্য থাকবে, শুধু এই তো?'

ক্লিম কোনো রকমে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো, 'হয়তো সব বারেই ব্যাপারটা এমনি দাঁড়াবে......'

কিন্তু এই সান্ত্বনাটা-ও সে নিজেকে বেশিক্ষণ দিতে পারলো না। পরক্ষণেই অপমানজনক একটা চিন্তা তার মাথায় এলো, 'এ যেন লিডিয়া আমাকে কিছু ভিক্ষা দিয়ে গেলো, শুধু ভিক্ষা......'

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

ষোলো

নিজের ঘরে গিয়ে ক্লিম তালা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লো। সান্ধ্য চা পর্যন্ত আর উঠলো না। তারপর যখন সন্ধ্যায় খাবার ঘরে এলো, দেখলো, সেখানে মাদাম স্পাইভাক প্রহরীর মতো পায়চারি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রসবের পর তন্বী ও মনোজ্ঞ হ'য়েছে দেহটা, স্তনদুটো হয়েছে আগের চেয়ে বড়ো। ক্লিমকে সে পুরাতন পরিচিত বন্ধুর মতো শান্ত স্নেহের সংগে অভ্যর্থনা করলো। আবিষ্কার করলো যে ক্লিম অনেক রোগা হয়ে গেছে। তারপর সে ভেরা পেত্রোভ্‌নার সংগে কথা বলতে শুরু করলো। ভেরা পেত্রোভ্‌না বসেছিল সামোভারের পাশে। এলিজাভেটা বললো, 'মাত্র হয়েছে সতেরো জন মেয়ে আর ন জন ছেলে। অথচ আমাদের চাই তিরিশ জন ছাত্র।......'

এলিজাভেটার কাঁধ থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত বাহুময় নেমে এসেছে প্রবাল রঙের ফিন্‌ফিনে কাপড়। এই কাপড়ের ভেতর দিয়ে তার হাতের চামড়া অত্যন্ত চিকণ ও তেলতেলে লাগে। লিডিয়ার চেয়ে সে অনেক সুন্দর; এলিজাভেটার সংগে লিডিয়ার তুলনাই হয় না। ব্যাপারটা ক্লিমকে বিরক্ত ক'রে তুললো। আর বিরক্ত করলো তার কথাগুলোর পাণ্ডিত ব্যবসাদারি ভংগীটা। ভেরা পেত্রোভ্‌নার চেয়ে সে প্রায় পনেরো বছরের ছোট, অথচ সে এমন ভাবে কথা বলছে সেই যেন বয়সে বড়ো।

ক্লিমকে তার মা যখন জিজ্ঞাসা করলো, ভারাবকা তাকে খবরের কাগজে সাহিত্য-সমালোচনা বিভাগের সম্পাদনার ভার দিয়েছে কিনা, ক্লিমের বক্তব্যটা বলার আগেই মাদাম স্পাইভাক অবিলম্বে শুরু ক'রে দিলো, 'মনে পড়ে? ওটা আমারই মতলব ছিল। এ কাজের জন্যে যা প্রয়োজন, তা সবই আপনার আছে। সমালোচকের দৃষ্টি, সেই সংগে বিচারবুদ্ধি ও মার্জিত রুচি, সতর্ক সংযম।'

এলিজাভেটা কথাগুলি স্নেহ-মিশ্রিত গুরুত্বের সংগেই বললো, অথচ ক্লিম কল্পনা করলো, ওর শব্দগুলোর মধ্যে একটা বিদ্রূপের আভাস যেন সে

পেয়েছে।

ক্লিমের মা ও মাথা নেড়ে, জিভের আগা দিয়ে তার মাংস-পুঞ্জিত ঠোঁট-দুটোকে একবার চেটে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা ঠিক।'

ক্লিম মাদাম স্পাইভাকের পুনর্যৌবন-প্রাপ্ত মুখখানাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে দেখতে লাগলো, ভাবলো, এ মেয়েটা আমার কাছে কী চায়? আর মা-ই বা এর এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'য়ে উঠেছে কেন?

অকস্মাৎ জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্যালোকের একটা সুবর্ণ স্রোত ব'য়ে এলো। মাদাম স্পাইভাক তার মাথাটাকে পেছনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে নীরবে হাসতে লাগলো। লিডিয়ার পিয়ানো বাজানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। জানলার বাইরে ধোঁয়াটে লাল মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্লিম চুপ ক'রে রইলো। সবই যেন তার কাছে অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট লাগছে, শুধু একটি জিনিষ ছাড়া। আর সেটি হোলো লিডিয়াকে বিয়ে করা তার প্রয়োজন।

কিন্তু এই বিবাহের সিন্ধান্তটার মধ্যে কোথায় যেন একটা বাধা-সংকোচের ছোঁয়া র'য়ে গেছে, এটুকু অনুভব ক'রে ক্লিম অকস্মাৎ নিজের মনে ব'লে উঠল, 'মনে হচ্চে, জিনিষটা অত্যন্ত তাড়াহুড়ায় হ'য়ে গেলো। সে এক রকম বললো, 'না, এ আমার ভুল।'

লিডিয়া চা খেতে এলো না, রাত্রিরে খেতেও না। দু দুদিন ক্লিম তার নিজের ঘরে ব'সে রইলো, প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যাশা করতে লাগলো, এই বুঝি লিডিয়া ওর কাছে এসে পৌঁছলো বা ওকে ডেকে পাঠালো। স্বেচ্ছায় তার কাছে যাবার সংকল্পও ক্লিম করতে পারলো না। না যাবার মতো একটা অজুহাত-ও ছিল। লিডিয়া জানিয়ে দিয়েছে, তার শরীর খারাপ, তাই তার চা ও খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্লিমের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'সম্ভবত, লিডিয়ার এই অসুস্থতাটা তার স্বাভাবিক নর-বিদ্বেষ মাত্র। আজকালের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আমি অদ্ভুত একটা বস্তু লক্ষ্য করছি। আমরা যখন ছোটো ছিলাম, তখন আমাদের জীবনের ধারা ছিল এর চেয়ে অনেক সহজ, হাসিখুসী। আমাদের মধ্যে যারা বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল, তারা দিয়েছিল কবিতা নিয়ে,

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

অংক নিয়ে নয়......'

ভারাবকা বলে উঠলো, 'কিন্তু তাতে দোষ কোথা? অংক তো কবিতার চেয়ে খাটো নয়। ছড়া কেটে একটা এ'দো পুকুরও সাফ করা যায় না।'

তারপর ভারাবকা মদের গেলাশে একটা চুমুক দিয়ে মুখখানা কু'চকালো; একটু কুলকচা ক'রে মদটা গিলে ফেলে একটু ভেবে বললো, 'তবে আজকালের ছেলে-মেয়েরা সত্যি যেন কেমন। ক্লিম, বাড়ির ওই বগলে, যেখানে গাইয়েরা থাকেন, ওখানে তোমার এক বন্ধু আসে। কি যেন নামটা?'

'ইনকভ।'

'হ্যাঁ, ইনকভ। অদ্ভুত ছোকরা। এ ধরণের মানুষ আমি জীবনে দুটি দেখিনি। ও ভাবে, পৃথিবীর সবাই, সব কিছু ওর কাছে অজানা, অপরিচিত। এ পৃথিবীতে ও যেন একজন প্রবাসী।'

ভারাবকার চোখদুটো ধারালো চটুল হাসিতে চকচক করতে লাগলো। সে ক্লিমের পানে সন্ধানী দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আর তুমি—তোমারও কি নিজেকে প্রবাসী মনে হয় না?'

ঠিক এই মুহূর্তে লিডিয়া এসে পে'ছিলো। পরণে অদ্ভুত ধরণের ছোটো হলদে পোশাক। গেব্রিয়েল রসেটির ছবিতে মেয়েদের পরিচ্ছদের কথা মনে পড়লো ক্লিমের।

অস্বাভাবিকভাব সজীব লাগলো লিডিয়ার মানসিক অবস্থাটা। নিজের অসুস্থতা সম্বন্ধে একটু রংগ রসিকতা ক'রে সে তার বাবার গা ঘে'সে গিয়ে বসলো, অত্যন্ত ইচ্ছার সংগে ভেরা পেত্রোভ্‌নাকে জানালো, ঐ ছোটো পোশাকটা আলেনা তার জন্যে প্যারি থেকে পাঠিয়েছে। লিডিয়ার এই প্রফুল্লতাটা ক্লিমকে সন্দিগ্ধ ক'রে দিলো। যে থমথমে মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে গত দুটি দিন ক্লিম কাটিয়েছে, সেই অবস্থাটাকে সে সুরক্ষিত করে তুললো। সে আশা করতে লাগলো, লিডিয়া এই বুঝি অস্বাভাবিক কিছু একটা কাজ ক'রে বসে, কিম্বা অস্বাভাবিক কোনো কথা ব'লে করে কিছু একটা কেলেংকারি। কিন্তু তার অভ্যাস মতো লিডিয়া ক্লিমের দিকে আদৌ মনোযোগ দিল না। কেবলমাত্র সি'ড়িতে উঠতে যাবার সময় ওর কানে কানে

চুপিচুপি ব'লে গেলো, 'দোরে খিল দিয়ো না।'

লিডিয়ার চুপিসারে এই কথাগুলি ক্লিমকে ভয় পাইয়ে দিলো। একথা স্বীকার করতে ক্লিমের লজ্জা করে। কিন্তু ক্লিম এমন ভয় পেয়ে গেছে যে তার পা দুটো কাঁপছে, সে যেন একটি ঘুসি খেয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে এসেছে। ক্লিম বুঝলো, আজ রাত্রিতে লিডিয়া ও তার মধ্যে নাটকীয় কিছু একটা ঘটবে, ক্লিমের কাছে যা মৃত্যুর মতো কঠিন। এই নিশ্চয়তা নিয়ে ক্লিম নিজের ঘরে ফিরলো; ঘর নয় যেন কারাগার, বিচারে তার দণ্ডাদেশ হয়েছে।

ওকে দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষায় রাখলো লিডিয়া, এক রকম ভোর পর্যন্ত। গোড়ার দিকে রাত্রিতে আলো ছিল, কিন্তু ছিল গুমট; খোলা জানলার পথে বাগান থেকে এসেছিল মাটির, ঘাসের ও ফুলের ভেজা গন্ধ। কিন্তু তারপর চাঁদ অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, বাতাস আরো ভেজা হ'য়ে উঠলো, কালো নীল রঙের নোংরা অজস্র দাগ যেন ফুটে উঠলো বাতাসের গায়ে গায়ে। আধো-পোশাক-পরা অবস্থায় ক্লিম সামঘিন জানলার পাশে ব'সে আছে, কান পেতে শুনছে বাইরের নিঃস্পন্দতা। মাঝে মাঝে রাত্রির দুর্বোধ্য শব্দে শিউরে উঠছে। কয়েক বার সে নিজেকে ভরসার সংগে জানালো, 'না, সে আসবে না। মতলব বদলেছে।'

কিন্তু লিডিয়া এলো। যখন দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেলো এবং একটি শাদা ধবধবে মূর্তি এসে দাঁড়ালো চৌকাঠের ওপর, তখন ক্লিম উঠে ওর দিকে এগিয়ে গেলো। ক্লিমের কানে এলো লিডিয়ার রুদ্ধ চাপা কণ্ঠস্বর, 'আঃ! করো কী! জানলা বন্ধ করো!'

সমস্ত ঘরখানা সূচিভেদ্য অন্ধকারে ভ'রে গেলো। এই অন্ধকারে অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো লিডিয়া। ক্লিম দুই হাত বাড়িয়ে ওকে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু ওর নাগাল পেলো না, অবশেষে একটা দেশলাইএর কাঠি জ্বালালো।

'না! আলো কেন? আলোর দরকার নেই!' ক্লিমের কানে এলো।

ক্লিম পলকের জন্যে দেখলো, লিডিয়া বিছানার ওপর ব'সে তাড়াতাড়ি নিজের পোশাক খুলে ফেলছে। ক্লিম লিডিয়ার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে ওর পায়ের কাছে ব'সে পড়লো। লিডিয়া ফিসফিসিয়ে বললো, 'এসো। তাড়াতাড়ি!'

অন্ধকারে অদৃশ্য লিডিয়া হ'য়ে উঠেছে নির্লজ্জ, পাগল। সে ক্লিমের কাঁধে কামড়ে দিলো; কাতর হ'য়ে উঠলো, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'আমি চাই অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা!—'

যে কোনো অভিজ্ঞ মেয়ের মতোই প্রবলভাবে লিডিয়া উত্তেজিত ক'রে তুললো ক্লিমকে। যন্ত্রের মতো নিপুণ মার্গেরিটার চেয়ে প্রাণ-চাঞ্চল্য তার অনেক বেশি; অনেক অধীর, অনেক অতৃপ্ত সে; ক্ষুধিত দুর্বল নেখায়েভার চেয়ে সে অনেক উদ্দাম। মাঝে মাঝে ক্লিমের মনে হোলো, যে কোনো মুহূর্তে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে, যে কোনো মুহূর্তে তার হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে। একবার মনে হোলো লিডিয়া বুঝি কাঁদছে। তার অস্বাভাবিক উত্তপ্ত দেহটা যেন উদ্গত নিঃশব্দ কান্নায় কাঁপছে থর থর ক'রে।

লিডিয়া কখন বিদায় নিয়েছিল ক্লিমের মনে পড়ে না। সে মড়ার মতন ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরদিন সারাক্ষণ ক্লিম যেন একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটালো। যা ঘটেছিল, সে যেন বিশ্বাস করছে, বিশ্বাস করছে না। একটি জিনিষ মাত্র সে বুঝেছে, ঐ দিন রাত্রিতে সে যা অনুভব করেছে, তার জীবনে সে আর কোনোদিন তা অনুভব করে নি। কিন্তু তবু এ তা নয়, যা সে এতোদিন কল্পনা ক'রেছিল, এতোকাল প্রতিদিন প্রতীক্ষা ক'রে এসেছিল। কিন্তু এমনিভাবে আরো কয়েকটি উদ্দাম রাত্রি কাটাবার পর এ ধারণাটা ক্লিমের মধ্যে লয় পেয়ে গেলো।

ক্লিমের বুকের মধ্যে এসে-ও লিডিয়া তার আত্মচেতনাটা মুহূর্তের জন্যে হারায় নি। নেখায়েভার মতো আনন্দের, আদর-সোহাগের কথা-ও সে কিছু বলে নি। মার্গেরিটার মধ্যে যে সশব্দ সস্নেহ কৃতজ্ঞতা ছিল, তাও নেই লিডিয়ার মধ্যে। লিডিয়া ভালোবাসার কাজ করে চোখ বুজে, অক্লান্ত ভাবে; কিন্তু তাতে আনন্দ থাকে না, থাকে ভ্রূকুটি। একটা ক্রুদ্ধ রেখা কপালটাকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে দেয়। সে ঠোঁট দুটোকে শক্ত ক'রে রাখে, পাশের দিকে

মুখ ফিরিয়ে চুমু এড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে যখন লিডিয়া তার টানা-টানা চোখের পাতাগুলো খোলে, ক্লিম তার ধূসর দুটি চোখে দেখে বিরক্তিকর একটা দ্যুতি। লিডিয়ার এই ভাবগুলো আর ক্লিমকে লজ্জিত, সংকুচিত করে না, প্রতিবারে তার বাসনার বহ্নিকে আরো, আরো জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু ক্লিমকে সব চেয়ে বেশি বিব্রত, বিরক্ত করে লিডিয়ার অবিরাম প্রশ্নগুলো। অবশেষে এই প্রশ্নগুলোর ছেলেমানুষি দেখে ক্লিমের মজাই লাগে। ক্লিম মৃদু হাসে, তার মনে পড়ে মধ্যযুগের অমার্জিত নীরস উপন্যাসগুলোর কথা। কিন্তু ক্রমেই দেখা যায়, লিডিয়ার এই ছেলেমানুষিটা সিনিক্যাল হ'য়ে উঠছে। ক্লিম অনুভব ক'রে, লিডিয়ার কথাগুলোর পেছনে রয়েছে কিছু সন্ধান করার, আন্দাজ করার, দুর্বার একটা ইচ্ছা। আর এমন একটা জিনিষ সে জানতে চায়, যা ক্লিমের কাছে অপরিজ্ঞাত, যে সম্বন্ধে ক্লিমের কোনো কৌতূহল নেই। ক্লিম মাঝে মাঝে ভাবে লিডিয়ার এই ছেলেমানুষিটা ফরাসী উপন্যাস পড়ার ফলে ঘটেছে, শীঘ্রই এটা সে ছেড়ে ফেলবে এবং শান্ত হবে। কিন্তু লিডিয়া ছাড়ে না; সে ক্লিমের চোখের পানে ধারালো চোখে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করে, 'তোমার কী মনে হয়? এমনিভাবে অনুভব করার ইচ্ছাকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না—তাই না কি?'

ক্লিম পরামর্শ দেয়, 'ভালোবাসার সময় বক্তৃতাটা বাদ দেওয়া দরকার।'

'কারণ, যাতে না মিথ্যা বলার দরকার হয়?' লিডিয়া প্রশ্ন করে।

'নীরব থাকাটা মিথ্যা বলা নয়।'

'তবে, নিশ্চয় ভীরুতা।' লিডিয়া ফের নতুন ক'রে প্রশ্ন করে, 'তুমি যখন আনন্দ পাও, তখন কি তুমি আমাকে কোনো বিশেষ ভাবে বুঝতে পারো? ধরো, আমার সম্বন্ধে তোমার মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়?'

'নিশ্চয়।' ক্লিম জবাব দিলো। কিন্তু পরে তাকে অনুতাপ করতে হোলো, কারণ লিডিয়া ফের প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু কেমন পরিবর্তন? এলো কি ভাবে?'

ক্লিম এই প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব দিলো না। অনুভব করলো, উত্তর

ক্লিম পলকের জন্যে দেখলো, লিডিয়া বিছানার ওপর ব'সে তাড়াতাড়ি নিজের পোশাক খুলে ফেলছে। ক্লিম লিডিয়ার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে ওর পায়ের কাছে ব'সে পড়লো। লিডিয়া ফিসফিসিয়ে বললো, 'এসো। তাড়াতাড়ি!'

অন্ধকারে অদৃশ্য লিডিয়া হ'য়ে উঠেছে নির্লজ্জ, পাগল। সে ক্লিমের কাঁধে কামড়ে দিলো; কাতর হ'য়ে উঠলো, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'আমি চাই অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা!—'

যে কোনো অভিজ্ঞ মেয়ের মতোই প্রবলভাবে লিডিয়া উত্তেজিত ক'রে তুললো ক্লিমকে। যন্ত্রের মতো নিপুণ মার্গেরিটার চেয়ে প্রাণ-চাঞ্চল্য তার অনেক বেশি; অনেক অধীর, অনেক অতৃপ্ত সে; ক্ষুধিত দুর্বল নেখায়েভার চেয়ে সে অনেক উদ্দাম। মাঝে মাঝে ক্লিমের মনে হোলো, যে কোনো মুহূর্তে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে, যে কোনো মুহূর্তে তার হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে। একবার মনে হোলো লিডিয়া বুঝি কাঁদছে। তার অস্বাভাবিক উত্তপ্ত দেহটা যেন উদ্গত নিঃশব্দ কান্নায় কাঁপছে থর থর ক'রে।

লিডিয়া কখন বিদায় নিয়েছিল ক্লিমের মনে পড়ে না। সে মড়ার মতন ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরদিন সারাক্ষণ ক্লিম যেন একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটালো। যা ঘটেছিল, সে যেন বিশ্বাস করছে, বিশ্বাস করছে না। একটি জিনিষ মাত্র সে বুঝেছে, ঐ দিন রাত্রিতে সে যা অনুভব করেছে, তার জীবনে সে আর কোনোদিন তা অনুভব করে নি। কিন্তু তবু এ তা নয়, যা সে এতোদিন কল্পনা ক'রেছিল, এতোকাল প্রতিদিন প্রতীক্ষা ক'রে এসেছিল। কিন্তু এমনিভাবে আরো কয়েকটি উদ্দাম রাত্রি কাটাবার পর এ ধারণাটা ক্লিমের মধ্যে লয় পেয়ে গেলো।

ক্লিমের বুকের মধ্যে এসে-ও লিডিয়া তার আত্মচেতনাটা মুহূর্তের জন্যে হারায় নি। নেখায়েভার মতো আনন্দের, আদর-সোহাগের কথা-ও সে কিছু বলে নি। মার্গেরিটার মধ্যে যে সশব্দ সস্নেহ কৃতজ্ঞতা ছিল, তাও নেই লিডিয়ার মধ্যে। লিডিয়া ভালোবাসার কাজ করে চোখ বুজে, অক্লান্ত ভাবে; কিন্তু তাতে আনন্দ থাকে না, থাকে ভ্রূকুটি। একটা ক্রুদ্ধ রেখা কপালটাকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে দেয়। সে ঠোঁট দুটোকে শক্ত ক'রে রাখে, পাশের দিকে

মুখ ফিরিয়ে চুমু এড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে যখন লিডিয়া তার টানা-টানা চোখের পাতাগুলো খোলে, ক্লিম তার ধূসর দুটি চোখে দেখে বিরক্তিকর একটা দ্যুতি। লিডিয়ার এই ভাবগুলো আর ক্লিমকে লজ্জিত, সংকুচিত করে না, প্রতিবারে তার বাসনার বহ্নিকে আরো, আরো জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু ক্লিমকে সব চেয়ে বেশি বিব্রত, বিরক্ত করে লিডিয়ার অবিরাম প্রশ্নগুলো। অবশেষে এই প্রশ্নগুলোর ছেলেমানুষি দেখে ক্লিমের মজাই লাগে। ক্লিম মৃদু হাসে, তার মনে পড়ে মধ্যযুগের অমার্জিত নীরস উপন্যাসগুলোর কথা। কিন্তু ক্রমেই দেখা যায়, লিডিয়ার এই ছেলেমানুষিটা সিনিক্যাল হ'য়ে উঠছে। ক্লিম অনুভব ক'রে, লিডিয়ার কথাগুলোর পেছনে রয়েছে কিছু সন্ধান করার, আন্দাজ করার, দুর্বার একটা ইচ্ছা। আর এমন একটা জিনিষ সে জানতে চায়, যা ক্লিমের কাছে অপরিজ্ঞাত, যে সম্বন্ধে ক্লিমের কোনো কৌতূহল নেই। ক্লিম মাঝে মাঝে ভাবে লিডিয়ার এই ছেলেমানুষিটা ফরাসী উপন্যাস পড়ার ফলে ঘটেছে, শীঘ্রই এটা সে ছেড়ে ফেলবে এবং শান্ত হবে। কিন্তু লিডিয়া ছাড়ে না; সে ক্লিমের চোখের পানে ধারালো চোখে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করে, 'তোমার কী মনে হয়? এমনিভাবে অনুভব করার ইচ্ছাকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না—তাই না কি?'

ক্লিম পরামর্শ দেয়, 'ভালোবাসার সময় বক্তৃতাটা বাদ দেওয়া দরকার।'

'কারণ, যাতে না মিথ্যা বলার দরকার হয়?' লিডিয়া প্রশ্ন করে।

'নীরব থাকাটা মিথ্যা বলা নয়।'

'তবে, নিশ্চয় ভীরুতা।' লিডিয়া ফের নতুন ক'রে প্রশ্ন করে, 'তুমি যখন আনন্দ পাও, তখন কি তুমি আমাকে কোনো বিশেষ ভাবে বুঝতে পারো? ধরো, আমার সম্বন্ধে তোমার মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়?'

'নিশ্চয়।' ক্লিম জবাব দিলো। কিন্তু পরে তাকে অনুতাপ করতে হোলো, কারণ লিডিয়া ফের প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু কেমন পরিবর্তন? এলো কি ভাবে?'

ক্লিম এই প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব দিলো না। অনুভব করলো, উত্তর

দেওয়ার এই অক্ষমতাটা তাকে লিডিয়ার চোখে খাঁটো ক'রে দিচ্ছে। ক্লিম বিরক্ত হ'য়ে বললো, 'দয়া ক'রে একটু চুপ করো। এ সমস্ত প্রশ্ন অবান্তর—ছেলেমানুষি মাত্র।'

'তাতে কি? একদিন তুমি আর আমি, আমরা দুজনেই তো ছেলেমানুষ ছিলাম?'

ক্লিম লক্ষ্য করেছে, একদা যে ধরণের নিষ্ফল দার্শনিক চিন্তাগুলো তাকে পীড়িত ক'রে তুলতো, সেই ধরণের চিন্তা লিডিয়ার মধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছে। তার একটা অর্ধ মূর্ছিত অবস্থা আসে মাঝে মাঝে। তখন নিশ্চল নিঃসাড় হ'য়ে সে বিছানায় প'ড়ে থাকে, এক মিনিট, দু মিনিট, পাঁচ মিনিট। এই মুহূর্তগুলিতে ক্লিমের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, লিডিয়া স্বাভাবিক নয়। লিডিয়ার উন্মত্ত ভাবটা তার আলাপ-আলোচনার পরই ঘটে। সে পাগলের মতো আদর সোহাগ করতে থাকে। এমন কি মাঝে মাঝে ক্লিমের মনে হয়, লিডিয়া এতে নিজের ওপর অত্যাচারও করে, নিজেকে অসহ্য যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু উন্মাদনার ভাবটা কেটে গেলে, ক্লিম দেখে, লিডিয়া ওর দিকে তাকায়, যেন শত্রুতার সংগে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। তার চোখের পাতার ফাঁকে ফাঁকে খেলে যায় রোষের স্ফুলিংগ। তখন এই স্ফুলিংগগুলিকে নির্বাপিত করার আশায় ক্লিম নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে-ও তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে, ওর মধ্যে লিডিয়াকে যন্ত্রণা দেওয়ার একটা বাসনা যেন তীব্র হ'য়ে ওঠে, ইচ্ছা করে, এই রুষ্ট স্ফুলিংগগুলির প্রতিশোধ নেয় সে। কখনো ক্লিমের মনে হয়, লিডিয়া অদেহিনী, অচিন্তনীয়া। পরে এ কথাটা স্মরণ ক'রে ক্লিমের বিশ্রী লাগে। ক্লিম ভাবতে সুরু করেছে, বিশেষ ক'রে এই মেয়েটি—যার সংগে এক সুগভীর ঐকান্তিক বন্ধুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে সে গড়তে চেয়েছে, চাইছে বিশেষ একটি সম্পর্ক, বিশেষ ক'রে এবং কেবলমাত্র এই মেয়েটিই—তাকে সাহায্য করবে তার আত্মসন্ধানে, তাকে হাত ধ'রে দাঁড়াতে এই কঠিন মাটির বুকে, আপনার পায়ে ভর ক'রে। লিডিয়ার দুর্বোধ্য প্রহেলিকাময় এই প্রেম তো সে চায় নি, সে চেয়ে এসেছে তার বন্ধুত্ব। কিন্তু

এখানেও সে প্রতারিত হয়েছে। সে কী অনুভব করছে, সে কি ভাবছে, এ সম্বন্ধে লিডিয়ার মধ্যে ব্যগ্র কৌতূহল জাগাবার জন্যে যাতোবারই সে চেষ্টা করেছে, প্রতিবারেই সে পেয়েছে নিঃশব্দ প্রতিবাদ, কখনো বা, বিদ্রূপ। ক্লিমের মনে হয়, নিজের চোখেই এই রুষ্ট স্ফুলিংগ ও বিদ্রূপগুলোকে নিজেও ভয় করে লিডিয়া। যখনই ক্লিম ঘরে আলো জ্বালে, সংগে সংগে লিডিয়ার প্রতিবাদ আসে।

'নেবাও!'

তারপর অন্ধকারে লিডিয়ার চাপা অস্ফুট কণ্ঠস্বর কানে আসে, 'শুধু এই? সব মানুষের এই একই ব্যাপার? কি কবি, কি গাড়োয়ান, কি কুকুর—সবার?'

ক্লিম বলে, 'শোনো। তুমি ক্ষয়িষ্ণু। তোমার পক্ষে এ সমস্তই অস্বাস্থ্যকর। "বিজন নিশীথের প্রার্থনা" কবিতাটা তোমার মনে পড়ে?'

ক্লিম আবৃত্তি করলো। প্রতিবাদ জানালো লিডিয়া, 'কিন্তু ক্লিম, শুধু এ নিয়েই তুমি তৃপ্ত হবে, তা কখনো হ'তে পারে না। এ-ও কি সম্ভব যে, এই জন্যেই রোমিও-রা, ওয়ের্দার-রা, আবেলার্দ-রা, মামন-রা, সবাই মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিয়েছিল?'

বিরক্ত হ'য়ে উঠলো ক্লিম। 'না, আমি রোমাণ্টিক নই। আর তুমি অসুস্থ...'

'অর্থাৎ, আমার জন্যে তোমার করুণা হচ্চে? আমার মধ্যে কিছুর একটা অভাব আছে, এই তো? আমার মধ্যে কি নেই, সে-টা আমায় বুঝিয়ে বলো তো?'

'ভালোবাসার সহজ ভাবটা।' ক্লিম আর কোনো জবাব খুঁজে পেলো না।

'ভালোবাসার যে সহজ ভাবটা বেড়ালের মধ্যে দেখা যায়?'

ক্লিম বলার মতো সাহস পেলো না, 'বেড়ালের মধ্যে যা আছে, সেটা তোমার মধ্যে আছে অত্যন্ত বেশী।'

একদিন অন্ধকারে লিডিয়া প্রশ্ন ক'রে বসলো, ক্লিম তার জীবনে প্রথম মেয়েটিকে পেয়ে কী অনুভব করেছিল। ক্লিম জবাব দিল, 'ভয়। আর

—লজ্জা। তুমি?'

'যন্ত্রণা,—ঘৃণা আর বিরক্তি।' লিডিয়া সংগে সংগেই জবাব দিলো, 'কিন্তু যে-বার স্বেচ্ছায় আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, সে বার পেয়েছিলাম ভয়।'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো লিডিয়া, তারপর ক্লিমের পাশ থেকে একটু স'রে ব'সে বললো, 'শুধু ভয় নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি। সে যেন ছিল মৃত্যু। সম্ভবত মানুষ তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ঠিক এমনটি অনুভব করে। তখন না থাকে যন্ত্রণা, না থাকে বেদনা, শুধু থাকে তলিয়ে যাবার অনুভূতি! সে যেন কোনো অজ্ঞাতের, অনধিগম্যের, মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া।'

নতুন ক'রে আবার খানিকটা স্তব্ধতা। তারপর ফিসফিস ক'রে লিডিয়া ফের বলে, 'একটা সময় এমনটিও মনে হয়েছিল, আমার মধ্যে কী যেন ম'রে গেলো, কি যেন লয় পেলো। কী যেন আশা। জানি না—কিসের। তারপর এলো নিজের ওপর অশ্রদ্ধা, নিষ্করুণ ঘৃণা। হ্যাঁ—ঘৃণা। তাই আমি কেঁদে ফেলেছিলুম—তোমার মনে পড়ে?'

লিডিয়ার মুখখানা ক্লিম দেখতে পেলো না ব'লে দুঃখিত হোলো, দীর্ঘক্ষণ নীরব রইলো। কারণ, নির্বোধের মতো হবে না, এমন কোনো কথা সে হঠাৎ খুঁজে পেলো না। তারপর বললো, 'তোমার বেলায় এটা ভালোবাসা নয়; ভালোবাসার সন্ধান।'

চকিতে নিতান্ত বিনীতের মতো ফিসফিসিয়ে বললো লিডিয়া, 'আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরো। আরো, আরো জোরে!'

পরবর্তী কয়েকদিন লিডিয়া অত্যন্ত বিনীত ব্যবহার করতে লাগলো। কোনো প্রশ্ন করলো না। এমন কি মনে হোলো তার আদর সোহাগের মধ্যেও একটা সংযত ভাব এসেছে। কিন্তু আবার একদিন অন্ধকারে লিডিয়ার উত্তপ্ত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ক্লিমের কানে এলো, 'কিন্তু এখন তুমিই বলো, শুধু এই তো মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়!'

ক্লিমের বলতে ইচ্ছা করলো, 'তবে—তবে তুমি কি চাও?'

কিন্তু নিজের বিরক্তিটাকে দমন ক'রে ক্লিম কিছুই বললো না।

ক্লিমের মনে হোলো, 'এ-ই' তার পক্ষে যথেষ্ট, এবং সবই ভালোয় ভালোয়

চলবে, যদি লিডিয়া কেবল চুপটি ক'রে থাকে। আদর সোহাগ করায় লিডিয়ার ক্লান্তি নেই। ক্লিম নিজের এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ জীবনে শক্তি আবিষ্কার ক'রে বিস্মিত হ'য়ে যায়। বোঝে, তাকে তার এই শক্তি এনে দিয়েছে লিডিয়া, তার অদ্ভুত উত্তপ্ত অক্লান্ত দেহ। নিজের দেহের সইবার ক্ষমতা দেখে গৌরব বোধ করতে আরম্ভ করছে ক্লিম, ভাবছে, এই রাত্রিগুলির বিবরণ সে যদি মারাকুয়েভকে বলে, তবে সে ওকে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে না। ক্লিমকে পরি-পূর্ণরূপে গ্রাস ক'রে ফেলেছে এই রাত্রিগুলি। উন্মাদ সশব্দ লিডিয়াকে পোষ মানিয়ে তাকে সহজ ও সাধারণ ক'রে তোলার একটা ইচ্ছা ক্লিমকে পেয়ে বসেছে। তাই লিডিয়া ছাড়া আর কোনো কথা সে ভাবতে পারে না। সমস্ত মনে-প্রাণে শুধু একটি জিনিষ সে কামনা করে, লিডিয়ার খাপছাড়া প্রশ্নগুলিকে একটি বার বিরাম মানাতে। এই মধুযামিনীগুলিকে সে প্রশ্নের বিষে যদি তিক্ত ঝাঁঝালো না ক'রে তুলতো!

কিন্তু পোষ সে মানে না। যদিও তার চোখের জ্বালাময়ী দ্যুতিটা ক্রমেই ক'মে আসছে। আর, এখন তার প্রশ্নে আগের সেই দাবী বা চাহিদা-ও নেই; সেগুলি যেন তার মানসিক অবস্থার সংকেত মাত্র। ব্যাপারটা আত্মপ্রকাশ করলো আচমকা। একদিন মাঝ রাত্রিতে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে লিডিয়া জানলার কাছে ছুটে গেলো। তারপর জানলা-টা খুলে দিয়ে জানলার চৌকাঠের ওপর অর্ধ-উলংগ অবস্থায় ব'সে রইলো। ওকে সতর্ক ক'রে দিলো ক্লিম, 'ঠাণ্ডা লাগবে, বাইরে হিম পড়ছে।'

এক রকম চেঁচিয়েই জবাব দিলো লিডিয়া, 'দম আটকে আসে। চারিদিক কী চুপচাপ; এই ঘুমন্ত পৃথিবী, আকাশ। আমার মনে হয়, আমি যেন কোনো গভীর গহ্বরে এসে পড়েছি কোনো অন্ধকারময় গুহায়।'

'এই রে!—ও বুঝি এখন ভাবছে, ও কোনো শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা।'

ক্লিম মনে মনে ভাবলো।

ক্লিমের অস্বস্তি লাগছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, বিশ্রী রকমের গুরুতর ব্যাপার একটা কিছু ঘটবে। মাঝে মাঝে ভয়ে ওর মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে,

লিডিয়া হয়তো শীঘ্রই ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে, বিরক্তি ও ঘৃণায় ওকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবে। আবার কখনো কখনো এ-ই ও নিজেই চায়। ক্লিম লক্ষ্য করলো, এই প্রথমবার নয়, লিডিয়ার সম্মুখে তার সলজ্জ ভীরু ভাবটা আবার ফিরে আসছে। আর, এ-ও সে লক্ষ্য করলো, এই ভীরু ভাবটা দেখা-দেওয়ার পরক্ষণেই সে খাপছাড়াভাবে লিডিয়ার প্রতিবাদ ক'রে উঠতে চায়; এ যেন লিডিয়ার সম্মুখে নিজের লজ্জিত ভীরুতার ওপর তার প্রতিশোধ। ক্লিমের মনে হোলো, ওর মস্তিষ্কটা যেন দিনে দিনে ঊষর হ'য়ে উঠছে, ওর চারিদিকে কী ঘটছে, ও তা ভালো ক'রে বুঝতে পারছে না। আর ভারাব্‌কা অক্লান্তভাবে যা ঘটাচ্ছে, তার অর্থ উপলব্ধি করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার-ও নয়। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্লিমের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন সব লোকে খাবার ঘরখানা ভ'রে যায়, আর ভারাব্‌কা তার বেঁটে হাত দুখানিকে নেড়ে, আধা-পাকা দাড়ি নিয়ে খেলা করতে করতে ঘোষণা করেঃ

'তাঁতীদের ধর্মঘটে উইটের হস্তক্ষেপ করাটা অত্যন্ত বোকামি হয়েছে। তার ফলেই এই ধর্মঘটটা এমন রাজনীতিক রূপ পেয়ে গেলো। গভর্ণমেণ্ট যেন শ্রমিকদের মধ্যে এই ধারণা-টা দৃঢ় ক'রে দিতে চাইছে যে, শ্রেণীসংগ্রাম একটা সত্যিকার ব্যাপার,—এটা সমাজতন্ত্রীদের উদ্ভাবন নয়। বুঝলেন?'

সম্পাদক নীরবে স্বীকারার্থকভাবে তাঁর মসৃণ মুণ্ড-টি নাড়লেন। কিন্তু ভেলভেটের জ্যাকেট-পরা এক ভদ্রলোক নিচু গলায় প্রতিবাদ জানালেন। ভদ্রলোকের গলায় সুদৃশ্য উইঞ্জার টাই; জ্বরভাবাপন্ন লালচে মুখের ওপর কাঠ-ঠুকরে পাখীর মতন খাড়া একটি নাক। তিনি বললেন, 'শ্রেণী-সংগ্রাম একটা স্বপ্ন নয়। এক জনের যদি একখানা বাড়ি থাকে, তবে অপরজনের ক্ষয়রোগ ছাড়া আর কিছু থাকে না।'

ক্লিমের সংগে যখন তাঁর পরিচয় ক'রে দেওয়া হোলো, তখন তিনি ঘর্মাক্ত একখানা হাত বাড়িয়ে দিলেন। ক্লিমের মুখের ওপর তাঁর জ্বরভাবাপন্ন চোখ দুটো তুলে বললেন, 'নারাকভ—রবিনসন্। আমার নাম শোনেন নি?'

লোকটি চঞ্চল, অশান্ত। কেবলই এখান থেকে ওখানে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন, যেন কিসের তাড়নায় মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি করছেন, কখনো গোঁফ পাকিয়ে গুঁজে

দিচ্ছেন ঠোঁটের মধ্যে। চোখ বুজে মুখের চামড়াটাকে কণ্ঠের সংগে কুঁচকে প্রকাশ করছেন বিদ্রুপাত্মক একটা হাসি; নাসারন্ধ্র দুটো ঘন ঘন সংকুচিত হ'চ্চে, যেন কোন দুর্গন্ধ নিরোধের উদ্দেশ্যে। ক্লিমের সংগে তাঁর দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, 'রবিনসনের' প্রবন্ধের জন্যে একটা খবরের কাগজ একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে এবং আর একটাকে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে তিন মাসের জন্যে। কতিপয় সংবাদ পত্রকে ধমক দেওয়া হ'য়েছে; এবং সমস্ত শহরে যেখানেই তিনি গিয়ে কাজ করেন, সর্বত্র-ই গভর্ণর-রা তাঁর পেছনে লেগে যায়।

'আমার এক বন্ধু, একজন স্ট্যাটিস্টিসিয়ান, তিনি সম্প্রতি টাইফয়েড রোগে জেলে মারা গেছেন—তিনি আমাকে নাম দিয়েছিলেন, "গভর্ণরের আতংক"।'

ভদ্রলোকটি কথাগুলি ঠাট্টা ক'রে বলছেন, কি সত্যি-সত্যি বলছেন, তা বোঝা বড়ো কঠিন। ক্লিম লোকটির মধ্যে একটা অস্বস্তিকর বস্তু-ও লক্ষ্য করেছে; লোকটি তার চোখের পাতার মধ্য দিয়ে সবাইকে খুঁটিয়ে দেখে, কতোকটা বিদ্রুপ ও কতোকটা বৈরিতার সংগে।

সংবাদপত্র প্রকাশের কারবারে ভারাব্কার অংশীদার, দুটি বাষ্পচালিত ময়দার কলের মালিক—পাভ্লিন সাভেলিয়েভিচ্ রাডিইভ। তিনি গেড়ে বসেছেন একটা চেয়ারে। বর্তুল-প্রমাণ মানুষ; মুখখানা তাতারের মতন দেখতে, পরিপাটি ক'রে ছাঁটা ছোটো একটি গোঁফের মধ্যে বসান; ফেঁপে-ওঠা বিরাট কপাল; তারই তলায় করুণামাখা বুদ্ধিচঞ্চল দুটি চোখ। স্পষ্টই বোঝা যায়, ভারাবকা তাঁকে সম্মান শ্রদ্ধা করে প্রচুর পরিমাণে; তাঁর তাতার মুখখানার দিকে তাকায় প্রশ্নে ও প্রত্যাশায়। রাজনীতিক সিনিসিস্মের প্রতি ভারাবকার অশ্রদ্ধার উত্তরে তিনি বললেন, 'ছারপোকার সৌভাগ্যটাই হোলো তার দুর্গন্ধে।'

এ-ই হোলো প্রথম বাক্য, যা ক্লিম রাডিইভের মুখ থেকে শুনলো। কথাগুলো ক্লিমকে আরো বেশী অবাক করলো, কারণ, এ-গুলো এমন অদ্ভুত ভাবে বলা হ'য়েছে যে, এই মিল-মালিকের মাংসল, গম্ভীর, ছোটো চেহারা

বা তার কঠিন তামাটে রঙের মুখখানার সংগে আদৌ খাপ খায় না। কণ্ঠস্বর দুর্বল, বৈচিত্র্যহীন।

বকতে তাঁর বড়ো ভালো লাগে; বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়, যে-কোনো বিষয়ে নিজের ভাষায় বেপরোয়া ব'কে তিনি নিজের ক্ষমতাটাকে প্রকাশ করতে চান। তিনি বললেন, 'টিমোফেই স্টেফানোভিচ, তুমি ঠিকই বলেছ, আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠছে। কিন্তু এ-নিয়ে রাগ ক'রে আমাদের কী কিছু লাভ আছে?'

তাঁর চকচকে চোখদুটো মৃদু হাসিতে নেচে উঠলো; তারপর সম্পাদকের দিকে ফিরে নিজের প্রশ্নের তিনি নিজেই জবাব দিলেনঃ

'সম্ভবত নেই। এখন, আমার মনে হয়, যারা হার্টজেন্‌স্‌ আর স্লাভোফিলদের বিশ্বাস করে, তাদের সংগে যারা হেগেল আর মার্ক্‌সে বিশ্বাস করে, তাদের এই সংঘর্ষটাকে সরকার আপনার কাজে লাগাবে।'

তিনি একবার গভীর নিশ্বাস নিলেন; তাঁর ক্ষুদ্র বুড়ো আঙুল দুটো দ্রুত ঘুরতে লাগলো। তিনি সম্পাদকের পানে তাকিয়ে ফের মৃদু হাসলেন, ব'লে চললেন, 'আর এ-টাই হোলো আধুনিক যুবক সমাজের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির প্রধান কারণ। কিন্তু আর একটা কারণ-ও লক্ষ্য করার মতো আছে। এক দল যুবক আছে, যারা কেবল জনসাধারণের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, যারা গভর্ণমেণ্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে-ও ভাবছে, যারা প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যে বিরাট সাইবেরিয়ান শড়কটা এগিয়ে গেছে, তার সম্বন্ধে-ও যুক্তিতর্ক করছে, যারা অন্যান্য ভালো ভালো ব্যাপার নিয়েও আলোচনা চালাচ্ছে।'

ভারাব্‌কা ও রাডিইভের মধ্যে একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রেছে ক্লিম। ভারাব্‌কার হাত দুটো শরীরের তুলনায় ছোটো, আর রাডিইভের পা দুটো।

ইনকভ রাডিইভ সম্বন্ধে বলেছিল, 'স্নান করার সময় লোকটাকে দেখে ভারি মজা লাগে। যখন ও ল্যাংটো হয়, তখন ওকে দেখায় কতোকটা সামভারের মতো।'

ইনকভ এই সবে মাত্র আবির্ভূত হ'য়েছে তুর্গাইন্‌স্কায়া অঞ্চলের কোথা-ও থেকে। সে ক্রাসনোভডস্ক গিয়েছিল; গিয়েছিল পারস্যে-ও। ছাই-রঙের

ক্যানভাসের পোশাকে কতোকটা পাগলের মতো দেখতে লাগে। সে বকের মতো পা ফেলে খাবার ঘরে হাঁটছে। রোদে পোড়া নাকের শাদা মরা মাস-গুলোকে নখ দিয়ে তুলতে তুলতে বেশ দৃঢ়তার সংগে বলছে, 'এই সব বাশাকির আর কালমুকরা, এরা এখন পৃথিবীর বোঝা হ'য়ে আছে অনর্থক। তারা না জানে কেমন ক'রে কাজ করতে হয় তা, না আছে তাদের কিছু শেখার ইচ্ছা। আর, এই ইরানীরা; এই জাতটা-ও নিজেদের সময়কে অতিক্রম ক'রে বেঁচে আছে।'

রাডিইভ স্নেহার্ত চোখে ইনকভের পানে তাকালেন; চিকণ ক'রে চিরুণী দেওয়া তাঁর চোখের ভুরু দুটো বারেক নড়ে উঠলো। ভারাব্‌কা ইনকভকে একটা খোঁচা দিলো, 'বেশ তো। কিন্তু ধরো, ব্যাপারটা যদি তোমার হাতে ছেড়ে দেওয়া হোতো, তবে ওদের কি ব্যবস্থা করতে তুমি? খুন করতে? না, না-খেতে দিয়ে মারতে?'

'ওরা শীতকালের পাতা।' ইনকভ আনুনাসিকভাবে জবাব দিলো ; যেন কথাগুলোর সংগে সে ঝেড়ে বের ক'রে দিলো মালভূমির তপ্ত খানিকটা ধুলো।

'ওরা শীতকালের পাতা।' এই লোকগুলিকে লক্ষ্য ক'রে ক্লিম মনে মনে আওড়ালো। ওরা সবাই ওর কাছে দুর্বোধ্য লাগে। ক্লিমের মনে হয়, কিছু একটা বস্তু যেন এই মানুষগুলিকে তাদের স্বাভাবিক স্থান থেকে বিচ্যুত ক'রে নিয়ে এসেছে। এদের স্পষ্ট ক'রে ক্লিমের বুঝতে হ'লে, চাই এদের কিছু না কিছু সংযোজন ও সংশোধন। এই ধরনের লোকের সংখ্যা ক্লিমের সামনে ক্রমাগতই বাড়ছে।

লিডিয়া ওপর থেকে নেমে এলো। এক কোণে পিয়ানোটার পাশে গিয়ে বসলো, তারপর অভ্যাস মতো স্কার্ফে বুকটা জড়িয়ে বিদেশীনীর চোখে রইলো তাকিয়ে। নীল স্কার্ফ—অস্বস্তিকর কয়েকটা ছায়া ঘনিয়ে তুললো তার মুখের নিচের দিকটাতে। লিডিয়া চুপ ক'রে রইলো ব'লেই ক্লিমের ভালো লাগলো। কারণ, ক্লিম ভালো ক'রেই জানে, লিডিয়া যদি কোনো কথা বলে,

তবে ও তার প্রতিবাদ করবে-ই। দিনের বেলায় অন্যান্য সবার সামনে ও তাকে ভালোবাসে না।

অতিথিদের কাছে ক্লিমের মা মহানুভবতা দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে দয়া ক'রে মৃদু হাসছে। তার হাবভাব আর আচার-ব্যবহারের মধ্যে এমন একটি ভাব, যা তার পক্ষে অস্বাভাবিক, কতোকটা কৃত্রিম, কতোকটা করুণ।

সম্পাদক, ইনকভ ও রবিনসনকে সে আপ্যায়িত করছেঃ 'দয়া ক'রে খান!' এবং একটা আঙুল দিয়ে তাঁদের দিকে রুটি, মাখন, পনির ও মোরব্বার রেকাবিগুলি ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে। মাদাম স্পাইভাককে ডাকছে 'লিজা' ব'লে, এবং মাঝে মাঝে দৃষ্টি বিনিময় করছে এমন একটা ভংগীতে যেন ওদের মনের ও মতের কোনো পার্থক্য নেই। আর এলিজাভেটা স্পাইভাক, সে-ও অত্যন্ত সজীব হ'য়ে উঠেছে, তর্ক বিতর্ক করছে সবার সংগে; বিশেষ ক'রে, অন্য সবার চেয়ে ইনকভের সংগেই বেশী। সম্ভবত, ইনকভ দাঁড়িতে বাঁধা বাছুরের মতো কেবলই ওকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে, তাই। এলিজাভেটাকে এখানে অতিথির চেয়ে অতিথিবৎসলা ব'লেই মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা ক্লিমকে সন্দিগ্ধ ক'রে তোলে।

অতিথিরা চ'লে গেলে লিডিয়াকে সাথে নিয়ে এলিজাভেটা বাগানে বেড়াতে যায়, কিম্বা দোতলায় গিয়ে তার সংগে বসে। ওরা কি-সব নিয়ে আলাপ আলোচনা করে বেশ উত্তাপের সংগে। ক্লিমের কেবলই ইচ্ছা যে, চুরি ক'রে আড়াল থেকে শোনে, ওরা কি সম্পর্কে আলাপ করে, তা আবিষ্কার করে। কখনো বা এলিজাভেটা ক্লিমকে বলে, 'এই যে, দেখুন—কী মজার জিনিষ।'

বলেই সে রেনে, দুমিক, কি পোলিসিয়েরের কয়েকখানা ক্ষুদ্রকায় হলদে ভল্যুম ওর হাতে গুঁজে দেয়।

ক্লিম ভাবে, 'মতলব?—মেয়েটা কি আমাকে শেখাতে চায় নাকি?'

মনে পড়ে নেখায়েভার কথা; সে-ও এমনি ক'রে ওকে দিতো প্রি-র‍্যাফেলাইটদের, রোসগ্রসের, ফনস্টয়েকের কিম্বা ক্লিংগারের ছবি, দিতো ফরাসী ক্ষয়িষ্ণু কবিদের কাব্যগ্রন্থ। এলিজাভেটা যখন রুশ সাহিত্য সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করে, তখন ক্লিম মন দিয়ে শোনে, এবং দেখে, এলিজাভেটা

নতুন রুশ কবিতা সম্পর্কে যা বলে, তার সংগে ওর নিজের মতের সম্পূর্ণ মিল হয়ে যায়।

'আজকের তরুণ-তরুণীরা রুশ সাহিত্যকে তার মানবিকতার ঐতিহ্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে বড়ো বেশি ব্যস্ত। কিন্তু আসলে, ওরা করছে পারিসিয়ান কবিদের হয় অনুবাদ, নয় অনুকৃতি। ওরা আবার মোলায়েম ক'রে নিজেদের সমালোচনাও করে। যখনই রুশ সাহিত্যে কোনো চুরি ঘটে, তখনি ওরা বলতে শুরু করে যে সাহিত্যে একটা মহা ঘটনা ঘটে গেছে, ইত্যাদি।'

ক্বচিৎ কখনো বিতাড়িত বিড়ালের সতর্ক পদক্ষেপে ভারাবকার ঘরে আসে ইভান ড্রনভ। খাতাপত্র বগলে; পোশাকে পরিচ্ছন্নতা আছে; স্বাভাবিকভাবে শব্দ করে জুতোটা। ক্লিমের সংগে দেখা হ'লে সে এমনভাবে কথা বলে, যেমনটি কোনো কড়া পাহারাওয়ালার ছেলের সংগে নিম্নতন কর্মচারির বলা উচিত। তার থ্যাবড়া নাকের ওপর একটা কৃত্রিম সৌজন্যের ভাব ফুটে ওঠে। ক্লিম প্রশ্ন করে, 'তোমার কেমন কাটছে?'

'মন্দ না।'

তারপর অকস্মাৎ যাবার সময় ড্রনভ জানায়, 'মার্গেরিটা তোমাকে তার নমস্কার জানাবার জন্যে আমাকে বলেছিল। সে এখন একটা আশ্রমে মেয়েদের ছুঁচের কাজ শেখায়।'

'তাই নাকি?' ক্লিম বলে।

'হ্যাঁ। আমার সংগে তার প্রায়ই দেখা হয়।'

ক্লিম ড্রনভের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, অস্বস্তির সংগে ভাবে, 'কিন্তু আমাকে একথা বলার অর্থ?'

ক্লিম পরক্ষণেই ড্রনভের কথা ভুলে যায়; কারণ, লিডিয়া গিলে ফেলেছে ওর সমস্ত চিন্তাকে, ক্রমাগতই ওর মধ্যে জাগিয়ে তুলছে অস্পষ্ট একটা আতংক। সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, ক্লিম লিডিয়াকে যেমন মেয়েটি ব'লে কল্পনা করেছিল, সে তেমনটি আদৌ নয়। না—তেমনটি নয়। যত দৈহিক আকর্ষণ তার বাড়ছে, ততোই যেন সে ক্লিমকে আপত্তিকর একটা করুণার সংগে দেখছে।

একাধিক বার তার সুরের মধ্যেও একটা বিদ্রূপের ছোঁয়া লক্ষ্য করেছে ক্লিম।

'বেশ, বলো তা'হলে—আমার মধ্যে কি বদলেছে?'

ক্লিমের বলতে ইচ্ছা করলো, 'কিছুই না।' সে বলতে পারতো, 'আমি এখন বুঝেছি যে, তোমার সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল।' কিন্তু এই সত্যটা উচ্চারণ করার মতো যথেষ্ট শক্তি বা সাহস ছিল না ক্লিমের। তাছাড়া, এ-টাই যে সত্য, এবং এ কথাগুলো যে একান্ত বলতেই হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তাও ছিল না তার। তাই সে বললো, 'এখনো বলার মতো সময় হয়নি।'

'না না, আমার মধ্যে কিছুই বদলায় নি।' লিডিয়া ফিসফিসিয়ে ব'লে উঠলো। স্তব্ধ গুমট রাত্রির অন্ধকারে লিডিয়ার চাপা কণ্ঠস্বরটা ক্লিমের ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে পরিণত হ'য়েছে।

বিশেষ ক'রে ব্যাপারটা আরো বিশ্রী লাগে, কারণ, লিডিয়া যখন এই বিসদৃশ প্রশ্নগুলো ফিসফিসিয়ে বলে, তখন তাকে ক্রমেই যেন বেশী নির্লজ্জ মনে হয়। একবার ক্লিম কি যেন লিডিয়াকে আদর করে বলেছিল, হঠাৎ লিডিয়া তাকে থামিয়ে দিলো, 'থামো, ওটা কোথায় যেন ছিল বটে?' এক মুহূর্ত লিডিয়া ভাবলো, তারপর ভ্রূ কুঁচকে বললো, 'ওটা হোলো স্তাঁধালের লেখা 'অন লাভ' বই থেকে।'

লিডিয়া সংগে সংগে লাফিয়ে বিছানা থেকে মেঝেয় নামলো। গাছের কালো অশুভ ছায়াগুলো এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। লিডিয়া সেগুলোকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দ্রুত চ'লে গেলো। নীলাভ চাঁদের আলো আর কালো ছায়াগুলো চঞ্চল হ'য়ে খেলে গেলো তার সারা গায়ে। মনে হোলো, তার যেন পা নেই, সে শূন্যে ভাসছে। একবার জানলার বাইরে তাকিয়ে লিডিয়া আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। কঠিনতায় কুঁচকে উঠলো ভ্রূ দুটো। লিডিয়া আয়নায় নিজেকে ঘন ঘন এমন মনোযোগের সংগে লক্ষ্য করতে লাগলো যে, ক্লিমের ভারি অদ্ভুত লাগলো, লাগলো ভারি মজার। লিডিয়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে মাঝে মাঝে, টিপে টোকা দিয়ে দেখছে বুক, পেট, পাছা। লিডিয়ার নগ্ন দেহটা ছাড়া আয়নার মধ্যে আর কোনো

ছবি নেই। মুখোমুখি দু জন লিডিয়াকে দেখে ভারি বিশ্রী লাগলো ক্লিমের। একজন জীবন্ত মূর্তি চঞ্চল হ'য়ে দুলে বেড়াচ্ছে ঘরময়, আর একজন অশরীরী নিঃশব্দে নিঃসাড়ে ভেসে যাচ্ছে আর্শির শূন্য স্বচ্ছ কাচের ওপরে।

ক্লিম রুক্ষভাবে প্রশ্ন করলো, 'তোমার কি মনে হয়, তুমি পোয়াতি হয়েছ?'

লিডিয়ার হাত দুটো চকিতে শ্লথ হ'য়ে দেহের দু'পাশে ঝুলে পড়লো। সে দ্রুত ফিরে দাঁড়িয়ে সভয়ে প্রশ্ন করলো, 'কি—?'

তারপর চেয়ারে ব'সে পড়ে চাপা করুণ গলায় বলতে লাগলো, 'কিন্তু ছেলেমেয়ে সব সময় যে হবে, এমন তো কোনো মানে নেই? আর তা ছাড়া মাত্র ছ' সপ্তাহের বেশীও তো এখনো হয় নি...?'

'কিন্তু তুমি অতো ভয় পাচ্ছ কেন? ছেলে বিয়োতে কি তুমি ভয় করো?' ক্লিম বললো। লিডিয়াকে খোঁচা দিতে তার বেশ লাগছে, 'আর ওর সংগে সপ্তাহের কি সম্পর্ক আছে শুনি?'

লিডিয়া কোনো উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি পোশাক পরতে লাগলো।

'অথচ, তোমার মনে পড়ে, তুমি একটি ছেলে না মেয়ের মা হ'তে চেয়েছিলে?'

লিডিয়া এতো দ্রুত পোশাক পরছে যে, সে যেন সাধ্যমতো সত্বর নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চায়। সে অস্ফুট গলায় বললো, 'চেয়েছিলাম নাকি? মনে পড়ে না তো?'

'তখন তোমার বয়স ছিল মোটে দশ বছর।'

'এখন ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে আমার কোনো আকর্ষণ নেই।' তারপর নুয়ে প'ড়ে পায়ে স্লিপার পরতে পরতে বললো, 'সন্তান প্রসবের অধিকার সকলের নেই।'

'ও, দর্শন!

'হ্যাঁ।' বিছানার কাছে এসে বললো, 'সকলের নেই। কেউ যদি আজে-বাজে বই লেখে, কি ছবি আঁকে, তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু কেউ যখন আজে-বাজে ছেলেমেয়ের জন্ম দেয়, তার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা

থাকা উচিত।'

ক্লিম বিরক্ত হ'য়ে উঠলো, 'এ রকম বুড়ো মানুষের মতো চিন্তা করতে তুমি শিখলে কোথা? তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। এসব তোমায় এলিজাভেটা স্পাইভাক বলেছে বুঝি?'

লিডিয়া পায়ের আঙুলের ওপর ভর ক'রে সতর্ক হালকা পা ফেলে চ'লে গেলো। সে যদি তার স্কার্ট-টা কেবল একটুখানি তুলে ধরতো, তবে মনে হোতো, সে বুঝি এগিয়ে চলেছে কর্দমাক্ত পংকিল একটা পথ দিয়ে!

ক্লিম লক্ষ্য করলো, যখন তখন দুর্বোধ্য একটা দ্রুততার সংগে অস্বস্তিকর সব আলোচনা তার আর লিডিয়ার মধ্যে ক্রমেই জেগে উঠছে। তবু কোনো মতেই সে এই আলাপ আলোচনার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। একদিন লিডিয়ার অবিরাম প্রশ্নে ক্লান্ত হ'য়ে ক্লিম তাকে নির্লিপ্ত ভাবে পরামর্শ দিলো, 'বিবাহে স্বাস্থ্য পালন' নামে একখানা বই আছে, সে-টা প'ড়ে দ্যাখো। কিম্বা ধাত্রীবিদ্যার কোনো পাঠ্য বই।'

লিডিয়া বিছানার ওপর উঠে বসলো, তারপর নিজের পা দুটো দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে প্রশ্ন করলো, 'অর্থাৎ, তোমার মতে, সব কিছুর পরিণতি হোলো ধাত্রীবিদ্যায়। তবে আর কবিতার কি প্রয়োজন বলো? কেনই বা মানুষ কবিতা লেখে?'

'সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে মাকারভের পরামর্শ নিতে বলি।'

লিডিয়া ক্লিমের দিকে ফিরে বসলো, তারপর আঙুলের ধারালো নখ দিয়ে তার ভ্রূ দুটোকে মসৃণ ক'রে দিতে দিতে বললো, 'তুমি ভালো ক'রে দু'টো কথা বলতে পারো না। সর্বদা এমন ভাবে বলো, তুমি যেন কোনো পরীক্ষা দিচ্ছ।'

'ঠিক তাই।' ক্লিম জবাব দিলো, 'তার কারণ, তুমি কেবলই আমাকে প্রশ্ন করছ।'

লিডিয়ার কণ্ঠস্বরে দুটো সুর বাজলো, যেমনটি বাজতো তার ছোট-বেলায়, 'আমি প্রায়ই তোমার সংগে একমত হ'তে চাই। কিন্তু সে কেবল

তোমার সংগে তর্ক এড়াবার ইচ্ছায়। তোমার সংগে যে-কোনো বিষয় নিয়ে যে কেউ তর্ক করতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ কি? তুমি বড়ো পিছল— এমন কোনো কথা নেই, শব্দ নেই, যা তোমার কাছে বড়ো প্রিয়।'

ক্লিম ঈষৎ রুষ্টভাবে প্রতিবাদ জানালো, 'তুমি এ-কথা কেন বলছ, বুঝলাম না।'

তার মনে হোলো, একটা চূড়ান্ত মুহূর্ত যেন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। একটু থেমে লিডিয়া ক্লিমের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো, 'কেন আমি এ প্রশ্ন করছি?...তেরো বছর বয়স থেকে, যখন থেকে আমি নিজেকে প্রথমে মেয়ে ব'লে ভাব্তে শুরু করেছি, সেদিন থেকে কেবলই ভাবছি ভালোবাসার কথা। এ-ছাড়া আর কিছুর কথাই আমি ভাবতে পারি নি।'

ক্লিমের মনে হোলো, লিডিয়া যেন কথা বলছে কতকটা আত্মগত হ'য়ে, অপরাধীর মতো। তার মুখটা একবার দেখতে ক্লিমের ভারি ইচ্ছা করলো। ক্লিম একটা দেশলাই জ্বাললো, কিন্তু লিডিয়া তার অভ্যাস মতো দুই হাতে মুখ ঢেকে বিরক্তির সংগে বললো, 'আলো কি হবে?'

'অন্ধকারে খেলতেই তোমার ভলো লাগে, না?' ক্লিম ঠাট্টা করলো।

বাগানে বাতাস সশব্দ হ'য়ে উঠেছে। পাতাগুলো আঁচড় দিয়ে যাচ্ছে জানলার শার্সিগুলোয়; ঝিলমিলগুলোর ওপর চাবুক কশছে নুয়ে-পড়া গাছের শাখাপ্রশাখাগুলি। সেই সংগে আর একটা শব্দ কানে আসছে, দুর্বোধ্য গোঁগানি, কোথায় যেন একটা কুকুর ঘুমের ঘোরে কাঁদছে। লিডিয়ার চাপা কণ্ঠস্বরের সংগে এই আওয়াজগুলি মিশে, তার কথাগুলোকে অনেকটা করুণ ক'রে তুলছে। ক্লিমের কানে এলো, 'আমরা পরস্পরের কাছে কোনো মতেই মিছে কথা বলবো না। লোকে মিছে কথা বলে, কারণ, তারা আরামে, স্বস্তিতে বাঁচতে চায়। কিন্তু আমি চাই না আরাম, চাই না স্বস্তি। কী যে চাই, তা-ও আমি জানি না। হয়তো তোমার কথাই ঠিক, আমার মধ্যে বার্ধক্য-সুলভ কিছু একটা জিনিষ আছে। কিন্তু তার একমাত্র কারণ, কোনো কিছুকে আমি ভালোবাসি না। সব কিছুই আমার কাছে মিছে ব'লে মনে হয়, সেগুলির যেমনটি হওয়া উচিত, সেগুলি যেন তেমন নয়।'

তাদের অবৈধ ভালোবাসার এই দিনগুলির মধ্যে ক্লিম আজই সর্বপ্রথম শুনলো এমন কয়েকটি কথা, যেগুলি তার বোধগম্য, যেগুলি তার স্বধর্মী। ক্লিম বললো, 'হ্যাঁ, জানি অধিকাংশ জিনিষই বানানো, মিথ্যে।'

আর এখনই ক্লিম সর্বপ্রথম লিডিয়াকে কোনো বিশেষভাবে বুকের মধ্যে চেপে ধরবার, তাকে কাঁদাবার, তাকে তার মনের কথা স্বীকার করাবার একটা তীব্র বাসনা অনুভব করলো। সে চাইলো, লিডিয়া তার দেহটাকে যতো সহজে আজ অনাবৃত করতে অভ্যস্ত হ'য়েছে, তেমনি সহজেই সে অনাবৃত উন্মোচিত করুক তার আত্মাকে। ক্লিমের কেমন যেন দৃঢ় বিশ্বাস হোলো, যে কোন মুহূর্তে একটা দুর্বার সহজ সত্য তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে এবং সে তার জীবনের সকল তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মন্থন ক'রে নেবে এক ভেষজ-অমৃত, তার নিজের জন্যে, লিডিয়ার জন্যে।

অস্পষ্ট চাপা গলায় বলে চললো লিডিয়া, 'আজ আমার মনে হয়, তরুণ-তরুণীরাই সুখী নয়; সুখী তারা, যারা কোনো নেশার উন্মাদ। তোমরা কেউ ডিওমিডভকে বুঝতে পারলে না। ভাবলে, সে একটা পাগল। কিন্তু তবু সে আশ্চর্য সরলভাবে বলেছিল এই কথাটা ঃ ভগবান হয়তো মানুষের সৃষ্টি, কিন্তু তবু গির্জাগুলো আছে। অথচ যা আমাদের প্রয়োজন, সে হোলো কেবল ভগবান আর মানুষ। পাথরের গির্জাগুলো নয়।...'

ক্লিম তাড়াতাড়ি বললো, 'ও, সেই ক্যাবলার এনার্কিজম। ও সব আমার জানা আছে। আমি শুনেছি ঃ কাঠ বোকা, পাথর বোকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। ...যতো সব রাবিশ!'

ক্লিম অনুভব করলো, তার মধ্যে পল্লবিত হ'য়ে উঠছে পরম অর্থময় সব চিন্তা। কিন্তু তাদের প্রকাশের জন্যে তার স্মরণশক্তিটা কেবলই এগিয়ে দিচ্ছে অপরের কথাগুলিকে, যে কথাগুলি সম্ভবত আগেই লিডিয়ার কাছে সুপরিচিত। নিজস্ব কথার সন্ধানে হাতড়ে, লিডিয়ার ফিসফিসানি থামাবার ইচ্ছায় ক্লিম লিডিয়ার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলো। কিন্তু লিডিয়া এমন ত্বরার সংগে কাঁধটা কুঁচকে নিলো যে, ক্লিমের হাতটা গড়িয়ে পড়লো লিডিয়ার কনুইএর ওপর। ক্লিম কনুইটাকে সজোরে চেপে ধরলো। লিডিয়া

বললো, 'ছাড়ো!'

'কেন?'

'আমি এখন যাবো।'

প্রতিদিনের মতোই লিডিয়া ওকে অন্ধকার নীরবতার মধ্যে ফেলে রেখে চ'লে গেলো। এমনটি কদাচিৎ ঘটে, এমন নয়। প্রায়ই লিডিয়া অকস্মাৎ চ'লে যায়—যেন ক্লিমের কথায় ভয় পেয়ে। কিন্তু আজকে লিডিয়ার ভয়টা ক্লিমকে বিশেষ ক'রে আঘাত করলো। তাকে ক্লিম যে কথাগুলি বলতে চেয়েছিল, সেগুলিকে লিডিয়া নিজের সংগে নিয়ে চ'লে গেলো তার ছায়ার মতো। ক্লিম বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে জানলা খুলে দিলো সশব্দে; ঘরের মধ্যে হুড়মুড় ক'রে এসে ঢুকলো এক হলকা বাতাস আর ধুলোর গন্ধ। বাতাস রেগেমেগে টেবিলের ওপরকার বইখানার পাতাগুলোকে যেন নাস্তানাবুদ ক'রে দিলো। ফলে, লিডিয়ার প্রতি ক্লিমের বিদ্বেষটা গেলো আরো বেড়ে। জানলা বন্ধ ক'রে বিছানায় এসে সে শুয়ে স্থির করলো, 'কাল আমি ওর সংগে একটা বোঝাপড়া করতে চাই। অনেক খেয়াল ও বকুনি সওয়া গেছে, আর নয়।'

ক্লিমের মনে হয়, লিডিয়ার মানসিক অবস্থাটা দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠছে সম্পূর্ণ। ক্লিম ইতিপূর্বে-ই এই মানসিক অবস্থাটাকে দু-মুখো নাম দিয়েছে। ক্লিম তার জীবনে এই দ্বিতীয় বার লক্ষ্য করেছে, দেহের দিক থেকেও লিডিয়ার মধ্যে আসছে একটা পরিবর্তন। তার মুখের সুপরিচিত রেখাগুলির পেছন থেকে ভেসে উঠছে আর একখানি মুখ যা এতোদিন লুকানো ছিল, যা ক্লিমের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাবাকে স্নেহ-সোহাগ করার একটা ঝোঁক সহসা লিডিয়াকে পেয়ে বসেছে; ভেরা পেত্রোভ্‌নাকেও সে আদর করে, এলিজাভেটা স্পাইভাককে-ও। মাঝে মাঝে সবার দিকে সে এমন দৃষ্টিতে তাকায়, চোখ দুটো যেন তার নিজের নয়, স্নেহে, সহানুভূতিতে ও বেদনায় ভরা। ক্লিম ভয় পেয়ে ভাবে, যে কোন মুহূর্তে লিডিয়া হয়তো অনুতপ্ত হ'য়ে ক্লিমের সংগে তার সম্পর্কের কথা সবাইকে জানিয়ে দেবে, কেঁদে ফেলবে হাউমাউ ক'রে।

ক্লিম লক্ষ্য করে, লিডিয়া কেমন কাতরভাবে ওর মার দিকে তাকিয়ে থাকে।

লিডিয়ার প্রতি ওর মার ব্যবহারে স্নেহ সৌজন্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু তা কৃত্রিম। ভেরা পেত্রোভ্‌না একটিবারো লিডিয়ার চোখের পানে তাকায় না; তাকায় তার কপালের দিকে, কিম্বা তার মাথার ওপরে। সন্ধ্যায় খাবার ঘরে চায়ের টেবিলে বসে ভেরা পেত্রোভ্‌না নিতান্ত করুণার সংগে লিডিয়াকে বললো, 'দৃঢ় বিশ্বাস কিম্বা নির্ভুল জ্ঞানের ওপর ভিত্তি ক'রেই মানুষের সমালোচনা করার অধিকার জন্মে। তুমি যা করো, আমি তা মানতে পারি না। আর তোমার জ্ঞান, তুমি নিজেও স্বীকার করবে, যথেষ্ট নয়।'

লিডিয়া কিন্তু ভেরা পেত্রোভ্‌নার কথাগুলো শেষ পর্যন্ত শুনলো না, চিন্তাজড়িত গলায় বললো, 'আমাদের কোচুয়ান, মাইকেল, সর্বদা লোকজনকে গাল পাড়ে, অথচ ও নিজে চোখে দেখতে পায় না। সবার ভয় করে, ও কাউকে না কাউকে কখন বলতে কখন চাপা দিয়ে বসবে।...একবার ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার।'

প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে ভারাবকার পানে তাকিয়ে ভেরা পেত্রোভ্‌না একবার কাঁধ কুঁচকালো। ভারাবকা বিড়বিড় ক'রে বকলো, 'ডাক্তার? ষাট বছর বয়স হোলো...ও আর সারে না।'

লিডিয়া চ'লে গেলো। কয়েক মিনিট বাদে তাকে দেখা গেলো বাগানে, মাদাম স্পাইভাকের সংগে কথা বলতে। ক্লিম শুনলো, লিডিয়া প্রশ্ন করছে, 'অন্যের ভুল শোধরাবার কি দায় পড়েছে আমার?'

কখনো কখনো ক্লিমের মনে হয়, লিডিয়া তার সংগে শুষ্ক ও সংযতভাবে ব্যবহার করে, যেন কোনো বিষয়ে ক্লিম একটা অপরাধ ক'রেছিল, এবং সে অপরাধটা যদিও আগেই মাপ করা হ'য়েছে, তবু মার্জনাটা ততো সহজে হয় নি।

ক্লিম এই সমস্ত ব্যাপার স্মরণ ক'রে আবার একবার স্থির করলো, 'না, ওর সংগে কালই একটা বোঝাপড়া করবো, কালই!'

চারিদিকের মানুষগুলোকে আদৌ ভালো লাগছে না ক্লিমের। এদের দেখে ছোটো বেলার একটা স্মৃতি তার মনে ভেসে ওঠে। একজন মাতাল

জেলে কতকগুলো গলদা-চিংড়ি নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছিলো রান্নাঘরের মেঝেয়। চিংড়িগুলো এ-ওর ওপর দিয়ে এলোমেলো হ'য়ে কিলবিল ক'রে পালাচ্ছিল এদিকে ওদিকে। এই মানুষগুলোও যেন ঠিক তেমনি। নিতান্ত নিস্পৃহ নির্লিপ্ত হ'য়ে তাদের কথাবার্তা শোনে, তাদের সংগে তর্কে বিতর্কে যোগ দিতে চায় না, আর মনোযোগের সংগে লক্ষ্য করে ইনকভকে। লেখক কাটিনকে নিমন্ত্রণ করার জন্যে লিডিয়াকে সংগে নিয়ে ইনকভের পল্লীভবনে যাওয়াটা সে মোটেই পছন্দ করে নি। সে পছন্দ করে না, এই অমার্জিত ছোঁড়াটা লিডিয়া ও এলিজাভেটা দুজনের মাঝখানে চেয়ারে ব'সে দোল খায় এবং ধূর্ত চটুল হাসির সংগে একবার এর দিকে নুয়ে পড়ে, একবার ওর দিকে নুয়ে পড়ে। সন্ধ্যার গোড়ার দিকে ইনকভ এক রকম বিদ্রূপপূর্ণ মৃদু হাসির সংগে ওর কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেছিল, 'ওরা কি তোমায় য়ুনিভারসিটি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল?'

প্রশ্নটার ভংগী ও অপ্রত্যাশিততা ক্লিমকে ঘাবড়ে দিলো। সে নীরব বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো ইনকভের দিকে। ইনকভ আবার বললো, 'তুমি কি হাংগামায় যোগ দিয়েছিলে?'

ক্লিম জবাব দিলো, সে নিজে ছমাসের জন্যে পড়াশুনা স্থগিত রেখেছিল। তারপর সে প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু এখন লিউবা কোথায়?'

'কি জানি!' নির্লিপ্তভাবে ইনকভ জবাব দিলো, 'সম্ভবত কাজানে, ধাত্রীবিদ্যা শিখছে। দেখছই তো, এখন ওর সংগে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সব সময় সে শাসনতন্ত্র আর বিপ্লব নিয়ে মেতে আছে। কিন্তু আমি তো এখনো বুঝি না যে, বিপ্লবের কি দরকার...'

'কী নির্লজ্জ গেঁয়োমি!' মনে মনে ভাবলো ক্লিম, কান পেতে শুনতে লাগলো ইনকভের চাপা জড়িত কথাগুলি ঃ

'পেট ভ'রে খাবার জন্যে যদি লোকে বিপ্লব চায়, তবে আমি তার বিরোধী। কারণ, যখনি আমি ভালো ক'রে খাই, তখনি দেখেছি খালি পেটের চেয়ে আমার নোংরামিটা যায় বেড়ে।'

ক্লিম ভাবছিল, কি ক'রে এই ধূর্ত ভবঘুরে লোকটাকে সে বোকা বানিয়ে

সবার কাছে তার আসল রূপটা প্রতিপন্ন ক'রে দেবে। কিন্তু কিছু ভেবে ওঠার আগেই ইনকভ বললো, 'মুখখানাকে অমন পে'চার মতন ক'রে মাঝে মাঝে তুমি কি ভাবো, বলো তো? আমার জানতে ভারি ইচ্ছে করে।'

ক্লিম ভ্রূ কুঁচকে ওর কাছ থেকে স'রে গেলো।

সত্যি, সে কিছু বুঝতে পারছে না। কেন এলিজাভেটা স্পাইভাক ইনকভকে কেবলই সবার চোখে উঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কেনই বা তার মা ও ভারাবকা তার প্রতি এমন প্রসন্ন হ'য়ে উঠছে, আর কেনই বা লিডিয়া ঘণ্টা ভোর বাগানে দাঁড়িয়ে তার সংগে আলাপ করে, তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মধুর হাসে? ওই তো আবার, এখনো—লিডিয়া জানলার পাশে ইনকভের সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে, আর মুচকি হাসছে। ইনকভ চ'ড়ে ব'সেছে জানলার চৌকাঠে। হাতে সিগারেট।

'না! লিডিয়ার সংগে বোঝাপড়া করাটা একান্ত দরকার...একান্ত,' ক্লিম ভাবলো।

পরদিনই ক্লিম লিডিয়ার সংগে বোঝাপড়া করলো। প্রাতরাশ শেষ হবার পর সে অবিলম্বে লিডিয়ার ঘরে এলো, লিডিয়া বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। গায়ে টপ-কোট, মাথায় ছোটো টুপি, আর হাতে ছাতা। বাইরে জানলার শার্সির ওপর ফিনফিনে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

'কোথা যাচ্ছ?'

'গভর্ণরের আপিসে, পাশপোর্টের জন্যে।' লিডিয়া মৃদু হাসলো, 'অমন অবাক হ'য়ে গেলে যে? আমি তো তোমায় বলেছিলাম, আলেনা আমাকে প্রায়-ই ডাকছে প্যারীতে। বাবার হুকুম পেয়েছি।'

'মিছে কথা!' রাগের সংগে ক্লিম প্রতিবাদ জানালো। অনুভব করলো তার পা দুটো থরথর ক'রে কাঁপছে। 'না' ও সম্বন্ধে তুমি আমায় একটি কথাও বলোনি। এই প্রথম শুনছি!

লিডিয়া ছাতাটাকে সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা চেয়ারে চ'ড়ে বসলো; একবার অমনোযোগী মৃদু হাসি খেলে গেল তার কুৎসিত মুখখানার

ওপর। ক্লিম লক্ষ্য করলো; লিডিয়ার চোখে অকপট বিস্ময়।

'কি অদ্ভুত!' লিডিয়া ক্লিমের মুখের পানে তাকিয়ে চোখ মিটমিটিয়ে শান্তকণ্ঠে বলতে লাগলো, 'কিন্তু আমার তো স্পষ্ট মনে হচ্চে, তোমায় যেন বলেছি...আলেনার চিঠি প'ড়ে শুনিয়েছি...তুমি ভুলে গেছ নিশ্চয়!'

নঙর্থক ব্যঞ্জনায় মাথা নাড়লো ক্লিম, লিডিয়া উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো, বললো, 'তাহ'লে ব্যাপারটা কি বোঝো। তোমার সংগে সব সময় আমি এতো বকচি, তর্ক করছি—যখন একলা থাকি তখনো—যে আমার মনে হয়, তুমি যেন সব জানো...তুমি সব বোঝো!'

লিডিয়ার কথা বিশ্বাস করলে না ক্লিম, জড়িত গলায় বললো, 'আমি-ও তাহ'লে তোমার সাথে যেতাম।'

'আর পড়াশুনোর কি হবে? তোমার মস্কো ফিরে যাবার সময় হোলো...'

ক্লিম সরোষে লিডিয়ার পানে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু, তবে, আমাদের বিয়ে হবে কখন?'

'কি?' লিডিয়া চমকে থেমে দাঁড়ালো, 'কিন্তু, কিন্তু...আমাদের বিয়ে যে করতেই হবে, এমন তো কোনো কারণ নেই?'

লিডিয়ার ভয়ার্ত চাপা স্বর ক্লিমের কানে এলো। লিডিয়া চোখদুটি বিস্ফারিত ক'রে ক্লিমের সামনে দাঁড়িয়ে; ঠোঁটদুটো থর থর ক'রে কাঁপছে, মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে, 'কিন্তু বিয়ে কেন? আমি তো পোয়াতি হইনি...'

ভারি অদ্ভুত শোনালো লিডিয়ার কথাগুলো। কথাগুলো যেন সে বলে নি। তারপর লিডিয়া ক্লিমকে এই বিশৃঙ্খল শূন্য ঘরে একাকী ফেলে রেখে চলে গেলো। চারিদিক নিস্তব্ধ, বর্ষণের ভীরু ঝর ঝর শব্দেও প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে এই নৈঃশব্দ্য। লিডিয়ার আকস্মিক প্রস্থানের এই সিদ্ধান্ত এবং বিশেষ ক'রে বিবাহের প্রস্তাবের জবাবে তার ভীত আর্ত কথাগুলি ক্লিমকে এমন নিরুৎসাহ ক'রে দিলো যে, প্রথমে সে আঘাতটা অনুভব করতে পারলো না। মিনিট দুয়েক নিরুৎসাহ নিস্তেজ অবস্থায় ব'সে থাকার পর সে তার

নাক থেকে চশমাটা একরকম ছিনিয়ে সরিয়ে নিলো এবং উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগলো ঘরময়। রুষ্ট ঘৃণার সংগে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলো, 'তবে, এই কি শেষ?'

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়লো, এই অবৈধ সম্পর্কটা ছিন্ন করা সম্বন্ধে এমন কি সে নিজেও তো কতোবার ভেবে দেখেছে।

'হ্যাঁ, ভেবে দেখেছি! কিন্তু সে তো কেবল লিডিয়া যখন আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যস্ত জর্জরিত ক'রে তুলতো, তখনি। ভেবে দেখেছি মাত্র, কিন্তু আমি তো তা চাই নি। না না, আমি ওকে হারাতে চাই না।'

তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'না না!' আর যদি এ সম্পর্ক ভেঙে ফেলতেই হয়, তবে ভাঙবো আমি,—আমি! ও না!'

ক্লিম চারিদিকে একবার তাকালো; তার মনে হোলো, কথাগুলো সে জোরে ব'লে ফেলেছে—খুব জোরে। কিন্তু ওদিকে ঝিটা যে-ভাবে নীরবে নিঃশব্দে টেবিল পুঁছে যাচ্ছে, তা থেকে ক্লিমের ধারণা হোলো, না, সে মনে মনেই চেঁচিয়েছে। আয়নায় ক্লিম দেখলো, নিজের পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখখানা। ত্বরিতে চশমাটা চোখে লাগিয়ে সে ছুটে নিজের ঘরে পালিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। দুই হাতে কপালের দুই দিক চেপে ধরলো, ঠোঁট কামড়ালো।

আধ ঘণ্টা খানেক বাদে ক্লিম নিজেকে বোঝাতে চাইলো যে, সে অপমানিত হ'য়েছে। কারণ, নেখায়েভার মতন লিডিয়াকে সে খুশির প্রাবল্যে একটি বারো কাঁদাতে পারে নি। কৃতজ্ঞতায় লিডিয়া ওর হাতে একটি বারো চুমু খায়নি, কিম্বা সবিস্ময়ে ওর কানে কানে বলেনি কোনো মৃদু মধুর কথা। নারীকে খুশী করবার যে-গর্ব পুরুষের, সেই মধুর গর্বটুকু মুহূর্তের জন্যে একটি বারো অনুভব করার সুযোগ দেয়নি লিডিয়া। এই গর্ব এবং আনন্দটুকু যদি ক্লিম অনুভব করতে পেতো, তবে আজ লিডিয়ার সংগে অবৈধ সম্পর্ক ছেদ করা তার পক্ষে সহজতর হয়ে উঠতো। ক্লিম বিরক্ত হয়ে উঠলো, 'না না, একটিবারো লিডিয়া আমাকে অকপটে আদর-সোহাগ করেনি। একটিবারো না!'

ক্লিমের মনে হ'লো, লিডিয়ার আলিংগন ও চুম্বনগুলি যেন আলিংগন

ও চুম্বন ছিল না, ছিল গবেষণাগারে পরীক্ষার উপকরণ।

'নীটশের কথাই ঠিক ঃ মেয়েদের কাছে আসতে হ'লে আসবে একহাতে চাবুক নিয়ে। এই সংগে বলা দরকার, অন্য হাতে থাকবে লজেঞ্জ্।'

ক্লিম ক্রমেই শান্ত হ'য়ে আসতে লাগলো। ভাবলো, লিডিয়ার সংগে তার এই অবৈধ সম্পর্কটা এমন কি এখনি যেন কতকটা বিরক্তিকর হ'য়ে উঠেছিল। অসহ্য, ঘৃণ্য হ'য়ে যেতো পরে। যৌন আকর্ষণের দৈহিক দিকটার পেছনে কি গোপন আছে, তার অনুসন্ধানের ফলে লিডিয়া হয়তো একদিন ঠকাতো, শুধু অভিনয় করতো।

মাকারভ বলেছিল, ডন জুয়ান রোমান্সধর্মী ছিল না, ছিল অজ্ঞাতের, অপরিচিতের, অননুভূতের সন্ধানী। মাকারভ বলেছিল, অজ্ঞাত অনুভূতিকে জানবার এই তীব্র স্পৃহা হোলো একপ্রকার ব্যাধি। তুরোবোয়েভ বলেছিল, এ হোলো 'রক্তের আধ্যাত্মিক নেশা।' মাকারভ বলেছিল, মেয়েরা পুরুষদের খুঁটিনাটি ক'রে বুঝতে অর্ধ-সচেতন ভাবে চেষ্টা করে। কারণ মেয়েরা জানতে চায়, পুরুষ তাদের যে শাসন করে সে শক্তির সত্যিকার উৎস কোথায়?

ক্লিম ক'শে চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থেকে মনে মনে মাকারভকে গাল পাড়তে লাগলো, 'একটি গর্দভ! কোনো রোমান্সধর্মীর পক্ষে প্রসব-বিজ্ঞান পড়ার মতন মূঢ়তা আর নেই। কতো সহজ আর স্বাভাবিক এই কুটুজভ! সে কতো সহজভাবে, কতো সত্বর, দিমিত্রির কাছ থেকে মেরিনাকে ছিনিয়ে নিলো? আর ইনকভ, সে-ত যখনি লিউবাকে তার ভালো লাগেনি, তখনি তাকে ত্যাগ করেছে......'

ক্লিমের চিন্তাগুলো ক্রমেই বিদ্বেষপূর্ণ ও আক্রমণাত্মক হ'য়ে উঠছে। এগুলিকে তীক্ষ্ণতর ক'রে তুলতে সাধ্যমতো চেষ্টা করছে সে। কারণ, এই চিন্তাগুলির আড়ালে তার মনে ভেসে ওঠে তার অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতির আবছা একটি ভাব। সচেতন ভাব। লিডিয়াকে নিয়ে সে জুয়া খেলতে নেমেছিল এবং সে-জুয়ায় সে হেরে গেছে। কিন্তু এই হারা-টুকু-ই তার সব চেয়ে বড়ো নয়, তার চেয়ে গুরুতর তার জীবনে কিছু ঘটেছে। ক্লিম এ নিয়ে আর ভাবতে চাইলো না। যখনি শুনলো লিডিয়া ফিরে এসেছে, তখনি

সে কৈফিয়ৎ দাবী করার জন্যে লিডিয়ার কাছে এসে পেঁছলো। লিডিয়া যদি সত্যি-ই সম্পর্ক ছেদ করতে চায়, তবে সে স্বীকার করুক এজন্যে সে দোষী এবং সে-দোষের জন্যে সে ক্ষমা চাক......

লিডিয়া তার ঘরে টেবিলের পাশে বসে একটা চিঠি লিখছিল। সে নীরবে ঘাড় বাঁকিয়ে ক্লিমকে আড়চোখে একবার দেখলো; জিজ্ঞাসায় ঘন সরু ভুরু দুটি তুললো। ক্লিম টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো, 'আমি বোঝা-পড়া ক'রে নিতে চাই।'

লিডিয়া কলমটা রেখে দিয়ে মাথায় হাত তুলে নিজেকে সোজা ক'রে বললো, 'কিসের?'

আজকে সত্যি যাযাবরের মতো দেখাচ্ছে লিডিয়াকে। মাথায় পর্যাপ্ত কুঞ্চিত চুল। এগুলিকে কোনো দিন সে চিরুণি দিয়ে বাগ মানাতে পারে না। পাতলা কালো মুখে ঝলসে-ওঠা দু'টি চোখ, আর—টানা টানা দীর্ঘ তার পাতা। মদ রঙের পোশাকে ঢেউ খেলানো লিডিয়ার দেহ; নীল ফুল তোলা কমলা রঙের শালে ঢাকা সংকীর্ণ দুটি কাঁধ। ক্লিম সামঘিন তার বক্তৃতাটা শুরু করার জন্যে বেশ জমকালো কথা খুঁজে পাবার আগেই লিডিয়া শান্ত ও গম্ভীর গলায় বললো, 'কিন্তু এ নিয়ে আমাদের এতো কথাবার্তা হ'য়েছে যে......'

'মাপ করো! তুমি আমার সংগে যেভাবে ব্যবহার করেছ, সেভাবে কোনো পুরুষের সংগে কেউ করে না।...তোমার এই প্যারি যাওয়ার হঠাৎ সিদ্ধান্ত করার অর্থ?'

কিন্তু লিডিয়া ক্লিমের কথায় কান না দিয়ে এমন গলায় কথা বলতে লাগলো যে, মনে হোলো তার বয়স বুঝি তিরিশ।

'তাছাড়া, তোমার কাছ থেকে চ'লে গিয়ে একলা ব'সে ব'সে-ও তোমার সংগে আমি অনেক কথা বলেছি। তোমার হ'য়ে-ও জবাব দিয়েছি সততার সংগে, হ্যাঁ, বিশ্বাস করো, ততোটা সততার সংগে তুমি নিজে-ও জবাব দিতে পারতে না। কারণ তুমি, সত্যি খুব...সাহসী নও। তাই তুমি বলতে, ভালোবাসতে হয় নীরব হ'য়ে। কিন্তু আমি চাইতাম কথা বলতে, চীৎকার

করতে—কারণ, আমি চাইতাম বুঝতে। তুমি আমাকে উপদেশ দিয়েছিল "প্রাথমিক ধাত্রীবিদ্যা" পড়তে...'

'রাগ কোরো না।' ক্লিম বললো।

হাসলো লিডিয়া, প্রশ্ন করলো, 'তুমি যে আমায় "প্রাথমিক ধাত্রীবিদ্যা" পড়তে বলেছিল, সে কি কেবল রাগ ক'রে? আমি বইখানা পড়ি নি। হয়তো তোমার কথাই ঠিক; আমি অধঃপতিত, আমি ক্ষয়িষ্ণু,—আমি তোমার মতো মানসিক-সুস্থ পুরুষের যোগ্য নই। আমি ভেবেছিলাম তোমার মধ্যে আমি এমন একজন পুরুষের দেখা পাবো, যে আমাকে সাহায্য করবে...অবশ্য, কী সাহায্য যে আমি চেয়েছিলাম, তা যদি-ও আমার জানা নেই।'

লিডিয়া মুখ ফিরিয়ে জানলার ফাঁকে বাইরের মেঘের পানে তাকিয়ে রইলো। নোংরা বরফের স্তূপের মতো দেখাচ্ছে মেঘটাকে। ক্লিম সরোষে বললো, 'আমিও ভেবেছিলাম...আমি তোমাকে বন্ধুর মতো পাবো...'

চিন্তাগ্রস্ত দুটি চোখে ক্লিমের পানে তাকিয়ে থেকে লিডিয়া বললো, 'তবেই দ্যাখো, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে গড়ালো। আমরা ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন আর ভাবি না।'

লিডিয়ার লালচে মুখখানা গাঢ় লাল হ'য়ে উঠলো; সে ক্লিমের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে উঠে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো।

ক্লিম-ও উঠে দাঁড়ালো; লিডিয়ার মুখ থেকে এমন কথা সে আশা করতে লাগলো, যা তাকে আঘাত করবে। লিডিয়া বললো, 'কোনো কিছু না বুঝে কুয়াশার অস্পষ্টতার মধ্যে বেঁচে থাকায় কোনো আনন্দ নেই।'

'বুঝতে পারো না, কারণ, তুমি কিছু জানো না, তাই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লিম বললো।

'কি জানতে হবে শুনি?' লিডিয়া প্রশ্ন করলো।

'পড়তে হবে।'

'আমি একটি ইশ্‌কুলের মেয়ে, এই ধারণাটা সারা জীবন ধ'রে অনুভব করতে হবে, এ-ই তো?' লিডিয়া জানলার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। তারপর তার চিন্তাজড়িত কথাগুলি ক্লিমের কানে এলো,

'আমার মনে হয়, আমি যা জানি, সেগুলি জানার যেন কোনো প্রয়োজন নেই। যাই হোক, আমি পড়াশুনোর এবার চেষ্টা করবো। তবে মস্কো-এ নয়, অতো হৈ-চৈ আমার সয় না। সম্ভবত, পিটার্সবার্গে। আর প্যারী? সত্যি, আলেনার ওখানে একবার যেতেই হবে। কারণ, সে আদৌ সুখে নেই; আর জানোই তো, আমি তাকে কতো ভালোবাসি।'

'সুখে নেই? কেন?' ক্লিমের ইচ্ছা করলো জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো ঝি এবং লিডিয়াকে জানালো, বাবা ডাকছেন।

লিডিয়া আর ক্লিম সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নীরবে নিচে নেমে এলো। ক্লিম থেমে দাঁড়ালো দোরের কাছে, ভাবলো, 'না, এ-ই শেষ নয়—আরো বলার আছে!'

সে নিজের ঘরে ফিরে এসে লিডিয়াকে একটা চিঠি লিখতে বসলো। অনেকক্ষণ ধ'রে লিখলো, কিন্তু অবশেষে লেখা কাগজগুলো প'ড়ে স্থির করলো, না, চিঠিখানা লিখেছে যেন দু'টো মানুষ, যাদের সংগে ক্লিমের কোনো সাদৃশ্য নেই। একজন অসাফল্যের সংগে অমার্জিতভাবে পরিহাস-বিদ্রূপ করছে লিডিয়াকে, অপর একজন নিতান্ত করুণভাবে করছে নিজের সাফাই। ক্লিম চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে স্থির করলো, সে নিঝনি নভ্‌গরদ যাবে। অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে, ঠিক লিডিয়া যেমনটি করতে চেয়েছে। এতে লিডিয়া বুঝবে যে, তাদের সম্পর্কটা এমনি ভেঙে দেওয়ায় ক্লিম আদৌ দুঃখিত হয় নি। কিম্বা—হয়তো সে ভাববে, ক্লিমের মন ভেঙে গেছে, তাই নিজের সংকল্প বদলে হয়তো সে ক্লিমের সংগেই রওনা হবে।

কিন্তু পরদিন যখন ক্লিম লিডিয়াকে জানালো যে, সে পরশু চ'লে যাচ্ছে, লিডিয়া তখন নিতান্ত নির্লিপ্ত গলায় বললো,

'সত্যি, এ-টা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের সম্পর্কটা এমনিভাবে শেষ হয়েছে। এমনি শান্তভাবে, সকল নাটকীয়তা বাদ দিয়ে। আমার ভয় ছিল, সম্পর্কটা শেষ হবার আগে নিশ্চয় কয়েকটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হবে।'

লিডিয়া ক্লিমকে নিজের কাছ টেনে নিলো। তার ঠোঁটে করলো সুদীর্ঘ

চুম্বন, বললো, 'আমরা বন্ধুর মতো বিদায় নিচ্ছি, কেমন? আবার আমাদের যেদিন দেখা হবে, সেদিন আমাদের দু জনেরই জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি বাড়বে। সেদিন হয়তো আমরা পরস্পরকে দেখবো নতুন ক'রে, আলাদা চোখে।'

লিডিয়ার অপ্রত্যাশিত স্নেহ-জড়ানো ওই কথাগুলি ক্লিমের মন ছুঁয়ে গেলো। ছোটো কয়েকটি অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো লিডিয়ার দু চোখের কোণ থেকে। ক্লিম অত্যন্ত কোমল কাকুতি-ভরা গলায় বললো, 'তুমি আমার সংগে গেলে ভালো করতে না কি?'

'না।' দৃঢ় গলায় জবাব দিলো লিডিয়া, 'না, তার কোনো দরকার নেই। তুমি কেবল আমার কাজে হাত দেবে।'

ত্রস্ত হাতে লিডিয়া তার চোখের জলটুকু মুছে নিলো। ক্লিম-ও পাছে কিছু অসংগত অপ্রাংসগিক কথা ব'লে ফেলে এই ভয়ে ত্বরিতে লিডিয়ার শুষ্ক উষ্ণ হাতে করলো চুম্বন। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে পায়চারি করতে করতে ভাবলো, আসলে লিডিয়া অসুখী! অসুখী! বন্ধ্য নিষ্ফল কুসুম এই লিডিয়া। আত্মাহীন নারী। চিন্তা করে, অনুভব করে না।

ঘরের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়ালো ক্লিম, চোখের চশমা খুলে সেটাকে একবার ঘোরালো, তরপর নিজের চারিদিকে চেয়ে একরকম সশব্দেই ভাবলো, 'কিন্তু কতো সত্বর এই নাটকের যবনিকা নামলো! কতো সত্বর!'

যেন বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠলো সে। তবু সে সেই সংগে অনুভব করলো, আজ তার বিশ্রামের দিন এসেছে, তার বহু বাঞ্ছিত, বহু প্রয়াজনীয় বিশ্রামের। আজ যেন দুর্বহ একটা বোঝা তার নেমে গেছে। আজ তার ছুটি।

—সমাপ্ত—